লালনভাষা অনুসন্ধান ১

আবদেল মাননান

র ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় এই জগতে মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় এই জগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঊর্ধ্বমুখি সুরের টান টান সুতোর উপর দাঁড়িয়ে আছে শাঁইজির অমর কালাম অটল মহিমায়। কী বলতে চান তিনি। বুঝি বুঝি করেও ঠিক বোঝা হয় না। তখন ঠাহর হয়, ফকির লালন শাঁইজি সহজ মানুষ হলেও তাঁর ভাষা মোটেই সরল-সোজা নয়। শাঁইজির মহাসংগীতময় তত্ত্বসাহিত্য রূপক ভাষার জটিল রহস্যে মোড়া। জগতবাসী তাই লালনভাষার ভেতর প্রবেশের পথই খুঁজে পায় না। কাঠমোল্লা আলেম পণ্ডিতগণ এ কারণেই শাঁইজির সোজা জিনিস উল্টো বোঝে। এদের কাছে ফকির লালন শাহ্ চিরকালই মহারহস্যময়। বদ্ধজীবের আক্কেল-বুদ্ধি তাঁর সূক্ষ্ম ভাষা বুঝতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। শাঁইজির লোকোত্তর দর্শন সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতার কারণে তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও অচেনা, অধরা রয়ে গেলেন এখনো। সব লোকের বা স্তরের উর্ধ্বে লোকোত্তর 'মহাপ্রভু' তিনি। সেজন্যে 'সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে'।

ফকির লালন শাঁইজির মহাজাগতিক সঙ্গীতকে আমরা লোকসঙ্গীত বলে মানতে নারাজ। তাঁকে স্থানিক বা ঐতিহাসিক গণ্ডিতে আবদ্ধ করে আমরা ভাবতে পারি না। এ উপলবিদ্ধটুকুও আমরা তাঁর চরণ থেকেই পাই : 'গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার অধঃপথে গতি হয় তার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনভাষা অনুসন্ধান ১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনভাষা অনুসন্ধান ১

আবদেল মাননান

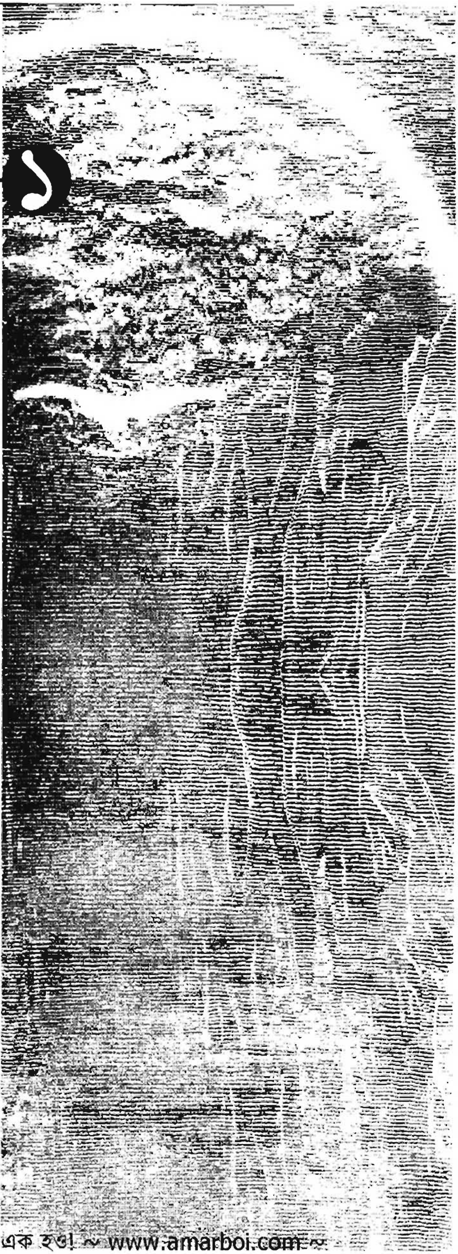

রোদেলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনভাষা অনুসন্ধান ১
আবদেল মাননান

© The School of Great No

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ
মার্চ ২০০৯

রোদেলা ০১৮

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অফিস : ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
সেল : ০১৭১১১৭৮৯১২৫

লালন প্রতিকৃতি
জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রচ্ছদচিত্রণ
মাহবুব কামরান

মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

মূল্য : ৩৪০ টাকা মাত্র

RECHARGER SUR LA LANGUE DE LALON . 1 Par ABDEL MANNAN
Cet édition 2008 est Publicié dans Le Bangladesh Par Riaz Khan, Rodela Publication 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100
LALONVASHA ANUSHANDHAN . 1 by Abdel Mannan. This edition 2008 Published in Bangladesh by Riaz Khan, Rodela Prokashani. 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100 E-mail : rodela_prokashani@yahoo.com

Price : Tk. 340 only US. $20
ISBN : 984-70117-0014-
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্যক গুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতীর পাদপদ্মে

যেহি মুর্শিদ সেই তো রসুল
ইহাতে নাই কোনো ভুল খোদাও সে হয়
লালন কয় না এমন কথা কোরানে কয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাগভাষ্য

আরবি ভাষায় বলে আল্লাহ ফারসিতে কয় খোদাতালা
গড বলেছে যিশুর চেলা ভিন্নদেশে ভিন্নভাবে

মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার উদয় ত্রিজগতে
ভাব দিতে অধর চিতে ভাষা বাক্য নাহি পাবে ॥

আল্লাহ-হরি ভজন পূজন এ সকল মানুষের সৃজন
অনামক অচেনার বচন বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে ॥

আপনাতে আপনি ফানা হলে তারে যাবে চেনা
সিরাজ শাঁই কয় লালন কানা স্বরূপে রূপ দেখ সংক্ষেপে ॥

—ফকির লালন শাহ্

AMARBOI.COM

লালনভাষা উর্ধ্বলোকের রহস্যময় ভাষা। মর্ত্যলোকের মানুষ মনের অভাব প্রকাশের জন্যে মুখের কথা, লেখার ভাষা-নির্ভর হলেও মহাগুরু লালন শাঁইজির ভাবের ভাষা সমুদ্রে তাদের যেন থৈ মেলে না। অথৈ মহাসাগর। লৌকিক ভাষা-বাক্য দিয়ে শাঁইজির লোকোত্তর ভাবভাষ্য বোঝার কোনো উপায়ই নেই। নৈঃশব্দকে ব্যক্ত করার মতো কোনো শব্দ জগতে নেই। আত্মদর্শনের শব্দভারহীন আলোময় মহাজ্যোতি (নূরে মোহাম্মদী) শব্দ বা সংজ্ঞা দিয়ে সবটুকু কখনো বোঝানো যাবে না। এ বিশ্ব, রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার ও যান্ত্রিক সভ্যতা তাই লালনভাষা এখনো বুঝতেই পারেনি কিছু।

যদিও তাঁর সাধু-সুধাময় সুরের পরশে কেউ কেউ বিমোহিত হন। শাঁইজির অতলান্তিক ভাব-ভাষার কিছুই না বুঝে তাঁর পদাবলি গেয়ে যশ-খ্যাতিও পেয়েছেন অনেকে। শাঁইজি সহজ মানুষ হলেও তাঁর ভাষা মোটেই সোজা সরল নয়। মহাসঙ্গীতময় তাঁর তত্ত্বসাহিত্য বহুলভাবে রূপক, উপমা ও অলঙ্কারের জটিল রহস্যে মোড়া। এ কারণে শাঁইজির ভাব-ভুবনের প্রবেশ পথই খুঁজে পায় না জনগণ। সুতরাং ভোগবাদী কাঠমোল্লা ও আত্মসুখলোভী পণ্ডিত লোকেরা শাঁইজির সোজা জিনিস উল্টো বুঝে গোলমাল বাঁধায়। নিজেরা পড়ে ঘোর বিপাকে এবং অন্যদেরও মহাবিপদে ফেলে রাখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনভাষা অতিরহস্যময়। বদ্ধজীবের আক্কেল বিবেচনার ভাষা-বুদ্ধি তাঁকে বুঝতে গিয়ে পদে পদে হোঁচট খায়। লালনভাষা সম্বন্ধে ঘোরতর অজ্ঞতার কারণে তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও অচেনা, ধরা দিয়েও রয়ে গেলেন অধরা।

সব লোক বা স্তরের উর্ধ্বে লোকোত্তরের পুরুষোত্তম শাহেনশাহী তাঁর। তাঁকে আমাদের ভেতর পেয়ে এবং তাঁর মহৎ নাম কীর্তন করে নিজেরা ধন্য হলাম, অন্তত আমরা লোকোত্তর দর্শনের যারা নবীন অনুরাগী। শাঁইজির সঙ্গে এ মহাসংযোগ ঘটিয়ে দেবার জন্যে সম্যক গুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতীর প্রতি চিরঋণী আমরা। যদিও তাঁর নিগূঢ়তত্ত্বের গভীরতা এবং চিৎপ্রকর্ষগত উচ্চতার তুলনায় তাঁকে আমরা মর্ত্যবাসীগণ অতিসামান্যই চিনলাম এবং বুঝতে পারলাম। জাতি হিসেবে এটাই আমাদের বড় দার্শনিক ব্যর্থতা। এ জাতি করে তার প্রকৃত মহৎগণকে চিনবে?

ফকির লালন শাঁইজিকে আমরা তাই একজন 'লোক' তথা 'সাধারণ মানুষ' বলে কখনো কখনোই চিন্তা করতে রাজি নই। তাঁকে 'কবি' বললে 'নবি' কাকে বলি সে প্রশ্নও জাগে। তাঁর মহাজাগতিক সঙ্গীতকে 'লোকসঙ্গীত' বলতেও আমাদের আপত্তি আছে। স্থানিক বা ঐতিহাসিক গণ্ডিতে আবদ্ধ করে আমরা কখনো লালনচর্চা করি না। নিজের মূলসত্তা থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেখি না : গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যার অধোপথে গতি হয় তার।

সম্যক গুরুকৃপা ছাড়া কেউ শাঁইজি লালনের শব্দাতীত তথা নৈঃশব্দের ভাবরাজ্যে কখনো প্রবেশাধিকার পায় না। আপন গুরুর মধ্যস্থতা ছাড়া লালনের কোনো সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা নেই। সম্যক গুরুর কাছে আপন অস্তিত্বের সার্বিক আত্মসমর্পণ এবং আত্মদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃতির বন্ধন থেকে সদানন্দ মুক্তপুরুষ হয়ে ওঠাই ফকির লালন শাঁইজির তত্ত্বসাহিত্যিক সারকথা। আমরা গুরু আজ্ঞায় আত্মদর্শনমূলক অনুধ্যানের দ্বারা মূলধারার লালনভাষা উপলব্ধির অভিযানে নেমেছি। গুরুকৃপায় যখন যেমন বুঝেছি, গেয়েছি আর লিখেছি। প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত আভিধানিক ভাবধারা আশ্রয় করে এখানে লালনভাষা উদ্ধারের অপচেষ্টা হয়নি। এক জীবন্ত কোরান দিয়ে আরেক জীবন্ত কোরানকে সত্যায়নের প্রয়াস হয়েছে। এ হলো অখণ্ড 'দেলকোরান লালন'এর সাথে আপন দেলকোরানের মিলন মোহনা। এখানে গুরুজির দেখিয়ে দেওয়া আত্মদর্শনই আমাদের পথ-পদ্ধতি। সুফি লালন শাহ্ মানবজাতির মুক্তির মূর্তিমান পথ ও পদ্ধতিই শুধু নন, একজন পদ্ধতি প্রণেতা রসুলাল্লাহ। শাঁইজি গুরুবিমুখ সব বহির্মুখি পাণ্ডিত্যকে তুলোধুনো করে ছাড়েন তাই; যেমন:

> শুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলেমালে।
> চিনলিনে মন কোথা সে ধন ভাজলি বেগুন পরের তেলে ॥
>
> করলি বহু পড়াশোনা কাজে কামে ঝল্‌সে কানা
> কথায় তো চিড়ে ভিজে না জল কিংবা দুধ না দিলে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কি হবে এমন জনম লুটবি মজা মনের মতন
বাবার হোটেল ভাঙবে যখন খাবি তখন কার বা শালে ॥

হায় কী মজা তিলের খাজা খেয়ে দেখলি নে মন কেমন মজা
লালন কয় বেজাতের রাজা হয়ে রইলি একই কালে ॥

অতএব ফকির লালন শাঁইজির ভাষা অনুধাবনে একজন সম্যক গুরুকে (ইনসানে কামেল) আশ্রয় করে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হওয়া প্রথম ও প্রধান শর্ত। বহির্জগতের কারো কাছ থেকে কথা 'শুনে' অথবা বই 'পড়ে' ধার করা বিদ্যা বা জ্ঞানের নড়বড়ে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে লালনভাষার কিছুই বোঝা যাবে না। আমরা নিজেরাও বই লিখছি, তা স্কুলিং করছি। না করেও উপায় দেখি না, যখন শাঁইজিকে 'সাধারণ মানুষ' 'লোককবি' 'লোকশিল্পী' 'আউল বাউল' ইত্যাদি পরিচয়ে মুদ্রিতরূপে চিত্রিত করতে দুই বাংলায় আলেম সমাজ ও পণ্ডিত গোষ্ঠী যথেষ্ট তৎপর। বিষে বিষক্ষয়/অমৃত অক্ষয়। অথবা পেলেও বোঝেনি।

আমাদের এ অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থ মূলত ভবিষ্যতের মুক্তিপাগল সাধকদের জন্যে যারা ফকির লালন সম্বন্ধে জানতে সতৃষ্ণ, কিন্তু গুরুর সম্যক সন্ধান এখনো পায়নি।

প্রত্যক্ষভাবে গুরু না পেলেও বিশ্বময় প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আত্মিক ক্রমোন্নয়নের ধারাবাহিকতায় তার চেয়ে উচ্চতর চেতনার (Higher Mind) স্তরকে আঁকড়ে ধরে আছে। মানুষের ভেতরই সব স্তর। মানুষের ভেতরই শক্তি-ভক্তি। মানুষের মধ্যেই দুর্বল অবস্থা। তেমনই নবি-রসুল-আল্লাহ অবস্থাটাও মানুষের ভেতরই। শাঁইজি সেজন্যে গাইছেন : মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি/ মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপারে তুই মূল হারাবি।

মন থেকে মনুষ্য। মনুষ্য ছাড়া কোনো জীব সাংকেতিক ভাষা সৃজন-শ্রবণ অনুধাবন করতে পারে না। তবুও মানুষের বাইরে আমরা আজগুবি আল্লাহর শক্তি দেখতে চাই। বিবাদমান সুন্নি– অহাবি কাঠমোল্লারা অলীক গালগল্পে, ওয়াজ মাহফিলে ও ধর্মীয় জলসায় তাই আল্লাহকে সাত আসমানের উপর নির্বাসনে পাঠিয়ে নিজেরাই অজান্তে আল্লাহদ্রোহী এজিদি মুসলমান সাজে। প্রকৃত সত্য হলো, মানুষের বাইরে অন্য কোথাও আমরা খোদায়িশক্তি খুঁজে পাবো না। মানবদেহই আল্লাহ বিকাশের সর্বোত্তম ক্ষেত্র বা স্তর। তাই শক্তির জন্যে আপন সত্তার গহিন হেরাগুহায় ফিরে আসতে হবে।

শাঁইজি লালনের মতো মহাপুরুষকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ না করে কেউ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। সবার মধ্যে লালন উপস্থিত আছেন। ভ্রান্তি, সংকীর্ণতা, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা ও জাগতিক মোহবুদ্ধির কালো পর্দা দিয়ে আমরা তাঁকে আবৃত করে ফেলেছি আপন দেলের মধ্যে। যেদিন মন-মস্তিষ্কে আমরা মোহ-কালিমামুক্ত, শুদ্ধমনের অধিকারী হবো সেদিন আমরাও নিশ্চয় হয়ে উঠবো শুদ্ধচিত্ত লালনময় সাধু। লালন ও আমাতে হবে একীভূত প্রেমের মিলন। এ জন্যেই তো মানবজন্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়েছি। একে ব্যর্থ করা যাবে না। সামনে সুন্দর সময় আসছে যখন অখণ্ড লালনবিশ্ব হবে সবার স্বস্তিময় বাসভূমি। শাঁইজির 'মাওলাতন্ত্র' আসন্ন এবং অনিবার্য।

জগতে সবই বিষয় বা ধর্মরাশি (Phenomenon)। বিষয়ের অবিরল প্রবাহে আমি, তুমি, সে বলতে আসলে কিছু নেই। কিন্তু দেহসর্বস্ব স্থূল বিচারবোধের কারণে আমি, তুমি, লালন, আলী, শিব, বুদ্ধ, ইসা, মুসা, ইব্রাহিম ইত্যাদি ধারণামূলক খণ্ডত্বের কুয়োয় পড়ে আছি। ফকির লালনকে আমাদের মধ্যে জাগ্রত করে তোলাটাই আসল কাজ। তাঁকে স্বরূপে জাগিয়ে তোলার মধ্যেই মানবজন্মের চরম ও পরম সার্থকতা নিহিত। বাইরের ধর্মরাশি তথা সংস্কারের উপর মনের বিজয়ী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় অবস্থাটাই হচ্ছেন– গুরুজি লালন। ঐতিহাসিক লালন এ চিরবিজয়ী মহাপুরুষের স্মারক কেবল। এ ভাবাত্মদর্শন থেকেই 'লালনভাষা অনুসন্ধান' কর্ম শুরু হয় বহু বছর আগে। দু খণ্ডে পরিকল্পিত এ বিশাল কাজের হোমওয়ার্ক বাস্তবায়ন শুরু হয় তিন বছর পূর্বে।

গ্রন্থটির এ প্রথম খণ্ডে স্বরবর্ণ 'অ থেকে ঔ' পর্যন্ত ৫২১টি শব্দ-চরণের সাধ্যায়ত্ত অনুসন্ধান করা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে রয়েছে 'ক থেকে ক্ষ' পর্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণানুক্রমিক ১০০৭টি সংজ্ঞামূলক ব্যাখ্যা। লালন শাঁই আমাদের কাছে একজন রক্তমাংসের ব্যক্তিমাত্র নন, বিশেষ বা বিশিষ্ট এক বিষয়। এ বিশেষ বা বিশিষ্টতর বিষয় School of The Great No আত্মস্থ করে আমরাও জাগ্রত লালন হয়ে উঠবো দিনে দিনে। সুদূরের এ মহা যাত্রায় আপনাপন গুরুই আমাদের মহান আশ্রয়।

AMARBOI.COM

পপুলার মুদ্রণ–যান্ত্রিক যুগে প্রযুক্তি যতো বেশি জটিল হয়েছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে ছাপাখানার ভূত। এদেশে ভালো কাজের সহযোগী নেই। নষ্টামি ঘরে বাইরে। বহু সীমাবদ্ধতা। ভুলত্রুটি তাই অনিবার্য। পাঠকের সমালোচনা আমাদের ত্রুটি শোধরাতে সহায়ক হবে।

এ বইয়ের সাঙ্কলনিক কর্মে আমাদের The Scool of Great No-এর গবেষক ও লেখক গোঁসাই পাহ্লভী আমাকে অশেষ সহযোগিতা করেছেন। খোরশেদ আলম সবুজ কম্পিউটার অক্ষর বিন্যাসে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। রোদেলা'র প্রকাশক রিয়াজ খান এ গ্রন্থ প্রকাশনায় আর্থিক শক্তির চেয়ে ফকির লালন শাঁইজির প্রতি আত্মিক ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে তার প্রতি দায় বেড়ে গেলো আরো। এদের সবার প্রতি আমাদের ওপেন স্যালুট। আত্মিক শুভেচ্ছাসহ

আবদেল মাননান
২৫ মার্চ ২০০৯
সাধু মদন
১৩ সদরঘাট রোড, চট্টগ্রাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

স্ব র ব র্ণ

[অ—ঔ]

॥ অ ॥

অকূল পাথার	৮১
অকৈতব	৮১
অক্রুর	৮২
অখণ্ড মণ্ডল	৮২
অখণ্ড শিখরে ভাসে	৮২
অগম্ভু	৮২
অগুরু / অগরু	৮৩
অগোচরে রয়	৮৩
অগ্নিপারা	৮৩
অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে হলো সেই দশা	৮৪
অঘাটা	৮৪
অঙ্গ শীতল হলে	৮৪
অঙ্গে ধারণ করো বেহাল	৮৫
অচিন দল	৮৫
অচিন দলে আদ্য মূল	৮৫
অচিন পাখি	৮৬
অচিন শহর	৮৬
অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরি	৮৭
অজুদ ভজন	৮৭
অঞ্জন	৮৭
অটল	৮৭
অটলরূপে শাঁই	৮৮
অটৌড়	৮৯
অতি নির্জন	৮৯
অথই / অথৈ	৮৯
অদুল	৮৯
অদেখা তরিক	৮৯

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অদেখা নিয়ত 90
অদেখা ভাবুক 90
অদ্বৈ..91
অধম..91
অধমে উত্তম লীলে গুরু যার হয় রে সখা..91
অধর 92
অধর কালা 92
অধর চাঁদ 92
অধিকারী..93
অধীন 94
অধে 94
অধোপথ..94
অধো পদ্ম চরকবাণে..95
অধোমুণ্ডে ঘুরে বেড়ায় 95
অনন্ত করুণা..95
অনন্ত কুঠরী 96
অনন্তরূপ আকার একরূপ সাকার রয় সর্বঘটে 96
অনন্ত রূপ..96
অনলে জল উষ্ণ হয় না..97
অনাথের নাথ..97
অনাদি..97
অনাদির আদি..97
অনাত্ম অচেনা কভু বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে..98
অনা'স..98
অনা'সে পায় 98
অনুভব..98
অনুমান 99
অনুরাগ 99
অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি..99
অনেকাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়..99
অন্ধকারে রাগের পরে ছিল যখন শাঁই ১০০
অপান..১০০
অপান..১০০
অপার ভেবে হই ঘোলা ১০১
অপার সাগর.. ১০১
অপারে কেউ থাকবে না.. ১০১

অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার ১০২
অপারের কাণ্ডারী ১০২
অপযশ ১০২
অপর ১০২
অপবিত্র করে ১০২
অপমৃত্যু ১০৩
অপরকে বুঝাইতে তামাম ১০৩
অপরাধ ১০৪
অপরূপ সে নদীর পানি কি বলবো তার গুণ বাখানি ১০৪
অবতার ১০৫
অবতারী ১০৫
অবলা পরানি ১০৬
অবশেষে হারায় জীবন ১০৬
অবিম্বুধারী ১০৬
অবোধ মন ১০৬
অভক্ত জনা ১০৭
অভয় চরণ ১০৭
অমনি অঘাটে পড়ে রয় ১০৭
অমর গোরা ১০৮
অমর হয় ১০৮
অমর্ত্যের এক ব্যাধ ব্যাটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে ১০৯
অমাবতী ১০৯
অমাবস্যা ১১১
অমাবস্যা নাই সে চাঁদে দ্বিদলে তাঁর কিরণ উদয় ১১১
অমূল্য কর্পূর যাহা ১১২
অমূল্য দোকান ১১২
অমূল্য নিধি ১১৩
অমূল্য মাণিকমণি ১১৩
অমৃত ১১৩
অমৃত পুরা ১১৩
অমৃত সাগরের সুধা ১১৩
অমৃত সে বারি অনুরাগ ১১৩
অযোনি ১১৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অরসিক ১১৪
অরুণ-কিরণ ১১৪
অরুণ বরুণ জ্যোতির্মালা ১১৫
অরুণ বসন ধারণ বিভূতি ভূষণ লবে ১১৫
অল্পেতে আর সারবে না ১১৫
অসত্যকাম ১১৫
অসৎের সঙ্গে মজিয়ে কুরঙ্গে ১১৬
অসৎ অভক্ত জনা তারে গুপ্ত ভেদ বলো না ১১৬
অসৎ কাণ্ড বাঁধায় ১১৬
অসময়ে ১১৭
অসম্ভব করণী ১১৭
অসময়ে কৃষি করে মিছেমিছি খেটে মরে ১১৭
অসাধ্যের সাধ্য বিধান ১১৮
অসার ১১৮
অসূসার ১১৮
অহঙ্কার ১১৯
অহর্নিশি ১১৯
অহল্যা ১১৯
অহাদানিয়াত ১১৯
অহাদানিয়াতের রাহা মানে ১২০
অহিমুণ্ড ১২১
অন্তপুরী ১২১
অন্তরে যার সদাই সহজ রূপ ১২১
অন্তরে সদানন্দ ১২১
অন্তিমকাল ১২২
অন্ধকার আর রবে না ১২২
অন্ধকারের আগে ছিলেন শাঁই রাগে ১২২
অন্ধকারে রতিদানে ছিলো না সে পতির রূপ দর্পণে ১২৩
অন্য ধন ১২৩
অন্য বারি ১২৩
অন্য বারি খায় না ১২৩
অষ্ট প্রকার সিদ্ধি ১২৪
অষ্টসখি ১২৪
অষ্টসিদ্ধি ১২৪

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ আ ॥

❙ আই ১২৫
❙ আইন ১২৬
❙ আইন সত্য মানুষবর্ত ধরো এই বেলা ১২৬
❙ আইনাল হক ১২৬
❙ আইনি অদেখা তরিক ১২৬
❙ আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা ১২৭
❙ আউজু বিল্লাহ ১২৭
❙ আউল চলন ১২৮
❙ আউল-বাউলের আত্মতত্ত্ব ভজন ১২৮
❙ আউলিয়া ১২৯
❙ আউলো কেশী ১২৯
❙ আউলো বাণী ১২৯
❙ আউয়াল ১২৯
❙ আউয়াল মোকাম ১২৯
❙ আউয়ালে আক্কেল দরিয়া ১৩০
❙ আউয়ালে বিসমিল্লাহ বর্ত ১৩০
❙ আওন-যাওন ১৩০
❙ আওলা ১৩০
❙ আওয়াজ ১৩১
❙ আকবরি হজ ১৩১
❙ আকার ১৩১
❙ আকার কি নিরাকার শাঁই রাব্বানা ১৩২
❙ আকার ছেড়ে নিরাকারে সেজদা কে দেয় ১৩২
❙ আকার নাস্তি ১৩৩
❙ আকার বলিতে খোদা ১৩৩
❙ আকার বিনে নূর চোয়ায় প্রমাণ কী গো তার ১৩৪
❙ আঁখি ১৩৪
❙ আখের ১৩৫
❙ আখেরি ১৩৬
❙ আখেরে খালি হাতে সবাই ১৩৬
❙ আখেরে মরণ ১৩৭
❙ আগম ১৩৭
❙ আগা কেটে হইলে মুসলমান, মানুষে আনলে না ইমান ১৪০
❙ আগুনের ঘর ১৪১
❙ আগে করো সিদ্ধির আশা ১৪১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আগে গুরুরতি করো সাধনা ১৪২
▌আগে জান গে কালুল্লাহ ১৪২
▌আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না ১৪২
▌আগে জানো না ও মনরায় ১৪৩
▌আগে পাত্র যোগ্য না করে, যে জন সাধন করে ১৪৩
▌আগে মন সাজো প্রকৃতি ১৪৩
▌আগে শরিয়ত জানো ১৪৩
▌আচার-বিচার ১৪৪
▌আছে আবার নাই বলা যায় ১৪৪
▌আছে আল্লাহ্ আলে রসুল কলে তলের উল হলো না ১৪৫
▌আছে কোন ধনী ১৪৬
▌আছে কোন মানুষের বাস কোন দলে ১৪৭
▌আছে ঘাটে যার রাজা সেই তো প্রজা ১৪৮
▌আছে ধরে ১৪৯
▌আছে ভাবের গোলা আসমানে ১৪৯
▌আছে ভাবের ঘরে তালা ১৫০
▌আছে মায়ের ওতে জগত পিতা ১৫০
▌আছে যার মনের মানুষ আপন মনে ১৫১
▌আজ ব্রজপুরে কোন পথে যাই ১৫১
▌আজ মরলে কাল দু দিন হবে ১৫২
▌আজ রোগ বাড়ালি কুপথ্যি খেয়ে ১৫২
▌আজব আয়না মহল মণি গভীরে ১৫৩
▌আজব এক রসিক নাগর ভাসছে রসে ১৫৩
▌আজব কারিগরী ১৫৪
▌আজব নহর ১৫৫
▌আজব লীলে ১৫৫
▌আজব শহর ১৫৫
▌আজব সুরত ১৫৬
▌আজগুবি ১৫৬
▌আজগুবি তাঁর আওন-যাওন ১৫৬
▌আজরাইল ১৫৬
▌আজাজিল ১৫৭
▌আজান ১৫৭
▌আজ্ঞাকারী ১৫৭
▌আজ্ঞাচক্র ১৫৭
▌আঁট বসে না কোনোটাতে ১৫৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঠারো মোকামের মাঝে জ্বলছে একটা রূপের বাতি ১৫৮
আতঙ্কেতে যায় জীবন ১৫৮
আতরাফ ১৫৯
আতশ ১৫৯
আত্মতত্ত্ব ১৫৯
আত্মতত্ত্ব ১৫৯
আত্মরস ১৬০
আত্মা ১৬০
আত্মারাম ১৬০
আত্মারামেশ্বর ১৬০
আত্মারূপ কর্তা ১৬০
আত্মারূপে কর্তা হরি ১৬০
আত্মারূপে কে বিরাজে আদমের কলবে ১৬১
আদম ১৬১
আদম শফি ১৬১
আদমি ১৬১
আদমের ভেদ পশু কী বোঝে ১৬২
আদি ইমাম মেয়ে ১৬২
আদি চন্দ্র রাখো কসে, তাঁরে কেউ ছেড়ো না ১৬২
আদিতত্ত্ব ১৬৩
আদি মক্কা এ মানবদেহে ১৬৩
আদেশ করেন আল্লাহ গনি ১৬৪
আঁধলা ইমাম ১৬৫
আঁধলা দশা ১৬৫
আনকা নহর ১৬৫
আনন্দমণি ১৬৬
আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করে যে জনা ১৬৬
আনন্দের গৌরাঙ্গ ১৬৬
আনলেন রাহে ১৬৬
আনিয়ে জেদ্দার মাটি ১৬৬
আন্দাজি পথে ১৬৬
আপন খবর ১৬৭
আপন ঘরে বোঝাই সোনা, পরে পরে লেনা-দেনা ১৬৭
আপন দেহ ১৬৭
আপন পর তো ভুলি নাই ১৬৭
আপনা মোকাম জানিয়ে সন্ধান ১৬৮

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- আপনারে আপনি চিনি নে ১৬৮
- আপনার আপনি ফানা হলে তাঁরে জানা যাবে ১৬৮
- আপনার আপনি ভুলে ১৬৯
- আপনার গুদরী ১৬৯
- আপনার পিরিত ১৬৯
- আপনি কেঁদে জগত কাঁদালে ১৬৯
- আপনি খোদা আপনি নবি ১৭০
- আপনি ঘর সে আপনি ঘরি ১৭০
- আপনি নিরঞ্জন মণি আপনি কুদরতের ধনী ১৭০
- আপনি বেগে আপনি মরি ১৭০
- আপনি ভাসে আপন প্রেমজলে ১৭১
- আপনি শাঁই ফকির, আপনি হয় ফিকির ১৭১
- আপ্তবাক্য ১৭১
- আফি বা আফু ১৭১
- আব ১৭২
- আবহায়াত ১৭২
- আবাই আবাই ধ্বনি দিতে ১৭২
- আবার কোথায় এলাম ভাবি তাই ১৭৩
- আবার গুরু বলে তারে এমন পাগলকে দেখেছে ১৭৩
- আবার মরা মরায় সাধন করে ১৭৩
- আবার যাবি কার নিকটে ১৭৩
- আবার যেন ফ্যায়ে ফেলিস নারে ১৭৪
- আবু বকর ১৭৪
- আমার আপন খবর নাহি রে ১৭৫
- আমাতে কি আমি আছি ১৭৫
- আমার এ কী কবার কথা ১৭৫
- আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে ১৭৫
- আমার এই মনে তো আমায় করলো হত ১৭৭
- আমার ঘরের চাবি পরের হাতে ১৭৮
- আমার বিষয় আমার বাড়িঘর ১৭৮
- আমার ভয় হয় রে দেলে ১৭৯
- আমার মন চোরের কোথা পাই ১৭৯
- আমার মনের অকৈতবাদি ১৮০
- আমার মুর্শিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে ১৮০
- আমার শুনিতে বাসনা দেলে ১৮১
- আমার সাথের সাথী আর কেউ নেই ১৮১

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমারে চিনি নে আমি এ বিষম ভ্রমের ভ্রমি ১৮২
আমারে বিসর্জন দিয়ে ১৮২
আমি ১৮২
আমি আমি শব্দ কে কয় ১৮৩
আমি কথার অর্থ ভারি ১৮৩
আমি কোন জন সে কোন জনা ১৮৩
আমি দীনহীন ভজনবিহীন ১৮৪
আমি নরাধম না জানি মরম ১৮৪
আমি নাচি কোন তাল ১৮৪
আমি বা কী তাও তো আমার হিসাব নাই ১৮৬
আমি বিদ্যে বুদ্ধি হানি ভজন সাধন নাহি জানি ১৮৬
আমি মারি মূলে, লাগে ডালের পর ১৮৭
আমি মুটে চালাই ১৮৭
আমি'র বেনা ১৮৭
আমোদ ১৮৮
আর কতকাল কাঁদাবি আমায় রাই কিশোরী ১৮৮
আর কবে তোর হবে জ্ঞান ১৮৮
আর কী রে সেই সঙ্গ পাবো ১৮৯
আর কেন রে মন ঘুর বাহিরে ১৮৯
আর ঠাঁই মিছে ১৮৯
আর থোবে না ১৮৯
আরশ ১৯০
আরহাম ১৯০
আরেফ ১৯১
আরেফিনা ১৯১
আল ১৯১
আলক্ ১৯১
আলক্ মোকাম বাড়ি ১৯২
আলক্ শাঁই ১৯৩
আলখানা ১৯৩
আলমপানা ১৯৩
আলা কুল্লি সাইয়িন কাদির ১৯৪
আলা কুল্লি সাইয়িন মোহিত ১৯৪
আলাভোলা ১৯৪
আলামিন ১৯৪
আল্লাহ্ ১৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ, নবি, আদম এ তিনে ১৯৫
আল্লাহর আসন ১৯৫
আল্লাহর নাম সার করে যে বসে আছে ১৯৫
আলি-গেলি ১৯৬
আলিফ লাম মিম কোনো অঙ্গে তখন খেলকা-তহবন্দ ছিলো না ১৯৭
আলিফে জের মিমে জবর ১৯৭
আলী ১৯৭
আলীপুরে তাঁর কাচারি ১৯৮
আলে মিম ১৯৯
আলো ২০০
আশরাফ ২০১
আশা তসবিহ ২০১
আশার আশা ২০১
আশা সিন্ধুকূলে বসে আছি সদাই ২০১
আশেক ২০২
আশেক বিনে ভেদের কথা কে আর বোঝে ২০২
আশেকে উন্মত্ত যাঁরা ২০৩
আশ্রি ২০৩
আসন শূন্য সিংহাসনে ২০৩
আসমান জমিন ২০৩
আসমানি আইন ২০৪
আসমানি চোর ২০৪
আসল নামাজ ২০৪
আসল বেনা ২০৫
আসলে মিথ্যে ২০৫
আসলে হলো না করণ ২০৬
আস্‌সালাতু মেরাজুল মোমেনিন ২০৭
আহকাম ২০৮
আহ্‌মদ ২০৮
আহাদ আর আহমদের বিচার হলে যায় জানা ২০৯
আহাদ আহমদে এক লায়েক ২১০
আহা মরি ২১০
আহাম্মক সবে ২১০
আহ্লাদিনী ২১২
আহার ২১২
আড়িগুড়ি ২১২

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

। আড়ে পাহাড় লুকায়...২১৩
। আয় কে যাবি পারে ২১৩
। আয় গো যাই নবির দ্বীনে...২১৩
। আয়াত...২১৪
। আয় না মনে খাঁটি হয়ে ২১৪
। আয়না মহল ২১৪
। আয়ু থাকতে আগে মরা...২১৪

। ই ।

। ইন্তেজারি...২১৬
। ইন্দ্রিয়...২১৬
। ইবনে আবদুল্লাহ...২১৮
। ইরফানি কেতাব...২১৮
। ইল্লাতে স্বভাব...২১৯
। ইল্লিন...২১৯
। ইশক...২১৯
। ইসা...২২৭
। ইষ্ট গোঁসাই'র ফষ্টামি...২২৯
। ইহকালে ভোগ করে সুখ...২২৯
। ইড়া...২২৯

। ঈ ।

। ঈশান কোণ...২৩০
। ঈশ্বর গোপাল...২৩০

। উ ।

। উজানে চালায় তরী...২৩১
। উজালা...২৩১
। উঠাইলে সরপোষখানি...২৩১
। উতারিল তাঁরে কোন পেয়ালা...২৩২
। উত্তম লীলা...২৩২
। উদ্ধার...২৩৩
। উদয় কলিকাল রে ভাই আমি দেখি তাই...২৩৩
। উদয়াস্ত...২৩৫
। উদান...২৩৫
। উদাসী...২৩৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❚ উপরওয়ালা সদর বাড়ি..২৩৫
❚ উপরে আল্লাহ গোপন পীরের নিশানী......................................২৩৬
❚ উপরোধের কাজ দেখ রে ভাই ঢেঁকি গেলার মতো ২৩৭
❚ উপলক্ষ ২৩৯
❚ উপাসনা...২৩৯
❚ উপশক্য ২৪০
❚ উপায় ২৪০
❚ উব্দ গাছে ফুল ফুটেছে প্রেম নদীর ঘাটে ২৪১
❚ উব্দ মানুষ জগতের মূল গোড়া হয়...২৪১
❚ উভয় নিহার উর্ধ্বতলা...২৪২
❚ উল..২৪২
❚ উল্টো তালা ২৪২

❚ ঊ ❚

❚ ঊর্ধ্ব ২৪৪
❚ ঊনকোটি দেবতা ২৪৪
❚ ঊর্ধ্বপানে রয়..২৪৫
❚ ঊনপঞ্চাশ বায়ু ২৪৫

AMARBOI.COM

❚ এ ❚

❚ এই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী ২৪৬
❚ এই দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি ২৪৬
❚ এই দেহে রয় ২৪৭
❚ এই দেহের মালেক রাব্বানা ২৪৭
❚ এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে সাধন কর ২৪৮
❚ এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন ২৪৮
❚ এই মানুষে সেই মানুষ আছে...২৪৮
❚ এই সুখে কি দিন যাবে...২৪৯
❚ এ কী অনন্ত ভাব হায় গো ধনী...২৫০
❚ এ কী আইন নবি করলেন জারি ২৫০
❚ এ কী আজগুবি এক ফুল...২৫২
❚ এ কী আজব কারিগরী ২৫২
❚ এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কে বা না মজেছো সখি.......................২৫২
❚ এ চারের করণ ভারি আছে অতি গোপনে ২৫৩
❚ এ ছার কুল..২৫৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দশা ঘটতো না আমারে ২৫৩
এ দিনে সেদিন ভাবলে না..............২৫৪
এ দোকানে বোঝাই করে..............২৫৪
এ ধন কোথায় রয়..............২৫৫
এ পারেতে বসে দেখি ও পারেতে কূল ২৫৫
এ বড় আজব কুদরতি..............২৫৬
এ বড়ো নিগূঢ় মর্ম..............২৫৬
এ ভব কারাগার ২৫৭
এ ভব তরঙ্গে আমায় দাও এসে চরণ তরী ২৫৭
এ মতো কথার হিসাবে বেহেস্তের গৌরব কিসে জানতে পাই ২৫৮
এ সংসার ভোজবাজি প্রকার ২৫৯
এও সম্ভব তাঁরই ২৫৯
এক কানা কয় আর এক কানারে..............২৫৯
এক গোর মানুষের মউত নাই..............২৬০
একঘর পড়শী বসত করে ২৬১
এক ঘরে জল আর আগুন ২৬১
এক চন্দ্র লক্ষ লক্ষ তারা আসমান ছেয়ে রয়..............২৬১
এক চাঁদে হয় জগত আলো এক বীজে সর্ব জন্মাইল ২৬২
এক ঠাঁই..............২৬২
একতার হলে একবার রাধা বলে ডাক ২৬৩
এক দমের ভরসা নাই..............২৬৩
একদিনও তুই পারের ভাবনা ভাবলি না রে ২৬৩
একদিনও পারের ভাবনা ভাবলি নার ২৬৪
একদিন শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন ডিম্বভরে ২৬৪
একদিন হুজুরে হিসাব দিতে যে হবে ২৬৪
এক দেল যাঁর জেয়ারত হয়, হাজার হাজি তাঁর তুল্য নয়..............২৬৫
এক নাচাড়ি..............২৬৫
এক নিরিখে চেয়ে থাকে পালক না ফিরায় ২৬৬
এক নিরিখ যার যেতে ভবপার..............২৬৭
এক নিরূপণ ২৬৭
এক প্রেমেতে হয় উপাসনা ২৬৭
এক ফুলে চার রঙ ধরেছে..............২৬৮
একবার চাঁদ বদনে বল রে শাঁই ২৬৯
একবার জগন্নাথে যেয়ে ২৭০
একবার দেখ না প্রেম নয়ন খুলে..............২৭০
এক মন হলে ২৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❙ এক রব আয়াতে আছে বান্দার কলবে ২৭৪
❙ এক রূপে করে ভাবনা, এড়াইবে সেহি শমন দায় ২৭৫
❙ এক হাতে যদি বাজতো তালি তবে কেন দু হাত লাগায় ২৭৫
❙ একটা মীন ভাসছে রসে...২৭৫
❙ একটা নরকেলের মালা তাতে জল তোলা ফেলা..........................২৭৬
❙ একটা পাগলামি করে জাত দেয় সে অজাতেরে ২৭৬
❙ একটা বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়, পাখি কখন যেন উড়ে যায় ২৭৬
❙ একতেদা...২৭৬
❙ একরা বিসমে রাব্বিকা...২৭৭
❙ একা এলি রে মন, যেতে একা যাবি তখন.................................২৮০
❙ একাকী ২৮০
❙ এ কী লীলে ব্রজলীলে কৃষ্ণগোপী কারে জানাইলে ২৮১
❙ একুল রাখি কী ওকুল রাখি...২৮১
❙ একে একে জেনে বেনা, করতে হয় চার ফানা ২৮১
❙ একের ঘরে ২৮২
❙ একেলা..২৮২
❙ একেশ্বর...২৮৩
❙ এখন আর কাঁদলে কী হবে ২৮৩
❙ এখন বলো শুনি...২৮৩
❙ এখনো এলো না কালা মন কেন হলো উদাসী..............................২৮৪
❙ এতোই ভারি ২৮৪
❙ এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা ২৮৫
❙ এবাদত উল্লাহ...২৮৫
❙ এবার গেলে আর না দেখি কিনার ২৮৬
❙ এবার গেলে আর হবে না পড়বি কয় যুগের ফ্যারে........................২৮৬
❙ এবার মানুষের করণ হবে কিসে..২৮৭
❙ এবার যদি না পাই চরণ আবার কী পড়ি ফ্যারে............................২৮৭
❙ এবার যেন অলস করি সে নাম ভুলো না ২৮৮
❙ এমন জনম গেলো রে অসার ভেবে ২৮৯
❙ এমনই হালে গুরুর দয়া হয়েছে..২৮৯
❙ এমন মানব সমাজ করে গো সৃজন হবে ২৯০
❙ এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে ২৯২
❙ এলাহি ২৯২
❙ এলাহি আলামিন গো আল্লাহ বাদশা আলমপানা তুমি ২৯৩
❙ এলেন ঘুরে ২৯৪
❙ এলমে লাদুন্নি ২৯৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

- এলেম হাসেল ২৯৫
- এসব দেখি কানার হাট বাজার.......................................২৯৬
- এসে কী করিলে...২৯৬
- এসেছিলাম করার দিয়ে ২৯৭
- এসেছিলাম বসে খেলাম, উপার্জন কই কী করিলাম.......................২৯৭
- এসে পার করো দয়াল আমায় ভবের ঘাটে ২৯৭
- এসেছো হে গৌর জীব তরাতে ২৯৮
- এসো হে অপারের কাণ্ডারী ২৯৯
- এসো হে প্রভু নিরঞ্জন ২৯৯
- এরাই পতিসেবার অধিকারী...২৯৯
- এহি ফরজ রূপ নিশানী ৩০০

। ঐ ।

- ঐক্য হয় যার মনে প্রাণে সে জানতে পায়.................................৩০১
- ঐ গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী ৩০২
- ঐ চরণের দাসের যোগ্য নই...৩০৩
- ঐটেই নষ্টামী...৩০৬
- ঐ নাম তিলে তিলে জপ মন সূতে.......................................৩০৬
- ঐ নামের দোহাই...৩০৬
- ঐ পদে কেউ রাজ্যও যদি দেয় তবু কালার মন নাহি পাওয়া যায়.........৩০৭
- ঐহিকের সুখ কদিনের বলো, ঐ যে দেখতে দেখতে দিন ফুরালো ৩০৭

। ও ।

- ও কালার কথা কেন বলো আজ আমায়.................................৩০৯
- ওগো গোঁসাই চাঁদের মজার কথা এলাম আমি শুনে.......................৩০৯
- ওগো জ্যান্তে মরা সে প্রেম সাধন.......................................৩১০
- ওগো তোমার নিগূঢ় লীলা সবাই জানে না................................৩১০
- ওগো রাই সাগরে নামলো শ্যাম রায়.................................... ৩১১
- ওগো সামান্য কি সে ধন পাবে ৩১১
- ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা ৩১১
- ও তাঁর আচার কী বাহার...৩১২
- ওফাত ৩১২
- ও মন তিন পোড়াতে খাঁটি হলে না..৩১২
- ওমর..৩১৩
- ওসমান ৩১৪

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

ওমা যশোদে দে তোর গোপালকে গোষ্ঠে লয়ে যাই ৩১৪
ও যার আপন খবর আপনার হয় না ৩১৫
ওরে আলক্ মানুষ আলক্ষে রয় ৩১৬
ওরে আমার মন...৩১৬
ওরে আমার মন গোয়ালা দুইবেলা তুই দুধ জোগাবি ৩১৭
ওরে ও ভাই কেলে সোনা ৩১৭
ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে ৩১৭
ওসে প্রেম করা কী কথার কথা ৩১৮
ও সে প্রেম সাগরের তুফান ভারি ৩১৮
ওসে রসে পরিপূর্ণ দেখতে চমৎকার ৩১৮
ওহে রসুল ফেলে যেও না ৩১৯

ঔ

ঔষধ ...৩২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবতরণিকা

সূর্যের নিচে নতুন বলে কোনো কিছু নেই।
এমন অভিনব দেখি না চোখের সামনে কিছুই ॥
লোকেরা বলে : ঐ দেখো, ওটা একেবারে নতুন।
কিন্তু ভালো করে একবার পরখ করুন ॥
ওটা আছে আসলে অনেক কাল আগে থেকেই।
আমাদের কালের অনেক আগে থেকে চলছেই ॥
এখন যা আছে সেটা বহু বহুকাল পূর্বে থেকে প্রচলিত ছিলো।
অনাগত কালে যা হবে তাও আগে সুপ্ত-ব্যক্ত ছিলো ॥
রূপে রসে বিচিত্র ভাব গুরু দাউদের লীলা চমৎকার।
বহুকাল আগের বিষয় রূপান্তর করেন তিনি পুনর্বার ॥

সোলায়মান নবির কালাম ❙ জবুর

এক.

ইসা নবির আবির্ভাবের প্রায় হাজার বছর আগে ইসরাইলের রাজা ছিলেন সোলায়মান নবি। খ্রিস্টপূর্ব ১০ম শতকে তাঁর পিতা দাউদ নবিও ইসরাইলের রাজা ছিলেন। 'জবুর' ধর্মগ্রন্থে, পরবর্তীকালে তৌরা এবং ইঞ্জিল গ্রন্থেও ঠাঁই পেয়েছে তাঁদের অমর পদাবলি। আল-কোরানেও 'ইসরাইল' নবি ও তাঁর পুত্রদের এবং দাউদ নবি-সোলায়মান নবির প্রসঙ্গ আছে।

আদি নবিগণ ছিলেন একাধারে কবি ও সঙ্গীতকার। যুদ্ধবিদ্যা থেকে প্রেমের কবিতা সবই ছিল তাঁদের করায়ত্ত। আজকের যান্ত্রিক যুগের মতো ছাপাক্ষরে নীরব বা নৈর্ব্যক্তিক কবির নিরক্ত কোনো ইমেজের সুযোগ তখন ছিল না। কবি তাৎক্ষণিক ভাবে বাদ্যযন্ত্রের তাল-লয়-সুরযোগে মনোময় বাণীর উদয় ঘটাতেন। ছন্দে ছন্দে পরমানন্দে নৃত্য করতে করতে পদাবলি উৎপাদন করতেন। উপস্থিত ভক্ত-শ্রোতা-রসিকের সাথে প্রত্যক্ষ রস আদান-প্রদানে তা ছিল সজীব সহজ। নবুয়তের সাথে কবিতার মহাজাগতিক স্বাচ্ছন্দ্যময় প্রকাশ গরিমাকে কালোত্তীর্ণ করা তাঁদের জন্যে ছিল আয়াসসাধ্য। কারণ তাঁদের গুরুকেন্দ্রিক স্বাধীন ধ্যানশিক্ষার আশ্রম ছিল।

নবিরা কবি-গুরুবেশে গাইতেন আর ভক্তেরা তা মুখস্ত-কণ্ঠস্থ করে পাহাড়ে, পাথরে বা পশুর হাড়ে খোদাই দ্বারা সংগ্রহ-সংরক্ষণ করতেন। দাউদ নবির আধ্যাত্মিক শাহেনশাহী এবং রাজনৈতিক বাদশাহীর উত্তরাধিকারী সোলায়মান নবির আর একটি কথা মনে উদয় হয় : 'পৃথিবীতে সব ব্যাপারেই একটা নির্দিষ্ট কাল আছে এবং সব কাজেরই একটা উপযুক্ত সময় রয়েছে।'

সারাদিনের রাজত্ব-রাজনৈতিক, সামাজিক কর্তব্য শেষে সূর্যাস্তের পর থেকে রাতভর আশ্রমে ধ্যানকর্ম শিক্ষাদীক্ষা দানের পাশাপশি নবি ভক্তদের উদ্দেশ্যে অহি তথা স্বর্গীয় বাণীবিদ্যুত তালবাদ্যনৃত্যের ষোলোকলায় পূর্ণ করে তুলতেন অমর গীতি ঝঙ্কারে। নবি দাউদ বা সোলায়মান যে সব রাগে পদাবলি বা কাওয়ালিগুলো গাইতেন সেগুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় জবুরে। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো বিশেষজ্ঞ বা সঙ্গীত প্রতিভা সে রাগমালার পরিচয় উদ্ধার করতে পারেন নি।

লালনভাষা জগতে প্রবেশের আগে তাই কেউ যেন না ভাবেন এ ভাষা বা অর্থ ব্যাখ্যা নতুন কিছু। এ ভাষা বহুকাল বহু জনপদ পেরিয়ে বাংলায় আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু বর্তমানের মধ্যে এর সীমা বদ্ধমূল নয়, সামনে-পেছনে এ ভাষার শেকড়-বাকড় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত।

ফকির লালন শাঁইজি রাজনৈতিক বাদশা না হোন, কাঁটাবনের শাহেনশাহ তো অবশ্যই। তিনি আধ্যাত্মজগতের রাজা আর বস্তু জগতের ফকির। তাঁর আশ্রম আছে, ভক্ত আছে। তিনি দেল কোরানের এলহাম ওয়াজ করে অসুরের ভাষায় বলেন নি, ব্যক্ত করেন সুর ও বাণীর মালা গেঁথে। একতারা বাজিয়ে জবুর, তৌরাত, বাইবেল, আল কোরান, বেদ, পুরাণ, গীতা, ত্রিপিটক একসাথে হাজির করেন শাঁইজি সূক্ষ্মতর রূপক ভাষায়। সর্বকালের সকল মহাজনের সত্যবাণীর মূল শাঁস তার কণ্ঠে একীভূত। সূর্যের মতো নূরে মোহাম্মদির বিকাশ-প্রকাশ এককালে শেষ হয় না। এ ধারা চিরন্তন। নবুয়ত-রেসালাতের প্রবাহ থমকে থাকে না। এ প্রবাহ মহাকালব্যাপী।

ফকির লালন শাঁইজি তাৎক্ষণিক পদ রচনা করেন এবং আপন অনুসারীদের কাছে গেয়ে শোনান। কোনো পদ লিখে প্রকাশ করার গরজ বোধ করেন না। সুর, তাল, লয়ের সংযোগে তিনি মহাজাগতিক উচ্চতায় আল-কোরানকে জীবন্ত করে তোলেন। কারণ কিছু লিখে গেলে তা বিকৃত হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কোনো নবিই তাঁর বাণী লিখে যান নি, বলে বা গেয়ে গেছেন। ভক্তেরা স্মৃতি-শ্রুতি থেকে তা লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করেছেন শত শত বছর পর। সাম্রাজ্যবাদী-বস্তুবাদী ধার্মিক রাজারা সেগুলো কেটে ছেটে নিজেদের স্বার্থরক্ষার দলিল হিসেবে অতীতে ব্যবহার করেছে এবং এখনো করছে। এজন্যে লালন শাঁই গেয়ে যান হাজারো পদাবলি, কিন্তু লিখেন না এক পংক্তিও। তা না হলে জীবন্ত সবাক কোরানের চেয়ে কাগজের বোবা কোরান বড়ো হয়ে ওঠে। তাতে মাওলাবিমুখ মানুষ বস্তুবাদী গ্রন্থকীট হয়ে প্রাকৃতিক শান্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ম ইসলামের বদলে বস্তুবাদী-অহাবি মতবাদের প্রভাবে নিষ্ঠুর হয়ে যায়। মহানবির তিরোভাবের পর ওসমান থেকে এজিদ পর্যন্ত সবাই গোত্রীয় বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক হিংসা চরিতার্থ করতে আদি কোরানের সর্বাঙ্গে এতো বেশি অস্ত্রোপচার চালিয়েছে তার ফলে, প্রকৃত কোরানের মূল দর্শন একেবারে হারিয়ে গেছে জগত থেকে। মুছে ফেলেছে ওরা শুদ্ধতম মোহাম্মদি কোরানের নামগন্ধটুকুও। হাজারো বছরের এ অভিজ্ঞতার সূত্রে শাঁইজি তাই হয়ে যান গায়েন-বায়েন-পদকর্তা। তাঁর কালাম সাধুসঙ্গের অমৃত প্রসাদ। জীবন্ত সাধুসঙ্গে তাল বাদ্য যোগে লালনসঙ্গীত গীত না হলে তা প্রাণহীন, প্রেমহীন ঠেকে।

এখানে আমরা লিপি বা বর্ণমালা ব্যবহার করে শাঁইজির ভাবের ভাষা বোঝার চেষ্টা করছি। এটাও কিন্তু শাঁইজির অভিপ্রেত নয়। অনভিপ্রেত হলেও এ মুদ্রণ-যান্ত্রিক সভ্যতায় তাঁর পদ ও পদার্থ যেভাবে সুবিধেবাদী-জাগতিক সুযোগসন্ধানীরা বিকৃতভাবে হাজির করছে তাতে আমাদের মুক্তির আর্তি চাপা পড়ে যায়। ছাপাক্ষরে তাই আমাদের অনুসন্ধানী মিশন না চালিয়েও উপায় নেই। অপরাধ হলে তার জন্যে আমরা শাঁইজির চরণে সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। জীবন্ত মানবভাষা মৃত ছাপাক্ষরের আকার পেয়ে নতুন নতুন সংস্কার তৈরি করেছে। হাজারো বছরের মানব সভ্যতা বিকাশের ধারাবাহিকতাকে আমরা হঠাৎ কিছু বলে মনে করি না। আত্মদর্শন অর্থাৎ অন্তর্মুখি দেহপাঠ দ্বারা ভেতরের সত্য উদ্ধার না করে, বাইরের তথ্য খুঁজে শুধু বই পড়লে পণ্ডিত বা অসুর-কাঠমোল্লা হবার বিপজ্জনক ঝুঁকি থাকে।

যে লিপি বা বর্ণ ব্যবহার করে আমরা শাঁইজির পদ বা পদার্থ খুঁজতে নেমেছি সেই বাংলাভাষার এক একটি বর্ণ উদ্ভাবনে এবং বিকশিত করতে লেগেছে হাজার হাজার বছর। বহু সাধক-গবেষকের প্রয়াস, শ্রম ও সাধনা এর পেছনে লুকিয়ে আছে। আদিকালে মানুষ মনের নিঃশব্দ ভাবকে শব্দময় ধ্বনিতে প্রকাশ শুরু করে। ধ্বনি উচ্চারণ প্রথমত নাদ বা অনুনাদরূপে সঙ্গীতের শরীর লাভ করে। শুধু সঙ্গীত বলি কেন, একই সাথে কাব্যও কি জন্ম নেয় নি? এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মনের ভাব প্রকাশের ধারা পোক্ত করতে ধ্বনির লিখিত রূপ লিপি (Script) তৈরি করে মানুষ ক্রমে তার মনের ভাবকে স্থায়িত্ব দিতে চাইল। প্রথমে সে ধ্বনিকে সংকেতে আরোপ করে। সাংকেতিক ধ্বনিকে সে দৃশ্যমান রূপে এঁকে ধরতে চাইল। সে ছবিও সংকেতময় লিখন হয়ে গেল। প্রাচীন মানবের ভাব বা অনুভূতি প্রকাশের ইচ্ছে কোনো বস্তু বা সংকেত সৃষ্টির চেষ্টা পাহাড়ের গায়ে ছবি আঁকবার প্রবৃত্তি জাগাল। পাহাড়ের গায়ে আদিম মানুষের আঁকা মানুষ, পশু, শিকার অভিযান তাদের অব্যক্ত জীবন ধর্মের স্মৃতি।

আমরা এখন যে বাংলা লিপি ব্যবহার করি তার উদ্ভব ও বিকাশক্রম পাঁচটি স্তরে ঘটেছিল। প্রথম স্তরে গ্রন্থিযুক্ত মানে গিট দেয়া রঙিন দড়িগুচ্ছের সাহায্যে কোনো ভাব বা ঘটনাকে বর্ণনা করা হতো। এ ভিজুয়াল ভাষার নাম 'গ্রন্থি লিখন'। দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তরে রেখাচিত্রের সাহায্যে কোনো ভাব বা বস্তুকে নির্দেশ করা হতো। তার নাম 'চিত্রলিপি'। তৃতীয় স্তরে রেখাচিত্র দিয়ে ভাব বা বিষয়বোধক শব্দ নির্দেশ করা হতো। তার নাম 'শব্দলিপি'। চতুর্থ স্তরে শব্দলিপিকে সংক্ষেপিত করে রেখাচিত্রে কেবল তার আদ্যধ্বনি নির্দেশ করা হতে থাকে। উদ্ভব হয় 'অক্ষরলিপি'র। কালক্রমে এ অক্ষরলিপি থেকে উদ্ভূত হয় 'ধ্বনিলিপি'।

ভারতের প্রাচীনতম লিপি সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত সিল মোহরে অঙ্কিত লিপির পাঠোদ্ধার আজো সম্ভব হয় নি। খরোষ্ঠী লিপিই এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত ভারতের প্রাচীনতম লিপি। ব্রাহ্মীলিপি ডান থেকে বামে এবং খরোষ্ঠী লিপি বাম থেকে ডানে পড়তে হয়। অশোকের শিলালিপির সমকালীন লিপি বাংলায় পাওয়া গেছে। সেগুলো ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা। গুপ্তযুগে ব্রাহ্মীলিপি যে রূপ পায় তার নাম 'কুটিললিপি'। কুটিললিপি থেকে দ্বাদশ–ষোড়শ শতকে বাংলালিপি বিবর্তিত হতে থাকে। আর্যদের প্রাচীন লিপিকে 'ব্রাহ্মীলিপি' বলে। পূর্বাঞ্চলে ব্রাহ্মীলিপি থেকে বাংলা বর্ণমালার সৃষ্টি হয়। খ্রিষ্টিয় দ্বাদশ ও একাদশ শতকে বাংলাদেশের পুঁথিপত্রে বঙ্গলিপির ব্যবহার শুরু হয়।

দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে লেখা সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলা অক্ষর অনেকটা পরিণতি লাভ করে। পরবর্তী সময়ে বাংলা অক্ষরের গঠন কার্য শুরু হয় এবং পাঠান যুগে বাংলালিপি মোটামুটি স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

কাজেই লিখিত ভাষা বা লিপিবদ্ধ ভাষার ব্যবহারকালে আমরা বর্তমানে নিবদ্ধ থাকলেও অবচেতনে মহাকাল আমাদের অনুসরণ করে। হাজার হাজার বছরের ধারায় বহু সাধক আমাদের ভেতর দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। কাজেই আমাদের এ প্রয়াস স্থূল কোনো আমিত্ব বা অহম জাগায় না। অতএব লালনভাষাবোধ হাজারো বছরের ধারাবাহিক বিকাশেরই নব উদ্ভাসন। একশো-দেড়শো বছর এখানে খুবই ক্ষুদ্র কালসীমা।

যারা বাংলা ধ্বনিলিপি সৃষ্টি করেছেন বহু জন্মে আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কারণ এ ভাষায় কথা বলেন, গীত ঝঙ্কার তোলেন লালন শাঁইজি। নদীয়াভাষা ফকির লালনের মর্ম বেয়ে বিশ্ব সাহিত্যের জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজমের (উইলিয়াম কেরী) তৈরি কলকাতার যে ভাষাকে প্রমিত বাংলাভাষার মানদণ্ড বানানো হয়েছে তার থেকে নান্দনিক মানে লালনভাষা অনেক উন্নত ও প্রাণবন্ত। লালনভাষায় আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি শব্দ সাদরে ঠাঁই পেয়েছে। আরবি আল-কোরানের সর্বাধিক শব্দ ব্যবহারই লালন শাঁইকে বিশেষভাবে চিনিয়ে দেয়—ইনি কে এবং কী চান। যে জীবন্ত কোরানের মাথাটিকে কারবালায় ধড় থেকে কেটে এজিদ বাহিনী আলাদা করে ফেলেছিল হাজার বছর পর সেই মহাবীর আবার মাথা তুলে দাঁড়ালেন বাংলায়। শাঁইজির ভাষায় :

তফসিরে হোসাইনি নাম
তাই টুঁড়ে মসনবি কালাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদ ইশারায় লেখা তামাম
লালন বলে নাই নিজে ॥
মুর্শিদের ঠাঁই নে না রে
তাঁর ভেদ বুঝে ॥

শাঁইজি বলছেন, 'তফসিরে হোসাইনি কালাম' অর্থাৎ ইমাম হোসাইন রচিত আল-কোরানের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করলে মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমির 'মসনবি' কালাম পর্যন্ত কোরানের জন্মান্তর যুগে যুগে 'ভেদ ইশারায়' অর্থাৎ রূপক বা সংকেতিক ভাষায় ব্যক্ত হয়ে এসেছে। লালন শাঁইজি'র কালামও সেই একই সত্যের ইশারাময় প্রতিধ্বনি। তিনি নতুন কথা কিছুই বলছেন না। সবই সর্বকালীন মোহাম্মদি কালাম। 'মুর্শিদের ঠাঁই' ছাড়া উর্ধ্বলোকের রহস্যজ্ঞান সাধারণ মানুষের পক্ষে কখনো বোধগম্য হবে না।

মোহাম্মদি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মহানবি মোহাম্মদের (আ.) সর্বোত্তম বংশীধারী মাওলা আলীকে (আ.) ধুরন্ধর ক্ষমতালোভী (ছদ্মবেশি কাফের) ওমর, আবু বকর, ওসমান, মাবিয়া, এজিদ প্রমুখ কর্তৃক অগ্রাহ্য করার ধারাবাহিকতায় কারবালায় আলী তনয় ইমাম হোসাইনকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে এজিদি রাজশক্তি নিজেদের সীমাহীন পাপাচারকে বৈধতা দেবার অপচেষ্টায় নবিবংশ ও কোরানের উপর এতো অত্যধিক অপমান-অত্যাচার-অপপ্রচার চালিয়েছে, যার ফলে পৃথিবী থেকে এ সত্যধর্মের মূল্যেৎপাটন হয়ে গেছে।

মহানবির সারাজীবনে সাধনা ও সংগ্রামের মূল লক্ষ্যই ছিলো সৃষ্টির উপর অর্থাৎ প্রকৃতির উপর মানুষকে প্রভুত্ব দান করা। অথচ দুর্ভাগ্যজনকভাবে খেলাফততন্ত্র ও রাজতন্ত্র মানুষকে আরব সাম্রাজ্যবাদের দাস বানাবার নষ্টপথে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। 'জীবন্ত কোরান' মাওলা আলী (আ.) ও হোসাইনকে (আ.) নির্মমভাবে হত্যা করে অবৈধ ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেবার স্বার্থে কোরানের দার্শনিক ভিত্তিগুলো অন্যায় পন্থায় চুরমার করে দিয়েছে বস্তুবাদী অহাবীরা। জন্ম-জন্মান্তরের সৃষ্টি রহস্য সুফিবাদী কোরানে নাতেক 'জীবন্ত কোরান' লালন শাঁইজি'র ভাষায় তাই প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। 'তফসিরে হোসাইনি' আখ্যায় বিভূষিত কোরানিক সৃষ্টি রহস্যের গভীরতা বুঝতে হলে জীবন্ত উদ্ধৃতির আশ্রয় নিতে হয়। তাতে প্রমাণিত হয় যে, জন্মান্তরবাদ বা রূপান্তরবাদ বা বিবর্তনবাদ মোহাম্মদি কোরানের আদি ভিত্তি।

আরাফাতের ভাষণ[১] শীর্ষক আরাফাত[২] ময়দানে ইমাম হোসাইন (আ.) প্রদত্ত ভাষণের দিক নির্দেশনায় আমরা জন্মান্তরবাদের প্রতি তাঁর অদ্ব্যর্থ স্বীকৃতি লক্ষ্য করি। বিরাট সেই ভাষণের প্রাসঙ্গিক কিছু অংশ আমরা এখানে তুলে ধরছি : "তোমার দিকে ঝুঁকছি এবং তোমার রবুবিয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছি। তোমার কারণেই স্থির বিশ্রাম;

---

১. *কোরবানি : সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা।*

২. *'আরাফত' অর্থ জ্ঞানকেন্দ্র। বিশ্বটাই আরাফাত তবু স্থানরূপেও এর গুরুত্ব আছে।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার দ্বারা হে আমার রব। এবং তোমার দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। উল্লেখযোগ্য একটি বস্তু হওয়ার আগেই তোমার নেয়ামতের দ্বারা আমার আরম্ভ হয়েছে। এবং তুমি আমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছ।"

তারপর আমাকে নিরাপত্তার সাথে (পিতাগণের) ঔরসসমূহে স্থান দিয়েছ অসীমকাল এবং বছরের নিরাপত্তার অনিশ্চয়তার জন্যে। যুগ যুগের এক একটি প্রাচীনের মধ্যে আমি একজন ভ্রমণকারী, পিতার এক একটি ঔরস থেকে এক একটি মাতৃগর্ভের দিকে অনাদিকাল ধরে বাস করে আসছি। অতীতের যুগগুলোতে আমার সাথে অনুগ্রহ এবং আমার ভালবাসার কারণে এবং আমার প্রতি তোমার সাহায্যের কারণে আমাকে খারিজ কর নি কুফরির ইমামদের (চালকদের) রাজত্বের মধ্যে-যারা তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে; তোমার রসুলগণকে অস্বীকার করেছে। বরং তুমি আমাকে বের করে এনেছ তাঁদের জন্যে যাঁরা হেদায়েতদানে আমার অগ্রবর্তী। হেদায়েতের সে দায়িত্ব পালনের জন্যে আমাকে কর্তব্যে উন্নীত করেছ।

এবং এর পূর্ব থেকেই আমার সাথে তুমি কারিগরীপূর্ণ জামালি দয়া বিগলিত। আমাকে সৃষ্টি করা আরম্ভ করেছ বেগবান বীর্য থেকে এবং অবস্থান দিয়েছ তিনটি অন্ধকারের মাঝে : মাংস, রক্ত ও চর্মে অর্থাৎ দেহের মধ্যে। আমার দেহ সৃষ্টিতে আমাকে সাক্ষ্য করনি। তার তুমি আমাকে বের করেছ তাঁদের ফেলে যাওয়া কর্তব্য পালনের জন্যে যাঁরা আমার অগ্রবর্তী (ইমাম হাসান, মাওলা আলী ও রসুলাল্লাহ আলাইহেস সালাম) হয়ে দুনিয়ায় দিকে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত হেদায়েত দিয়েছিলেন। এবং আমাকে শিশু অবস্থায় দোলনার মধ্যে হেফাজত করেছ। এবং আমাকে রেজেক দিয়েছ অসীম খাদ্য হতে সহজপাচ্য এক একটি দুগ্ধ (এক এক জন্মে এক এক জননীর স্তন্যদান) এবং উদ্যমশীলগণের অন্তর আমার দিকে ঝুঁকিয়েছ। এবং আমাকে বহু স্নেহশীলা মাতৃগণের নিরাপত্তা দান করেছ। এবং আমাকে উদ্ধার করেছ অসীম জিনগণের (প্রবৃত্তিপরায়ণদের) প্রবৃত্তি ভাব ও বৃদ্ধি এবং লোকসান থেকে আমাকে দিয়েছ প্রশান্তি। তাই তুমি সমুন্নত হে রহিম, হে রহমান।... এবং তোমার আদি সৃষ্টি থেকে, যা তুমি সৃষ্টি কর মনে এবং দেহে, তার জন্যে তুমি আমাকে জাগিয়ে তুলেছ। এবং আধ্যাত্মিক শক্তিদানকারী তোমার বিস্তৃত 'লা' অবস্থা। সুতরাং হে আমার ইলাহ (নেতা/কর্তা/অধিকারী) তোমার কোন্ নেয়ামতের সংখ্যা আমি গণনা ও স্মরণ করতে পারি? এবং হে আমার রব (লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সম্যক গুরু), এগুলো হিসাবকারীর গণনা থেকেও অত্যধিক অথবা মুখস্তকারীর স্মরণ সেই পর্যন্ত পৌঁছানোর বাইরে। অতএব হে আল্লাহ, দুঃখ এবং অসীম কষ্টের যা আমার থেকে সরিয়ে উচ্ছেদ করেছ, তা সুখ স্বাচ্ছান্দ্যের, যা আমার জন্যে প্রকাশ করা হয় তার থেকেও অধিকতর মূল্যবান..."

রাজকীয়-এজিদি ভেজাল ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনে মোহাম্মদি ইসলামের আদি বার্তাবাহকগণের বার্তাই আমাদের সামনে প্রচ্ছন্ন ভাষায় ইমাম হোসাইন (আ.)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনর্ব্যক্ত করেন, যা জাগতিক ক্ষমতা অস্ত্র, টাকাকড়ি বা বস্তুশক্তি দিয়ে কোনোকালেই সমূলে ধ্বংস করা যায় না। এখানেই কালজয়ী মহাপুরুষগণের অপরাজেয় শক্তি বা আধ্যাত্মশক্তির মাহাত্ম্য নিহিত। ভোগবাদী রাজশক্তি ও তাদের প্রভাব বলয়ে বন্দি মানব সমাজ যার বিন্দু-বিসর্গও অনুভব করতে পারে না। অতিমানব মহাগুরুর দর্শন, শ্রবণ, মনন ও করণ দ্বারা তাঁর প্রেম প্রবাহে সংযুক্ত হতে পারলে মানুষের এ জন্মের সার্থকতা সাধিত হয়, পরবর্তী জন্মে যার অধোগতির বিপদাশঙ্কা আর থাকে না। তাই প্রভু লালন বলেন :

যে লীলা ব্রহ্মাণ্ডের পর
ঐ লীলা ভাণ্ড মাঝার
হলে তার জন্মের বিচার
সব জানতে পায় ॥

আপনার জন্মলতা
খোঁজ গে তার মূলটি কোথা
লালন কয় পাবি সেথা
শাঁই'র পরিচয় ॥

দুই.

পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে। এ ধর্মগুলোর নানা নাম; যেমন : ইসলাম, শিয়া, সুন্নি, কাদিয়ানি, অহাবি, সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি ইত্যাদি। আরো বহু নামে বিশ্বের নানা দেশে বহু ধর্মের অস্তিত্ব আছে। ধর্মের এ সব নামকরণ তথাকথিত নামসর্বস্ব ধর্মের অনুসারীদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে। কোনো অবতার এমন বিশেষ নামের কোনো ধর্ম এমন প্রবর্তন করে যান নি। ধর্ম প্রবর্তন তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। ধর্মে-কর্মে নিমজ্জিত মানুষকে তা থেকে সত্যে প্রত্যাবর্তনই ছিল মহাপুরুষদের উদ্দেশ্য। 'ধর্ম' মানে বন্দিত্ব, 'কর্ম' অর্থও তাই। মানুষ নিজে থেকেই ধর্মে-কর্মে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। ধর্মান্ধেরা অবতারদের সর্বজনীনতা সম্পর্কে না জানার কারণে যার যার ইচ্ছানুযায়ী তাঁদের সীমাবদ্ধ করে তাদেরই একটি নিজস্ব বিষয় বলে মনে করে। নিজস্ব চিন্তার উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ ও খণ্ডিত করার জন্যে একটি নামও আবিষ্কার করে তারা। আবিষ্কৃত নামগুলো অবশ্য তাদের উদ্ভাবিত বিষয় নয়, বাছাইকৃত বিষয়, যেমন : 'ইসলাম'। 'ইসলাম' আরবি শব্দ। এ শব্দটি নিজে কোনো বিশেষ ধর্ম নয় বা এর দ্বারা বিশেষ কোনো মানবগোষ্ঠীকেও বোঝায় না। এটি অনুশীলনের মাধ্যমে একান্তভাবে অর্জনীয় বিষয়। 'ইসলাম' অর্থ শান্তি। যিনি শান্ত স্বভাবসম্পন্ন তার আচরণই শান্তি। এটি কোনো গণ্ডীবদ্ধ বিষয় নয়, বিশেষ কোনো বাক্য উচ্চারণের বিষয় নয়। আবার এটি বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক অবতারের একার বিষয়ও নয়। 'শান্তি' অর্থ আত্মোপলব্ধি। এ উপলব্ধি বিশেষ কোনো ভৌগোলিক সীমানা বা ব্যক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সর্বজনীন। কিন্তু ধর্মান্ধেরা অন্ধত্বের উপর প্রভাব বিস্তারের উপায় হিসেবে এক একটি নামের উপর বিভক্ত হয়ে গেছে। ধর্মের এ নামগুলো আবার বিরুদ্ধ মতবাদ থেকেও আসতে পারে। যেমন : সুন্নি নামধারীরা মাওলা আলীর অনুসারীদের নাম দিয়েছে 'শিয়া'। 'শিয়া' নামটি আলীর অনুসারীদের নিজেদের নেয়া নাম নয়। এটি আলীর অনুসারীদের বিরুদ্ধ শক্তি এজিদি মতবাদ থেকে আরোপ করা একটি নাম। হিন্দু নামধারীরা মুসলমান নামধারীদের বলে 'ন্যাড়া'। আবার মুসলমান নামধারীরা হিন্দু নামধারীদের বলে 'মালাউন'।

এ নামধারী অনুসারীরা আবার বিশেষ বিশেষ দেশকাল ও ভাষার মধ্যে আবদ্ধ। যদিও উপর চালাকির কারণে সে ভাষাজ্ঞান তাদের প্রকৃত বিষয়ের গভীরে নিতে পারছে না। এমন ভাষাজ্ঞান খ্রিস্টীয় সমাজেও কম নেই। কিন্তু সে জ্ঞান তাদেরকে খ্রিস্টের নিকটবর্তী করতে পারে নি। তারা পরিণত হয়েছে পশুশক্তিসম্পন্ন একটা জাতিতে। মুসলিম সমাজেও ভাষাজ্ঞানী, ভাষাবিদদের কমতি নেই। কিন্তু কোথায় সে জ্ঞান, যে জ্ঞান তাদের মোহাম্মদের নিকটবর্তী করতে পারে? মোহাম্মদের নিকটবর্তী যে জ্ঞান, সে জ্ঞান মুক্তির নিকটবর্তী। মোহাম্মদ সে জ্ঞানের শিক্ষাই বিশ্বমানব সমাজকে দিতে চেয়েছিলেন, যেন মানুষ সে জ্ঞান লাভ করে ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি লাভ করে। কিন্তু সেই 'মুক্তি' শব্দটাই আজ নামধারী মুসলমান জগত থেকে উঠে গেছে। সেখানে শুধু পাই বেহেস্তি খুশবু আর হুরপরীদের গন্ধ। হিন্দু ধর্মের নামে মুক্তি খোঁজা হয়েছে বাবরি মসজিদ ভেঙে রাম মন্দির নির্মাণের মধ্যে। এভাবে দেখা যায়, বিশ্বের কোথাও অবতার মহাপুরুষ বা মহামানবদের দেওয়া শিক্ষা তাঁদের দেওয়া বিধান কোথাও আর অক্ষত নেই। খ্রিস্টানদের মাঝে নেই ইসার শিক্ষা, তারা ইসাকে মানেই না। মুসলমানদের মাঝে নেই মোহাম্মদের শিক্ষা, তারা কাঠমোল্লার কথা দিয়ে মোহাম্মদকে চিনতে চায়, প্রকৃত মোহাম্মদকে জানেই না। হিন্দুদের মধ্যেও নেই শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা, তারা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝেই না। মহামানবদের সামান্যতম শিক্ষা গ্রহণও যদি করত তবে আর নামধারী খ্রিস্টানেরা বিশ্বের দেশে দেশে পেশী দেখিয়ে মোড়লগিরি করে বেড়াত না।

মুসলমানেরা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরেই খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের ধর্মের যৌক্তিকতা, তাদের ধর্মের বিশ্বাসযোগ্যতা, তাদের ধর্মের বৈধতা। এদের ধর্মের বৈধতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং যৌক্তিকতার এতোই অভাব যে, অহরহ খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে অন্য ধর্মাবলম্বীদের মাঝে। ফকির লালনের ভাষায়, 'খুঁজলি নে মন, কোথা সে ধন ভাজলি বেগুন পরের তেলে।' আমরা পরের তেলেই বেগুন ভাজতে জানি এবং তাতে খুব মজা পাই এবং গৌরববোধ করি। পরের তেলে এ বেগুন ভাজার লোকগুলো কখনোই দেখতে পেল না, মোহাম্মদ স্বয়ং তারই মাঝে লুকিয়ে আছেন। শুধু মোহাম্মদ নয়, জগতের সকল পরমপুরুষ তার নিজের মাঝেই গোপন আছে। হোন তিনি ব্রহ্মা, ইবরাহিম, মুসা, ইসা, হোন তিনি গৌতম, শ্রীকৃষ্ণ যেই হোন না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন। সবাই আপন সংস্কারের অন্ধকারে আবদ্ধ। সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষদের মধ্য থেকে মহামানবদের উদ্ধারের ব্যবস্থা পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থাগুলোয় নেই। আছে শুধু তাদের সংস্কারে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা, হোক পুজোর নামে, প্রার্থনার নামে, উৎসর্গের নামে, কিংবা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতের নামে। দোয়া ও তন্ত্রে-মন্ত্রে ছেয়ে গেছে পৃথিবী। কিন্তু পরমপুরুষকে উদ্ধারের কোনোই ব্যবস্থা নেই।

এ অবস্থায় পৃথিবী ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত আজ। কোথাও কোনো আলোর উদয় হলে তা নিভিয়ে দেওয়া হয় জঘন্য ষড়যন্ত্রমূলক পন্থায়। প্রচলিত জাগতিক যে ধর্মকর্ম আমরা দেখতে পাই তা আদৌ মোহাম্মদ, ইসা, মুসা, কৃষ্ণ কর্তৃক প্রবর্তিত হয় নি। যদি আমরা গভীর অভিনিবেশ নিয়ে লক্ষ্য করি তবে নিশ্চয়ই অনুভব করতে পারবো, সব মহাপুরুষ একই বিধান দিয়ে গেছেন। "Know Thyself", 'মান আরাফা নাফ্‌সাহু, ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু', 'ধর্ম দর্শনেই মুক্তি'– একই বাক্য, একই অর্থ। বেদ, ত্রিপিটক, বাইবেল, কোরান সমস্তই এই একটি বাক্যকে মানুষের চরিত্রগত করার জন্যেই ব্যক্ত হয়েছে। এ বাক্যই প্রতিটি ধর্মগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়ে গেছে বিরাট কোরান, ত্রিপিটক, বেদ, বাইবেল ইত্যাদি। এ সমস্ত গ্রন্থ কী ভাবে গরু হত্যা করা হবে, কী ভাবে পাঁঠা বলি দিতে হবে– সে শিক্ষা দেয়ার জন্যে তৈরি হয় নি, পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্যেও এগুলো লিপিবদ্ধ হয় নি। এ গ্রন্থসমূহ লিখিত হয়েছে মানুষের ভেতর যে অসীম, শক্তিশালী পরমপুরুষ আবদ্ধ হয়ে আছেন তাঁকে উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু কাগজে লিপিবদ্ধ গ্রন্থসমূহ মানুষকে কিছু দিতে পারছে না। অথবা আমরা ধরেই নিয়েছি যে, এটাই মূল গ্রন্থ। আসলে এ কাগজে গ্রন্থটি কী? এটা হলো ব্যক্তিসত্ত্বা থেকে উৎসারিত বাণীসমূহের লিপিবদ্ধকৃত একটি কাগজের গ্রন্থ।

কাগজের গ্রন্থ থেকে যদি শিক্ষা লাভ সম্ভব তা হলে কোনো শিক্ষকের প্রয়োজন থাকত না। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও প্রয়োজন হতো না। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কোনো দরজা, দালান-কোঠা বোঝায় না। এক একটি মস্তিষ্কই যোগ্যতা অনুসারে কোনোটি স্কুল, কোনোটি কলেজ, আবার কোনোটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাই মানুষ যোগ্যতার তারতম্যে নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি। কোরান-বাইবেলও তাই। মানুষ নিজেই কোরান বা বাইবেল। এটা শুধু যোগ্যতা অর্জনের বিষয়। কোরানপ্রাপ্তগণই কোরানের উৎস মুখের সন্ধান দিয়ে গেছেন। ফকির লালন শাহ'র পদাবলিতে একটি কথা আছে 'দেল কোরান' বা 'জ্যান্ত কোরান'। এটি খুবই সত্য কথা। মানুষ নিজেই কোরান। সুতরাং এটা জ্যান্ত। আবার গ্রন্থিত কোরানে এক জায়গায় আছে, 'কোরান মিনাল কিতাব' মানে কোরান কেতাব হতে। এতে বোঝা যায় কেতাব কোরান নয়, আবার কোরানও কেতাব নয়। তা হলে কেতাব কী? কোরানের উৎস সালাত বা দর্শন। দর্শনের ভিত্তি কেতাব। কেতাব না খুললে দর্শন হবে না। মানুষসহ সমগ্র বিশ্বজগৎ মিলে একটি অখণ্ড কেতাব। আবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথকভাবে এক একটি অস্তিত্ব বা দেহ এক একটি কেতাব। সে হিসেবে একজন মানুষও একটি কেতাব। কেতাবই হচ্ছে চরম ও পরম। এ কেতাবেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই সুপ্ত আছে কিন্তু অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। দেখলেই জানা হলো। জানা হলেই জ্ঞান হলো। জ্ঞান থেকেই প্রজ্ঞা আসবে। প্রজ্ঞাময় বাণীই কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক, গীতা ইত্যাদি। এগুলোতে দুঃখ এবং দুঃখের স্বরূপ, দুঃখজয়ের তথা নির্বাণ পদ্ধতির বর্ণনা আছে। দুঃখ ও অজ্ঞানতার বোধোদয়, পরিশেষে এগুলো থেকে মুক্তির দিগদর্শনই কোরান, বাইবেল, ত্রিপিটক ও গীতা।

মহামানবেরা ঐশ্বর্যশালী তাই তাঁরাই ঈশ্বর। তাঁদের বাণী ঐশ্বরিক। তাঁরা সবাই পরম নিরপেক্ষতায় বিরাজ করেন। পরম নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে যা বলেন তা সবই এক। এভারেষ্ট শৃঙ্গের বর্ণনা শেরপা তেনজিং এবং এডমন্ড হিলারি একই রকম দিয়েছেন। কারণ, তারা দুজনই সেখানে আরোহণ এবং দর্শন করেছিলেন। বিশ্বের মহাপুরুষগণও সবাই সেই মহা একক নিরপেক্ষতায় বিরাজ করেন। তাই তাঁরা দর্শনও করেন এক এবং বলেনও এক। একেই আরবি কোরানের ভাষায় বলা হয় 'তৌহিদ'। কিন্তু আমরাই পক্ষপাতদুষ্ট, দ্বেষে পরিপূর্ণ, মোহে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব জগতবাসী আবার তাঁদের বাণীকে কত বিকৃতভাবে জৈবিক তৃষ্ণা মেটাবার হাতিয়ারে পরিবর্তিত করে নিয়েছি। তাই বদ্ধজীবের তৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্যে কেউ তাতে দেখে যৌনকামুকতা। কেউ খোঁজে ভোগসুখের জঘন্য কলা-কৌশল। ফকির লালন শাহ মানবসমাজকে এ ভ্রান্তি থেকে উদ্ধারের জন্যেই আগমন করেন। মানুষকে আবার শাশ্বত সত্যের সাথে পরিচয় করে দেয়ার জন্যেই ঘটিয়েছেন মহাজাগতিক বাণী ও সুরের জীবন্ত যোগ। প্রচলিত প্রথাবদ্ধ বিভ্রান্ত ধর্মচর্চাকে নাকচ করে সত্যধর্মের দিকে মানুষকে ডাকছেন এভাবে তিনি।

আন্ধাবাজি ধান্ধায় পড়ে আন্দাজিতে করলি সাধন।
কোন সাধনায় পাবি পরম ধন ॥
ভোগ দিয়ে ভগবান পাইলে আল্লাহ পাইতে শিরনিতে।
মক্কায় গিয়ে পাইলে খোদা ফিরতো না মন খালি হাতে ॥
গয়া-কাশী-বৃন্দাবনে পাইলে হরি আসতো না রে।
খ্রিস্টান গির্জা ঘরে পাইলে ঈশ্বর ভুলতো না রে ॥
নগদ পাইবার আশা করে পুজো করলি আয়োজন।
নগদ পাওয়া দূরের কথা, বাকিতে শুধু যায় জীবন ॥
ফকির লালন বলে
লুটাও গুরুর চরণতল
পাবি সে ধন নিরঞ্জন ॥

শাঁইজির পদাবলি সাহিত্য বহুল ভাবে রূপক মণ্ডিত। রূপক ভাষায় তাঁর ভাব এতো সূক্ষ্ম ও পরিব্যাপ্ত যে, অতি উচ্চস্তরের জ্ঞানী ব্যক্তি ব্যতীত কেউ তাঁর গভীরে প্রবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার পথ পায় না। এখানেই ফকির লালন ও কোরান সমার্থক। সুফির কোরান না বুঝলে লালনভাষা বোঝা যায় না। লালনভাষার মর্মে পৌছাঁতে না পারলে হেরাগুহার মোহাম্মদি কোরান কোনো মানুষের পক্ষে অনুধাবন করা দুরূহ। শাঁইজি'র একটি কালাম এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি :

পড়ে ভূত আর হোস নে মনরায়।
কোন হরফে কী ভেদ আছে
লোহাজ করে জানতে হয় ॥

আলিফ, হে আর মিম, দালেতে
আহ্‌মদ নাম লেখা যায়,
মিম হরফটি নফি করে
দেখ না খোদা কারে কয় ॥

আকার ছেড়ে নিরাকারে
ভজলি রে আঁধোরার প্রায়
আহাদে আহ্‌মদ হলো
করলি নে তাঁর পরিচয় ॥

জাতে সেফাত সেফাতে জাত
দরবেশে তাই জানিতে পায়
লালন বলে কাঠমোল্লাজি
ভেদ না জেনে গোল বাঁধায় ॥

'আলিফে' আল্লাহ তথা আমি, 'হে' দ্বারা বোঝায় মুখোমুখি বা জীবন 'মিম' অর্থে অনন্ত মোহাম্মদের অনন্ত প্রকাশ। সর্বকালের এক একজন উপস্থিত সম্যক গুরু 'দাল' অর্থে দ্বীন বা ধর্ম। গুরুর আল্লাহিয়াত না বুঝে কোরানের একটি অক্ষরও যেমন বোঝার পথ নেই, অনুরূপ একজন আহ্‌মদি সত্তা স্বরূপ উপস্থিত একজন কামেল মোর্শেদের কাছ থেকে হাতে-কলমে আত্মিক সাধনার শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে লালনের রূপক ভাষাও বোঝা যাবে না। তাঁর পদাবলির মধ্যে আরবি কোরানের শব্দমালার তাই এতো ছড়াছড়ি। কেননা শাঁইজির এক একটি পদের সাথে কোরানের এক একটি সূরার রয়েছে সরাসরি সাযুজ্য। এ পদ মৌলিক অর্থে বোঝার জন্যে সুফির কোরানের শরণাপন্ন হতে হয়।

সূরা এখলাস[৩]

১. বলো, "তিনি আল্লাহ—আহাদ।
২. আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত সামাদ (অর্থাৎ নিরপেক্ষ, স্বনির্ভর, স্বাধীন, মুক্ত, মুখাপেক্ষিহীন)।

৩. *সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরান দর্শন ৩য় খণ্ড ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. তিনি জন্ম নেন না, তাঁকে জন্ম দেয়া হয় না।
৪. এবং আহাদের কিছুই (বা কেউই) তাঁর (অর্থাৎ সামাদের) সমগোত্রীয় বা সমতুল্য নয়।"

সূরা এখলাসের ব্যাখ্যা : আল্লাহ্ প্রকাশের রূপ দুটি : আহাদরূপ এবং সামাদরূপ। জীবসত্তা ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধিমত্তায় উন্নত পর্যায়ে অর্থাৎ মানবরূপে আসে। মানব হতে ক্রমশ আত্মোন্নতির সাহায্যে সামাদিয়াত অর্জন করতে পারে। মনুষ্য জগত এবং মনুষ্য জগতের মধ্যকার জাহান্নাম ও জান্নাত জগত সবই আহাদ জগতের অন্তর্ভুক্ত। আহাদের অন্তর্ভুক্ত সত্তাসমূহ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। 'আহাদ' শব্দটি মূলত বহুবচন। যেমন : ইংরেজি শব্দ 'আর্মি'। একজন নিয়ে আর্মি হয় না। সুতরাং 'আহাদ' শব্দটিকে এক না বলে 'একক' বলাই যথার্থ। পরস্পর নির্ভরশীলতায় আহাদেরা সবাই একধর্মী। একজনকে বাদ দিয়ে অপরজন অচল।

জান্নাতবাসীগণ সালাতকর্মের সাহায্যে সংস্কাররাশির উপর সম্পূর্ণ ভাসমান থেকে মুক্তপুরুষ তথা সামাদে উন্নীত হন। জীবদ্দশায় তাঁরা দেহমনের চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মরার আগেই মরে গেছেন। সুতরাং তাঁদের কর্মকাণ্ড তাঁদের সত্তার নয়, বরং তাঁদের দেহমনের। এজন্যই সামাদসত্তা 'লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ'। তাঁরা মোহের জন্ম দেন না, এবং মোহের কারণে জন্মও নেন না। তাঁরা বিষয় বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সামাদসত্তা লা-শরিক, স্বাধীন, স্বনির্ভর, নিরপেক্ষ, মুক্ত, বন্ধনহীন, বেনেয়াজ। সামাদসত্তা আহাদ জগতের নিয়ন্ত্রক প্রভু হয়ে জাহান্নাম ও জান্নাতের উৎকর্ষসাধন করেন এবং সমগ্র আহাদ জগতকে রূপে-রসে লীলাময়, রহস্যময়, অর্থপূর্ণ এবং সার্থক করে তোলেন। সামাদগণই সম্যক গুরু বা কামেল মোর্শেদ।

অন্যদিকে, মায়া বিজড়িত অখণ্ড নারী বা প্রকৃতি জগত হলো আহাদ। এ থেকে বিখণ্ডিত—মোহবন্ধনমুক্ত পুরুষসত্তা হলেন সামাদ। আহাদ জগতের সদস্যদের অবস্থা দুঃখজনক। কিন্তু সামাদ দলের সদস্যগণ দুঃখ ও বন্ধনমুক্ত হয়ে মানসিকভাবে লা-শরিক অবস্থায় বিরাজ করেন।

ফকির লালন শাহ এবং তাঁর কোরান সম্বন্ধে পন্ডিত মোল্লা-মৌলভিরা শত বছর ধরে মিথ্যে আরোপ করেছে। বাংলাভাষায় জীবন্ত কোরান 'কোরানে নাতেক' লালনকে না বুঝেই তাঁর সম্পর্কে ভুল তত্ত্ব ও তথ্য প্রচার করেছে। শাঁইজি সম্পর্কে ফরায়জি-অহাবি গোঁড়া কাঠ মোল্লারাই সবচেয়ে বেশি অবাধ্যতা প্রকাশ করেছে এবং সমাজে মিথ্যে প্রচার-চক্রান্ত চালিয়েছে। মুনসি মেহেরুল্লা 'মেহেরুল ইসলাম' পুস্তিকা এবং মওলানা রিয়াজ উদ্দিন 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া'[৪] পুস্তিকা প্রকাশ করেই ক্ষান্ত ছিল না, লালনপন্থি সাধকদের শারীরিক ভাবেও হেনেস্তা কম করে নি। কবি জোনাবালী তো ফকিরদের মাথায় লাঠি মারার পদ্যও পয়দা করতে ছাড়ে নি : 'লাঠি মারো মাথে দাগাবাজ ফকিরের'।

---

৪. মাওলানা রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ॥ বাউল ধ্বংস ফতোয়া ॥ রংপুর, ১৩৩৩ বাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ মূর্খদের শাঁইজি 'কাঠমোল্লাজি' বলে চিহ্নিত করেন। কারণ এদের মনে বিন্দু পরিমাণ সাহিত্যরস, সুকুমার কোমলতা বা লাবণ্য নেই।

সাহিত্যিক সৌন্দর্যবোধের রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অলঙ্কার সম্বন্ধে এক কণা রসবোধও ওদের ভাগে নেই। গাছকে মূল থেকে কেটে ভেতরের রস শুকিয়ে ফেললে যেমন ঠনঠনে শুকনো কাঠ হয়ে যায়, এ মোল্লা-মৌলভির দল নূরে মোহাম্মদির মূল বৃক্ষ থেকে কাটা পড়ে বাজতান্ত্রিক রোদে রসকস শুকিয়ে কাঠমোল্লাজি হয়ে গেছে। লালনভাষার প্রকৃত অন্বেষণ তাই সাহিত্যিক রূপক ভাষার রসজ্ঞ সমঝদার ছাড়া সম্ভব নয়। অসুর প্রকৃতির লোকেরা এর কিছুই বুঝবে না। জ্ঞানী ব্যক্তিই জ্ঞানীর ভাব বোঝেন। তোতাপাখির মতো বুলি মুখস্ত করনেওয়ালারা জনমভর ঐ নির্বোধ গাধার মতো চিনির বস্তা টেনেই বেড়ালো কিন্তু কোনোদিন এক দানা চিনিও চেখে দেখলো না।

ফকির লালন শাহ রূপক ভাষার এ মোড়কের ভেতরে যে সারবস্তুটি আড়াল করে রেখেছেন তাঁর নাম 'আধ্যাত্মবাদ'। আধ্যাত্মবাদকে আক্ষরিক ভাষায় ব্যক্ত করা মোটেই সহজ নয়। রূপক ভাষা যদি হয় ফকির লালনের শরীর তবে আধ্যাত্মবাদ হলো তাঁর গোপন মন। হাত দিয়ে বাইরের দেহকে ধরা যায় কিন্তু মনকে ধরাছোঁয়া অসম্ভব। ফকির লালন শাহ প্রচারিত আধ্যাত্মবাদ তাই সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। জগতের মধ্যে আধ্যাত্মবাদ বলে একটা কথা আছে সেটা জগতবাসী তো বোঝেই না, এমনকী যারা নিজেদের 'আধ্যাত্মবাদী' বলে প্রচার করে তারাও এ শব্দের আসল স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখে না। ফলে কুধার্মিক লোকদের ধর্মমত কুয়াশাচ্ছন্ন থাকে। এতে ধর্মপথে যাত্রার নামে ধর্মপথেই যাত্রা হয়ে থাকে। এর ফলে তারা কলুর বলদের মতো জন্মচক্রে অনন্তকাল ঘুরতে থাকে। আধ্যাত্মবাদ সম্যক গুরুর কাছে জেনে নেয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় নেই।

প্রত্যেক বিষয়েরই দুটো রূপ আছে। একটি বহির্মুখি। অপরটি অন্তর্মুখি। বহির্মুখি রূপটি বস্তুবাদ এবং অপরটি আধ্যাত্মবাদ বা অন্তর্মুখি। প্রত্যেকটি বহির্মুখি বিষয়ের অনুরূপ বা এক মিলের অন্তর্মুখি একটি অবস্থাও আছে। ফকির লালন শাহ'র বাণী বাইরের জগতের বিষয় বা ঘটনাবলির মনমুখি বিবরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে কেবল সত্যের সন্ধান নয় বরং অনুসন্ধান হয়। তাইতো শাঁইজি শুধান :

কোন কলে নানা ছবি নাচ করে সদাই।
কোন কলে হয় নানাবিধ আওয়াজ উদয় ॥

কলমা পড়ি কল চিনি নে
যে কলে ঐ কলমা চলে
উপর উপর বেড়াও ঘুরে
গভীরে ডুবলো না হৃদয় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কলের পাখি কলের চুয়া
কলের মোহর গিরে দেওয়া
কল ছুটিলে যাবে যাবে হাওয়া
পড়ে কে রবে কোথায় ॥

আপন দেহের
বেভুল হলে কলমা পড়ে
ফকির লালন বলে মুর্শিদ ছেড়ে
কে পেয়েছে খোদায় ॥

মানুষের মনে প্রতিনিয়ত বাইরে থেকে সাতটি ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে ঢুকে নানা ছবি বা মূর্তি বা ইমেজ তৈরি করছে দৃশ্য, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি রূপে। বিষয়রাশির মোহ এতো ছবি নাচিয়ে বেড়ায় মনকলে। বিশ্রামহীনভাবে এক বিষয়ের পর আরেক বিষয়, এক ছবির পর আরেক ছবি হামলে পড়ছে মনের রাজ্যে। বহির্মুখি বস্তুজগতের অভিঘাতে মনে নানা আওয়াজ উদিত হয়।

কল, কলম ও কলমা একটির সাথে অপরটি এতো গভীরভাবে জড়িয়ে আছে বহির্মুখি মন সেটা টেরই পায় না। মনকল অবিরাম ইন্দ্রিয় দুয়ারপথ দিয়ে আগত বিষয়রাশির মোহে এতো চঞ্চল থাকে, সে কলের মূল চালিকাশক্তি 'কলম'কে কেউ চেনে না। হেরাগুহায় অবতীর্ণ আল-কোরানের প্রথম সূরা আলকে কলমশক্তির উল্লেখ আছে। বিষয়ের উর্ধ্বে ওঠার সাধনা অর্থাৎ 'লা' বা না-এর অনুশীলন হতে অর্জিত ক্বাফশক্তি দ্বারা মণ্ডিত আত্মিক শক্তিকে 'কলম' বলে। সম্যক গুরুগণই এ শক্তির অধিকারী। 'কলম' অর্থ কালি দ্বারা কথা লিখে রাখার যন্ত্র নয়। কলম অর্থ নির্বাণ শক্তি। মনের বিষয় মোহশূন্যতা তথা মহাশূন্যতা সম্পন্ন একজন সম্যক গুরুর চরণে সামগ্রিক ভাবে দেহ-মন সমর্পণ না করা পর্যন্ত কোনো কলমা অর্থাৎ মনের মন্ত্রক গুরুকল চেনার পথ নেই। জগতের ধার্মিক মুসলমান নামধারীগণ কোনো একজন সম্যক গুরুর স্মরণ-সংযোগে একজন রসুলের সালাত ও জাকাতক্রিয়া না করে উপর উপর শব্দ উচ্চারণ দ্বারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ' আওড়ালেও এ মহামন্ত্রের গভীরতা ও তাৎপর্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের উপর গুরুর চেহারা, বাণী, ভাব স্মরণ দ্বারা আত্মোৎসর্গ করা না গেলে বিষয়ের মোহ বা শেরেক অর্থাৎ সংস্কার হয়ে তা মনে আসক্তি তৈরি করে। অবিরাম গুরুর স্মরণ-সংযোগই লা-এর বিস্তার। তাই মুখস্ত শব্দ গড় গড় করে আওড়ে যাওয়া নয়, জীবন্ত একজন মোহাম্মদকে রসুলরূপে চেতনার সূক্ষ্মতা দিয়ে অনুভব করার মধ্যেই কলমা পড়ার সার্থকতা। এভাবে গুরুর কলেমা পাঠ নিরবিচ্ছিন্ন হলে কল অর্থাৎ আপন মনকে চেনার বন্ধ দরজা আস্তে আস্তে খুলে যায়। 'নেই কোনো আজীবন নির্ভরযোগ্য নারী উপাস্য পুরুষ ইলাহ ব্যতীত; মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল'-কলমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহাদাতের এটাই প্রকৃত ভাবার্থ। আপন রব তথা গুরু ছাড়া জীবন্ত কোনো নির্ভরযোগ্য পুরুষ ইলাহ তথা উপাস্য নেই।

আমরা দেহের নিরাপত্তার জন্যে আশ্রয় বা নির্ভর রূপে মা-বাবা-ভাই-বোন, স্ত্রী, স্বামী, পুত্র-কন্যা, চাকরি-ব্যবসায়, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বুদ্ধি, অহঙ্কার-অর্থবিত্ত, পদ-পদবি কতো কিছুর উপর নানাভাবে নির্ভরশীল হয়ে থাকি। যতো কিছুর উপর দৈহিক ও মানসিক নির্ভরতা থাকে সেগুলোই মানুষের ইলাহ বা উপাস্য হয়ে যায়। কোরানদর্শনে এসব উপাস্যকে নারী বলা হয়েছে। যা সৃষ্টির সঙ্গে মানুষকে বারবার দুঃখময় জন্মমৃত্যুর চক্রে বেঁধে ফেলে। মায়াপাশে নির্ভরতাই নারী ইলাহ। এ নির্ভরতা আজীবনের জন্যে নয়। জীবনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার মোহ মানসিক ভাবে পরিত্যাগ করে একজন পুরুষ আল্লাহ অর্থাৎ বিষয়মোহের বন্ধন ছিন্নকারী সিদ্ধ মহাপুরুষকে গ্রহণ করে তাঁর উপাসনা করার অঙ্গীকারই কলমার মূল সারবস্তু। বিশুদ্ধি দ্বারা দেহমনের জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্তি চাইলে তেমন মুক্ত মহাপুরুষের শিষ্যত্ব গ্রহণ ছাড়া কেউ আপন কল চিনে নিতে পারে না।

এ কলের মূলসত্তা নূর মোহাম্মদ বাইরে আকার-সাকার শরীরধারী গুরু অর্থাৎ কর্তারূপে যেমন উপস্থিত আছেন, তেমনই দেহের ভেতরও মূলকেন্দ্র নূরে মোহাম্মদির একচ্ছটা আলোকিত মূর্তি রূপেগুপ্তভাবে রয়েছেন। এ নূরে মোহাম্মদিই মানবদেহে রূহ রূপে হুর হয়ে প্রচ্ছন্ন আছেন জাগ্রত হয়ে মানবসত্তার সঙ্গে মিলনের অপেক্ষায়। আপন আলোকিত জ্যোতিই 'কলের পাখি' এবং 'চুয়া' অর্থাৎ তাঁর নির্যাস তথা মহাজাগতিক সৃষ্টির জ্ঞানকেন্দ্র কামেল গুরু, একজন মোহাম্মদ। তিনি লা-মোকামে অবস্থান করেন। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বারপথে দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি রূপে যা কিছু তাঁর সত্তার কাছে আগমন করে, কোনোটিই তাঁর মনের মধ্যে মোহের দাগ কাটতে পারে না। তাই তাতে কোনো রূপ শেরেক উৎপাদিত হয় না। তিনি জন্মচক্র হতে তাই মুক্ত হয়েছেন এবং দেহমনকে আপন সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। অতএব কালজয়ী মহাপুরুষ হয়েছেন।

কামেল গুরুর অপর নাম 'ফাতেরাসি সামাওয়াত অল আর্দ' অর্থাৎ মন ও দেহ বিচূর্ণকারী। কামেল গুরু আপন অস্তিত্ব থেকে দেহমন বিচূর্ণ করতে পেরেছেন বলেই শিষ্যগণকেও এ পথে পরিচালনা করার পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এ রূপে কামেল গুরুর লা-অবস্থার সঙ্গে মিথ্যের বা শেরেকের কোনো রূপ যোগ থাকে না। কামেল মোর্শেদের আপন ইন্দ্রিয়পথে যে ধর্মরাশি মস্তিষ্কে আগমন করে তার প্রত্যেকটির মোহ তিনি ত্যাগ করে নিষ্কাম-মোহশূন্য অবস্থায় বিরাজ করেন। সুতরাং তাঁর কোনো বিষয়ের সঙ্গেই মিথ্যে বা মোহ যুক্ত হতে পারে না। শেরেক শূন্যতাই রবের আসল পরিচয়। এমন গুরুগণই হলেন ভক্তগণের মুক্তিপথের প্রকৃত আশ্রয় এবং দিশারী।

সত্তার সাথে দেহমনের যে বন্ধন তা যে কোনো সময় বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে সালাতহীনতার কারণে। অজ্ঞান অবস্থায় জীবের মৃত্যু পরিণামে জন্ম-মৃত্যুর কঠিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুঃখ-জ্বালায় বারবার নিপতিত করে। অপরিণামদর্শী ধ্যানহীন জনগণ বিষয়মোহে রমিত হয়ে দুঃখময় জন্মচক্রের বন্ধনে কঠিন শাস্তিভোগ করে থাকে।

আপন দেহের কল অর্থাৎ মনমুখি না হয়ে বহির্মুখি কলমা পড়ে কোনো মহৎ অর্জন সম্ভবপর নয়। 'আপন দেহের কল ঢোঁড়া' অর্থ দেহের মধ্যে মন দিয়ে আধ্যাত্মিক ভ্রমণ করা। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো চোখ। মোহমাখা চোখ যিনি সংযত করতে পেরেছেন তিনিই কামিয়াব হয়ে থাকেন। গুরুর আশ্রিত উচ্চতম জান্নাতের ভক্তগণ চোখের সংযম এমনভাবে আয়ত্ত করে থাকেন যা অন্য কোনো পর্যায়ভুক্ত জিন অথবা ইনসান পারে নি। জনগণ এ পর্যায়ের মানুষের সংস্পর্শে আসার অযোগ্য। কারণ আত্মদর্শনে পরিপক্ক সাধকের দৃষ্টি বহির্মুখি না হয়ে অন্তর্মুখি হয়ে যায়।

এ রকম আত্মদর্শনের মহড়া না করে শুধু মুখে মুখে বুলি বলে কোনো লাভ নেই। কলমা পড়ার পাণ্ডিত্য প্রদর্শন মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। পাণ্ডিত্যের আতিশয্যে অন্যকে সহজে বোকা বানানো যায়। কিন্তু নিজের জীবনে সম্যক গুরুর গুণাবলি তথা চরিত্র ও ভাব বাস্তবায়িত না হলে সারও অসার হতে বাধ্য। ধর্মজ্ঞানের মূলসত্য নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাই প্রথম ও প্রধান কথা।

মহাপুরুষের মাধ্যম গ্রহণ ছাড়া আল্লাহপ্রাপ্তির কোনো পথ নেই। সে কথা শাঁইজির এ কালামেও লক্ষণীয়। যেমন :

AMARBOI.COM

আমার মুর্শিদ বিনে কী ধন আর
আছে রে মন এ জগতে
যে নামে শমন হরে
তাপিত অঙ্গ শীতল করে
ভব বন্ধন-জ্বালা যায় দূরে
জপ ঐ নাম দিবারেতে ॥

মুর্শিদের চরণের সুধা
পান করিলে যাবে ক্ষুধা
কোরো না কেউ দেলে দ্বিধা
যেহি মুর্শিদ সেহি খোদা
পড়ো আলিয়েম মোর্শেদা
আয়াত লেখা কোরানেতে ॥

আপনি খোদা আপনি নবি
আপনি হন আদম শফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন
মুর্শিদরূপ হয় ভজন পথে ॥

আলা কুলে শাঁই মোহিত
আলা কুল্লে শাঁই কাদির
পড়ো কালাম লেহাজ করো
তবে তো ভেদ জানতে পারো
কেন লালন ফাঁকে ফেরো
ফকিরি নাম পাড়াও মিছে ॥

তিন.

ভাষা মন বা মস্তিষ্কের ভাব বাহক। মনের ভাব বা চৈতন্যশক্তির প্রকাশ ছাড়া ভাষার আর কোনো কাজ নেই। মনের ভাব কথায় প্রকাশ করতে প্রথমে প্রয়োজন হয় ধ্বনির। ধ্বনিও এমনি তৈরি হয় না। আমাদের বাইরে থেকে বাতাস বা শ্বাস টেনে নিতে হয় নাসিকা দিয়ে। সে শ্বাস ফুসফুসে ধারণ করে ধীরে ধীরে আল জিহ্বা, জিহ্বা, তালু, দন্ত, ঠোঁট ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে ধ্বনি উৎপাদন করতে হয়। এ রকম অনেক ধ্বনির জোড়া দিয়ে আমরা শব্দ উৎপাদন করি। শুধু কি শব্দ দিয়ে হয়! শব্দের সাথে শব্দের মিলনে তৈরি হয় পদ বা বাক্য। ভাব প্রকাশের যন্ত্র এ দেহ। আর যন্ত্রী হলেন মন। নাভিমূল থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত অদৃশ্য অনেক সূক্ষ্ম অঙ্গ ভাষা উৎপাদনের সাথে যেমন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে, তেমনই স্নায়ুকেন্দ্ররূপে গুরু যে এ যন্ত্রের চালক, ভাবের যোগানদার, সেটা সাধক ছাড়া কে দেখে আর?

সমগ্র জগত ভাবময় তাই ভাষাময়। কোনোটি নিঃশব্দে আবার কোনোটি সশব্দে কথা কইছে। বাক্য বা কথা ছাড়াও ভাষা আছে। পৃথিবীর মানুষের আদিম ভাষা হলো নৃত্য। মানুষের দেহ আর চেহারাও ভাষাময়। তার চেহারার মধ্যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অভিব্যক্তি দ্বারাই হাস্যরস, অদ্ভুতরস, বীররস, করুণরস, রুদ্ররস, ভয়ানকরস ও বীভৎসরস ব্যক্ত হয়। তেমনই আকাশের ভাষা আছে, সমুদ্রের ভাষা আছে, পাখির ভাষা আছে, পশুর ভাষা আছে। সোজা কথায় যেখানে দেহ বা আকার অস্তিত্বমান সেখানে ভাষাও প্রবহমান। ভেবে অবাক মানতে হয়, এক মানবজাতির কত ভাষা। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবি, গ্রিক, লাতিন, হিব্রু, ফার্সি, জার্মান, চিনা, রুশ-এভাবে লিখে শেষ করার নয়। আবার এক জাতির একই মূল ভাষার মধ্যে লোক ভাষা-প্রমিত ভাষার দ্বৈরথ। এলিটের ভাষা এক রকম তো জনগণের ভাষা অন্য রকম। অপরপক্ষে একটি জীবন্ত লিখিত ভাষার ভেতর কতো স্তরভেদ। প্রয়োজনের ভাষা গদ্য যেভাবে নির্মিত হয় ভাবময় কবিতার ভাষা তার চেয়ে ভিন্ন ছাঁদের। কবিতা যখন সুরের সুতোর উপর দিতে হাঁটে তাল-লয়-মাত্রা-ছন্দের ব্যঞ্জনায় তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুরতটাই সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। যার যেমন রস গ্রহণের ক্ষমতা তার উপভোগও তেমনই ঘটে।

আমরা যেভাবে একটা ফুলকে ছুঁতে পারি, একটা মানুষকে ছুঁতে পারি হাত দিয়ে সেভাবে ভাষা কি হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়? না। শব্দের ভাষা তাই ধরা দিয়েও এক অর্থে অধরা, হাতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিস। কান বা শ্রুতির আঙিনা দিয়ে আমরা শব্দকে গ্রহণ করি। কানও শোনে না। সে মাধ্যম মাত্র। কানকে বলতে পারি প্রবেশপথ। কান হয়ে মাথায় যেখানে আমাদের কাণ্ডজ্ঞান, ভালো-মন্দ বিচারের জায়গা, সেখানে অধরা মন তথা গুরু গুরু সত্তাই শব্দকে ধরতে পারে, বিশ্লেষণ করতে পারে। আবার তার প্রতিক্রিয়াও পাল্টা প্রেরণ করে মুখ দিয়ে, নাক নিয়ে, এমনকী হাত পা দিয়েও। কাজেই মনের অদৃশ্য বিদ্যুতক্ষেত্র বা শক্তি হলো কথা বা ভাষার জননী। অথচ আমরা উৎসের খবর লই না, ডালপালা ধরেই টানাটানি করি। বাগেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাকযন্ত্র দিয়ে কথা প্রকাশিত হলেও 'মন' অর্থাৎ যেখান থেকে ভাষার উদয় ঘটে তাকে মুখের কথায় বা লেখার ভাষায় সম্পূর্ণ রূপে বুঝিয়ে তোলা কখনো সম্ভবপর নয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা ভাষা দিয়ে যা বোঝাতে চাই তার অতি ক্ষুদ্র বা দুর্বল একটা রূপ দাঁড় করাই ভাষার কাঠামোয়। যে ভাবটি ব্যক্ত করতে চাই তার একটা ছাপ বা ধারণা তৈরি করা যায় মাত্র। অর্থাৎ আমরা মনের ভাব থেকে ভাষার সংকেতে একটা সংস্কার দাঁড় করাই। আসল বস্তু ভাষার বেড়াজালে আবৃত থেকেই যায়। তদ্রূপ ফকির লালন শাঁইজি যা বোঝাতে চান আমরা সেটা বুঝিই না। উপর উপর ঘুরে বেড়াই। তাঁকে যার যেমন মনের গভীরতা-ধারণ ক্ষমতা সেভাবে বুঝতে চাই, ধরতে যাই। কিন্তু তাঁর মতো করে বুঝে উঠতে পারি না, অন্তত যেভাবে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন। তাঁর যে মহৎ তত্ত্বসাহিত্য সেখানেও তিনি মোটা চার দাগে চিহ্নিত করেছেন মানুষকে। স্থূলদেশ, প্রবর্তদেশ, সাধকদেশ ও সিদ্ধিদেশ। 'দেশ' দেহেরই আরেক নাম। যে দেহধারী মন এখনো স্থূল পর্যায়ে রয়ে গেছে, গুরুর শিক্ষা-দীক্ষা পায় নি, সাংসারিক বন্ধনের বাইরে বৃহৎ জগত সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, সে প্রবর্তদেশের ভাষা কিছুই বুঝবে না। প্রবর্তদেহ গুরুর গৃহে আশ্রয় নিয়েছে অনুগত শিক্ষার্থী হয়ে, সবে তার জ্ঞানপথে যাত্রা শুরু হয়েছে মাত্র। তার কাছে সাধকদেশের কথা সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ঠেকে। যে সাধনা জগতে উন্নীত হয়েছে সে দেহ সাধকদেহ বা সাধকদেশ। চরম ও পরম জ্ঞানের স্তর সিদ্ধির দেশের ভাষা সাধকের কাছে এখনো দুর্বোধ্য। সুতরাং লালনভাষা জ্ঞানপাত্র অনুসারে একজনের কাছে যখন পরম আনন্দের খোরাক, অন্যজনের কাছে দুর্বোধ্যই শুধু নয় কঠিন অখাদ্য।

দেশ অর্থাৎ দেহের বাইরের বিষয় নিয়ে লালনভাষা কোনো কারবার করে না। তিনি দেহের ভেতরের গুপ্ত ভাববিশ্বের কারিগর। সেজন্যে ফকির লালন শাহ্'র ভাষা মোটেই লোকভাষা নয়, লোকোত্তরের ভাব ব্যঞ্জনা। কারণ, তিনি সম্যক গুরু। আধ্যাত্মবাদ শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি জগতে নেমে এসেছেন। তিনি উর্ধ্বলোক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে প্রেরিত পুরুষ নূরে মোহাম্মদির উজ্জ্বল জ্যোতি। এজন্যে সাধারণ মানুষ তাঁর কথা শুনে আনন্দ পায় কিন্তু ভাষার মর্ম কিছুই উদ্ধার করতে পারে না। সর্বযুগের নবিগণের মতো তাঁর ভাষাও অত্যন্ত অলঙ্কারময় এবং রূপকধর্মী। রূপকের খোলস ছেদ করে তাঁর ভেতরে প্রবেশের দরজা সে কারণে সাধারণ মানুষ খুঁজে পায় না। দিশেহারা হয়ে পড়ে পদে পদে।

চার.

অক্ষর বলতে আমরা বর্ণ বা লিপি অর্থ বুঝলেও সাধুশাস্ত্রে মানবদেহকেই বলা হয় আদি অক্ষর। 'অক্ষর' হলো 'অক্ষয়'-এর প্রতিশব্দ। ফকির লালনই আদি অক্ষর অর্থাৎ অক্ষয় সত্তা। কারণ তিনি পূর্ণতত্ত্ব। বাংলা স্বরবর্ণের আদি অক্ষর 'অ', আরবি কোরানের আদ্যক্ষর 'আলিফ' 'স্বয়ং স্রষ্টা' বা আদি সত্তার মূল প্রতীক। শাঁইজি তাই সুরের ভাষায় ব্যক্ত করেন :

আলিফ, লাম, মিমেতে
কোরানে তামাম শোধ লিখেছে ॥
আলিফে আল্লাহ মিম মানে নবি
লামের হয় দুই মানে।
এক মানে হয় শরায় প্রচারি
আরেক মানে মারেফতে।
দরমিয়ানি লাম আছে ডানে বাম
আলিফ মিম দুইজনে ॥

যেমন গাছ-বীজ-অঙ্কুর এই মতো ঘুর
আমি না পারি বুঝিতে ॥

ইশারার বচন কোরানে যেমন
হিসাব করো এই দেহেতে ॥

পাবি লালন সব অন্বেষণ
ঘুরিস নে ঘুরপথে ॥

'আলিফ' সবার আগে এবং সবার মধ্যে এবং সবার অন্তে তাঁরই বিকাশ। আলিফকে গাছ তথা দেহের সাথে তুলনা করে লাম ও মিমকে বীজ ও অঙ্কুর বলে রূপকায়িত করে শাঁইজি বলেন, এ আলিফ রূপী আলে মিম বা মহাপুরুষ তথা মোহাম্মদের সর্বকালীন বিস্তার ও বিকাশ দেহের মধ্যে সন্ধান করতে। এ ইঙ্গিত কোরানে যেমন মানবদেহেও তাঁর অন্বেষণে আমাদের বহির্মুখি ভ্রমণ শেষ করে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণ দ্বারা আত্মদর্শন করতে বলছেন শাঁইজি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরবি 'আলিফ'এর মতো বাংলা 'অ'-কার গভীর অর্থবোধক ভাবচিহ্ন। এ ভাব থেকেই অক্ষর বা লিপিরূপে তাঁর বিস্তার ঘটে।

'অ' বাংলা ভাষার আদ্যস্বর, বাংলা বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। অ-কারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ভারতের প্রাচীন ভাষাতাত্ত্বিক পাণিনি বলেন, 'অকুহ বিসর্জনায়ানং কণ্ঠ'।

সংস্কৃত ব্যকরণমতে উচ্চারণ ভেদে অ-কার আঠারো প্রকার। যথা : প্রথমে হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত। তারপর উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। তারপর প্লুত উদাত্ত, প্লুত অনুদাত্ত, প্লুত স্বরিত। এ নয় প্রকার উচ্চারণের আবার অনুনাসিক ও অনানুনাসিক পার্থক্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় অ-এর উচ্চারণের এ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য সম্যক গুরুর কাছে প্রত্যক্ষভাবে না শিখলে আয়ত্ত করা যায় না। অক্ষর বা ভাষা শিক্ষা প্রাচীন ভারতে তাই আধ্যাত্মশিক্ষার সঙ্গে একসাথে গাঁথা ছিল।

বাংলাভাষায় সংস্কৃত অ-এর হ্রস্ব ও দীর্ঘ-এই দুইটি স্বর গৃহীত হয়েছে। অ-কারের দীর্ঘস্বর হলো আ-কার। প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলা অ-কার কোত্থেকে এসেছে। এ বিষয়ে ব্যকরণবেত্তাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেক বৈয়াকরণ দাবি করেন যে, বাংলা অ-কার স্বতন্ত্র অবস্থায় বর্তমান ছিল। আবার অধিকাংশ বৈয়াকরণের মতে, সংস্কৃত দেবনাগর 'অ' থেকে বাংলা অ-কারের সৃষ্টি।

বর্ণোদ্ধারতন্ত্রে অ-কারের লিপি রূপ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ডানদিক থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হবে, তারপর বামভাগ থেকে একটি রেখা এসে ডানদিক থেকে উপরে মাত্রার সঙ্গে মিশে যাবে।

পাণিনি আরো বলেন, 'আকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারান্ত মহেশ্বর। মকরান্ত স্মৃতো প্রণবস্ত ত্রয়াত্মক' তন্ত্রে অ-কারে ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদিত। এর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু', মহেশ্বর ও শক্তি বিরাজমান। কোথাও অ-কারে ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও বোঝানো হয়েছে। যেমন : 'অ-কার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষর কোষ।'[৫]

অ উ ম এই– তিনটি বীজ বর্ণের সমবায়ে ওঁ প্রণবের উৎপত্তি। যোগীরা বলেন, মন একাগ্র করতে হলে প্রথম অবস্থায় ওঁ-কার উচ্চারণ করলে চলবে না। তার আগে ওঁ-কারের আদিস্বর অ-কার জপতে হবে। এই অ-কার জপের আবার বিশেষ পদ্ধতি আছে। সম্যক গুরু ব্যতীত এ পদ্ধতি কেউ শিক্ষা দিতে পারে না।

আগে দেহ অর্থাৎ অক্ষর তারপর ভাষা বা বাক্য। দেহ ধরা যায় কিন্তু বাক্য অধরা। দেহ হলো আয়াত অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় বা নিদর্শন। বাক্য হলো কালাম বা বাণী। দেহ হলো কেতাব বা সৃষ্টির রহস্য বিজ্ঞান। দেহ থেকেই কোরান অর্থাৎ 'কিছু কথা'র আগমন। মনই হলো দেহ সৃষ্টির মূল, ভাষার জন্মদাতা।

আলিফ লাম মিম এ তিন হরফ 'আলে মোহাম্মদ' এর পরিচায়ক। এর অর্থ সর্বকালীন মোহাম্মদ এবং তাঁর বংশধরগণও সর্বকালীন ও অনন্ত। ফকির লালন শাহ নিজে আলে মোহাম্মদ বলেই এ তিন হরফ দিয়ে তিনি আত্মপরিচয় তুলে ধরেছেন

---

৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ॥ অন্নদামঙ্গল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূক্ষ্মভাবে। যাঁরা চরম সত্তা মোহাম্মদের মধ্যে বিলীন হয়েছেন, তাঁরাই মোহাম্মদের আল বা বংশধর বা পুত্র। এ বংশধর রক্তের নয়, নূরের তথা গুণগত বংশধর। তাঁরা সর্বযুগে জগত গুরু। বিশ্বের তথাকথিত মুসলমানেরা প্রথম থেকেই আলে মোহাম্মদকে অস্বীকার করেছে। সুতরাং তাদের জন্যে আল কোরানের দর্শন এবং জীবন রহস্য দুর্বোধ্য হয়েই রয়েছে।

একজন 'আলে মিম' বা 'আলিফ লাম মিম' মর্যাদাময় মোহাম্মদি গুণে বিভূষিত সম্যক গুরু তাঁর কাছে সমর্পিত বিশেষ ভক্তকে কোরবানি করেন। আলে মোহাম্মদ ব্যতীত অন্য কেউই কোনো ব্যক্তিকে কোরবানি করতে পারে না। জগতবাসী আলে মোহাম্মদকে অস্বীকার করেছে। তাই তারা জনকল্যাণে কোরবানি হবার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত রয়েছে। আলে মোহাম্মদ ব্যতীত কেউ সম্যক গুরু হতেই পারে না। মানবকল্যাণে নিয়োজিত হতে চাইলে কোনো একজন আলে মোহাম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করতেই হবে। তারপর গুরু যখন তাকে উপযুক্ত যোগ্যতা দান করে চরম সত্তা দানের উদ্দেশ্যে কোরবানি অর্থাৎ উৎসর্গ করে দেবেন তখনই কেবল জনকল্যাণের যোগ্য ব্যক্তিরূপে তিনি চিহ্নিত হতে পারবেন। আলে মোহাম্মদ থেকে এরূপ মহত্ব অর্জন না করে যারা জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে তারা জগতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধনের অযোগ্য। কারণ তারা স্বেচ্ছাচারী, বস্তুবাদী কল্যাণকামী। আত্মিক উৎকর্ষ সাধন তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। বস্তুবাদের সাথেই আধ্যাত্মবাদ অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। গুরুজ্ঞান ব্যতীত বিষ থেকে অমৃত আহরণ করা যায় না।

সেজন্যেই 'গুরুবাক্য বলবান, আর সব বাহ্যজ্ঞান'। গুরুবাক্যই পদ্মবাক্য অর্থাৎ শিববাক্য, তা ভক্তের শিরোধার্য। প্রাচীন ভারতের দিব্যজ্ঞানের প্রতীক হলো পদ্মফুল। পদ্ম বা কমলের উন্মিলিত দলগুলো জীবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের প্রতীক। পদ্ম থেকে উদ্ভিজ পঙ্কজের অনাবিল সুষমায় আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের স্মারক। অক্ষর হলো অণু'র বিকাশ। প্রতিটি অক্ষরের মূলে সক্রিয় আছে আলোক কণা। এ অণুকেই জগত বা দেহ উৎপত্তির মূল কারণ বলা হয়েছে ভারতীয় বৈশেষিক দর্শনে। লালন শাঁইজি বলেন, 'বিন্দু মাঝে সিন্ধু বারি'। চরম বৈচিত্র্যপূর্ণ অনন্ত গুণময় এ অণুর সূক্ষ্ম আকৃতি-প্রকৃতি। এ অণুগুলো অবিরাম স্পন্দন বিশিষ্ট। অণু মানেই একটি ক্ষুদ্র সৌরজগত। 'কী বলবো পড়শীর কথা, তার হস্ত পদ স্কন্ধ মাথা নাই রে, সে ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর ক্ষণেক ভাসে নীরে, আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।' পড়শীই এখানে অণু বা বিন্দু। ফকির লালন স্বয়ং এ বিন্দু বা কেন্দ্রে বিরাজ করেন। সম্যক গুরু লালনের সান্নিধ্য পেলে এ বিন্দু তল থেকে শূন্যের উপর অর্থাৎ জ্ঞানের উর্ধ্বলোক অভিমুখি গতি পায়। আর বিষয়মোহে জড়িয়ে গেলে নিম্নমুখি হয় তথা নীরে ভাসে। পৃথিবীতে অণুর মধ্যস্থিত গুণ যা তাদের নিম্নামুখি করে ফেলে তা-ই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। মনের বস্তুমোহ মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সাধক ছিন্ন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়কে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে গাণিতিক ধারণায় তার একককে বিভক্ত করে 'কাল' বলে অভিহিত করা হয়। বস্তুত কাল হলো অণুর নিজ অবকাশে ঘুরতে যেটুকু সময় লাগে ততটুকু মাত্র। অণুর মধ্যেই পরমাণু লুকিয়ে আছে। এজন্যে আত্মদর্শন অণুদর্শনেরই নামান্তর। প্রতিটি দেহ যেমন অণুর বিকাশ তেমনই প্রতিটি অক্ষর বা হরফেও মূল আধার রূপে অণু বিরাজমান। সেজন্যে 'অ' বা 'আলিফ' বীজ বর্ণ। এ কারণে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে শব্দকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। জ্ঞানসংযুক্ত শব্দই ব্রহ্ম। শব্দব্রহ্ম তাই অমৃত অক্ষয়। লালনভাষা এ শব্দ ব্রহ্মেরই তরঙ্গ বিস্তার। জীবন্ত একজন মোহাম্মদ এ শব্দব্রহ্মের স্রষ্টা অর্থাৎ 'ব্রহ্মা' বা সৃষ্টিকর্তা। কাগজ বা পাথর উভয়ই কালের বিলোপকারী প্রভাবের অধীন। প্রকৃত কোরান হাজারো বছরের সাম্রাজ্যবাদী রাজদরবারের বিকার ও ষড়যন্ত্রে লোপ পায় না। এর উপযুক্ত প্রচলনের পক্ষে জড় পদার্থের চেয়ে জীবন্ত একজন আলে মোহাম্মদের স্মৃতি বা মনই শ্রেষ্ঠতম সংরক্ষণকারী। শাঁইজি লালনের মানসপটে যা চির অঙ্কিত থাকে তাঁর চেয়ে জীবন্ত-সরস কোরান আর কী হতে পারে। তাঁর প্রতিটি ধ্বনি তাই গূঢ় অর্থ প্রকাশক ও ফলপ্রসূ। ফকির লালন তাই কোনো বাণী লিখে রাখার প্রয়োজনবোধ করেন না। তিনি যা বলেন, যা করেন তাঁর সব কিছুই কোরানেরই বিকাশ। তিনি যে দিকে মোড় নেন ধর্মও সেদিকে মোড় নেয়। 'আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত ছিল, আর বাক্যই ঈশ্বর ছিল"[৬] অউম নাদে ওঁ-কার নাদব্রহ্মেরই স্পন্দন সমস্ত সৃষ্টির বহিঃপ্রকাশ। আলিফ লাম মিম ও অউম সমার্থক। এ অখণ্ড ব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক। স্মরণাতীত কাল থেকেই এমন মহত্তম গুরুগণের বাক্যই পরবর্তীকালে বেদ, পুরাণ, জবুর, তৌরাত, ইঞ্জিল, কোরান, গীতা, ত্রিপিটক নানা গ্রন্থ রূপ লাভ করেছে। সিদ্ধ গুরুগণ জগতকে সেবা করার জন্যেই ফিরে ফিরে নানা নামে প্রকাশিত ও প্রচারিত হন। এমনকী কোনো বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নিয়োজিত না হয়েও তাঁরা সৎচিন্তা ও স্পন্দনের দ্বারা জগতের প্রভুত উপকার সাধন করেন। মহতগণ প্রায়ই তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও স্ব স্ব পন্থা অনুসারে নিঃস্বার্থ ভাবে অনুবর্তীগণকে অনুপ্রাণিত ও উন্নত করে যান। এখানেই আলিফ লাম মিম অর্থাৎ আলে মোহাম্মদগণের সর্বকালীন মিশনের সুগভীর তাৎপর্য।

ত্রিভুবনে এমন আত্মত্যাগী সদ্‌গুরুর কোনো তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। পরশ পাথরকে যদি সত্যি সত্যিই আছে বলে ধারণা করা যায় তাহলে তা সস্তা লোহাকে মূল্যবান সোনায় পরিণত করতে পারে কিন্তু তাকে পরশ পাথরে পরিণত করতে পারে না। পরম পূজ্যপাদ সদ্‌গুরু পরশ পাথরের চেয়েও গুণগত বিচারে শ্রেষ্ঠতর। কারণ আপন ভক্তকে, যে তাঁর চরণে সম্পূর্ণ সমর্পিত চিত্তে আশ্রয় নেয় তাকে তিনি গুণগত মানে নিজেরই সমকক্ষ করে গড়ে তোলেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের লোকোত্তর সম্যক গুরু আলে মোহাম্মদ তাই তুলনাহীন। যুগে যুগে জন্ম-জন্মান্তরে আপন

৬. *বাইবেল ॥ জন ॥ ১ : ১*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভক্তদের উদ্ধারের জন্যে তিনি নানা ভাষায় বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হন। জন্মান্তবাদ তাই আলে মোহাম্মদের সর্বকালীন উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক শাহেনশাহী পরিচালনার বিকাশ বৃত্ত। বিন্দু থেকে বৃত্তে সর্বত্র তাঁরই চরণস্পন্দন অণুরনিত হচ্ছে।
বাংলাভাষায় গুরুর বাক্য অর্থে 'পদ' বা 'চরণ' শব্দ ব্যবহৃত হয় তেমনই পা অর্থেও তা গৃহীত। সদগুরু তার বাক্য বা বাণীর চরণ তথা পদের উপর ভর করে ভক্তের মনোলোকে বিহার করেন। গুরুর চরণামৃত তাই বস্তুগত নয়, গুণগত।

পাঁচ.

মন থেকে দেহসৃষ্টি। আবার দেহের মধ্যে মন বিচিত্রভাবে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। মনের ভাব প্রকাশের বাহন ভাষা। মন এবং ভাষার মধ্যবর্তী বাহন মানবদেহ। ভাষার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই মানব মন ও দেহের উপস্থিতি ছাড়া। মনের ভাব বাগেন্দ্রিয় অর্থাৎ মুখ দিয়ে প্রকাশ করে ভাষা। কিন্তু দেহ-মনের ঊর্ধ্বে অস্তিত্বমান নূরে মোহাম্মদি বা অস্তিত্বের মূলসত্তার প্রকাশ বাগেন্দ্রিয়ে অসম্ভব। সে ভাষা সীমাহীন নৈঃশব্দের ভাষা। শব্দের বা ভাষার উৎসস্থল নিঃশব্দ মনে; যেখানে বর্ণমালা, ধ্বনি, ব্যাকরণ সব অচল। কেবল ধ্যান সাধনাই আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারে। জগতের মানুষ এতোটুকু ত্যাগ স্বীকারেও নারাজ। তারা শব্দ দিয়ে সত্যকে বাঁধতে চায়। কিন্তু শব্দের মূল যে নিঃশব্দের ঘর, শব্দ প্রবাহিত হয় সত্তার যে আলো থেকে- তাঁর অন্বেষণ সাধক ব্যতীত কেউ করে না।

'কার গোহালে কে ধোঁয়া দেয়
সব দেখি তা না না না'।

ফকির লালন শাঁইজি আমাদের উদ্দেশে বলছেন, তাঁর ব্রহ্ম, আলক্ মানুষ, সোনার মানুষ, অজান মানুষ, মনের মানুষ, স্বরূপ গুরু, অচিন পাখি, অনাত্ম, অধরা ইত্যাদি রূপক কথা দিয়ে কথার অতীত, ভাষার অনধিগম্য চেতনার অতীন্দ্রিয় স্তর। ওখানে অন্তর্মুখি আত্মদর্শন ছাড়া প্রবেশ করা যায় না। ভাষার কাঁধে চড়ে সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব। তবে যার যার চেতনার স্তর মতো একটা ধারণা বা ভাব তৈরি হয় মনে। যার প্রাণশক্তি আছে সে সব বাধা ভেঙে মূলে পৌঁছাবে। এমন সদ্‌বুদ্ধিমান মানুষ কোটিতে একজন পাওয়াও দুষ্কর, অন্তত আজকের যান্ত্রিক যুগে।
আসল কথা হলো, দু চোখ থাকলেই সব দেখা যায় না। দু কান থাকলেই সব শোনা হয় না। দু চোখের অতিরিক্ত আমাদের আরো একটা চোখ আছে। বাইরের দু কানের চেয়ে আরো এক শক্তিশালী কান ভেতরে ঢাকা পড়ে আছে। এ তৃতীয় দৃষ্টিপথ ও শ্রুতিপথ সন্ধানের জন্যেই ফকির লালন শাহকে আমাদের খুব প্রয়োজন। প্রচলিত সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প-শিক্ষা-দীক্ষা এ তৃতীয় নয়ন ও শ্রবণশক্তিকে খুব ভয় পায়। তাই এড়িয়ে যায়। এ সত্যকে কোণঠাসা ও আড়াল করে রাখে। পাছে তাদের চক্রান্ত ধরা পড়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহ ধরা যায় কিন্তু মন অধরা। মন মস্তিষ্কের মধ্যে বাস করে। মনের মানুষ বা পরম চৈতন্য এখানেই বিরাজমান। মন চলমান আছে ভেতরের নূরে মোহাম্মদির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দিয়ে। আলো বিদ্যুতশক্তির চালক। পৃথিবীর সব বস্তু ভেঙে অণু অণু করে ফেললে যেমন মূলশক্তি বা উৎসরূপে আলোক বিন্দু পাওয়া যায়, মানুষেরও মনের উৎস নূরে মোহাম্মদির একচ্ছটা আলো। নূরে মোহাম্মদি দেহের সূর্যস্বরূপ। মানব অস্তিত্বের রহস্য ব্যক্ত করতে ফকির লালন শাঁইজি তাই বলেন :

আলিফ লাম মিম আহাদ নূরি।
এ তিন কথার মর্ম ভারি ॥
আলিফেতে আল্লাহ হাদি
মিমেতে নূরে মোহাম্মদি
লামের মানে কেউ করলো না
নোক্তা বুঝি হলো চুরি ॥

সারা বস্তুজগত যেমন সূর্যরশ্মির ক্রম স্থূল বিকাশ, তেমনই নূরে মোহাম্মদির সূক্ষ্ম সূর্যরশ্মি থেকেই মানব অস্তিত্বের প্রকাশ। সে সত্যই শাঁইজি ব্যক্ত করেন এভাবে :

নূরেতে কুল আলম পয়দা
আবার বলে পানির কথা
নূর কি পানি বস্তু জানি
লালন ভাবে তাই।
মুর্শিদ জানায় যারে
মর্ম সে জানিতে পায় ॥

AMARBOI.COM

সূর্য ছাড়া যেমন সমগ্র সৃষ্টিজগত-দৃষ্টিপথ অচল তেমনই নূরে মোহাম্মদি ব্যতীত মানবদেহ প্রাণহীন। এ জ্ঞানসূর্য থেকেই বিকাশপ্রাপ্ত দেহ ক্রমশ সাধনার দ্বারা জ্যোতির্ময় পুণ্যদেহে পরিণত হন। আপন রুহ ও হুর রূপে পরম গুরুর স্বরূপ চিন্ময় দেহ লাভ করে। স্থানকালজয়ী মহাপুরুষ হয়ে ওঠার কেন্দ্রবিন্দু একজন সম্যক গুরু লালন শাঁই যিনি মহাজাগতিক কেন্দ্রকে নিজের মধ্যে দেহস্থ করেছেন।

সম্যক গুরু মোহাম্মদের নূর থেকে ব্রহ্ম স্বরূপ এ বিশ্বজগতের বিকাশ। আর চৈতন্যের বিকাশ এ সমগ্র বিশ্বদেহ। চৈতন্য গুরুর মূলসত্তার নূরকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব বিকাশধারা তাই ক্রম সম্প্রসারমান। প্রতিমূহূর্তে দেহধারণের জন্যে বায়ু থেকে আমরা যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি তা মূলত অক্সিজেন-জীবন প্রবাহ। নিঃশ্বাস গ্রহণের পর তা প্রশ্বাসের সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড তথা মৃত্যুপ্রবাহে পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রতিনিয়ত আমরা জন্মগ্রহণ করি এবং মৃত্যুবরণ করি। জীবনমৃত্যু সব সময় দেহমধ্যে যেমন কাজ করছে তেমনই পৃথিবীর সব বস্তুর মধ্যেও এ কর্মকাণ্ড চলমান। একই দেহে দুই বিরুদ্ধ শক্তির কার্যকরী ক্ষমতার পরিচয় পাই আমরা। মানবদেহে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একইভাবে দুই বিরুদ্ধ শক্তি সতত সক্রিয়। একটি বহির্মুখি, বস্তুবাদ। অপরটি অন্তর্মুখি অর্থাৎ আধ্যাত্মবাদ। এ দুটোর কেন্দ্রে গুরুসত্তা নূর মোহাম্মদের অটল রাজত্ব, তাঁর নিয়ন্ত্রণে রজ্জু দুটোকেই একসাথে ধরে রেখেছেন। নূরে মোহাম্মদিপ্রাপ্ত একজন সম্যক গুরু অর্থাৎ কামেল মোর্শেদের কাছে পরিপূর্ণভাবে মানসিক সমর্পণ দ্বারা তাঁর প্রদত্ত পথ-পদ্ধতি নিষ্ঠা নিয়ে জীবনের সব চিন্তা ও কর্মের উপর প্রয়োগ করা মানে জন্ম ও মৃত্যুর উপর বিজয়ী হওয়া। সালাত ও জাকাতের আদর্শ স্বভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেলেই আপন সত্তায় ক্রমে অধরা, অচি অনাত্ম জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রকাশ পেতে থাকে। সে জন্যে দেহের গুরুতত্ত্ব স্নায়ুশক্তির সাতটি কেন্দ্রে মন স্থির করে বিভিন্ন দলপদ্ম, চক্র বা মোকাম ধ্যানযোগে পরিভ্রমণ করতে হয়। এ ভ্রমণকালে বাগেন্দ্রিয় স্তব্ধ করে মৌন থাকতে হয় অর্থাৎ মুনি হতে হয়। সেজন্যে সাঁইজি লালন বলেন, 'বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে'।

লালনদর্শন মূলত তত্ত্বদর্শন। 'তত্ত্ব' অর্থ যার যা সৃষ্টির মূল। যেমন : কলসীর তত্ত্ব হলো মাটি, অলঙ্কারের তত্ত্ব হলো সোনা, আলোর তত্ত্ব হলো আগুন, মানবদেহ পঞ্চতত্ত্ব বা পাঁচটি মূল উপাদানে গঠিত। দেহে এ পাঁচ উপাদানের পাঁচটি স্থান যেমন আছে, সেগুলোর সূক্ষ্ম এবং স্থূল কার্যক্রমও আছে। আত্মদর্শনের সাধক এ উপাদানগুলো অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করে স্পষ্ট দেখেন এবং স্থূলতত্ত্ব পেরিয়ে ক্রমে সূক্ষ্মতত্ত্বে উন্নীত হন। এ পাঁচতত্ত্বের পাঁচজন গুরু আছেন যাঁদের বলা হয় নবির আদর্শিক গৃহ 'আহলে বাইত' তথা পাক পাঞ্জাতন। মহানবি মোহাম্মদ, মাওলা আলী, জগজ্জননী ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন। এ পাঁচজন মহাপুরুষই সৃষ্টির মূল, মধ্য ও শেষ। তাঁরাই আল্লাহর বিভূতি। তাঁদের সংযোগেই চৈতন্য আর বিয়োগে মৃত্যু। এ পঞ্চতত্ত্ব থেকেই সৃষ্টি তথা দেহ পরিচালিত ও সম্পাদিত হয়। আবার তত্ত্ব থেকেই তত্ত্ব লয়প্রাপ্ত হয়। যে তত্ত্ব এ পঞ্চতত্ত্বের পর তিনিই তত্ত্বের অতীত নিরঞ্জন বা নিরাকার আল্লাহ। তাঁর মূর্ত চেহারা আকার-সাকার রূপ হলেন পাঁচ পাঞ্জাতন। এ পঞ্চতত্ত্বের প্রকাশ পঞ্চভূত হলো যথাক্রমে : ১. আকাশ ২. বাতাস ৩. আলো ৪. পানি ৫. মাটি। এদের একীভূত সমষ্টিই চেতনা। চেতনাই গুরু তথা আল্লাহ সত্তা। পঞ্চভূত–বিভূতি থেকেই এ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিদৃশ্যমান দেহ অর্থাৎ দেশ বা জগত সৃষ্টি হয়েছে।

পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ একটি মাত্র গুণ। এটি কারো আশ্রয়ভুক্ত নয়। আকাশে (সূক্ষ্ম আকাশ ব্যোম) না থাকলে মাটি, জল, আলো, হাওয়া কিছুই তিষ্টাতে পারতো না। তাদের অস্তিত্বই বাজায় থাকতো না। বাকি চার ভূতের লীলার জন্যেই ব্যোমের তথা আকাশের প্রয়োজন হয়েছে। এক আকাশের অভাবেই সমস্ত সৃষ্টিজগত অচল বলেই আকাশের শ্রেষ্ঠত্ব। সর্বোপরি আকাশে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রত্যেক পলে-অনুপলে ঘটে চলছে। সৃষ্টি ও স্থিতিতে অর্থাৎ জন্ম ও রক্ষা কাজে পঞ্চভূতের সংযোগ এবং প্রলয়ে তার বিয়োগ আবহমানকাল থেকেই ঘটে আসছে। পঞ্চভূতে কার কী অবস্থান, গুণ তা মোটা দাগে একবার খোঁজা যাক :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. আকাশ : শব্দগুণ কানে স্থিতি। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, লজ্জা।
২. বাতাস : স্পর্শগুণ, চামড়ায় স্থিতি। ধারণ, চালন, সংকোচন, প্রসারণ।
৩. আগুন : রূপগুণ, চোখে স্থিতি। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভ্রান্তি, আলস্য।
৪. পানি : রসগুণ, জিহ্বায় স্থিতি। বীর্য (শুক্র ও শোণিত), মল, মূত্র, মজ্জা।
৫. পৃথিবী : গন্ধগুণ, নাকে স্থিতি। অস্থি, মাংস, নোখ, লোম, চর্ম।

শাঁইজির সাধনা জগতে এ পাঁচগুণ বা তত্ত্ব বশীভূত হয় পাঁচ পদ্ধতির মাধ্যমে। পৃথিবী বশীভূত হয় সম্যক গুরুর কৃপাবলে। অপ বা পানি বশীভূত হয় গুরুর নাম সংকীর্তনে। তেজ বা আগুন বশীভূত হয় সদ্‌ভাবনায়। বাতাস বা বায়ু বশীভূত হয় ধ্যানযোগে। আকাশ বা ব্যোম বশীভূত হয় সাধন নাসিকায় অর্থাৎ প্রাণায়ামে। এ হলো পঞ্চভূতের শাসন বা সাধন প্রণালি।

এ পঞ্চতত্ত্বের রাজসিক অহঙ্কার থেকেই মানবদেহে দশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও চর্ম- এ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। মুখ, হাত, পা, পায়ু ও লিঙ্গ - এ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়।

চোখ : দর্শনইন্দ্রিয়, ইনি আলো ও অন্ধকার, জ্ঞান ও অজ্ঞান, জীবন ও বস্তু দর্শন গুণ জ্ঞান করেন।
কান : শ্রবণ-ইন্দ্রিয়, ইনি শীত-উষ্ণাদি স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন।
নাক : ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, ইনি সুগন্ধ-দুর্গন্ধাদি গন্ধগুণ জ্ঞান করেন।
জিহ্বা : স্বাদ-ইন্দ্রিয়, ইনি তিক্ত-মিষ্টাদি স্বাদ গুণ জ্ঞান করেন।
চর্ম : স্পর্শ-ইন্দ্রিয়, ইনি জীবন্ত ও জড়বস্তু স্পর্শগুণ করেন।
মুখ : বাক-ইন্দ্রিয়, ইনি কথা দ্বারা কর্ম সম্পাদন করেন।
হাত : কর্ম-ইন্দ্রিয়, ইনি দেহরক্ষার দ্রব্যাদি ধারণ করেন।
পা : কর্ম-ইন্দ্রিয়, ইনি স্থান ও কালে গমনাগমন করেন।
পায়ু : কর্ম-ইন্দ্রিয়, ইনি মলাদি ত্যাগ করেন।
লিঙ্গ : কর্ম-ইন্দ্রিয়, ইনি শুক্র-মূত্রাদি ত্যাগ করেন। লিঙ্গ দু প্রকার : পুরুষের পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলোকের যোনি।

স্থূলদেহের মধ্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সূক্ষ্মদেহ নিহিত আছে। সম্যক গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শিক ব্যবহারিক অনুশীলন দ্বারা দেহরহস্য সাধনা দ্বারা মহাশক্তি অন্বেষণ করতে হয়। পাক পাঞ্জাতনের প্রতি ভক্তিপ্রেম তার পূর্বশর্ত।

চুরাশি লক্ষ যোনিদ্বার পার হয়ে মানবদেহ লাভ করি আমরা। সৃষ্টি জগতে আল্লাহ বিকাশের শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র এ মানবদেহে চব্বিশ চন্দ্রভেদ বা চতুর্বিংশ তত্ত্ব গুপ্ত-সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণ মানুষ এ ভেদ জানে না। গুরু যদি দয়া করে জানান, তবেই সে ভেদ জানা যায়। চব্বিশ তত্ত্বের মধ্যে দেহ, পঞ্চভূত ছাড়াও আছে আছে দশ ইন্দ্রিয়, ষড়রিপু বা ছয়টি রিপু ; যথা : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এ বড়ো আজব কারিগরী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরুদণ্ডের গোড়া থেকে শুরু করে মস্তিষ্কের শীর্ষদেশ পর্যন্ত রয়েছে ষটচক্র, ছয়টি শক্তিকেন্দ্র বা চক্র :

১. মূলাধার চক্র : গুহ্যমূলে যেখান থেকে মেরুদণ্ড আরম্ভ হয়েছে। এখানে চারদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
২. স্বাধিষ্ঠান চক্র : লিঙ্গমূলে ছয়দল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৩. মণিপুর চক্র : নাভিমূলে দশদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৪. অনাহত চক্র : বক্ষমূলে বারোদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৫. বিশুদ্ধ চক্র : কণ্ঠমূলে ষোলোদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৬. আজ্ঞাচক্র : নাসামূলের ঊর্ধ্বে দুই ভ্রু'র মাঝখানে দুইদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি। পদ্মফুল তথা কমল দিব্যজ্ঞানের প্রতীক। এর বিকশিত দলগুলো জীবাত্মার আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্যোতক। পদ্ম হতে উদ্ভিজ পঙ্কজের অনাবিল সৌন্দর্যের বৃদ্ধিতে আধ্যাত্মিক।

এ ছয়চক্রের উপর মস্তিষ্কের মধ্যে কশেরুকা চক্রের সাতটি পদ্ম আছে। এ চক্রের নিষ্ক্রমণ পথেই ধ্যানী সাধক গুরুর মহাবিজ্ঞানময় একাগ্র ধ্যানের মাধ্যমে দেহ-কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে মূলসত্তায় ফিরে যান। মস্তিষ্কে স্থিত সপ্তম চক্র 'সহস্রদল কমল' হলো ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মানুভূতির স্থান। সংস্কৃত 'বৃহ' ধাতু থেকে উৎপন্ন 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি, ঈশ্বরের স্রষ্টারূপ। এ ব্রহ্মজ্ঞান বা বৃহতজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান লাভ হলেই সাধক সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সম্যক গুরুকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তথা পদ্মজ বা পদ্মযোনি স্বরূপ উপলব্ধি করেন। মহত্তম এ গুণ অর্জনের দ্বারা সাধু মহতগণ শুধু গুণবান হন না, সরাসির গুণই হয়ে যান। তাতেই সৃষ্টির চরম-পরম উদ্দেশ্য সার্থক হয়ে ওঠে। এ সাধনার ভেতর দিয়ে ভক্ত একজন সম্যক গুরুর পর্যায়ে উত্তীর্ণ হন। সম্যক জ্ঞানী সাধু ব্যক্তি যে কোনো বিষয়ই হোক প্রকাশ্য অথবা গোপন তা মুহূর্তেই জানতে পারেন। যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারেন। যে কোনো মানুষের ভেতর প্রবেশ করতে পারেন বিনা বাধায়। কারণ, তিনি সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির রহস্য জেনে যান। প্রকৃতির নিয়মের অধীন তিনি আর থাকেন না। হয়ে যান প্রকৃতির বন্ধনমুক্ত পুরুষোত্তম, মহাবীর। প্রত্যেক সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ সিদ্ধার্থ নানা অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করেন বিশ্বাসী ভক্তকে। পরমশক্তি দ্বারা তাঁরা আল্লাহিয়াত প্রতিষ্ঠা করেন অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাব প্রকাশ করেন কথা ও কাজে। প্রকৃতির বিধানজয়ী ইন্দ্রিয়জিৎ মহাপুরুষ বলেই তাঁদের জন্যে সুনির্দিষ্ট কোনো বিধি বা নিয়ম রচনা করা যায় না। তাঁরাই বিধানদাতা অর্থাৎ সংবিধাতা। তাঁদের কেউ রহস্য প্রকাশ করেন, কেউ করেন না। কেউ শিষ্য গ্রহণ করেন কেউ করেন না। কেউ প্রকাশ্য ভাবে চলেন আবার কেউ কেউ আত্মগোপন থাকেন। বিশ্বে এমন কোনো বস্তুবিজ্ঞানী নেই যে সিদ্ধ গুরুগণের রহস্য ধরতে পারে। ফকির লালন শাহ'র পদাবলি এমন মহাপুরুষ চেনার জাগ্রত প্রেরণা, ভবিষ্যত মহাপুরুষ তৈরির কারখানা। তাই তিনি গাইছেন মানবদেহের অতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূক্ষ্মতর রহস্যভাষাকে আমাদের বোধগম্য করানোর জন্যেই :

কেমন দেহভাণ্ড চমৎকার।
ভেবে অন্ত পাবা না যার ॥
আগুন, জল, আকাশ,
বাতাস আর মাটিতে গঠন তার
এ পঞ্চতত্ত্ব করে একত্র
কীর্তি করেন কীর্তিকার ॥

মেরুদণ্ড শতখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড হয় তাহার 'পর
সাত সমুদ্র চৌদ্দ ভুবনে নয় নদী বয় নিরন্তর
ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না দেখো রঙ হয় তিন প্রকার
উপরে ব্রহ্মনাড়িতে ব্রহ্মরন্ধ্র রয় মূলাধার ॥

সপ্তদল পাতালের নিচে চতুর্দ্দল
আর কুল কুণ্ডলিনী সদাই স্থির
তার ঊর্ধ্বে বিজনেতে দশম দল
কমলের পর মণিপুরের ঘর ॥

তাহার ঊর্ধ্বে দশম দলে
ঊনপঞ্চাশ পবনের ঘর
পান, অপান, সমান, উদান,
ব্যান হইতে গতিকার ॥

ষড়দলে দু লক্ষ যোজনের
ষোলোকলা গণ্য শরীরে
বিশুদ্ধাক্ষ নাম তাঁর ঊর্ধ্বে
মহাজ্ঞান দ্বিদল কমলের 'পর ॥

চন্দ্রবিন্দু অঙ্গ ইন্দুরে জীবের
বিন্দু ঝরে সিন্ধু হয় পাথার
লালন কয় জোড়াপদ্ম নীলপদ্ম
ভেদ করো মন অতি দীপ্তকার ॥

ছয়.

ফকির লালন শাহ্ সম্পর্কে লোকসমাজে নানা শ্রুতিকথা, রূপকথা, কাহিনী ও কিংবদন্তি চালু আছে। তাঁর আবির্ভাব, লীলা বিলাস ও প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত রহস্যময়। মহত্তম এ সাধক পুরুষের জীবন ও কর্ম বিষয়ে শিক্ষিত আলেম তথা পণ্ডিত সমাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পর্যন্ত কম গবেষণা ও লেখালেখি করেন নি। সেসব এক জায়গায় জড়ো করতে গেলে একের পর এক ধাক্কা লাগে মনে। এক পণ্ডিতের সাথে অন্যজনের মতের কোনো তাল-মিল খুঁজে পাই না। লালন জীবনী লিখতে বসে কেউ কেউ ফ্যান্টাসি নভেলকেও ছাড়িয়ে গেছেন। সামগ্রিক বিচারে লালনসঙ্গীত সংকলকগণও কেউ এ পর্যন্ত বিতর্কের উপরে থাকতে পারেন নি। এ হলো শতবর্ষে লালনচর্চার বাইরের চেহারা।

অবশ্য লালনচর্চার অন্তর্গত একটি সূক্ষ্মধারাও প্রবহমান আছে। সেটি লালন শাহী ঘরানার আত্মদর্শনমূলক সাধনার একান্ত গোপনীয় কুরসিনামা। সবার কাছে তা প্রকাশযোগ্য নয়। বাইরের প্রাতিষ্ঠানিক লালন মূল্যায়নের কোনো পরোয়া অবশ্য সাধকগণ করেন না। এঁরাই শতবর্ষ ধরে হৃদয় দিয়ে লালনকে ধরে রেখেছেন। সেখানে রাষ্ট্র বা মিডিয়া, পণ্ডিত বা বুদ্ধিজীবীদের প্রবেশের মতো কোনো ছিদ্রপথ নেই। তাঁদের শুদ্ধ লালনভক্তির কাছে দাঁড়াবার মতো ভক্তি-শক্তি কোনো পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবীর হয়নি। সেজন্যে অন্তর্মুখি লালনপ্রেমীদের সম্পর্কে এখনো খোলামেলা তেমন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বলতে চাই বাইরে থেকে আরোপিত সাম্রাজ্যবাদী ধারণাতন্ত্র সম্পর্কে যা সমাজে ভ্রান্তিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

AMARBOI.COM

সাত.

আলেম সমাজ মানে শিক্ষিত পণ্ডিত শ্রেণীর লালন গবেষণা এখনো নিতান্ত নাবালক বা নির্বোধ পর্যায়ে রয়ে গেছে। শাঁইজি যা নন সেটাই তারা বড়ো করতে গিয়ে ধরা খেয়েছেন।

ফকির লালন শাহ্কে 'বাউল' বলে চিত্রিত করে আলেম সমাজ অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িক চক্রান্ত এবং উপর চালাকি করেছেন। তাতে উদারতার বদলে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বড়ো হয়ে গেছে। এতে লাভবান হয়েছে কাঠমোল্লারা। উপরন্তু ফকির লালনের নামের আগে 'বাউল সম্রাট' ছাপ মেরে বৃহত্তর প্রেক্ষাপট থেকে শাঁইজিকে অনেক দূরে কোণঠাসা ও আড়াল করে ফেলা হয়েছে কুকৌশলে যে মহাসত্য নিয়ে শাঁইজি লালন ফকিরের উত্থান তা আদ্যপান্ত ঢেকে দিয়ে তাঁকে স্বার্থবুদ্ধির মাপে কেটে ছেটে খাটো বানানোর রাজনীতি হয়েছে। সমুদ্রকে কলসীর মধ্যে পুরতে গেলে যেমন হয়ে থাকে, আলেম-পণ্ডিতের লালন ধরাও তেমনই অন্ধের হস্তিদর্শনতুল্য। ফকির লালন শাঁইজি নিজেকে কখনো কোথাও 'বাউল' বলে পরিচয় দেন নি। এমনকী তাঁর ভক্তেরাও সে কথা কখনো বলেন নি। তাঁর পাপে আছে 'ফকির' এবং 'ফকিরি' নিয়ে কঠিন সব প্রশ্ন আর প্রশ্ন এবং তার উত্তরমালা।

গবেষক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও ডক্টর সাহেবগণ খ্যাতি-পুরস্কারের লোভে ফকির লালনকে বাউল সাজিয়ে নিজেদের জাগতিক প্রতিষ্ঠায় সফল হলেও ক্ষতি করেছেন লালন ঘরানার সাধক-ভক্তদের। লেখক-গবেষকেরা দু কথা লিখে, প্রকাশ করে দায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারতে পারেন। কিন্তু এ সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় সাধকদেরই। অজ্ঞান মানুষের বিতর্কের মোকাবেলাও করতে হয় লালন সাধকদের। কারণ তাঁদের জীবনদর্শনের সাথে ফকির লালন শাঁইজি এক সুতোয় বাঁধা। কিন্তু লেখক-অধ্যাপক-গবেষকবৃন্দ লালন সম্পর্কে যা বলেন তার সাথে তাদের জীবনচর্চার কোনো সম্পর্কই নেই। এক্ষেত্রে তারা সুবিধেবাদীই শুধু নয়, সুবিধেভোগীও। তারা আজ এক কথা বলে কাল অন্যটাও বলতে পারেন। সাধু তা কখনো পারেন না। সাধু যা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন অতি সংক্ষেপে কেবল ঐটুকই বলেন। যা বিশ্বাস করেন না তা কাউকে বলা দূরে থাক নিজের মনে ঠাঁই দিতেও নারাজ। এজন্যে সাধুকেই সাবধানী হতে হয়। 'সাধু সাবধান' আপ্তবাক্যটির এটাই মর্ম। প্রবাদ আছে, 'এলেমদার কা লিয়ে ইশারা কাফি হ্যায়।'

শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যৌবনকালে ডাকসাইটে ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের তুখোড় পণ্ডিত ছিলেন। আধ্যাত্মিক গুরু কেশব ভারতীর দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করে সাধনা শুরু করেন তিনি। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ত্যাগের কঠোর সাধনা শেষে তাঁকে ঘোষণা করতে হলো একদিন :

অষ্ট রিপু সাঙ্গ করি
মহাবাউল নাম ধরেছি ॥

WWW.AMARBOI.COM

নিমাই সন্ন্যাসী আটটি রিপু ধ্বংস করে সিদ্ধি সাধনার ফলে 'মহাবাউল' হয়ে ওঠেন। তাঁরা প্রায় পাঁচশো বছর পরে ফকির লালনশাহ্ অবতীর্ণ হন। শাঁইজিকে কিন্তু ইন্দ্রিয় রিপু সাঙ্গ করার কোনো সাধনায় ব্রতী হতে হয় নি। কোনো পাণ্ডিত্যে, অহঙ্কার, ভদ্রতা, সভ্যতার সংস্কার ছেড়ে তিনি সাধনা করে ফকির হন নি। এটি তাঁর জন্মসূত্রে অর্জিত শৌর্য। এ কারণেই তিনি এতিম-সর্বহারা। চৈতন্যদেবকে কেউ 'বাউল চৈতন্য' বা 'বাউল নিমাই' বলে অভিহিত করে না। তাহলে স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন জাগে, লালনের নামের আগে ঐ তিনটি অক্ষর কারা এবং কেন জুড়ে দিলো। সেটিই জিজ্ঞাস্য মোল্লা, পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজের কাছে। যিনি নিজেকে 'মহাবাউল' বলে উচ্চনাদ তোলেন তাঁর নামের আগে সেই ভূষণ জুড়লে তা যুৎসই হয়। কিন্তু 'ফকির'কে কেন 'বাউল' বানানোটা জরুরি হয়ে দেখা দিল। তার উত্তর কোথাও না কোথাও চাপা পড়ে আছে নিশ্চয়ই। খুঁজতে হবে।

শাঁইজি নিজেকে কখনো 'বাউল' তো বলেনই নি, এমনকী স্বঘোষিত 'মহাবাউল' চৈতন্যদেবকে পর্যন্ত তিনি 'ফকির' বলে শনাক্ত করছেন বারবার। কয়েকটি উদাহরণ এখানে হাজির করি 'লালনসঙ্গীতসমগ্র' থেকে :

১. ধন্য মায়ের নিমাই ছেলে,
এমন বয়সে নিমাই
ধরেছে ফকিরি লীলে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. কে আজ কৌপিন পরালে তোরে
তার কি দয়ামায়া নাই অন্তরে ॥
এক পুত্র তুই রে নিমাই
অভাগিনীর আর কেহ নাই,
কী দোষে আমায় ছেড়ে নিমাই
ফকির হলি এমন বয়সে রে ॥

৩. ঘরে কি হয় না ফকিরি।
কেন হলি রে নিমাই আজ দেশান্তরী ॥

৪. কী কঠিন ভারতী না জানি
পরাইলো কোন্ পরানে কৌপিনি ॥

হেন ছেলে ফকির হয় যার
শত শত ধন্য সে মা'র
কেমনে রয়েছে সে ঘর
ছেড়ে সোনার গৌরমণি ॥

৫. রূপ সনাতন উজির ছিল
প্রেমে মজে ফকির হলো
লালন বলে এমনই জেনো প্রেমের ক্ষমতা ॥

ফকির লালনকে চতুর আলেম-বুদ্ধিজীবীগণ 'বাউল' বানানোর চালিয়াতি করেন অথচ তিনি সব বাউলকে ফকির বলে সম্মানিত করছেন। কেমন উল্টো হয়ে গেল না? নিমাই ফকিরকে গর্ভধারিণী শচী মাতা, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘর-সংসার ছেড়ে পথে নামতে হয়েছিল সংকীর্তনে। আর ফকির লালন মাতৃ-পিতৃহীন, ভাই-বন্ধুশূন্য, ঘরছাড়া জন্মকাল থেকেই। ফকির নিমাই প্রথম যৌবনে বেদ-পুরাণের জ্ঞান লাভ করে পণ্ডিত হয়েছিলেন। গুরু কেশব ভাবতীর নির্দেশে সে সব কাগুজে জ্ঞান ছেড়ে ছুঁড়ে তাঁকে গলায় ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে পথে পথে নাচতে হয়েছিল।
শাঁইজি লালনকে কখনো কাগজের কোরান-হাদিস পড়তে হয় নি। কোনো মোল্লা-মুন্সির কাছে কিংবা মাদরাসায় তা শিখতেও হয় না। তিনি 'কোরানে নাতেক' অর্থাৎ জীবন্ত কোরান হয়েই স্বয়ং অবতীর্ণ। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়া গ্রামে কারিকর পাড়ায় কালীগঙ্গা নদীর তীরে বেহাল অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করেন মলম শাহ্। দৃশ্যত ফকির লালন কাঁটাবন থেকে উঠে আসেন আশ্রমে। সম্পূর্ণ বৈপরীত্য সত্ত্বেও ফকির লালন কীর্তন করেন ফকির নিমাই তথা চৈতন্য মহাপ্রভুর। কৃষ্ণলীলা বিভাগে নিমাইলীলা, গৌরলীলা ও নিতাইলীলা পদগুলো তার দৃষ্টান্ত।[৭]

৭. *লালনসঙ্গীত সমগ্র ॥ আবদেল মাননান সম্পাদিত ॥ আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুমুখি বাউল সাধনা ও সুফি সাধনার মধ্যে মৌলিক ভেদাভেদ নেই। লক্ষ্য একই, পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে। গন্তব্য এক, পথরেখা বিভিন্ন। চৈতন্য ও লালন এ দু মহাজনে কোনো বিবাদ নেই বরং ঐক্য আছে মূলে। মহাপুরুষদের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব থাকে না, থাকতে পারেও না। সেটা রাজসিক ভক্তদের মধ্যে থাকে। স্থান-কাল-সীমায় আবদ্ধ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ বদ্ধজীবেরাই ভাগাভাগি করতে পারে। মহাপুরুষরা তা পারেন না। তাঁরা 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর'।

লালন ফকিরের জীবদ্দশায় কোনো মোল্লা, মুন্সি বা মৌ-লোভী তাঁর ধর্মদর্শনের উপর 'ফতুয়া' দেবার ধৃষ্টতা দেখায় নি। তাঁর সামনে দাঁড়াবার মতো মেরুদণ্ডের দৃঢ়তা তখনো কাঠমোল্লাদের ছিল না। শাঁইজি ইহধাম ত্যাগ করার অনেক পরই তাঁর ছেউড়িয়া আশ্রমে ভক্তদের উপর হামলা শুরু হয়। অহাবি-ফরায়েজি আন্দোলনের নামে কাঠমোল্লা গোষ্ঠীগুলো লালনভক্তদের তাঁর আখড়া থেকে উচ্ছেদের নানা অপচেষ্টা চালায়। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় সেখানে সাধু গুরুদের অবমাননার চূড়ান্ত করে ছাড়ে তথাকথিত শরিয়তপন্থি অহাবি-ফরাজিরা। ফকিরি উৎখাত করতে হীনমন্য সাম্প্রদায়িক মোল্লারা প্রথম কৌশল হিসেবে ফকির লালন শাহ'র নাম থেকে 'ফকির' কথাটি ছেঁটে বাদ দিয়ে সেখানে 'বাউল' শব্দটি ব্যবহার করে। কারণ, ফকির শব্দটি কোরানের। এতে মুসলমানি গন্ধ লেগে আছে। লালনপন্থিদের 'ফকির' বলে মোল্লারা ঠিকই চিনেছিল। কিন্তু বৃহত্তর পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার কূটকৌশল হিসেবে 'ফকির' শব্দটি বাদ দিয়ে লালনের নামের আগে 'বাউল' ছাপ্পরটি জনপ্রিয় করে তোলে। গোঁড়া মুন্সি-মোল্লারা তাদের বাপ-দাদার শিখিয়ে যাওয়া মান্ধাতার আমলের আব্বাসি-উমাইয়া রাজাদের সাম্রাজ্যবাদী ইসলামকে 'ছহি' মনে করতো। কিন্তু ফকির লালন শাহ অখণ্ড মোহাম্মদি ইসলামের চাপা পড়া সত্যকে অকপটে ব্যক্ত করলেন। ইসলামের নামে ভণ্ডামিকে তিনি মেনে নেন নি। তাই আনুষ্ঠানিক কাষ্ঠ ধর্মচর্চাকে প্রশ্নের পর প্রশ্নের তীব্র কষাঘাতে তিনি পদে পদে জর্জরিত করেছেন। ফলে লালন ফকির অহাবিপন্থিদের চক্ষুশূল ছিলেন। ওদের কেউ কেউ ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ফকির লালন শাহ্'র সাথে বাহাস করতে এসে শুরুতেই ধরাশায়ী হয়েছে। মাওলানা দুদ্দু শাহ্'র লেখা পাণ্ডুলিপিতে মেলে তার নজির :

'বাহাস করিতে যাইয়া বায়াত হইনু।
আমি অতি অভাজন লালন শাঁই বিনু ॥'

শত শত মৌলভি তাঁর সাথে বাহাস বা তর্ক করতে এসে পর্যদুস্ত হয়ে টের পায়, লালন ফকির যেনতেন গোছের কেউ নন, অতি উচ্চমানের ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও সূক্ষ্ম মহাজ্ঞানী। লালন শাঁইজি প্রচলিত লৌকিক ধর্মের বাইরে শুদ্ধতম তথা সুফি মতবাদ পোষণ করার জন্যে বহুবার বাহ্য শরিয়তপন্থি আলেম সমাজের বাহাস মোকাবেলা করে দাপটের সাথে নিজের সত্যায়ন নিজেই করে গেছেন। জবরদস্ত শরিয়তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেম জালেম তাঁর যুক্তির নিচে মাথা নত না করে ফিরে যেতে পারে নি। কবি জসিমউদ্‌দীন ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় এমন দুটো বাহাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। একটি কুষ্টিয়ার কুমারখালির কাছে চড়ুইখালি গ্রামে। অন্যটি পাবনা জেলার রাধানগর গ্রামে অনুষ্ঠিত বাহাস বা তর্ক।

কুষ্টিয়া নিবাসী মৌলভি আফসার উদ্দিন বহু বছর আগে জানিয়েছিলেন যে, তিনি মুন্সি এবাদতউল্লাহ ও মুন্সি শায়খ ইয়াসিনের কাছে শুনেছেন, একবার বৈশাখ মাসে কুষ্টিয়ার অদূরে জায়নাবাজ গ্রামে এ রকমই একটি বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত দুই মুন্সি সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

বহু তর্ক-বিতর্কের পর এক শরিয়তি কাঠমোল্লা লালন শাঁইজি'র পরিচয় জিজ্ঞেস করে : 'তুমি কে'? ফকির লালন তৎক্ষণাৎ আবরি ভাষায় উত্তর দিলেন, "আনা মুজাক্কারুন, ওয়া মুয়ান্নাসুন, ওয়া মুখান্নাসুন।" এর অর্থ হলো, 'আমি পুংলিঙ্গ, আমি স্ত্রীলিঙ্গ এবং আমি ক্লীবলিঙ্গ।'

ফকির লালন শাহ 'ওয়াহাদাতুল অজুদ' বা সর্বেশ্বরবাদী সুফি সম্রাট। আরবি-ফারসি ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি না থাকলে কোরান-হাসিদের হুবহু ভাষ্য বা টেক্সটগুলো এতো অনায়াস ও সুন্দর বিন্যাসে বাংলার ভাবসঙ্গীতে সঞ্চারিত-বিকশিত করে তোলা মোটেই সহজ নয়। তাঁর পদাবলি এর জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

কুষ্টিয়া শহরের প্রবীণ আইনজীবী (প্রয়াত) কুতুব উদ্দিন আহমদ বি.এল.এম.এ এ মর্মে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, তিনি তার পিতা ও মুরব্বিদের মুখে শুনেছিলেন, ফকির লালনের সাথে তৎকালীন কুষ্টিয়ার অন্যতম প্রখ্যাত আলেম কালোয়ার মৌলভির তিনদিনব্যাপী একটানা বাহাস চলেছিল। তিনি জানান, কালোয়ার মৌলভির মতো শরিয়তি আলেম সেকালে সমগ্র কুষ্টিয়ায় আর দ্বিতীয়টি ছিল না। বাহাসে মৌলভি কালোয়ার স্বীকার করেছিলেন যে, ফকির লালন মারেফত তত্ত্বে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।[৮]

আগেও বলেছি, বাংলায় ফকির লালন শাহ্ যতোদিন সশরীরে সক্রিয় ছিলেন ধর্মতত্ত্ব নিয়ে তাঁর সাথে তর্ক করে কেউ মাথা তুলে ফিরে যেতে পারে নি। তাঁর পরাক্রমশালী ও অত্যুজ্জ্বল দার্শনিক স্পষ্টতার সামনে তৎকালীন প্রখ্যাত বিখ্যাত আলেমরা মাথা নত করে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল।

আজ থেকে ১১৯ বছর পূর্বে ১ কার্তিক ১২৯৫ সাল, বুধবার, ১৭ অক্টোবার ১৮৮৫ ইসায়ী ফকির লালন শাহ্ ইহধাম ত্যাগ করেন। মওলানা রিয়াজউদ্দিন আহমদ 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন ১৩৩৩ সালের ২৫ শ্রাবণ। শাঁইজি'র তিরোধানের ৩৭ বছর পর। কাঠমোল্লাদের এ ফতুয়া বইয়ে রংপুর, সৈয়দপুরের ২৫ জন মোল্লা স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতিও ছিল। লালনপন্থিদের 'বাউল' বলে প্রতিষ্ঠিত করানোর এটিই প্রথম মুদ্রিত দলিল। এরপর থেকে বইপড়া পণ্ডিত সমাজেও এ বিকৃতির প্রভাব আমরা লক্ষ্য করতে থাকি। যে সমস্ত শিক্ষিত পণ্ডিত

৮. মুহম্মদ আবুতালিব ॥ লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা ১ম খণ্ড ॥ বাংলা একাডেমি ॥ ১৯৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালনকে 'বাউল' বলে চিহ্নিত করেন তারা অবচেতনে বা চেতনে কাঠমোল্লা রিয়াজ উদ্দিন আহমদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, মোল্লাদের নেচে যাচ্ছেন এখনো।

'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' বইয়ে ২৫ জন মোল্লাহসহ রিয়াজ উদ্দিন আহ্মদ জানান : "বাংলাদেশে মোসলমান জাতি হইতে কতক দল ফকির হইয়া আছে। তাহারা অলি, দরবেশ, আউলিয়ায়ে ইসলাম বলিয়া দাবি করে। হিন্দু ভাবাপন্ন, হিন্দু উপদেশ মতে হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি, পূজা পাঠ, আকিদা, বিশ্বাস ও তীর্থস্থানে তীর্থ প্রভৃতি পালন করিয়া থাকে।... মোসলমানদের নিকট ভিক্ষা সাহায্য লইয়া আবার মোসলমান ধর্মেরই বিরুদ্ধাচরণ করে। মোসলমানী ধরণের ২/৪টা কুল, কলেমা, আল্লা-নবি মুখে উচ্চারণ করে মাত্র। তাহারা বলে, আমরা মারফতী হাকিকি ফকির। আমাদের শরীয়ত বা শরীয়তের ব্যবস্থায় নামাজ, রোজা প্রভৃতি মান্য করিয়া চলিবার আবশ্যক নাই। এই হেতু শরিয়তী লোকের সহিত আমাদের খাপ খায় না।

তাহাদের ফকিরী বিশ্বাস ও আচরণগুলি যাহা তাহারা জবানবন্দিতে বলিয়াছে ও আরও কলঙ্ক এছলাম বিরুদ্ধ কথা বিজ্ঞাপন দ্বারা ও লোক সমাজে বাচনিক প্রকাশ করিয়া মোসলমান ধর্মের, শাস্ত্রের ও সমাজের ক্ষতি ও অবমাননা করিতেছে... এমতাবস্থায় সকল মোসলমানের পক্ষে ঈমান বহাল রাখিয়া এছলামের উপর স্থির থাকিয়া ধর্ম-কর্ম করার ব্যাঘাত জন্মিতেছে এবং পবিত্র এছলাম হারা হইয়া কুপথগামী হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে...।"

দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় 'মোসলম ভ্রাতৃবৃন্দের খেদমতে' বলা হয়েছে : "বাংলাদেশের অনেক স্থানে বাউল বা ন্যাড়ার ফকিরগণ জাহেল মোসলমানদিগকে ধোকা দিয়া দলে দলে তাহাদিগকে দলভুক্ত করিতেছে। কোরানে-পাক এবং পবিত্র এছলামের উচ্ছেদ সাধন করে নানা রকমের কৌশল-জাল পাতিয়াছে। বাউলদের নাস্তিক মত যে রূপ দ্রুতগতিতে দিন দিন মোসলমান জাতির মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে মোসলমান সমাজ ছিন্নভিন্ন ও শক্তিহীন হইয়া ক্রমশ... নাপাক আক্রমণের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবার যথেষ্ট আশঙ্কা বিদ্যমান।"

বাউল সম্প্রদায়কে আহ্বান করে বলা হচ্ছে : "হে বাউল, ন্যাড়ার ফকিরগণ, তোমাদের জন্ম মোসলমানদের ঘরে, তোমাদের পয়গম্বর শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ আলাইহেচ্ছালাম, তোমাদের দ্বীন-এছলাম, তোমাদের ধর্মপথ-পবিত্র শরীয়ত এবং তোমাদের খোদা এক। কিন্তু তোমরা বুঝিতে না পারিয়া নানা জাতীয় মত গ্রহণ করিয়া এছলামের মূলে কুঠারাঘাত করতঃ জাহান্নামের পথে অগ্রসর হইতেছ।... তোমাদেরই শ্রেণীর সহস্র সহস্র নামধারী মোসলমান শুদ্ধি আন্দোলনের কলকব্জায় পড়িয়া হিন্দু হইয়া যাইতেছে। তোমাদেরই মত লোক খ্রীষ্টান মিশনারীগণের ধোকায় পড়িয়া খ্রীষ্টান দলে মিশিয়া যাইতেছে।..."।

পরিশেষে পাঠক সাধারণকে লক্ষ্য করে কাঠমোল্লাজি বলেন : "পাঠক। 'বাউল ধ্বংস ফত্ওয়া' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং তাহার মোকদ্দমা বিবরণী পুস্তিকা পাঠ করিলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজে বোধগম্য হইবে যে, বাউল, ন্যাড়ার ফকিরগণের মারফতির দোহাইর শক্তি অত্যন্ত মারাত্মক। এই পথে অশিক্ষিত মোসলমানগণকে শুদ্ধি হিন্দু দলে টানিয়া লইবার সহজ উপায়। যেহেতু ইহারা হিন্দু ভাবাপন্ন, মোসলমান নামে পরিচিত এবং দরবেশ ফকির নামে অভিহিত।...

আজ বাংলার ৬০-৭০ লক্ষ অশিক্ষিত মোসলমান বাউল-ফকিরের মারূফতি ধোকায় পড়িয়া এছলাম পরিত্যাগ পূর্বক তাহাদের দলে সামিল হইয়া গিয়াছে। এই ৬০-৭০ লক্ষ বাউল ফকিরগণকে প্রকাশ্যভাবে পরিচয় করা যায়। কিন্তু আরও এমন বহু সংখ্যক বাউল মত পোষণকারী ব্যক্তি আছে যাহাদিগকে প্রকাশ্যভাবে পরিচয় করা কঠিন।"

আজ (২০০৮ খ্রি.) থেকে ৬২ বছর আগে অহাবিপন্থি মোল্লা রিয়াজ উদ্দিন গং উপরের বাহ্য আচারকে বড়ো করে দেখতে গিয়ে আত্মিক দৃষ্টিক্ষীণতার কারণে সত্যের ভেতরটা দেখেই নি। সত্যধর্মের সীমা থেকে কোটি মাইল দূরে বাস করতে করতে ওরা নিজেরাই কোরানের দৃষ্টিতে 'কাফের' অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা দিয়ে আবৃত করে ফেলেছিল। সে কারণে ফকিরকে 'বাউল' বলে প্রলাপ করা তাদের পক্ষে মানানসই হলেও ভদ্রলোক ডক্টরেট ভূষণধারী পণ্ডিত-গবেষকরা কী ভাবে ঐ কাঠমোল্লাদের বেতালে তাল মেলাতে পারেন-সেটা এখনো আমার কাছে বড় এক প্রশ্নবোধ চিহ্ন। লালন শাঁইজির পরিচয় নিয়ে পণ্ডিতদের কথায়-লেখায় কাঠমোল্লাদের প্রতিধ্বনি যখন শুনি তখন তাজ্জব না বনে উপায় কী।

AMARBOI.COM

আট.

গত অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে উপর মহল থেকে লালিত সাম্প্রদায়িক ক্ষমতাচর্চা ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রনীতির সৃষ্ট সামাজিক মনস্তত্ত্ব এখনো শিক্ষিত লোকেরা বহন করে চলছে। এ অশুভ ঘূর্ণাবর্তে ফকির লালন শাহ্‌কে শাসকীয় চোখে 'বাউল' করে রাখার ষড়যন্ত্র অনেক দূর প্রসারিত। একদিকে জ্ঞানান্ধ মুসলিম সম্প্রদায়কে প্রকৃত মোহাম্মদি কোরানদর্শন থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রাখা, অন্যদিকে প্রকৃত কোরান দর্শনের সর্বকালীন ও সর্বজনীন সারাৎসারকে বৃহত্তর সমাজের নাগাল থেকে দূরে রেখে বর্বর মোল্লা-মুন্সির কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে অক্ষুণ্ন রাখা এবং বিস্তৃত করা। মোদ্দা কথা হলো, লালন ফকিরের অখণ্ড দর্শনকে খণ্ডত্বের ঘেরাটোপে আটকে রাখার চক্রান্ত আপাতত সফল।

লালনপন্থিদের বাউল, ন্যাড়ান্যাড়ি, অসামাজিক-ইত্যাদি বিকৃত রূপে সমাজের সামনে হাজির করানোর মধ্যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক মাহাত্ম্য নেই। তাতে রাজনৈতিক শঠতাই ধরা পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'বাউল' হলে তাতে ক্ষতি হয় না। 'লালন' বাউল হলে বরং সমস্যা। সেটা যতো না ব্যক্তিক-সাংস্কৃতিক তার চেয়েও জটিলভাবে রাজনৈতিক। এর জবাব আমরা সাঁইজির কালামে বরং সন্ধান করি :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥

কী অদ্ভুত পরিহাস, কট্টর হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আচারপন্থিরা শাঁইজিকে উল্টো বুঝলো সোজা শুনেও। কারণ তিনি ভণ্ড ধার্মিকতার মুখোশ ধরে সাজারে টান দিয়েছেন। তাই শাঁইজি তিরোধানের কিছুকাল পর দেখা গেল সাধকদের ছেঁউড়িয়া থেকে ক্রমে উৎখাত করে সেখানে এমন আধ্যাত্মিক পরিবেশশূন্যতা তৈরি হলো– যা পূরণ করার জন্য আমদানি করা হলো নিম্নস্তরের সুবিধাভোগীদের। রাষ্ট্রশক্তি এবং বই পড়া বুদ্ধিজীবীরা এদের নাম দিলো 'বাউল'। এই মার্কা মারা বাউলদের জীবন দৃষ্টি, আচার, আচরণে লালন আদর্শের বিন্দুমাত্র ছাপও নেই। নিম্নস্তরের ভোগবাদই এদের আশ্রয়। প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠাবান লালন অনুসারীদের আখড়া থেকে উৎখাত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রশক্তি ও কাঠমোল্লারা লালনদর্শন প্রচার ও বিস্তাররোধে অনেক কলকাঠি ঘোরায়। যাকে বলে কেমোফ্লেক্স তৈরি করা। এতেও তারা আপাতত সফল।

যথার্থ সুফি বা বাউল সাধনা কখনো নিমাঙ্গ চর্চার শিক্ষা কাউকেই দেয় না। এ হলো অতি উচ্চাঙ্গের সাধনা। দেহমনের কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসাকে বিনাশনের সাধনা। প্রবৃত্তিপরায়ণ মানসিকতাকে পরিশোধন দ্বারা নিবৃত্তিমার্গে উত্তরণের পথ-পদ্ধতি এটি। চিত্তকে বস্তু তথা নারীমোহ থেকে পরিশুদ্ধ করে পাপীকে ক্রমান্বয়ে মহাপুরুষে উত্তীর্ণ করার ব্যবস্থা। কোনো ধর্মের কোনো মহৎ গুরুই মানুষকে ভোগবাদের কানাগলিতে ডুবে মরার শিক্ষা দিতে পারেন না। সে রকম হলে তো তিনি কোনো মহাপুরুষই হতে পারেন না। সাধুর নৈতিক মানদণ্ড হলো, প্রবৃত্তিপরবশ ভক্ত-অনুসারীদের নির্বাণের পথে পরিচালিত করা। সম্যক গুরু নিজের ব্যবহরিক জীবনেও ত্যাগ-তিতিক্ষার চরম পরাকাষ্ঠা দেখান। কামেল গুরু হাতে কলমে শিক্ষা-দীক্ষা ও দায়েমি সালাতের মহড়ার মধ্য দিয়ে ভোগীকে উন্নীত করেন যোগীমার্গে। কিন্তু দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যোগীকে কেউ ভোগী বানাবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতাও রাখে না।

বিভেদপন্থি রাষ্ট্রশক্তির-আশ্রয়ে প্রশয়ে লালন সমাধির চারপাশে যাদের 'বাউল' সাজিয়ে জড়ো করা হয়েছে এদের জীবন ও কর্মে কি সেই সত্যের কোন ছাপ মেলে? সাধুদের মেরে কেটে তাড়িয়ে দিয়ে 'সখের বাউল'রা যার যার স্থূল স্বার্থসিদ্ধির জন্যে লালন সমাধির চারদিক দোকান পাট সাজিয়ে ঘিরে বসেছে। বাইরে থেকে কেউ হঠাৎ ওখানে গেলে মনে হবে এরাই বুঝি আসল। 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়'-সেটা আগন্তক কী ভাবে ঠাহর করে? লালন সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও আগ্রহীদের বিভ্রান্ত করাই এর সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য। এটাও এক কুটিল রাজনীতি।

নয়.

অতি সাম্প্রতিককালে লালনপন্থি সাধু ও ভক্তদের পরিচয় নির্ণয় করতে দেশ-বিদেশের প্রাতিষ্ঠানিক পণ্ডিতগণ 'বাউল'দের জাতপাত, বৈষয়িক-সামাজিক অবস্থান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় খুব জোরেশোরে তৎপর হয়েছেন। ভেতরের সার না খুঁজে বাইরের খোলস তৈরির নানা চেষ্টায় তারা প্রাণান্তকর গাধার খাটুনি খাটছেন। এরা সেই গাধার সঙ্গে তুলনীয় যে কিনা পানি ঘোলা না করে পান করতে পারে না।

নব্য উত্তরাধুনিক পণ্ডিতকুল ফকির-সন্ন্যাসীদের চিহ্নিত করতে নেমে ইদানিং নতুন নতুন বিশেষণ আরোপের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাদের উদ্ভাবিত বিশেষণগুলোও ভারি উদ্ভট। যেমন : নিম্নবর্গ, অন্ত্যজ, ব্রাত্য ইত্যাদি। এসব জঞ্জালের স্তূপে সত্য চেপ্টা হবার জোগাড়। উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক সাধকদের ওরা 'নিম্নবর্গীয়' বলে রঙ লাগায় কোন নীতির জোরে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অর্থ ব্যবস্থার ছকে প্রাকৃতিক সাম্যবাদী সাধকদের বিচার করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? কোরানের দার্শনিক শর্ত 'রেবা' বা সুদপ্রথার হারাম উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিকানার মানদণ্ডে? ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অবৈধ টাকা-কড়ি, ঢাকঢোল পিটিয়ে ভোগ-বিলাস, ক্ষমতার অপব্যবহারের লাগামহীন অনাচারের নিক্তিতে? সাধক নফসের পরিত্যক্ত বা পরিত্যাজ্য বিষয়রাশিকে তাঁদের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে দেখানোর, তাঁদের গোত্র পরিচয়ের মাপকাঠি হিসেবে দাঁড় করানোর কলোনিয়াল এ বুদ্ধিবৃত্তি যে কতো অসার ও একচোখা সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট এবং দুর্বল সেটা স্বল্পবুদ্ধির আলেম-গবেষকেরা কবে বুঝবেন? আসলে এ পুরো প্রক্রিয়ার পেছনে সক্রিয় রয়েছে মাফিয়াবাজ সাম্রাজ্যবাদের বংশবদ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও তাদের অনুগত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোডলার ভিখারী কাঠমোল্লারা তো আছেই।

বাংলার লালনপন্থি ফকিরদের তারা নিম্নবর্গ বলে নিচে নামিয়েই কেবল ক্ষান্ত নয়, এর সাথে নতুন আরেক বিশেষণ তৈরি করা হয়েছে। যাকে তারা 'অন্ত্যজ' বলছেন গবেষণা পত্রে। 'অন্ত্যজ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, ইতর জন, নীচ জাতি ইত্যাদি। মানসিক পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে কলুষমুক্ত দেহমন, লাভ যাঁরা করেন তাঁরাই সাধু। দার্শনিক লালন ফকিরকে যিনি ইন্দ্রিয়বশ্যতা ত্যাগের বিনিময়ে অতীন্দ্রিয় যোগবলে লাভ করেন তিনি হয়ে ওঠেন মানব জাতির সম্পদ, সত্য-সুপথ প্রদর্শক। একজন উচ্চাঙ্গের সাধক হলেন মলয় পর্বতের চন্দনবৃক্ষের প্রতীক। তিনি বিষয়মোহের আবর্জনায় কলুষিত মানব মনে স্বর্গীয় সুবাস প্রবাহিত করেন। তাঁকে স্পর্শ করলে কঠিন লোহাখণ্ডও স্বর্ণে পরিণত হয়। এমন ফকিরকে যে স্পর্শ করতে পারে তার জীবন সার্থক ও ধন্য হয়ে ওঠে। স্বয়ং লালন বলেন :

সাধুর বাতাসে মন
বনের কাষ্ঠ হয় রে চন্দন
হেন পদে যার
নিষ্ঠামন হয় না যার
না জানি কপালে তার কী আছে রে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন মহৎ সাধু পুরুষের পরশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, কাঙাল হরিনাথ প্রমুখের জীবন সফল হয়েছিল। অথচ পণ্ডিত মশাইরা লালন ও তাঁর অনুসারীদের অস্পৃশ্য, ঘৃণ্য, ইতর শ্রেণীর ক্যাটাগরিতে নামিয়ে ছাড়ছেন। স্টাবলিশমেন্টের এ সব গবেষণার ধরনধারণই এমন। মাথাটাকে নিচে নামিয়ে পা দুটোকে উপরের দিকে টেনে ধরার মতো উল্টোপাল্টা ব্যাপার। মহৎ জ্ঞানীজনেরা যদি তাদের পক্ষে ইতর তথা অন্ত্যজ হন তাহলে বলতে হয় বিশ্বের বুকে ঐ পণ্ডিতরা ছাড়া কোনো উত্তম মহাপুরুষের অস্তিত্ব নেই। এরই নাম দিয়েছে পাশ্চাত্যের মুরুব্বিরা 'পোস্ট মর্ডানিজম'। আমরা বলি 'পোস্ট মর্টেম অব মর্ডানিজম।'

আর 'ব্রাত্য' শব্দটি উদ্ভাবিত হয়েছে 'ব্রত' থেকে। এর অর্থ ধর্মানুষ্ঠান, পাপক্ষয় ও পুণ্যলাভের ইচ্ছেয় অনুষ্ঠিত ধর্মকর্ম, নিয়ম, সংযম, তপস্যা। ব্রত আচরণ করেন এমন মানুষই ব্রতচারী তথা ব্রাত্য। আভিধানিক এবং ব্যবহারিক উভয়ার্থে সাধুজনই ব্রাত্য অর্থে সম্মানিত। অথচ একাডেমিক-উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত লেখকেরা একথার সম্পূর্ণ উল্টো এবং বিকৃত ব্যাখ্যা হাজির করেন মনগড়া গবেষণা সন্দর্ভে। শিক্ষিত শ্রেণীর এ চাতুরির সাথে মূর্খ ও অর্ধশিক্ষিত সুবিধেবাদী মোল্লা-মুন্সিদের চরিত্রের কী বিচিত্র মিল। হায় সেলুকাস! একজন কয় ওয়াজ ফতুয়ায়। অন্য জন কহে গবেষণা-বক্তৃতায়। দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা যেন এখানেও বন্ধু চিরকাল।

সত্য এই, লালনানুসারী ফকির সম্প্রদায় সম্পর্কে কলোনিয়াল, পোস্ট মর্ডানিস্ট জ্ঞানকাণ্ড নির্ভর গবেষকেরা এখন চালকির নোংরা পানিতে মাছ শিকারে ব্যস্ত। তারা লালনতত্ত্বজ্ঞানের গভীরে ভয়ে ডুব দিতে চান না। তাহলে বৈষয়িক লাভের আম ও ছালা দুটোই যেতে পারে। তাতে তারা নিজেরাই না আবার ভদ্র-সভ্য দাবিদার, নাকওঁচা শাসক শ্রেণীর চোখে 'সাব অলটার্ন' মানে নিম্নবর্গীয় ইতর-পাতক হয়ে পড়েন। সে ভয় তাদের বিবেক-বিবেচনার মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

অতি চালাক এ পণ্ডিত-প্রফেসরেরা কলিকালের যন্ত্রকলা নির্ভর সংস্কৃতির ছাঁচে মন-মস্তিষ্ক এমনভাবে ঢালাই করে বেড়ে উঠেছেন যা বড়োসড়ো কোনো দার্শনিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ভূমিকম্প ছাড়া টলানো এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। মানব জাতির আত্মিক–সাংস্কৃতিক মুক্তির পথ অবরোধ করে রাখাই এ কায়েমি গোষ্ঠীর লক্ষ্য। তাই নানা খোলস-ফরমেট তৈরি করে চার দেয়ালের মধ্যে ফকিরদের বন্দি করে রাখা এদের প্রভুদের স্বার্থে জরুরি। কাঠমোল্লাদের সাথে এদের বাহ্য দূরত্ব দৃষ্টিগোচর হলেও ভেতরে ভেতরে তারা একই কাজ করে চলেছে।

শাঁইজির বাণীর মধ্যে হেরাগুহায় আত্মদর্শনের মৌলিক নিদর্শন নিহিত আছে। তা সত্ত্বেও লালন ও তাঁর অনুসারী ফকিরদের 'বাউল', 'বেশরা', 'ন্যাড়ার ফকির' বলে অভিহিত করা হয় কেন? আসলে বাউল কারা?

এ বাউলমতের প্রবক্তা ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, "আমার মনে হয়, সুফি প্রভাবিত মুসলমান ন্যাড়া বা বেশরা ফকিররাই বাংলার বাউল ধর্ম সাধনার আদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবর্তক। ইহার পরবর্তী যুগের বাউল ধর্মের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে।"[৯] তিনি আরো বলেন, 'প্রকৃতিপুরুষের মিথুনতত্ত্বের মধ্য দিয়াই তাহাদের সাধনা'[১০]। তার মতে, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধকই এক পথাবলম্বী। প্রকৃতপক্ষে তারা হিন্দুও নয়, মসুলমানও নয়- তারা 'বাউল ; এই-ই তাদের একমাত্র পরিচয়। শুধু তাই নয়, বাউল ধর্ম মানে 'বেদ বহির্ভূত ধর্ম'।

"বাউল ধর্ম যে বেদ বহির্ভূত ধর্ম এবং ধর্ম সাধনায় যে বেদবিধি ত্যাগ করিতে হইবে- এই রূপ ভাব অনেক গানে ব্যক্ত হইয়াছে। বেদ বিধি অর্থে বাউলরা অনেক স্থলে চিরাচরিত আনুষ্ঠানিক ধর্ম বুঝিয়াছে"[১১]

এ কথা কি সঠিক? প্রকৃতি-পুরুষের মিথুনতত্ত্বের ইতিবৃত্ত যারা জানেন তারা স্বীকার করবেন যে, এ ভূখণ্ডে এ মতবাদের ইতিহাস বহু প্রাচীন। এমনকী ইসা নবির জন্মেরও তিনশ বছর আগে বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তান্ত্রিক ব্যভিচার দুষ্ট এ মতবাদের জন্ম হয়। এর বহু পর ভারতে সুফিরা ইসলাম প্রচারে আসেন। সুফি সাধকগণের সাধনা ও প্রচারণার দীর্ঘকালীন প্রভাবে ভারতবর্ষে তান্ত্রিক ব্যভিচারই অপানোদন হয় নি, সাধনজগতে মৌলিক সংস্কারও সাধিত হয়। নয়া শৈববাদ, বৈষ্ণববাদ, শিখবাদ ইত্যাদি ধর্মান্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল সুফি দরবেশগণের উপস্থিতি ও তাঁদের সাধন তত্ত্বীয় প্রভাব বলয়।

"ইতিহাসে মুসলমানদের আগমন কেবল রাজ-রাজড়দের কথা লইয়াই পরিপূর্ণ।... রাজাদের আগমনে, বহু লোক লস্করের তাড়নায় প্রাণভয়ে ভীত হইয়া বহু লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে সত্য, তবু ভারতের যথার্থ হৃদয় জয় রাজা-রাজড়া বা সৈন্য-সামন্তরা করে নাই, যাহা ঘটিয়াছিল কেবল মুসলমান সাধুদের আগমনে।"[১২]

এ মহৎ সুফি সাধুগণের সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রভাবে মধ্যযুগে ভারতে শ্রীরামানন্দ, গুরু নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখ হিন্দুধর্ম সংস্কারক-সাধকের আবির্ভাব হয়। ভারতীয় সকল ধর্মমতকে ইসলামি সুফি সন্তগণ এমত আকৃষ্ট করেছিলেন যে, তাঁরা মুসলিম মরমি (Mystic) সুফিদের মতো দরবেশ হয়ে সারা দেশব্যাপী ভীষণ বিপ্লব সৃষ্টি করলেন। এ আন্দোলন আস্তে আস্তে আলাদা ধর্মের রূপ গ্রহণ করলো, ফলে অচিরে দেখা গেলো, গোরক্ষনাথ জাতিধর্ম নির্বিশেষে শৈবধর্মের প্রচার আরম্ভ করলেন। রামান্দনও বৈষ্ণবধর্মকে এ হিসেবে সর্বজাতির সেবাকর্মের সাথে একত্রিত করলেন। গুরু নানক শাহ্ ব্যবহারধর্মী (Moral and practical) ভক্তিতে ডুবিয়ে সন্ন্যাসের সাথে মিলিয়ে সনাতন ও ইসলামের রাখিবন্ধনে শিখধর্মের বিস্তার ঘটালেন। শেষে বাংলার মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ গুরুভক্তি তথা হরিভক্তির প্রভাবে সব কুসংস্কার পেরিয়ে এক নবীন ধর্মের উত্থান ঘটালেন।

৯. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ॥ বাংলার বাউল ও বাউল গান ১ম খণ্ড ॥ পৃষ্ঠা ২৮৩
১০. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ॥ বাংলার বাউল ও বাউল গান ১ম খণ্ড ॥ পৃষ্ঠা ৫৫
১১. ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ॥ বাংলার বাউল ও বাউল গান ১ম খণ্ড ॥ পৃষ্ঠা ২৯১১
১২. ক্ষিতিমোহন সেন ॥ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা ॥ পৃষ্ঠা ৬-৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতবর্ষের সাধককুলের 'মণিরত্নম' কবির মুসলমান জোলা (তাঁতী) ঘরে জন্ম নিলেও তাঁর গুরু ছিলেন রামানন্দ। করিব ধর্মাচারকে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে মনের পরিশুদ্ধি সাধনকেই সবার উপর ঠাঁই দিলেন। তাঁর মত হলো, আল্লাহ বা জগত গুরু বা রাম মানবদেহ থেকে দূরে থাকেন না। অতএব তাঁকে পাবার জন্য তীর্থ ভ্রমণের কোনো প্রয়োজন নেই। ফকির লালনের পদাবলিতে কবির প্রসঙ্গ আছে এভাবে :

জাতে সে জোলা কবির
উড়িষ্যায় তাঁহার জাহির
বারো জাত যাঁর হাড়ির
তুড়ানি খায় ॥

কবিরপন্থি সাধক প্রায় সবাই মুসলিম ছিলেন। সমাজে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। কবিরের, উত্তরসুরী কামাল, দাউদ (দাদ্দু), রজ্জবের পদাবলি এখনো ভারতবর্ষের সাধকদের অমর সম্পদ হয়ে আছে। এ সাধক সকলেই তৌহিদপন্থি অর্থাৎ একেশ্বরবাদী। সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুই নয়, এক। আরবের মুসলমানেরা মহানবির প্রবর্তিত একেশ্বরবাদকে খণ্ডিত করে সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে দ্বৈত বলে হযরত আলী, ইমাম হোসাইনকে হত্যা করে মোহাম্মদি ধর্মদর্শনের আদি সত্যকে জগত থেকে মুছে দেয়। নবুয়ত-বেলায়েতের ধারাবাহিকতা 'মাওলাতত্ত্ব বা গুরুবাদ'কে অগ্রাহ্য করে ওমর, আবু বকর, ওসমান, মাবিয়া ও এজিদ গং যে আরবীয় সাম্রাজ্যবাদ তৈরি করে তার সাথে সর্বকালীন ও সর্বজনীন ইসলামের বিরোধ তীব্র হয়। কারবালার মর্মন্তুদ ট্র্যাজিড়ির পর বিশ্বে যে ইসলাম ধর্ম বা মুসলিম ইতিহাস তা রাজতন্ত্র আরোপিত ভোগবাদী-বাহ্য আচারসর্বস্ব অন্তসারশূন্য ধর্ম। ভারতবর্ষে কবির-লালনগণ নির্বাসিত সেই সত্যকেই পুনরুদ্ধার করেন তাঁদের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে। ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, সুধীর চক্রবর্তী, শক্তিনাথ ঝাঁ থেকে শুরু করে ড. আহমদ শরীফ, ড. আনোয়ারুল করিম, ড. আবুল আহসান চৌধুরী, ফরহাদ মজহার প্রমুখ পণ্ডিত শাঁইজি লালন ফকির সম্পর্কে যে সব মত এ পর্যন্ত হাজির করেছেন তা আমূল বিতর্কিত, বিভ্রান্তিকর ও খণ্ডিত। আপন আপন খামখেয়ালির বশে এরা লালনের 'প্রকৃতিপুরুষ' তত্ত্বসম্পর্কে যেসব স্থূল ও নিম্নাঙ্গের ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন তার সাথে লালন শাঁইজির জীবনধারার বাস্তব কোনো মিল নেই। কারণ ওরা আত্মতত্ত্ব সাধনা না করে বাহ্য বই-পুঁথির জোরে ফকিরি বিচারে নেমে শাঁইজির নামে 'বাউল' ছাপ মারার গোজামিল তৈরি করেছেন।

বলবো কী তাঁর আজব খেলা
আপনি গুরু আপনি চেলা
পড়ে ভূত ভুবনের পণ্ডিত
যে জন আত্মতত্ত্বের প্রবর্ত নয় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে ভূত হয়ে যাওয়া আত্মদর্শনজ্ঞানহীন 'ভুবনের পণ্ডিত' বা প্রাতিষ্ঠানিক আলেম—বুদ্ধিজীবীরা শাঁইজি লালনের সূক্ষ্ম জ্ঞানজগতে ভূতের উপদ্রপ মাত্র। এ ভূতগোষ্ঠীর ভূতুড়ে তত্ত্ব দিয়ে লালনভাষা হয়ে গেছে সরাসরি লালনদ্রোহী। একজন সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া প্রকৃতিপুরুষ তত্ত্বভেদ ও অভেতত্ত্ব খোলাসা করার শক্তি আর কারো নেই।

দশ.

ফকির লালন শাঁইজির পদ ও প্রশ্ন একটি অন্যটির পরিপূরক। তাঁর উথাপিত প্রশ্ন আমাদের বদ্ধ মনের দরজায় এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। বাণী সম্পাতের কী সূক্ষ্ম কৌশলই না প্রয়োগ করেন শাঁইজি। সঙ্গীতের মতো, দর্শনের মতো তাঁর পদে চেতনার আরোহণ ও অবরোহণ পদ্ধতির অপূর্ব প্রয়োগ কৌশল লক্ষণীয়। তিনি প্রশ্ন তোলেন আরোহণের চালে। পরক্ষণে আবার অবতরণ করেন অবরোহণ পথে অবতারের কর্তব্যে। এ দ্বান্দ্বিক ধারা তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানের অনানুষ্ঠানিক কিন্তু প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। শিষ্য সেজে তিনি প্রশ্ন তোলেন আবার গুরুজ্ঞানে সমস্যার সম্যক সমাধান বাতলান। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের এ পদ্ধতি খুবই দ্বন্দ্বমুখর। যেমন : প্রকৃতি ও পুরুষ, দেহ ও মন, (Mind and matter) জ্ঞান ও কর্ম, সামান্য ও বিশেষ, জন্ম ও মৃত্যু, দিন ও রাত, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ধর্ম ও অধর্ম, লোক ও লোকোত্তর প্রভৃতি। এতো বিষয় উল্লেখ করলে তালিকা দীর্ঘ হয়ে যাবে। 'লালন শাঁইজির দ্বন্দ্ববাদ ও সাম্যবাদ' বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে হলে কমপক্ষে আড়াই শ থেকে তিনশ পৃষ্ঠার আলাদা গ্রন্থ লিখতে হবে। এখানে অতি সংক্ষেপে আমরা একটি পদ নমুনা হিসেবে হাজির করতে পারি :

মনের কথা বলবো কারে।
কে আছে সংসারে।
আমি ভাবি তাই আর না দেখি উপায়
কার মায়ায় বেড়াই ঘুরে ॥
মন আমার ভুলে তত্ত্ব হলি মত্ত
সার পদার্থ চিনলি না রে।
হলো না গুরুর করণ তাইতে মরণ
কোনদিনে মন যাবা গোরে ॥

ছেড়ে মূল ভক্তিদাঁড়া লক্ষ্মী ছাড়া
কপাল পোড়া দেখি তোরে।
লেগে এই ভবের নেশা তাইতে দশা
সর্বনাশা বেড়াই ঘুরে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন আমার আপন বশে মদনরসে
আপনি মিশে বেড়াও হা রে।
লালন সেই বাক্য ছেড়ে গলা নেড়ে
পড়ে গেলো পাতালপুরে ॥

সম্যক গুরু লালন শাঁইজি ভক্তের কাঁধের উপর জগদ্দল পাথর হয়ে জেঁকে বসেন না। ভক্তের অজ্ঞান মন-মানসিকতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত। ভক্তের অজ্ঞান মনের মধ্যে গুরু যেখানে চাপা পড়ে আছেন তাঁকে জাগ্রত করাই তাঁর আত্মিক শিক্ষাদানের মিশন। এখানে তিনি আপন প্রতিষ্ঠিত শাহেনশাহীর ঐশ্বর্য ছেড়ে নিজেই ভক্তের ভূমিকা গ্রহণ করছেন। কেউ যেন ভুলেও মনে না করেন এটা লালনের অনুতাপ। তিনি অনুতাপহীন অহঙ্কারী লোকদের অন্তরে অনুতাপ সঞ্চারের জন্যে এ কৌশল গ্রহণ করেছেন।

পদটির সূচনা 'মনের কথা বলবো কারে/ কে আছে সংসারে' আমি ভাবি তাই/ না দেখি উপায়/ কার মায়ায় বেড়াই ঘুরে"–এ প্রশ্ন তুলে আরোহণমূলক আত্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্র তৈরি করেন। অন্তর্মুখি গুরুচাপে এখানে প্রবর্তের শিক্ষার্থী তরুণ মন দ্বন্দ্বে দীর্ণ। অবরোহণে সাঁইজি এ জিজ্ঞাসার উত্তর দিচ্ছেন, মায়াময় সংসারকে বিপজ্জনক জেনেও বিষয় জগতের মোহ-মায়ায় পড়ে গুরুবাক্য থেকে দূরে সরে গেলে সংসারের নরকাগ্নি চারদিকে ঘিরে ধরে। গোড়ার দুটি প্রশ্নের উত্তর আসে প্রথম অন্তরায়। গুরুবাক্য ভুলে যাওয়া মানেই 'তত্ত্ব' ভুলে যাওয়া। তত্ত্ব অর্থ মূল। দেহমনের মূলসত্য ও অভিভাবক হলেন সম্যক গুরু। গুরুর আদেশ-নির্দেশ পালন অর্থাৎ দিনের চব্বিশ ঘণ্টা অবিরাম সালাত ও জাকাতকর্ম করা তথা গুরুর স্মরণ ও সংযোগ। মনের আত্মসমর্পিত আমিত্বহারা হাল ছেড়ে বাইরের বিষয়রাশির মোহে আসক্ত হয়ে পড়লে, পরিণামে অকৃতকার্য মৃত্যু বা অপমৃত্যু অবধারিত।

সুখ-দুঃখে, হাসি-কান্নায়, সম্পদে-বিপদে, উত্থান-পতনে, ঘরে-বাইরে সব জ্ঞান-বুদ্ধি-কর্ম ছেড়ে সম্যক গুরুর প্রতি পরম অনুরক্তিই ভক্তি। সে ভক্তির ভক্তিদাঁড়া একজন কামেল মোর্শেদ। গুরুর আদর্শিক বলয় থেকে বাইরে ছিটকে পড়ে মানুষ পরজন্মের শাস্তির বোঝা সঞ্চয় করে। জাগতিক ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠার পেছন ছুটে বারবার দুঃখময় চক্রে চুরাশি লক্ষ যোনি পরিগ্রহ করাই সর্বনাশা ঘুরে বেড়ানো। 'আমি ও আমার'- আপনবশ তথা ভোগবাদের অন্ধকূপে মানুষকে ডুবিয়ে মারে। গুরুবাক্য বলবান আর সব বাহ্যজ্ঞান। গুরুবাক্য শিরোধার্য জেনে তাঁর সেবা-পুজোই ভক্তের কর্তব্য। গুরুর নির্ধারিত সীমা ডিঙিয়ে অবাধ্য গরুর মতো যারা পরের জমিনে ঘাস খেতে যায় এবং গলা নেড়ে অর্থাৎ গুরু আদেশের প্রকাশ্য বিরোধিতা করে তারা পরবর্তী জন্মে পশুকুলে নেমে যাবে।

গুরুতে আরোহণকালে সাঁইজি দুর্বল চিত্ত পাপী-তাপী মানুষকে এ দুটো প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন। তিনি পতিত পাবন পরমেশ্বর। অবরোহণেই তাঁর সামান্য থেকে বিশেষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ। পাপী-তাপীকে তরানোর জন্যেই তিনি এ মাটিতে পাপীদের সাথে একই সমান্তরাল রেখায় অবতার হয়ে অবতরণ করেন। মানুষকে সামনের বিপদ আপদ সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্যেই তাঁর এমন প্রশ্নোত্তর অর্থাৎ আরোহণ ও অবরোহণ পর্ব।

পরপর দুটি অন্তরায় শাঁইজি সম্যক গুরুকে আপন করে নিতে না পারার পরিণাম যে পুনর্জন্মের কঠিন বন্ধন তৈরি করে, জন্মান্তরবাদের সে গূঢ় রহস্য এখানে ব্যক্ত করেন। গুরুর অবরোহণ অর্থাৎ অবতরণ করার সর্বোত্তম স্থান যে আপন দেহমন, সেখানে গুরুর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে মনের দুঃখ ও আক্ষেপ না কমে বরং বাড়তে থাকবে— একথা জানান দেওয়াই অবতারের কাজ। পালন করা না করার দায়িত্ব মানুষের। অবতার সম্যক গুরুর অনুসরণেই নিশ্চিত মুক্তি। গুরুবিমুখ হয়ে বস্তুমোহে জীবন অপচয় করলে অনিবার্য কঠিন শাস্তি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। বস্তুবাদের আঘাতে কঠিন হয়ে যাওয়া আত্মসুখলোভী লোকেরা মুখে যত ধর্মকথাই বলুক, আল্লাহ্ রূপী গুরুকে দেখে-শুনেও সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করে। ফকির লালন শাহ কেবল তারই মনোরাজ্যে অবতীর্ণ হন যে ভক্ত বিনয়ী, সৎ ও সরলমনা। ভক্তচিত্তে গুরু অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ জ্ঞানের দিগন্তে জমাট কালো মেঘে ফাটল ধরে নূরে মোহাম্মদির মহাজ্যোতির বিস্ফোরণ সূচনা। অজ্ঞান অবস্থা থেকে জ্ঞানলোকে উত্তরণ।

সে রূপ দেখবি যদি নিরবধি সরল হয়ে থাক
আয় না চলে ঘোমটা ফেলে নয়ন মেলে দেখ ॥

সরল ভাবে যে তাকাবে
অমনি সে রূপ দেখতে পারে
রূপেতে রূপ মিশে যাবে
ঢাকনি দিয়ে ঢাক ॥

শিক্ষা, জ্ঞান, দক্ষতা, স্বার্থবুদ্ধি, অর্থবিত্তের অহঙ্কার, সামাজিক যশ, বংশ পরিচয় ইত্যাদি কুলাচার আমাদের ভেতরের মহামানবটিকে ঢেকে রাখে বিষয়মোহের ঘোমটা দিয়ে। গুরুর প্রেমে নাচতে নেমে মাথায় বস্তুবাদের ঘোমটা রাখা যায় না। আগে সেই বোঝা ফেলে মনে মহাশূন্য ভাবের সাহায্যে বাইরের দৃষ্টি অন্তর্মুখি করাই হলো সরল ভাবে গুরুর দিকে তাকানো। গুরুভাব হলো শিষ্যের দেহমনের ঢাকনি বা নিরাপত্তা বলয় তথা বর্ম। ভক্ত যত গুরুর অন্তর্লোকের গভীরে যায়, গুরু তত তাকে আপন গুণের অলঙ্কারে সজ্জিত করে তোলেন। লালন নিজেই ভজন, নিজেই ভক্ত এবং শুদ্ধভক্তি। সব বিষয়বাসনা থেকে তিনি চিরমুক্ত এবং তিনিই দাতারূপে ভক্তের আত্মমুক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগার.

লোকে তাঁরে কয় 'লালন'। আমরা বলি 'ফকির লালন শাহ'। 'ফকির লালন' নামে নিজের পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তাহলে 'শাহ' বা 'শাঁইজি' কেন? এ বিশেষণ প্রয়োগের মর্মার্থ কী, তা জেনেই প্রবেশের প্রস্তুতি গ্রহণ করি দেহ ছাড়িয়ে তাঁর মনোরাজ্যে, বিস্তৃত জ্ঞানবিশ্বে।

আত্মিক তথা মনোজগতের রাজত্বকে 'শাহী রাজত্ব' বা 'শাহেনশাহী' বলা হয়। আর বস্তুজগতের রাজত্বকে (Temporal Rule) বলা হয় 'বাদশাহী'। ফকির লালনের শাসন ব্যবস্থা বৈষয়িক নয়। এটি সম্পূর্ণ আত্মিক। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শাসনদণ্ড মহাপুরুষগণের হাতে তুলে দিতে জনগণ কোনোকালেই রাজি নয়। যে কারণ জগতে এতো কেলেঙ্কারী ও অনাচার চলছে। মহাপুরুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই পৃথিবীতে ভবিষ্যত শান্তির নিশ্চয়তা মানুষ পাবে।

বার.

ফকির লালন শাহর রাজত্ব সর্বময় চিরন্তন। মানব মন যেখানে অস্তিত্বশীল সেখানে লালন উপস্থিত। শাসক শ্রেণী তাদের বস্তুবাদী পশুবুদ্ধি দিয়ে লালনকে আবৃত করে রেখেছে ইট-লোহার সংস্কারে। এটা তাদের দার্শনিক ব্যর্থতা।

এ পৃথিবীতে নানা ক্ষেত্রে উচ্চতর মন (Higher mind) তার চেয়ে নিম্ন স্তরের কাউকে শাসন করছে কোনো না কোনো অবস্থায়। নিয়ন্ত্রণ বা শাসন বহির্ভূত কিছু নেই এবং থাকতে পারেও না। সুতরাং জগতের সবকিছু একটা স্বনিয়ন্ত্রিত বা আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। অস্তিত্বের স্বার্থে এটি প্রয়োজন এবং এটিই চিরায়ত ধারা। এ ভূ-বিশ্বে শাসন প্রণালির নানা রকম ফের দেখা যায়। কোথাও প্রত্যক্ষ আর কোথাও বা অপ্রত্যক্ষ। গোচরে বা অগোচরে যে ভাবেই হোক না কেন জগতবাসীকে একটা নিয়ন্ত্রণ সীমানায় আসতে হয়। এ ছাড়া উপায় নেই। এর বিকল্প কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় নি। এটাই গুরুর বিধান।

'জগত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'দেহ'। দেহের মোহে যে কারাবন্দি, আর সব সৃষ্টিকে 'পর' মনে করে ভোগসুখে দেহকে 'আমার ও আমি' মনে করে সেই দেহধারীরাই জগতবাসী বা দুনিয়াদার। দেহ তাই নগর। দেহবাসীই প্রকৃত নগরবাসী। অপরপক্ষে যিনি জগতবাসী নন, দেহমোহে বন্দি নন তিনি অজাগতিক, অনাগরিক। তাঁর জন্যে কোনো নিয়ন্ত্রিত সীমা নেই। সব আইন ও ব্যবস্থার ঊর্ধ্বে তিনি। দেহমনের সব বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণকে অতিক্রম করতে পেরেছেন বলেই তিনি অনাগরিক। তিনি ভূমির মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (magnatic field) জয় করে বিষয়মোহের উপর সব সময় ভাসমান থাকেন। মনের মহাশূন্যতা অর্থাৎ মোহশূন্যতাই তাঁকে সব বিষয়ের উপর সগৌরবে ভাসমান রাখে (The great emptiness of mind)। আর জগতবাসী তো কাদায় পড়ে আছে। পঁচা মাটির দেহ রক্ষার জন্যে তার প্রাণান্তকর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা বা কর্ম, কথা, ভাব, কল্পনা, ইচ্ছে, আবেগ, অনুভূতি একটি বৃত্তসীমায় আবদ্ধ। মোহ, কাম, ক্রোধ, হাঙ্গামা তাকে প্রতি মুহূর্তে তাড়িত করছে, অস্থির-অশান্ত রেখেছে বিরামহীন। প্রতি সেকেণ্ডে-নেনো সেকেণ্ডে সে ডুবে আছে কোনো না কোনো মোহে বা সংস্কার বা ধর্মে কর্মে। এটিই বস্তুবাদী বৃত্ত। কাদাবাসী শুয়োরের মতো কদাকার বিষয়মোহের কালচক্রে ঘুরে মরছে। যিনি অনাগরিক তিনিই পুরুষ। জগতবাসী বা নাগরিক হচ্ছে প্রকৃতি বা নারী। ফকির লালন শাঁইজি পুরুষসত্তা তথা সামাদ আল্লাহ। আর অবশিষ্ট জগত হলো প্রকৃতি বা নারী। প্রতিটি মানবসত্তায় পুরুষ ও প্রকৃতি নিহিত রয়েছে। প্রকৃতি যখন পুরুষের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে থাকে অর্থাৎ পুরুষের উপর প্রকৃতিই শুধু প্রকাশিত হয় তথা প্রকৃতিই শক্তিশালী রূপে দেখা দেয়। তাতে পুরুষ অতলতলে তলিয়ে যায় এবং মানুষটি প্রকৃতিসর্বস্ব তথা নারীরূপে প্রকাশিত হয়। এরূপে জগতের সব নারীই শুধু নারী নয়, পুরুষ দেহধারী মানুষও নারী। 'জ্ঞানবিহীন' যে কোনো কর্মের হালই 'নারীত্ব' এবং এ 'ভাবের' যে কোনো মানুষই নারী। এ নারীত্ব প্রতিটি মানুষের মধ্যেই অসীমভাবে রয়েছে।

একটি মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; যেমন : হাত, পা, লিঙ্গ, মাথা, চুল, কপোল, কান, নাক, ঠোঁট, দাঁত, হাড়, মাংস ইত্যাদি নারী বা পুরুষ কিছুই নয়। এগুলো ধর্মের সমন্বিত রূপের একটি বহিঃপ্রকাশ। এই রূপ বা Formগুলো স্থায়ী অথবা নিত্য কিছু নয়, পরিবর্তনশীল ও অনিত্য একটি ব্যাপার। সংস্কারের আকারে অর্জিত ধর্ম বা কর্মের এ বিশেষ রূপকে নামকরণের মাধ্যমে নারী অথবা পুরুষ বলে যদিও চিহ্নিত করা হয়েছে কিন্তু চিরন্তন ঘটনা প্রবাহ, অনন্ত আয়াতরাশির মধ্যে এর পৃথক নামকরণ বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না।

AMARBOI.COM

আলকোরানের দৃষ্টিতেও এ সত্য প্রতিষ্ঠিত। কেননা কোরানে 'সর্ব রকম বস্তুবাদ' এবং 'জ্ঞানবিহীন' অজ্ঞান অবস্থাকেই নেসা, নারী বা প্রকৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্-কোরানের দর্শন অনুযায়ীই আমরা নেসা বা নারীত্ব বলতে ইন্দ্রিয় দ্বারা চালিত 'ভারসাম্যহীন' একটি বিশেষ অবস্থাকে বুঝাবো। অর্থাৎ লোভ, কামনা, বাসনা, মোহ, দ্বেষ দ্বারা তাড়িত সত্তাটিই প্রকৃত অর্থে নারী এবং তার সকল রকম সংস্কার ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে তারই 'নারীত্ব' বা অজ্ঞানতা।

'প্রজ্ঞাময়' অবস্থায় ভারসাম্যহীনতা থাকে না, প্রজ্ঞাহীন অবস্থাটাই ভারসাম্যহীনতা। অনাগরিক, যিনি সংস্কার ও ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠেছেন; তিনি প্রজ্ঞাময় এবং আলোকিত সম্যক মুক্তপুরুষ।

দু ভাবে এ পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় শাসন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মূলত, নির্বাহী ও উপদেষ্টার দ্বারা। উপদেষ্টা, সরাসরি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কোনো 'পদ' অধিকার না করে নির্বাহীকেই বিভিন্ন সমস্যা ও সিদ্ধান্তে উপদেশ, পরামর্শ, অথবা নির্দেশ ইত্যাদি দিয়ে জাতিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মূলনীতিগত পথ নির্দেশ করেন। এবং রাষ্ট্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন পদাধিকারকারী নির্বাহী ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে উপদেষ্টার নির্দেশ ও উপদেশ বাস্তবায়নে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং তা বাস্তবায়িত করে তোলা।

আমাদের সব রকম 'অস্তিত্ব' সংস্কারময়, ধর্মময় ও প্রকৃতিময় অর্থাৎ নারীত্বময়। এ নারীত্ব অবস্থা হতে মুক্ত হতে পারছি না কেউই, বরং একে দীর্ঘায়িত করছি নিজেদের আমিত্ব বা অহমবোধ বাড়ানোর দ্বারা। ফলে বিরামহীন ধর্মের তথা কর্মের আবর্তনের মধ্যে পড়ে যাই বারে বারে। এ চক্র ভেদ করে বের হবার ইচ্ছে এবং প্রচেষ্টাও তেমন দ্ব্যর্থহীন নয়। কিন্তু সম্যক উপদেষ্টা বা অনাগরিক মুক্তপুরুষের কাছে সমর্পণের মাধ্যমে এ দুর্বল অবস্থা অতিক্রম করা সম্ভব। জগতের বুকে মাওলা মোহাম্মদ ও তাঁর সন্তানগণই প্রজ্ঞাময় সম্যক মুক্তপুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মোহাম্মদকে জগতের মাঝে যেভাবে চিত্রিত করা হয়, মোহাম্মদের সম্যক অবস্থা না জানা এবং আমাদের মূর্খতার কারণেই তা সম্ভব হয়েছে। মোহাম্মদ, চৌদ্দশ বছর আগেকার ঐতিহাসিক কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিত্ব নন শুধু। মোহাম্মদের বিশালতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্যক দৃষ্টিভঙ্গি, উপলব্ধি এবং দর্শনের অভাবে তিনি আমাদের কাছে অতীতের একটি বিষয় হয়ে রয়েছেন। মোহাম্মদ চিরন্তন একটি ধারা। মোহাম্মদ অশেষ অনন্ত ধর্মরাশি, আয়াতরাশি বা সংস্কাররাশির উপর চিরবিজয়ী একটি 'একক বিধান' (The Law of Zero)। আর সম্যক উপদেষ্টা মুক্তপুরুষ যিনি, তিনি সচেতনভাবেই এই বিশ্ববিধানের মধ্যে লীন হয়ে থাকেন বা আছেন। কিন্তু নির্বাহী, সে যেই হোক এবং যে দায়িত্ব পালনই করুক না কেন, সে অবশ্যই নারী। অর্থাৎ দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় তাকে কাদাতে নামতে হবে। লোভ, দ্বেষ, মোহ, কামনা-বাসনা, ইচ্ছে, অনিচ্ছে, রাগ, ঘৃণা, আনন্দ ও বেদনায় শরিক হতে হবে, যা সত্তাটির নারীত্ব বা অজ্ঞানতারই বহিঃপ্রকাশ। শারীরিক ভাবে নারী দেহধারী অথবা পুরুষ দেহধারী যে কোনো নির্বাহী আল-কোরানের দৃষ্টিতে নারী বা নেসা। কেননা হাকিকতে দেহধারী পুরুষ ও দেহধারী নারীর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ কোনো গুরুত্ব বহন করে না। এগুলো 'কার্যকারণের' ধারায় মানুষ বা সত্তাটির অর্জিত সংস্কাররাশি। এ সংস্কাররাশির বিশেষ সমন্বিত এক এক রূপ বা From গুলোকে পুরুষ অথবা নারী বলে চিহ্নিত করায় বিশেষ কিছু এসে যায় না। ব্যাপারটা নেহাতে কার্যকারণে অর্জিত 'শক্তিময়তার' একটি রকম ফের মাত্র। এতে করে বলা যাবে না দেহধারী পুরুষ হবার একমাত্র অর্থ, সে (অর্থাৎ পুরুষটি) নারীদেহ অপেক্ষা উত্তম। জগতের বুকে মা ফাতেমাসহ এমন অনেক 'নারীদেহধারীর' দৃষ্টান্ত রয়েছে যাঁরা হকিকতে সম্যক মুক্তপুরুষের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েছে রয়েছেন এবং তাঁরা সবাই মাওলা মোহাম্মদের সন্তান হবার যোগ্যতায় পৌঁছেছেন। অর্থাৎ দেহধারী নারীকে কোনো কারণেই পুরুষদেহী মানব থেকে নিকৃষ্ট বলার উপায় নেই।

আল-কোরানে পুরুষ সম্পর্কে বলা হচ্ছে, পুরুষ তাঁরা যাঁদের মধ্যে কোনো রকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রাইবা' বা প্রকৃতি নেই, ধর্ম নেই, সংস্কার নেই। সম্যক পুরুষ ফকির লালন শাহ সকল রকম সন্দেহের ঊর্ধ্বে, বিকারমুক্ত এবং উপাদানশূন্য। অর্থাৎ নারীত্বমুক্ত ও প্রজ্ঞাময়। তাই মোহাম্মদরূপী লালন শাঁইজি ও তাঁর সন্তানদের কাছে সমর্পণের মধ্যেই রয়ে গেছে মুক্তির শিক্ষা, পরিপূর্ণ হেদায়েত। এবং সম্যক উপদেষ্টা মাওলা মোহাম্মদের সন্তানরূপেই জগতের বুকে আদিষ্ট হন তাঁরা।

নির্বাহী যে কেউ হতে পারেন, সেক্ষেত্রে উপদেষ্টার প্রতি সমর্পিত মন থাকা উচিত। উপদেষ্টা যে কেউ হতে পারে না। নারী বা নারীত্বপূর্ণ সত্তা উপদেষ্টা হবার যোগ্যতা রাখে না। উপদেষ্টা হবেন নিঃসন্দেহে সম্যক মুক্তপুরুষ।

অ-লোভ ও অদ্বেষ সত্তা, অমোঘ সত্তা, অ-তৃষ্ণ বা তৃষ্ণাহীন সত্তাই মুক্তপুরুষ। কোনো সত্তার বিশেষ এ অবস্থাটা সকল রকম প্রকৃতিমুক্ত, নারীত্বমুক্ত, বিকারমুক্ত অবস্থা। লা বা শূন্য অবস্থাটাই পুরুষ অবস্থা। এর বাইরের যে কোনো অবস্থাই নারী অবস্থা, অজ্ঞান অবস্থা, সংস্কারযুক্ত বিকারময় অবস্থা। অর্থাৎ নেসা অবস্থা।

জগতের বুকে নির্বাহীর দায়িত্বই থাকবে নারীর হাতে এবং 'নারী নির্বাহীর' রাষ্ট্র বা সমাজের সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের এ চিরন্তন ধারাকে অযৌক্তিকতা বা অমঙ্গলকর প্রমাণ করার চেষ্টা, আমাদের মূর্খতা এবং এ মানসিকতা নারীত্বকেই আরো দীর্ঘায়িত করবে।

অপরাধ বলতে কিছু নেই, সবই Cause and effect তথা কার্যকারণ বা দেহমনের ধারা। তাই অপেক্ষাকৃত উন্নততর শক্তির কারণে 'দৈহিক নারী' হিসেবে কেউ যদি নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করেন, বিশেষ কোনো পদ অধিকার করেন এবং কার্য পরিচালনা ও তার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা নেন তবে সেটা তার জন্যে অপরাধ বা অমঙ্গলজনক কিছু নয়। কেননা নির্বাহী হিসেবে জগতের বুকে 'নারীদের' শাসন করবে তার চেয়ে উন্নত গুণগত মানের কোনো বিশেষ নারী অথবা নারীসমূহ কিন্তু উপদেষ্টা হিসেবে 'লোকোত্তর' সম্যক গুরু লালন শাঁইজি'র কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দুঃখে ভারাক্রান্ত, পাপে জর্জরিত আমাদের এ পৃথিবীকে আলোকিত মুক্তির পথের সন্ধান দিয়ে নিজেও 'নারীত্ব' হতে মুক্তি নেবেন।

অতএব লোকোত্তর পুরুষ লালন শাঁইজির উপর স্বেচ্ছায় ও শর্তহীনভাবে সমর্পণই নির্বাহী নারীর কাছে একমাত্র চাওয়ার বিষয়।

তের.

ফকির লালন কখনো কাউকে কিছু জবরদস্তি করে চাপিয়ে দেন না। বরং গণতন্ত্র, খেলাফত, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের চাপিয়ে দেয়া মিথ্যার পাহাড়ের নিচে চ্যাপ্টা হয়ে আছে সত্যধর্মের আদি তত্ত্ব। তাই বাইরের প্রথাবদ্ধ আচারসর্বস্ব অসার বিশ্বাস ও সংস্কারকে পদে পদে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন শাঁইজি । কে? কোন? কেন? কি? এমন প্রশ্নবোধক চিহ্নে চিহ্নে ভরপুর লালনসঙ্গীত। পদাবলি সাহিত্যের বেশে তাঁর জাগ্রত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোরান–জিহ্বা তথাকথিত শরিয়তি কাঠমোল্লাদের বদ্ধ আচার-বিশ্বাসের কাচের ঘরে উপর্যুপরি প্রশ্নঘাতে ফাটল ধরিয়ে দেন। একেবারে নাস্তানাবুদ দিশেহারা অবস্থায় মোল্লা-মুন্সির দল পালাবার সুযোগ খোঁজে। সাঁইজি'র শাণিত প্রশ্ন এতো বাস্তব ও মৌলিক যে, এর সঠিক জবাব বেতনভুক্ত সরকারী ইমাম, কারি, মুফাসসির, মোহাদ্দেস মৌলভিদের জানা নেই। তাদের উদ্দেশে সাঁইজি একেবারে সরাসরি স্পষ্ট প্রশ্ন করেন :

না পাকে পাক হয়ে কেমনে
জন্মবীজ যার নাপাক কয় মৌলভিগণে ॥

কেতাবে খবর জানা যায়
নাপাক জলে জান পয়দা হয়
ধুলে কী তা পাক করা যায়
আসল নাপাক যেখানে ॥

মানুষের বীজে হয় না ঘোড়া
ঘোড়ার বীজে হয় না ভেড়া
যে বীজ সে-ই গাছ
দেখতে পাই নয়নে ॥

ভিতরে লালসার থলি
উপরে জল ঢালাঢালি
লালন কয় মন মুসল্লি
কেন হয় না তোর মন এ ॥

মানুষের দেহমন সৃষ্টির মূলধাতুকে নাপাক বলে মোল্লাদের গোসল-ওজুর ফতোয়াকে এখানে সাঁইজি কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করান। মহাবিশ্বে কোনো বিষয় বা বস্তুই নাপাক নয়। মানুষের মনের মোহ দ্বারা কোনো কিছু পাক বা নাপাক হয়। আসল নাপাক মনের বস্তুমোহ। সেটা ভেতর থেকে ত্যাগ না করলে বাইরের ধোয়া-মোছায় মনের ময়লা যায় না। চিত্তশুদ্ধির সালাত-জাকাত মোল্লারা করে না, তারা গুরুর তথা আল্লাহর আকার-সাকার অস্তিত্বই স্বীকার করতে নারাজ। মহাপুরুষের মাধ্যম গ্রহণ না করে তারা সরাসরি আল্লাহকে পেতে গিয়ে আজাজিলের মতো অবাধ্য ও ইন্দ্রিয়াসক্ত জাহান্নমি হয়ে আছে। আল্লাহ ছাড়া জগতে কিছু নেই। ধুলোকণা, ঘাসের ডগা থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত সবই আহাদ আল্লাহর অস্তিত্ব। সবই তিনি। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। মোল্লারা সৃষ্টি ও স্রষ্টার যে দ্বৈতভাব 'শাহাদাদাতুল শহুদ' প্রচার করে তা আল্লাহর তৌহিদ ধর্ম 'ওহাদাতুল অজুদ' তথা প্রেমধর্মের বিরোধী। সৃষ্টি ও স্রষ্টার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বৈত ভাবই সব অহঙ্কারের মূল। অহঙ্কার মানেই অধোগতি।

জাগতিক আরাম-আয়েশ-ভোগের মোহে মনকে ডুবিয়ে রেখে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, এক মাস রোজা, কোরবানির নামে পশুবলির মাধ্যমে ভোগবাদী লালসার থলি দিনে দিনে বড় হতে থাকে। মন মুসল্লি না হয়ে যারা দৈহিক মুসল্লি সেজে ভণ্ডামী করে সেই মূর্খ মৌলভিদের মুখে লালন ফকিরের এ কঠিন চাপেটাঘাত সব পণ্ডিত-আলেমের জন্যেও শিক্ষামূলক।

ফকির লালন শাহ্ মানেই প্রশ্ন। আল্লাহ্ যদি দেহের বাইরে কেবল সাত আসমানে উপরই বসে থাকেন তাহলে দেহ আকৃতি পাবার আগে বীর্যের মধ্যে অর্থাৎ পিতার শুক্রাণু এবং মাতার ডিম্বাণুর মধ্যে কে ছিলেন। তার সঙ্গি কে ছিলো? মৌলভিরা এর কী জবার দেবে?

যেদিন ডিম্ব ভরে ভেসেছিলেন শাঁই দরিয়ায়
সেদিন কে বা তাঁহার সঙ্গে ছিলো
সে কথা কারে শুধাই ॥

পয়ার রূপ ধরিয়ে সে
দেখা দিলো ঢেউতে ভেসে
কী নাম তাঁর পাই যে দিশে
আগমে ইশারায় বলা কওয়া তাই ॥

সৃষ্টি না করিল যখন
কে ছিলো তাঁর আগে তখন
শুনিতে অসম্ভব সে বচন
একের কুদরতে দুজনা তারাই ॥

তাঁরে না চিনিতে পারি
অধরে কেমনে ধরি
লালন বলে সে যে নূরি
খোদার ছোট নবির কেহ কয় ॥

আমাদের দেহসৃষ্টির আদিতে যখন বিন্দুরূপে মাতৃগর্ভে ডিম্বের মধ্যে আগত হলাম তখন গুরুর পয়ার নৃত্য স্পন্দনে প্রাণকণায় সূক্ষ্ম জীবন যুক্ত হলো, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এসে মনরূপে দেহগঠনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁকে কোনো নামে বা গুণে শনাক্ত করা অসম্ভব। আগমে ইশরায় অর্থাৎ তন্ত্রে তাঁকে 'ব্রহ্মা' বলে তাঁর নামকরণ করা হয়েছে। কিন্তু 'ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা' শব্দবন্ধও ইশরা। শব্দ দিয়ে তা বোঝানো অসম্ভব। আত্মদর্শন

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া তাঁর ব্রহ্ম স্বরূপ চেনা দুঃসাধ্য।

সৃষ্টির ভেতর স্রষ্টা গোপন। স্রষ্টা গুরুর কুদরতি অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল অনুযায়ী আবার নতুন এক দেহে এনে শক্তি-সামর্থ দ্বারা তকদির অর্থাৎ কর্মবৃত্ত (circle of activities and capacity) দান করেন গুরু। এ ভাবে গুরু মন থেকে দেহসৃষ্টির উদ্দেশ্যে সপ্তম মাসে মাতৃগর্ভের মধ্যে ভ্রূণবদ্ধ নিশ্চেতন শিশুমনে দর্শন দিয়ে এ জন্মের কার্যক্রম অবহিত করান এবং তাঁর দাসত্বের অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তৌহিদ সমুদ্রের উপর ভাসমান সাধক আল্লাহিয়াত, নবুয়ত, রেসালতের সীমা পাড়ি দিয়ে জাহান্নাম-জান্নাতের কারাগার ভেঙে সদনান্দ দিব্যধামে চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান। মানুষের মধ্যে আল্লহিয়াত, নবুয়ত, রেসালত, বেলায়েতের সর্বকালীন বিকাশধারা রাজতন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র চিরদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। ফকির লালনের প্রশ্নের কামান দাগা শুরু হলে সেই জ্ঞানতোপের সামনে এসে দাঁড়াবার ফুসরতটুকুও ওরা হবে না। শাঁইজি লালনের আধ্যাত্মবিজ্ঞান সৃষ্টি রহস্যজ্ঞাপক, জীবন্ত ও বিকাশমান কোরান। এ কোরান প্রশ্নময়, রহস্যময়। দেহমন নিয়ে শাঁইজি এখানে সরাসরি প্রশ্নকর্তা এবং সদুত্তরদাতা– এ উভয় ভূমিকায় সমান্তরাল ভাবে অবতীর্ণ :

কোন সুখে সাঁই করেন খেলা এই ভবে।
আপনি বাজায় আপনি বাজে
আপনি মজে সেই রবে ॥

নামটি রে তাঁর লা শরিকালা
সবার শরিক সেই একেলা
আপনি তরঙ্গ আপনি ভেলা
আপনি খাবি খায় ডুবে ॥

ত্রিজগতে যে রাই রাঙা
তাঁর দেখি ঘরখানি ভাঙা
হায় কী মজা আজব রঙা
দেখায় ধনী কোন ভাবে ॥

আপনি চোর সে আপনি বাড়ি
আপনি পরে আপন বেড়ি
লালন বলে এই নাচারি
কই নে থাকি চুপচাপে ॥

আমাদের দেহমনের উর্ধ্বে সত্তামূলে তিনি প্রতিনিয়ত এতো সূক্ষ্ম শান-মানের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় দ্রষ্টা হয়ে বিরাজ করেন, সৃষ্টির মূলসত্তা স্বরূপ সেই নূরে মোহাম্মদিকে মোল্লা-মৌলভিরা কখনো স্বীকারই করে না। এ নূরে মোহাম্মদিই জ্যোতির্ময় স্বরূপ পরম সত্তা। চরম সত্যদ্রষ্টা ফকির লালনের প্রশ্নের সামনে যে লোক সৎ সাহস নিয়ে দাঁড়াতে পারে না সে কোনো আলেম অর্থাৎ জ্ঞানীই নয়, গাধা। বেয়াদপদের তো সেখানে প্রবেশাধিকারই নেই। অনধিকারী, অসৎ, অভক্তেরা কখনো লালন শাঁইজি'র সাধুসঙ্গের অধিকারী হতে পারে না। অতি উচ্চস্তরের মুক্তিপাগল সাধকই লালন সাধুসভায় আশ্রয় পান।

ফকির লালন এতো প্রশ্ন তোলেন। প্রশ্ন আর প্রশ্ন। প্রশ্নের উপর প্রশ্ন। প্রশ্নের তলে প্রশ্ন। প্রশ্নের পিঠে প্রশ্ন। এতো প্রশ্ন তিনি কাকে করেন? প্রচলিত সাম্প্রদায়িক, বিভেদপন্থি, লোকাচারী ধর্মের চালক-পালক কাঠমোল্লা-মুন্সি এবং তাদের অনুসারী রাষ্ট্র ও বিশ্ব শাসকদের কাছেই লালনের দ্ব্যর্থহীন প্রশ্ন। অজ্ঞান মানুষকে প্রশ্নের আঘাত না দিলে তার অজ্ঞতা সে উপলব্ধি করতে পারে না। প্রশ্ন ছাড়া জ্ঞান নেই। প্রশ্ন ছাড়া উত্তরও নেই। প্রশ্নই জ্ঞানীর শক্তিমূল। টুপি, দাড়ি, আচকান, পাঞ্জাবি, পাগড়ি, ধুতি, পৈতে, জোব্বাধারী-অনুষ্ঠানবাদী ধার্মিকদের সব বেশ-ভূষণ লালনের এক প্রশ্নের খোঁচায় ছিন্নভিন্ন :

জানো না প্রেম উপাসনা
জানো না সেবা সাধনা
সদাই দেখি ইতরপনা
প্রিয় রাজি হবে কিসি ॥

কেশ বেঁধে বেশ করিলে কী হয়
রসবোধ না যদি রয়
রসবতী কে তারে কয়
মুখে কেবল কাষ্ঠ হাসি ॥

কাঠমোল্লাদের নিরস-প্রেমহীন শুকনো মুখে মহাপুরুষের প্রেমের বুলি আওড়ানোটাই সাঁইজির চোখে কাষ্ঠ হাসি। লালনভাষার রসবোধহীন মানুষমাত্রই এমন কাষ্ঠহাসি দিয়ে সত্যকে বেমালুম চাপা দিতে চায়।

ফকির লালনের গুরুতর সব প্রশ্ন তাঁর জ্ঞান-ভাষাবিশ্বের মৌলিক চারিত্র্য খুঁজতে থাকলে শাঁইজির প্রশ্নের পর প্রশ্নের মুখোমুখি অবশ্যই হতে হবে আমাদের সবাইকে। প্রশ্নের সাথে পরপর উত্তরগুলোও তিনি দেন। সবশেষে ভনিতায় এসে নিজেকে প্রশ্ন ও উত্তরের সীমা থেকে বের করে একেবারে মহাশূন্য হয়ে ওঠেন শাঁইজি। তাঁর লীলা বোঝা বড়ো ভার। তিনি শুধু উত্তম জ্ঞানীদের জন্যেই। জ্ঞানীগণই তাঁর সমঝদার। আমরা শাঁইজির চরণে লুটিয়ে না পড়লে বঞ্চিত থেকে যাবো সৃষ্টি রহস্যজ্ঞানের মূলাধার থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ.

ফকির লালন শাহ্ সঙ্গীতের উপর দাড়িয়ে কোরানের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। মহানবির ইসলাম ধর্মে সঙ্গীত কখনো নিষিদ্ধ ছিল না। কোরানেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। মহানবির প্রিয় কাব্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে বরং অসংখ্য দলিল পাওয়া যায়। এক হাদিসে রসুলে জানা যায়, নবিপত্নী বিবি খাদিজা বলছেন, তাঁর বিবাহ উপলক্ষে একনাগাড়ে দশদিন পর্যন্ত গীতবাদ্যনৃত্য চলেছিলো। আরবে নবি মোহাম্মদের (আ.) আবির্ভাবের বহুকাল আগে থেকেই সঙ্গীতচর্চা অবারিত ছিলো। নবির সময়কালেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। সেখানে কোনো পরিবারে সন্তান জন্ম নিলে মেয়েরা আনন্দে গান করতো দপ ও বাঁশি বাজিয়ে। বিবাহের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত ও উলুধ্বনির ব্যবহার আরবে এখনো আছে। আগের যুগে বাণিজ্য যাত্রাকালে, বাণিজ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকালে এবং যুদ্ধযাত্রাকালে ও যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরবার কালে মেয়েরা দলবেঁধে বাদ্যযন্ত্রসহ সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাত। ওমর খলিফা হবার পর থেকেই তলোয়ারের জোরে সঙ্গীতচর্চা জোর করে বন্ধ করে দেয়। সেজন্য ইসলামের দোহাই দেয়া মূর্খতা মাত্র।

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীনতম সঙ্গীতশাস্ত্রের উল্লেখ মেলে 'সামবেদ'-এ। ভারতবর্ষে সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাট্যকলা প্রভৃতি বিদ্যা স্বর্গীয় কল্যাণরূপে পরিচিত। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব–এ ত্রিমূর্তি, এঁরাই হলেন আদি সঙ্গীতকার। দেবনর্তক নটরাজরূপে শিব তাঁর চরণাঘাতের তালে তালে অসীমের ছন্দে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় আনেন। সেই নৃত্যের তালে তাল মিলিয়ে ব্রহ্মা বাজান করতাল এবং মৃদাঙ্গ বাজান বিষ্ণু। সাঁইজি ফকির লালন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়মান প্রাচীন সঙ্গীতধারাকে উচ্চাঙ্গিক চিন্তা ও অক্ষয় বাণীর ঐশ্বর্যে নতুন এক গতি দিয়েছেন, যার তুলনা এ ভূখণ্ডে বড়ো বিরল।

ভারতীয় পুরাণে সপ্তসুরের প্রত্যেকটি সুরের একটি করে বর্ণ এবং কোন্ পশু বা পাখির কণ্ঠস্বর থেকে তাদের উৎপত্তি তা বলা আছে। কোন সুরে কোন রস তাও বিশেষভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। যেমন :

সা : হরিৎবর্ণ ॥ ময়ূরের কেকাধ্বনি ॥ অদ্ভুত ও রৌদ্ররস
রে : রক্তবর্ণ ॥ ভরত পাখির ধ্বনি ॥ বীররস
গা : স্বর্ণবর্ণ ॥ ছাগলের ডাক ॥ করুণরস ও শান্তরস
মা : হরিদ্রাভ বর্ণ ॥ সারস পাখির ধ্বনি ॥ হাস্যরস ও শান্তরস
পা : কৃষ্ণবর্ণ ॥ বুলবুলি পাখির ধ্বনি ॥ ভয়ানক ও বীভৎসরস
ধা : হরিদ্রাবর্ণ ॥ অশ্বের হ্রেষাধ্বনি ॥ মধুর, হাস্য ও শৃঙ্গাররস
নি : সব বর্ণের সমন্বয় ॥ হস্তির বৃংহতি ধ্বনি ॥ করুণরস।

ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে শব্দযন্ত্রগুলোর মধ্যে মানুষের কণ্ঠই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ বলে স্বীকৃত। এখানকার সঙ্গীত প্রধানত কণ্ঠস্বরের ত্রিসপ্তকের মধ্যে নিবদ্ধ। স্বর সঙ্গতির চেয়ে সুতানের উপর এখানে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। এ মহত্তম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীতের উত্তরাধিকারী লালন শাঁইজির সঙ্গীত অতিভাবময়, আধ্যাত্মিক ও ব্যষ্টিগত কলাস্বরূপ। যার লক্ষ্য পাশ্চাত্যের মত বহির্মুখি স্বরসঙ্গতিভিত্তিক ঐকতানের চরম সৌন্দর্যে নয়, নাদব্রহ্মের সাথে ব্যক্তিগত মিলনের অন্তর্মুখি স্বাচ্ছন্দ্যে। এ অঞ্চলে যত বিখ্যাত পদাবলি, অধিকাংশই গুরুপূজারীদের। 'সঙ্গীতকার' শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ রচনা 'ভাগবত' অর্থাৎ যিনি গুরু তথা ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন।
লালনসঙ্গীত একটি ফলপ্রসূ যোগপ্রথা। এটি আধ্যাত্মিক নিষ্ঠাচারমুলক সংকীর্তন। যাতে চিন্তা এবং শব্দবীজের গভীর মনঃসংযোগ প্রয়োজন। মানুষ যেহেতু স্বয়ং নাদব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ তাই তার উপর শব্দের অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব পড়ে। এ মহৎ ধর্মসঙ্গীত সব মানুষকে পরামানন্দ দেয়। কারণ সাময়িকভাবে এ সঙ্গীত তার মেরুদণ্ডস্থ সুষুম্নাকাণ্ডের একটি চক্রকে জাগিয়ে তোলে। দেহস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির (চক্র) জাগরণই আত্মতত্ত্ব সন্ধানী ধ্যানযোগীর পরম লক্ষ্য।
হযরত আমীর খসরু বলেন, 'ভারতীয় সঙ্গীত আগুনের মতো। এখানকার সঙ্গীতের তাপ আত্মা ও হৃদয়কে পুড়িয়ে ঝামা করে ফেলতে পারে। এখানকার গানবাজনা অন্যান্য যে কোনো দেশের সঙ্গীতের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর। দেখা গেছে, তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে ভারতীয় সঙ্গীত শিক্ষা ও সাধনা করেও বিদেশিরা ভারতীয় রাগ শুদ্ধ করে গাইতে বা বাজাতে পারে না। ভারতীয় সঙ্গীত শুধু মানুষজনকেই আকর্ষণ করে না, মানবেতর জীব অর্থাৎ পশুপাখি, বৃক্ষ, লতাপাতাদেরও মোহিত করে। কেবল বাঁশি বাজিয়ে সম্মোহনের মাধ্যমে এদেশে হরিণের ঝাঁক শিকার করা হয়।'
ভারতীয় সঙ্গীতধারায় বিবর্তিত হয়ে লালন শাঁইজির সঙ্গীতসুধা বিশ্বের সকল জ্ঞানতৃষ্ণ মানুষের পক্ষে অমৃত আনন্দভাণ্ডার। একবার যিনি এর রস আস্বাদন করতে পেরেছেন তিনি সত্যিই মহাভাগ্যবান।

পনের.

লালনভাষা পাঠ শুরুর আগে পাঠককে এই সাতটি মৌলিক সত্যের প্রতি স্বীকৃতি জানাতে হবে। তাহলে লালনভাষার মর্মে গভীর প্রজ্ঞাময় অবস্থায় পৌঁছানো সহজ হবে। লালনভাষা বোঝার সাতটি পদ্ধতি হলো যথাক্রমে :

১. সত্যসন্ধানী মন থাকতে হবে। যার মধ্যে সত্যসন্ধিৎসু মন নেই সে কোনোদিনই লালনভাষা বুঝে উঠতে পারবে না।
২. জানার জন্য চিত্তের ব্যাকুলতা এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাব থাকতে হবে।
৩. ফকির লালন শাহ্'র উপর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সমর্পণ প্রয়োজন। সাঁইজির বাণীর গভীরে পৌঁছাতে হলে পাঠকের মন-মস্তিষ্কে এ পর্যন্ত যা জমা হয়ে আছে সেগুলোকে অস্বীকার ও হীন মনে করতে হবে। কারণ আমরা হাজারো বছর ধরে কোরান বিষয়ে রাজতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আরোপিত মিথ্যা যে ভাবার্থকে সত্য বলে গ্রহণ করে এসেছি তা গোত্রীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দ্বারা রচিত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারিত এবং আসুরিক শক্তিবলে বহু শতাব্দী যাবৎ সমাজে কঠিনভাবে প্রতিষ্ঠিত।

৪. লালন শাঁইজি পূর্ণতত্ত্ব অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ-জীবন্ত কোরান। তাঁর ব্যাখ্যা তাঁতেই রয়েছে। কোথাও কথার সংক্ষেপ, কোথাও সেই সংক্ষেপ কথার বিস্তার রয়েছে। ফকির লালন শাঁইজির সমস্ত কর্মকাণ্ড কোরানেরই জীবন্ত অভিব্যক্তি।

৫. লালনভাষা বুঝতে গেলে প্রচলিত ধর্মাচার ও তথাকথিত শরিয়ত সত্য বলে জ্ঞান করলে লালনের কোরান মোটেই বোঝা যায় না। লালনভাষা গ্রহণ করলে প্রচলিত কোরান, হাদিস, ফেকাহ্ শাস্ত্রের ভাষা-সবই ডাঁহা মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়।

৬. পবিত্রতার উপর দাঁড়াতে হবে অর্থাৎ তাকে জাকাতি তথা আত্মত্যাগী হতে হবে। পবিত্রগণ ব্যতীত শাঁইজিকে কেউ স্পর্শ করে না, করতে পারেও না। পবিত্রতা অর্থ মনের গোলযোগশূন্যতা। আমিত্বের উৎসর্গ তথা জাকাতের সাহায্যেই কেবল মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

৭. মৌলিক ভাবে একজন মহাপুরুষ আলে মোহাম্মদ অর্থাৎ মহানবির আদর্শিক বংশধরগণের উপর আত্মসমর্পিত ভাব থাকতে হবে। আলে মোহাম্মদ সর্বযুগেই সশরীরে বিদ্যমান থাকেন।

উপরোক্ত সাতটি বিষয়ের উপর যার আনুগত্য থাকবে না তিনি লালনভাষা পাঠের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তিনি যেন এ বই না পড়েন।

যে কোনো ব্যক্তির জন্যই লালনভাষা বোঝার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হলো, মুদ্রিত অক্ষরে লালনভাষা না পড়ে আত্মিক সাধনার সাহায্যে লালনকে বুঝে নেয়া। যেমন বুঝে থাকেন মহাসত্যের সাধকগণ। সাধনার বিশেষ পর্যায়ে সাধকের ওপর কোরানজ্ঞান অর্থাৎ লালনজ্ঞান নাজল হয়ে থাকে সর্বযুগে। সেজন্য কমপক্ষে একমাস লালন সমাধিযোগে দেহের মধ্যে মন দিয়ে ভ্রমণ করা অর্থাৎ হেরাগুহা তথা বৃন্দাবন সাধনায় ব্রতী হতে হবে। এটাই লালন শাঁইজির সাধনা জগতের সর্বকালীন ও সার্বজনীন ব্যবস্থা।

আবদেল মাননান
১৫ ফালগুন ১৪১৪
পল্টন প্লাজা
১৮ পুরানা পল্টন
ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❙ অ ❙

❙ অকূল পাথার

অকূল অর্থ তীরহীন, অসীম, গভীর, নিবিড়। পাথার অর্থ সমুদ্র। তাই অকূল পাথার অর্থ অসীম সাগর, দুস্তর পারাবার, কঠিন বিপদ, ঘোর সঙ্কট ইত্যাদি। বহির্জগতের অসীম বিষয়রাশির মোহ-সমুদ্র প্রতিনিয়ত সপ্ত ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়ে প্রবেশ করে তার আকর্ষণ দ্বারা মনকে মোহগ্রস্ত করে ডুবিয়ে মারে। বস্তুমোহের সীমাহীন প্রবাহই অকূল পাথার। এক বিষয়ের পর আরেক বিষয়ের অবিরাম মোহ-তরঙ্গে মানুষ জ্ঞানহারা হয়ে মন-মানসিকতায় হীন হয়ে পড়ে। সম্যক গুরুর চরণতরী আশ্রয় ছাড়া অসীম বিষয়মোহের উত্তাল সমুদ্র কখনো একা একা পাড়ি দেয়া যায় না। ফকির লালন শাঁইজি বিষয়মোহ থেকে আমাদের মুক্তিলাভের উপায় শিক্ষাদানের জন্যে সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণের গুরুত্ব এখানে তুলে ধরেন :

আমি পড়েছি অকুল পাথারে
দাও এসে চরণ তরী
এসো হে অপারের কাণ্ডারী ॥

AMARBOI.COM

❙ অকৈতব

বহির্জগত বা বস্তুজগত হলো কৈতব কিংবা কইতব। অপরদিকে অন্তর্জগত বা আধ্যাত্মজগত হলো অকৈতব। জাহের বা প্রকাশ্য বিষয়রূপে যে ধর্মরাশি দেহের কর্ম ইন্দ্রিয় মানে হাত-পা দিয়ে ধরাছোঁয়া যায় সেগুলো কৈতব। অন্যদিকে যা স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায় না, বোঝা যায় না তাকে বলা হয় অকৈতব। দেহ কারাগার থেকে আত্মদর্শনের মাধ্যমে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অকৈতব ধন তথা পরমজ্ঞান মানুষ অনুভব করতে পারে না।

দেহময় বাইরের সত্তা কৈতব এবং মনোময় মূলসত্তা অকৈতব যা কথায় ব্যক্ত করা সহজসাধ্য নয়, কহতব্য নয় বা অকথ্য। কথার অতীত ধ্যানলব্ধ সত্যদর্শন। বস্তুবিশ্বের উর্ধ্বে অসীম মনোজগত। ভাষাতীত ভাবজগত। নূরে মোহাম্মদি। পরম চেতনা। স্বরূপ। জ্যোতির্ময় আলোকিত রূপ। ফকির লালন শাহ্ জানান :

নীরে নিরঞ্জন
অকৈতব ধন
লালন খুঁজে বেড়ায় বনে জঙ্গলে
  আল্লাহ কে বোঝে তোমার অপার লীলে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অক্রুর

যে ক্রুর মানে কুটিল নয়, সরল মনা। অকুটিলতাই অক্রুর। 'মহাভারত'এর আখ্যানমতে অক্রুর বৃষ্ণিবংশীয় একজন ক্ষত্রিয়বিশেষ। তার পিতার নাম শ্বফল্ক, মাতার নাম গান্দিনী। সম্পর্কে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য।
মথুরার রাজা কংসের নির্দেশে অক্রুর শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে শৈশবে ধনুকযজ্ঞ উপলক্ষে বৃন্দাবন থেকে চুরি করে মথুরা নগরীতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

অখণ্ড মণ্ডল

অখণ্ড অর্থ খণ্ড করা হয় নি এমন, পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ, পূর্ণ, অবিভক্ত, অংশশূন্য। মণ্ডলাকার [মণ্ডল+আকার] অর্থ বৃত্তাকার, গোলাকার। অতএব অখণ্ডমণ্ডল অর্থ সমগ্র মহাবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। স্থান-কাল সীমানা ছাড়িয়ে মহাজাগতিক-মহাকালীন নিরবিচ্ছিন্ন বিকাশধারায় ব্যাপ্ত সমগ্র মনোজগত, দৃশ্য-অদৃশ্য জীবনচক্র, জন্ম-জন্মান্তরের অনন্ত জীবনপ্রবাহ। মহাবিশ্বের সব সৃষ্টি। সাঁইজি তাই আরেক মহতের এ উদ্ধৃতি যোগ করেন :

অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচর।
গুরু তুমি পতিত পাবন পরম ঈশ্বর ॥

অখণ্ড শিখরে ভাসে

আপন দেহবোধ ত্যাগ করে গুরুর দেহকে মহাবিশ্বের কেন্দ্রজ্ঞান করে তাঁর ভাবসাগারে আশ্রয় নিয়ে ধ্যানমগ্ন হলে দিব্যজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। মোরাকাবা অর্থাৎ গুরুর অখণ্ড আকারের ধ্যান থেকে শুরু করে মোশাহেদা অর্থাৎ বিষয়ের ধ্যানে উত্তরণ হলে সাধক আপন সত্তায় গুরুর দিব্যরূপ নানা লীলা প্রত্যক্ষ করেন। সেখানে লোকোত্তরের বিকাশক্রম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ত্রিনয়ন সাধনা বা ত্রিবেণীর ঘাটে ধৈর্য ধরে বসে থাকতে হয়। সেই রত্নবেদীর গভীরে অর্থাৎ দ্বিদল চক্র বা আজ্ঞাচক্রে তথা তৃতীয় নয়নে একের পর এক উদয় হতে থাকে ডালিমের পুষ্পজ্যোতি, বিজলী তথা মহাজাগতিক জ্যোতির বিজলীচ্ছটা। সে রত্নবেদীর উপরস্থিলে গুরুচক্রে বা কপালের উর্ধ্বকেন্দ্রে ক্ষিরোদ রসে অর্থাৎ নাভিমূল থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া দ্বারা রেত বা তেজ মস্তিষ্কের গুরুপ্রকোষ্ঠে তুলে যুগল রূপ অর্থাৎ গুরু-শিষ্যের কিশোর-কিশোরী তথা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনঘন অপূর্ব আনন্দময় অখণ্ড যোগ সাধিত হয়। দেহের ভেতরের অতীন্দ্রিয় এসব বিষয় ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। আত্মদর্শনের সাধনালব্ধ আনন্দ ইন্দ্রিয়নির্ভর ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে বোঝানো যায় না কখনো। সাধকেরাই কেবল এর মর্ম বোঝেন।

অগম্ভু

যে সাধন সিদ্ধি অর্থাৎ উচ্চতর স্তরে গমন দ্বারা জাতি, বিদ্যা, মহত্ব, রূপ ও যৌবনের অহঙ্কার ত্যাগের দ্বারা পঞ্চপাশ ছিন্ন করা সম্ভব। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাৎসর্যময় ষড়রিপুর উপর ইন্দ্রিয়বিজয়ী হওয়া যায়। সাতটি জান্নাত বা স্বর্গলোক; যথা : ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্লোক, মহল্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক অতিক্রম করে পরমলোক বা অমরলোকে অধিষ্ঠান লাভ করা যায়। অষ্টপাশ অর্থাৎ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা, জিগীষা, জাতি, কুল ও মান বিলুপ্ত হয়। নববিধা অর্থ নয় প্রকার ভক্তি; যথা : শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন পরিপূর্ণ হয় তাকে বলা হয় অগম্ভু।
ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্থূলদেহধারী মানুষের পক্ষে যেখানে গমন বা প্রবেশ করা বা অবস্থান লাভ করা সম্ভব নয় তা অগম্য বা দুর্গম। ব্রহ্মতালু বা প্রাণকেন্দ্রের উর্ধ্বলোক লোকোত্তর অসীম মনোজগত যা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আধ্যাত্মিকতার চরম স্তর।

অগুরু / অগরু

কালারূপ সম্যক গুরু, শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম নাম অগুরু চন্দন। বস্তুজগতে শিংশপা (শিশুগাছ), পীত সুগন্ধি কাঠ। কৃষ্ণ চন্দন বা কালো চন্দন। মালায়শিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে সুঘ্রাণযুক্ত এ বৃক্ষ (Aquilaria Agallocha) অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সুরভি ও বর্ণের উজ্জ্বলতা বাড়ায় বলে অগুরু চন্দন গায়ে মাখা হয়। চন্দনা গুরুভূষিতা।

তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলি লাগে গায়।
অগুরু চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায় ॥

মূলত আধ্যাত্মজগতের একজন সর্বকালীন ও সর্বজনীন সম্যক গুরু যিনি বিষয়মোহের দুর্গন্ধমুক্ত ও বিকারমুক্ত শুদ্ধ পুরুষসত্তা। যাঁর পরশে ভক্তের মন থেকে সব বিষয়বস্তুর দুগন্ধময় কলুষ-কালিমা দূরীভূত হয়। সম্যক গুরুর স্পর্শে মানবদেহ সুবাসিত চন্দন অর্থাৎ পবিত্র হয়ে ওঠে যা মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর।

অগোচরে রয়

অগোচর অর্থ ইন্দ্রিয়ের অতীত বা অদৃশ্য। নূরে মোহাম্মদির একচ্ছটা আলো বা নূর প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করে যা সাধারণ লোকের অজ্ঞাত। গুরুর নির্দেশনা অনুসারে দায়েমি সালাত তথা সার্বক্ষণিক ধ্যানের মাধ্যমে লা অর্থাৎ না-এর সাধনা দ্বারা দেহমনের অজ্ঞানময় মোহ-অন্ধকার থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেহের গোপন কক্ষে আপন সূক্ষ্ম সত্তারূপ আলোকিত মূর্তি আবদ্ধ ও অজ্ঞাত থেকে যায়। এ গোপন রহস্য মানুষের জন্যে পরীক্ষামূলক করে রাখা হয়েছে। মানুষকে চিরকাল পশু জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকার জন্যে সৃষ্টি করা হয়নি। সাধক ছাড়া এ নূর সবার অগোচরে রয়ে যায়।

অগ্নিপারা

আগুনের শুভ্র পারদতুল্য জ্যের্তিধারা। সিদ্ধ সাধুদেহের উন্নত উজ্জ্বল রস। ধ্যানের গভীর অবস্থায় কপালের সামনে দুই ভ্রু'র মধ্যভাগে স্থিত আজ্ঞাচক্রে চোখের মণিবন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থির করে উচ্চমুখি ত্রিনয়ন সাধনা কালে বিষয়মোহের অন্ধকারে ফাটল ধরে নূর বা জ্যোতির যে সূক্ষ্ম আলোক বিচ্ছুরণ ঘটে। দেহভ্যন্তরস্থ নূরে মোহাম্মদি স্বরূপ জ্ঞানসূর্যের কিরণচ্ছটার ক্রম বিকাশধারার একটি বিশেষ স্তর।

অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে হলো সেই দশা

মনে কামাসক্তি অর্থ বিষয়মোহ জমিয়ে রেখে প্রথাগত লোকদেখনো নামাজ-রোজা করে কেউ আল্লাহর সাধনা করছে বলে মনে করলে তার অধঃপতন অনিবার্য। আল্লাহর কাছে জাগতিক প্রাপ্তির লোভে প্রার্থনা করা মানেই বিপদ-বিপাকে পড়া। পক্ষান্তরে, একজন সম্যক গুরুর কাছে আশ্রয় নিয়েও গুরুর ধারায় ধ্যান না করে নিজের বুদ্ধি বিবেচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে মনগড়া সাধনা করলে এবং গুরুর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে তার আধ্যাত্মিক হাত আল্লাহ কর্তন করে ফেলেন। ফকির লালন তাই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করছেন :

না হতে প্রবর্তের দিশা
আগে করে সিদ্ধির আশা
পুরায় না তার মনের আশা
যেমন অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে
হলো সেই দশা
ভাবুক জনা না শুনলে মানা
লালন বলে সে মাথা দিয়ে উল্টে পড়ে ॥

AMARBOI.COM

অঘাটা

সাধুর ঘাট দেহের উর্ধ্বলোকে ত্রিবেণীর ঘাট অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে। অসাধু লোকেরা দেহের নিম্নাঙ্গে মোহের অঘাটায় ঘুরে মরে। নাভির তলদেশ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত বিশেষভাবে ভোগ-কামনা যৌনলিপ্সা নিবৃত্তির স্থান। সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজন ব্যতীত বীর্যক্ষয়ের ফলে মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্রের যে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে শাঁইজি তাকেই 'অঘাটায় মারা' যাওয়া বলেন।
যারা অবিরাম বিষয়মোহে ছোটাছুটি করে তারা অঘাটায় গিয়ে মরে।

অঙ্গ শীতল হলে

অবিরাম বিষয়রাশির মোহে যারা ডুবে থাকে তারা অশান্ত ও চঞ্চল মনে জ্বালা-যন্ত্রণাময় নরকে বাস করে। জাহান্নামবাসীরা বুঝতেই পারে না যে, তারা জাহান্নামে আবদ্ধ। বিষয়ের শেরেক থেকে যখন সাধনার মাধ্যমে মোহ লা বা শূন্য হয়ে যায় তখন আপন গুরু থেকে জ্ঞানবারি বর্ষিত হয়। মোহ কালিমা দূরীভূত হয়ে বহুবিধ জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়। এর দ্বারা মানবসমাজ বহুমুখি কল্যাণ লাভ করতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ স্তরের জান্নাতবাসীগণ জাহান্নামের দুঃসহ অবস্থা সম্বন্ধে সজ্ঞান ও জাগ্রত। সম্যক গুরুর আশ্রয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে অর্থাৎ সম্যক গুরুর চরণ এসে দেখতে ও বুঝতে পারে, মানব জীবন অসংখ্য জটিল বন্ধনে আবদ্ধ। এসব বন্ধন মোটেই সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। এ পরিস্থিতি অনুভব করে তারা মুক্তির লক্ষ্যে ভীত হয়ে পড়ে। এমন ব্যক্তির জন্যে অবশ্য আরো দুটো শেষ উচ্চমানের জান্নাত রয়েছে। এ প্রক্রিয়া এক বা দু জনমেও সম্ভব হতে পারে।

সিরাজ শাহ্ বলে
ডুবে থাক নীর সিন্ধুজলে
তাতে অঙ্গ শীতল হলে
হবি চন্দ্রভেদী রসিক তোরা ॥

অঙ্গে ধারণ করো বেহাল

বাইরের প্রথাবদ্ধ লৌকিক আচার-সংস্কার মনে ধরে থাকলে গুরুর মহাধন লাভ করা যায় না। দেহমনের সব কিছুই সম্যক গুরুর প্রেমাদর্শে বলিদান করে ফেলতে হয়। “এ দেহমন আমার নয়, স্বয়ং গুরুর”–এমন আমিত্বহারা মোহশূন্য ভাবের উদয় ঘটাতে হয় হৃদয়ে-মননে। তবেই আপন দৃষ্টির মণি গভীরে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখা বিষয়বিভ্রম অপসৃত হয়। মনের উর্ধ্ব-দিগন্তে ফাটল ধরে জ্ঞানময় জ্যোতির্ময় গুরুর দর্শন লাভ করেন প্রেমোন্মাদ শিষ্য।

অচিন দল

দেহের নিম্নভাগ থেকে উর্ধ্বভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত মূলত চৌদ্দটি গ্রন্থি বা চক্র বা দল পদ্ম যা সাধারণ বুদ্ধির মানুষের কাছে অচেনাই থেকে যায়। মস্তিষ্কের সপ্তম চক্র সহস্রদলে আপন গুরুসত্তা আলোকিত মূর্তি রূপে বিরাজ করেন। কেবল উচ্চ স্তরের সাধকগণই দেহের চক্র বা দলগুলোকে সাধনার জোরে জয় করে আপনদেহে ঈশ্বরত্ব লাভ করে থাকেন।

অচিন দলে আদ্য মূল

নাভিমূলে দশমদলে কুলকুণ্ডলিনী চক্র। তার নিচে অবস্থিত সরোবরে সাড়ে ৩কোটি নাড়ি বিদ্যমান। তাতে জড়িয়ে রয়েছে বাহাত্তর হাজার নাড়ি যার মধ্যে ৭০০ নাড়ি প্রধান। তাতে আবার ১২৪টি নাড়ি আছে শ্রেষ্ঠরূপে। তার মধ্যে বিশ্বোদরী নামক ১২৪টির ভেতর ১৪টি নাড়ি গরিষ্ঠ। এ ১৪টি নাড়ির মধ্যে প্রধান ৩টি। যথা : বামে ইড়া নাড়ি, ডানে পিঙ্গলা নাড়ি এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ি। এ তিন নাড়ি মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। সাধকগণ ভোগ, ত্যাগ ও নিরপেক্ষ গুণ সম্পন্ন এ তিন নাড়ি যোগে নিম্নমুখি শক্তিকে উর্ধ্বমুখি করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অচিন পাখি

মানবদেহের ভেতর সূক্ষ্মরূপে লুকানো আল্লাহর আলোকিত মহাদেহ। রুহ আল্লাহর জাতি নূর। নূরে মোহাম্মদির একচ্ছটা আলো প্রত্যেক মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে বিরাজ করেন। সাধক আত্মদর্শনে নিয়োজিত হলে রুহ যখন আলোর মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন তখন তাঁকে হুর বলে। হুরের চেহারা মানুষের আপন আলোকিত চেহারা ব্যতীত অন্য কিছু নয়। এটাই আত্মদর্শনের চরম পর্যায়। আপন প্রচ্ছন্ন হুরের সঙ্গে মিলনের মধ্যেই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।

মানবদেহ আল্লাহর ঘর বা প্রাসাদ। এ প্রাসাদের গোপন রানী হয়ে হুর বিরাজ করছেন। হুর স্ত্রীলিঙ্গে প্রকাশিত। এ জন্যে সুফি সাধকগণ তাঁদের মাশুককে প্রেয়সী, রানী, সখী ইত্যাদি সম্বোধন করে থাকেন।

হুরের সঙ্গে মিলন লাভের পূর্ব পর্যন্ত কোনো মানুষ বা জিন হুরকে স্পর্শ করার যোগ্যতা রাখে না। অর্থাৎ হুরের সংস্পর্শে আসতে পারে না। বরং হুর আপন কক্ষে আবদ্ধ এবং অচেনা থেকে যায়। কারণ হুরপ্রাপ্ত ব্যক্তির হুর অন্য সবার চোখে দৃশ্যমান নয়। এ জন্যে ফকির লালন শাহ্ রুহকে অচিন পাখি বলে আখ্যায়িত করছেন :

চিরদিন পুষলাম এক অচিন পাখি।
ভেদ পরিচয় দেয় না আমায়
ঐ খেদে ঝরে আঁখি ॥

পাখি বুলি বলে শুনতে পাই
রূপ কেমন দেখি নে ভাই
এও বিষম ঘোর দেখি।
চিনাল পেলে চিনে নিতাম
যেতো মনের ধুকধুকি ॥

মানুষের মধ্যে গোপন হয়ে থাকা গুরুসত্তা তথা পরম চৈতন্যকে রূপক ভাষায় শাঁইজি 'অচিন পাখি' বা অচেনা পাখি বলেন। উত্তম সালাতি তথা সাধক ব্যক্তি তৃতীয় নয়নে এ পাখিকে চিনতে পারেন। দেহমোহে অন্ধ সালাতহীন মানুষের কাছে সূক্ষ্ম এ পাখি অচেনাই থেকে যায় সারা জনম।

অচিন শহর

প্রত্যেক মানুষের দুটি সত্তা থাকে। একটি বাইরের সত্তা, অন্যটি ভেতরের সত্তা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ দেহ ও অসীম মন। শরীরের চেয়ে মন হাজারো গুণ শক্তিশালী। স্থূলদেহের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্মদেহের কর্মকাণ্ড বদ্ধজীব স্বভাবের মানুষ কখনো অনুভব করতে পারে না, দেহসর্বস্ব মানুষ পশুর মতো ভোগ-লাভে মত্ত থাকে। তাদের কাছে মনোজগতের সূক্ষ্মতর বিষয়াদি আজীবন অচেনাই থেকে যায়। এক কথায় অতীন্দ্রিয় চেতনালোকই অচেনা শাহর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরি

দেহের মধ্যে মূলাধার চক্রের মধ্যে মূল স্বরূপে গোপনে বিরাজমান আছে নূর। দেহের ছয়টি চক্র পার করে সেই নূরকে উর্ধ্বমুখে অর্থাৎ দ্বিদলচক্রে তুলে সাধক আরশ অর্থাৎ সত্তার মূল কেন্দ্রবিন্দুতে মিলন ঘটান। এ সাধনার বিষয় সাধারণ জীব স্বভাবী মানুষ কিছুই জানে না। কেবল সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তিনি এ সাধন পদ্ধতি শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে অনুরাগী ভক্তকে আয়ত্ত করার সাধনায় সহযোগিতা করতে পারেন। মূলাধার ও দ্বিদল–এ দু চক্রের মিলনকে বলা হয় নরে ও নূরে মিলন বা প্রকৃতি ও পুরুষে সংযোগ তথা মনের মানুষ লাভ। ফকিরি অর্থাৎ মহাশক্তির সাধনার এটিই চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সাধকের স্বস্তি আসে না। কামাসক্তি ত্যাগ করে গুরুর সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ সহজতর হয়।

অজুদ ভজন

'অজুদ' অর্থ দেহ। 'ভজন' অর্থ দাসত্ব। সারা বিশ্বকে সম্যক গুরুর একদেহ রূপ জেনে তাঁর সেবা-সাধন করাই অজুদ ভজন। আত্মদর্শন কর্মে মানসিক ভ্রমণযোগে জানা যায় কী কী উপাদান এদেহে রয়েছে। নিজের দেহসহ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আমিত্বজনিত শেরেক বা খণ্ডত্ব দূর করতে হয় চেতন গুরুর দেহের মধ্যে স্বকীয় ভাব সম্পূর্ণ বিলীন করে দিয়ে।

AMARBOI.COM

অঞ্জন

কাজলকে সাধারণত অঞ্জন বলা হয়। লালনবাক্যে 'জ্ঞান অঞ্জন' বলতে সৃষ্টির মধ্যে গুরুর জ্ঞান প্রবাহের স্পর্শ বা দৃষ্টিধারায় গুরুর রূপ দর্শনের দ্যুতিকে বোঝানো হয়।

অটল

মনের মোহমুক্ত, ধীরস্থির, অচঞ্চল, মহাশূন্য তথা লা-অবস্থা। সিদ্ধপুরুষের যে মন কোনো বস্তু বা বিষয় বা নারীমোহে চঞ্চল-অস্থির হয় না। সাধারণত ভোগী মানুষ প্রতিনিয়ত আকর্ষণীয় বস্তুমোহে টলে যায় বা ধরা খায়। কিন্তু মহাপুরুষগণ অটল হালে জীবনপথ পাড়ি দিয়ে জন্ম-মৃত্যুচক্রকে জয় করে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। সর্বযুগে সর্বদেশে এঁদের শারীরিক উপস্থিত থাকলেও সংখ্যায় অতি অল্প, হাতে গোণা কয়েক জন মাত্র।

বিশ্ব টল ও অটল দুইশক্তির মিলিত প্রকাশ। সৃষ্টি টলে যায়। সৃষ্টি বিজয়ী ইন্দ্রিয়জিৎ সাধুগুরু অটল। সর্বদা বিষয়মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত মনই অটল সত্তা, সম্যক গুরু। প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে রসুলের সময়কাল পর্যন্ত কিছু লোক অগ্রবর্তী দলে দলভুক্ত হয়েছেন এবং পরবর্তীকালে খুব কম সংখ্যক লোক এ দলভুক্ত হবেন। বস্তুবিজ্ঞানের বিস্তারের কারণে মানুষ অতিমাত্রায় বস্তুমুখি বা দেহমুখি হবার ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মিক উৎকর্ষের দিকে মনোযোগ কম দিতে পারছে। অর্থাৎ টলে যাবার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে আছে।

অটল পুরুষগণ আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সদস্য। তাঁরা দৃঢ় ভিত্তির উপর বা সুরক্ষিত একটি আসনের উপর অর্থাৎ স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। আপন প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার উপর হেলান দিয়ে তাঁরা পরস্পর যেমন মুখোমুখি স্থিতমান থাকেন।

তাঁরা বীর্য সংরক্ষণকারী। বীর্য সংরক্ষণ করা জ্ঞানলাভের প্রধান একটি উৎস। অটলগণ বহু প্রকার জ্ঞানের অধিকারী। সেগুলোর মধ্যকার একটি উৎস হলো সংরক্ষিত যৌবন। যারা কখনো বীর্যপাত করে নাই তাঁরা নিজেরাই এক একটি বিশেষ প্রকার জ্ঞানপাত্র। নিকটবর্তী সম্যক গুরু তাঁদের আদর্শ ও পরিচালক হয়ে যান। এজন্যে তাঁরা সর্বক্ষণ আপন গুরুকে তোয়াফ বা প্রদক্ষিণ করেন।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আপন রব অটলরূপে বিরাজ করেন। কিন্তু আপন নফসের আমিত্বের কলুষের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকায় তিনি মানুষের মধ্যে আপন পরিচয় সহকারে জাগ্রত হয়ে উঠতে পারেন না। রবকে জাগ্রত করতে চাইলে অর্থাৎ অটলসত্তার সাথে সংযুক্ত হতে চাইলে সংস্কার বা বিষয়রাশির সমুদ্রের উপর সালাতের সাঁতার কেটে ভাসমান থাকতে হয়। এর দ্বারা নফসকে পবিত্র করে তুলতে হয়।

উচ্চতর অটল পুরুষদের মনে কোনো স্বকীয় উপাদান থাকে না। তাঁরা বাস করেন লা-মোকামে এবং তাঁরাই সৃষ্টির মধ্যে কর্তাব্যক্তি। অলি আল্লাহগণ অটলসত্তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। তাঁরা মহাশক্তিশালী যে সত্তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন সেই সত্তা মহাশূন্যতা অধিকারী। মহাশূন্য মনের অধিকারী অর্থ মনে কোনো মোহের উদয় হয় না। তিনি দিগন্তের উর্ধ্বলোকে অধিষ্ঠিত, অর্থাৎ মাটিতে তাঁর পা পড়ে না। মাটির অর্থাৎ বিষয়ের উপর তাঁর পা পড়ে না। মোহ কালিমার লেশমাত্র তাঁর অন্তরে উদয় হয় না। অটল পুরুষ আল্লাহর বন্ধু অর্থাৎ অলি আল্লাহগণ উর্ধ্বলোকে কিছু জানার জন্যে যখন ধ্যানমগ্ন হন তখন তাঁদের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি থাকে না। যখন যে বিষয়ে তাঁরা জানতে চান তা সঠিক জেনে নিতে পারেন। সিদ্ধ পুরুষের ধ্যান নিরাশ হয়ে ফিরে আসে না। অটল পুরুষকে চেনা মানুষের পক্ষে কঠিন। ফকির লালন বলেন :

রসের রসিক না হলে কে গো জানতে পায়।
কোথা সে অটল রূপে বারাম দেয় ॥

শূন্যভরে আসন করে পাতালপুরে শয়ন নেয়
উপর উপর বেড়ায় ঘুরে জীব সদাই ॥

❙ অটলরূপে শাঁই

আপন সত্তার মর্মলোকে বিশুদ্ধিমার্গের মহৎ সাধক অটলরূপ গুরু তথা আল্লাহর পরম চেতন সত্তার সন্ধান লাভ করেন। এমন মহৎ সাধকই কেবল অসীম জ্যোতির্ময় রূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তারের বিভায় প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার মিলন বাসর জ্ঞানদৃষ্টিতে স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য লাভ করে থাকেন। যে সাধক পঞ্চতত্ত্ব তথা দেহের চক্রসমূহে অবস্থিত মাটি বা পৃথিবী, জল বা জীবন, তাপ বা আলো, শ্বাস বা বাতাস, শূন্য বা আকাশের সমন্বয়ে পঞ্চতত্ত্বের মোশাহেদা সাধন করে উত্তীর্ণ হতে পারেন কেবল তিনিই জানেন অটল রাগের ধারা।
গুরুর শ্রীরূপের সাধক মানেই প্রেমতত্ত্বের সাধক। গুরু অনুরাগী শিষ্যই কেবল সৃষ্টি রহস্যের অসীম জ্ঞানলোকে অটলরূপ দর্শন করে জীবন-যৌবন সার্থক করে থাকেন। কারণ কামেল মোর্শেদের অনুসারী প্রেমতত্ত্বের সাধক আর সব বিধি-বিধান ভুলে সৃষ্টিলীলার নিত্যপুরে প্রবেশের যোগ্যতায় পৌঁছেন। প্রকৃত প্রেমসেবার মাধ্যমেই গুরু ভক্তের হাতে সে তুলে দেন সৃষ্টিরহস্য জ্ঞানের চাবিকাঠি।

❙ অটৌড়

ঘের দিয়ে রাখা। যত্নসহ সংরক্ষণ। অন্তর্মুখি করা। মনকে গুরুধ্যান দ্বারা বিষয়মোহের উপর সদা ভাসমান রাখা। মনের নিরাপত্তা।

❙ অতি নির্জন

অবিরাম বস্তুরাশির ভিড়ের মধ্যে মনের অসীম জ্ঞানালোক ঢাকা পড়ে যায়। বস্তুলোভী, ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষের কোলাহল থেকে সাধক চিত্ত দূরে অবস্থান নেন। অর্থাৎ ইতর জনতা থেকে মানসিক ভাবে থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি অখণ্ড সত্যকে প্রতি মুহূর্তে নব নব রূপে দর্শন করতে পারেন তেমন মানসিক ধ্যানের অনুকূল নির্জনতা বা প্রাইভেসি। আবার ভিড়ের মধ্যেও সাধক ব্যক্তির মনের পরিবেশ অতিনির্জন ও শান্ত থাকে। এটি গোপন বিষয়।

❙ অথই / অথৈ

স্থল বা তল পাওয়া যায় না এমন। অগাধ, গভীর, অতলস্পর্শ।
আধ্যাত্মবাদ বা মনোজগতের অসীম, অতলস্পর্শী রহস্য যার তল বা সন্ধান সাধারণ মানুষ পায় না এমন অগাধ জ্ঞানকাণ্ড। সম্যক গুরুর অন্তহীন রূপ ও ভাষা।

❙ অদুল

আবরণহীন, উলঙ্গ, উদোম, নেংটা। অর্থাৎ বিষয়মোহের আবরণ দিয়ে মহাজ্ঞান বা সত্যকে আবৃত করে রাখেন না; মানসিক ভাবে বিবস্ত্র, দিগম্বর, নিরাভরণ প্রেমমার্গের সাধক শিশুর মতো সংস্কারমুক্ত হালে থাকেন।

❙ অদেখা তরিক

মনোলোকের গুপ্ত পথ, ভক্তিমার্গের অদৃশ্য পন্থা, যা সাধারণ মানুষ কখনো বাইরের চোখে দেখতে পায় না। আধ্যাত্ম জগতের এ অদৃশ্য পথএকজন সম্যক গুরুই শুধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেন এবং ভক্তকে তার সন্ধান দেন। দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণের গুপ্ত সাধনপথ ও পদ্ধতিই অদেখা তরিক, যার মাধ্যমে সাধনা করে জন্মমৃত্যু জয় করেন অটল-অমর হন ভক্ত সাধক। শাঁইজি বলেন তাই :

আইনির অদেখা তরিক
দায়েমি বরজোখে নিরিখ
সিরাজ শাঁইয়ের হকের বচন
ভেবে বলে ফাকর লালন
দায়েমি সালাতি যে জন
শমন তাহার আজ্ঞাকারী ॥

অদেখা নিয়ত

আল্লাহর চেহারা না দেখে নামাজের প্রচলিত ও ভ্রান্ত নিয়ত বাঁধা। কাউকে না দেখলে যেমন তার সাথে কোনো সম্পর্ক তৈরি করা যায় না, তেমনই আল্লাহর চেহারা বা মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টি-মন স্থির না করে তথাকথিত নামাজ পড়লে সে প্রার্থনা কখনোই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়।

বিষয়মোহ ত্যাগী একজন সম্যক গুরু হলেন পুরুষ তথা সামাদ। তিনি সম্পূর্ণ আল্লাহর স্বভাবে স্বভাবান্বিত। কোরানে তাঁকে বলা হয়েছে 'অজহুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর চেহারা। এমন সাকার চেহারায় মানবীয় প্রবৃত্তি অবলুপ্ত থাকে, তাতে আল্লাহর গুণগ্রামের চরম অভিব্যক্তি ঘটে, যেখান থেকে গায়রাল্লাহর তথা দুর্বল আল্লাহর অভিব্যক্তি কখনো প্রকাশ পায় না। আল্লাহর এমন জীবন্ত চেহারার দিকে মন ও দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে শুধু শারীরিক তথা দুর্বল আল্লাহর অঙ্গভঙ্গি দ্বারা কখনো শক্তিশালী আল্লাহর সংযোগ লাভ করা যায় না। মহাপুরুষের মাধ্যমে গ্রহণ না করলে আল্লাহ কারো দিকে ফিরেও তাকান না। শাঁইজি লালন এ বিষয়ে বয়ান দেন :

ম'লে গুরু প্রাপ্ত হবো সে তো কথার কথা।
জীবন থাকতে যারে দেখলাম না হেথা ॥
সেবা মূল করণ তাঁরই
না পেয়ে কার সেবা করি
আন্দাজে হাতড়ায়ে ফিরি কথার পাতায় ॥

অদেখা ভাবুক

আকার, সাকার ও নিরাকার–আল্লাহর এ তিনরূপ আকার-সাকারে একজন কামেল গুরুর মধ্যে সন্ধান না করলে নিরাকার আল্লাহকে কখনো পাওয়া যায় না। যারা আল্লাহকে না দেখে অলীকরূপে কল্পনা করে বস্তুত তারা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত এবং সর্বকালীন ও সর্বজনীন মোহাম্মদি সত্যধর্মের বিরোধী। এমন ধার্মিকদের অদেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবুক নাম দিয়েছেন শাঁইজি। চোখ থাকতেও এরা আল্লাহকে দেখে না, এমন সংস্কারান্ধ।

অদ্বৈ

যাঁর দ্বয় বা দ্বিত্ব নেই, দ্বৈত বা ভেদজ্ঞান নেই। অদ্বিতীয়। অভেদ। একরূপ। অবিকৃত। কেবল জীবাত্মা বা জগতের সাথে ব্রহ্মের ঐক্য। পরমতত্ত্ব। ফকির লালন শাঁইজি বাংলার মহাভাবময় ভক্তি আন্দোলনের প্রতিভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান পার্শ্বচর অদ্বৈতাচর্য্যকে 'অদ্বৈ পাগল' আখ্যায়িত করছেন। কবিরাজ গোস্বামী 'চৈতন্য চরিতামৃত'এ উল্লেখ করেছেন :

অদ্বয়বাদ যেই করিল স্থাপন।
তারি শাস্ত্রযুক্তো প্রভু করিল খণ্ডন ॥

শাঁইজি বলছেন :

পাগলের নামটি এমন
বলিতে ফকির লালন ভয় তরাসে
আবার চৈতনিতে অদ্বৈ পাগল নাম ধরে সে ॥

AMARBOI.COM

অধম

বিষয়মোহে বন্দি মানুষ অজ্ঞান বলেই অধম। দেহের মোহ ত্যাগের সাধনায় নিয়োজিত আত্মহারা ভক্তিমান সাধক ও নিজেকে অধম বলে থাকেন। স্থূল আমিত্বজনিত অহমবোধ বিনাশের সাধনায় নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছজ্ঞান করে আপন গুরুকে 'উত্তম' বলে ভজন-পূজন করে সাধক ব্যক্তি। জগত গুরু লালন শাহ্ আমাদের আমিত্ব তথা অহঙ্কারমুক্ত করতে নিজেকেও 'অধম' বলে ভনিতা করেন। ক্ষুদ্র আমিত্বের বিনাশ না হলে উত্তম মানবলীলা আস্বাদ করা যায় না। গুরুই উত্তম এবং ভক্ত অধম।

অধমে উত্তম লীলে গুরু যার হয় রে সখা

গুরু অখণ্ড আহাদের সঙ্গে অখণ্ড আহাদরূপে সর্বময় বিরাজমান মূলসত্তা মোহাম্মদ। প্রতিটি বিষয়ের ভেতরে মূলকেন্দ্রের আলোরূপে তিনিই জ্ঞান স্বরূপ। তাই বিষ আর অমৃতের মাখামাখি অবস্থা জগতের সব ঘটে পটে সাধক দেখে থাকেন। জগতে কোনো কিছুই ভালো বা মন্দ নয়। মানুষ নিজের স্বার্থবুদ্ধি, সংকীর্ণতা, প্রবৃত্তিপরায়ণ চিন্তার কারণে ভালোমন্দের মিথ্যে ভেদরেখা টানে অর্থাৎ শেরেক করে থাকে। এখানেই জীবের দেলের ধোকা অর্থাৎ অখণ্ড সত্যকে খণ্ড করে দেখার পরিণতি। সম্যক গুরুর আশ্রয়ে ধ্যানের শিবলোকে প্রবেশ করতে গেলে সবার আগে মন থেকে হিংসা, নিন্দা ও বিষয়মোহ তথা নারী আসক্তি ত্যাগ করতে হয়। এ ত্যাগধর্মই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাকাত। যার ফল স্বরূপ অন্তর কলুষমুক্ত হলে 'আলো হয় তার হৃৎকমলে'। এ ভাবের দ্বারা গুরুর সখা-গোপন প্রেমিক হয়ে গেলে অজ্ঞানতার অন্ধকার আকাশে বজ্রের তথা জ্ঞানের ফাটল ধরিয়ে ভক্তের মনোলোকে প্রকাশিত ও বিকশিত হতে থাকেন গুরু।

প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে তখন জ্ঞানদৃষ্টি খুলে যায় শিষ্যের। কোনো বিষয়ে যখন মোহজনিত আকর্ষণ আর থাকে না তখনই জ্ঞানের উদয় হতে থাকে। আসক্তিমুক্ত নিরপেক্ষ ভাব দিয়ে গুরুভক্ত সাধক জগতের সববিষয় উপভোগ করেন। কারণ তিনি তখন উত্তম লীলাজ্ঞানে মহাজ্ঞানী। মনে মস্তিষ্কে তিনি কিছুই আর মোহ দিয়ে ধরে না রেখে অধার্মিক, নিরপেক্ষ সত্তা, বেনেয়াজ হয়ে ওঠেন। এ পর্যায়ই মানব জীবনের উত্তম বা পুরুষ পর্যায়। এমন স্তরে পৌঁছে ভক্ত গুরুর গুণগ্রাম আপন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রেমসেবার মাধ্যমে।

❙ অধর

যাঁকে ধরাছোঁয়া যায় না তা-ই অধর। আপন দেহভাণ্ডে সূক্ষ্মভাবে লুকানো আল্লাহ তথা সম্যক গুরুর মূলসত্তা, নূরে মোহাম্মদি। কেবল শুদ্ধ প্রেমভক্তির ধ্যানযোগে তাঁর আকার-প্রকার আত্মগত করা যায়। দেহকে ধরা যায় যদিও, মন কিন্তু অধরা। গভীর ভাবগত বিচারে গুরুরূপী শিব তথা আলীসত্তা, মনের মানুষ, জীবাত্মারূপী পরমাত্মা।

AMARBOI.COM

❙ অধর কালা

গুরুর আরেক নাম অধর কালা বা। তিনি দেহে গোপন অবস্থায় বিরাজমান। সাধক ব্যক্তি এ অধর কালাকে ধরতে পারেন সূক্ষ্ম ধ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে। গুরুর কাছ থেকে ধ্যান-ধারণ করার পদ্ধতি অবলম্বন করা গেলে তিনি যখন আলোকিত মূর্ত সত্তা হয়ে ওঠেন তখন তাঁর নাম হয় গৌরাঙ্গ। একাধারে তিনিই কালা আবার তিনিই ধলা। একদেহে দ্বৈত রূপে বিচিত্র ব্যাপ্তিতে তিনি প্রকাশিত ও বিকশিত হন।

❙ অধর চাঁদ

দেহের মূলকেন্দ্রে অধর চাঁদ রূপে গুরু সদা বিরাজমান। চন্দ্র মাওলা আলীর প্রতীক। বিষয়ের উর্ধ্বে জ্ঞানোদয় হলে সত্তার মধ্যে অতীন্দ্রিয় চাঁদ। আত্মিক সাধনা ছাড়া উদিত হয়। দর্শন করা যায় না। কেবল দ্বিদলচক্রে অর্থাৎ দু ভ্রু'র মধ্যে কপালে তিনি উদিত হন। তাঁকে তৃতীয় নয়নে সাধুব্যক্তিই ধারণ করতে পারেন। শাঁইজি চমৎকারভাবে বলেন :

ধরো রে অধর চাঁদেরে
অধরে অধর দিয়ে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধর চাঁদ

বাইরে অন্ধকার আকাশে যেমন চাঁদ উঠে স্নিগ্ধ আলোয় পৃথিবীকে পরিস্নাত করে তেমনি বিষয়রাশির উপর সাধকের মনের জ্ঞানরূপে চাঁদ উদিত হয়। হাকিকতে চন্দ্র মাওলা আলীর প্রতীক। প্রত্যেক মানবসত্তার মধ্যে জ্ঞানরূপে চাঁদ নিহিত রয়েছে। অধর চাঁদ ভোগবাদী মানুষের কাছে ধরা দেন না কখনো। সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মন এ চাঁদের জন্মদাতা। গুরুর জ্ঞানালোকে সদা আলোকিত হলে অধর চাঁদকে অধরভাবে ধরা যায়।

চাঁদ আছে সেই চাঁদে ঘেরা।
কেমন করে সে চাঁদ দেখবি গো তোরা ॥

রূপের গাছে চাঁদ ফল ধরেছে তায়
থেকে থেকে চাঁদে ঝলক দেখা যায়
একবার দৃষ্টি করে দেখ দেখি
ঠিক থাকে না আঁখি
রূপের কিরণে চমক পারা ॥

লক্ষ লক্ষ চাঁদ করেছে শোভা
তাহার মাঝে অধর চাঁদেরই আভা
চাঁদের বাজার দেখে
চাঁদ ঘুরানি লেগে
দেখিস দেখিস পাছে হবি জ্ঞানহারা ॥

আলক্ নামে শহর আজব কুদরতি
রাতে উদয় ভানু দিবসে বাতি
যে জন আলোর খবর জানে
দৃষ্ট হয় নয়নে
লালন বলে সে চাঁদ দেখিছে তারা ॥

অধিকারী

গুরুপদে প্রেমানুরাগী ভক্তজন ছাড়া ফকির লালন শাহ'র ভাবদর্শন উপলব্ধি করার বা প্রচার করার অধিকার মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করা আলেম-পণ্ডিতগণের নেই। গুরুবাদ ও আধ্যাত্মবাদে নিবেদিত ও প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বাসী সাধকই লালন শাঁইজির অধিকারী এবং উত্তরাধিকারী। তাঁরা প্রেমভক্তিযোগ দ্বারা মানবীয় আমিত্ব ত্যাগ করে শাঁইজি লালনের হৃদয় যেমন অধিকার করে আছেন, তেমনই সকল ভক্তের দেহমনসত্তা তাঁর চরণপদ্মে পরিপূর্ণভাবে সমর্পিত থাকায় তিনিই ভক্তকুলের আধিকারিক গুরু অর্থাৎ অস্তিত্বের সামগ্রিকতা তাঁর নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে অবিরামভাবে বিকাশমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরপক্ষে, বিষয়রাশির মোহ-আবর্তে বন্দি সাধারণ মানুষ আহার-নিদ্রা- মৈথুনসুখে রমিত হয়ে গুরু লালন শাহকে দেহমনে মিথ্যা বা শেরেক দিয়ে আবৃত করে রেখেছে। সত্যকে যারা মনের ভেতর বিষয়মোহের কালিমা দিয়ে ঢেকে রাখে কোরানের ভাষায় তাদেরকে 'কাফের' আখ্যায়িত করা হয়েছে। জ্ঞানহীন-ধ্যানহীন মানব সমাজ যত ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠান, নামাজ, পুজো করুক না কেন বিষয়মোহ ত্যাগের জন্যে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো সম্যক গুরুর আশ্রয় না নিলে তারা সবাই কাফের।
শৈশবে খেলাধুলা, যৌবনে নারীমোহ, সংসারভোগে ডুবে দেহসর্বস্ব মানুষ পদে পদে বিভ্রান্ত হয়। বিষয়বস্তুর লোভে পড়ে গুরুর সরল পথে যেতে পারে না। বৃদ্ধকালে যখন ইন্দ্রিয় রিপু দুর্বল হতে হতে নিঃশেষ হয়ে যায় তখন আর সত্যকে পাবার উপায় থাকে না। এক সময় দেহমনের অপমৃত্যু এসে শিয়রে দাঁড়ায়। এ ধরনের ভোগী মানুষের অধিকারী হয় মহাকাল। অর্থাৎ নারকীয় দুঃখ-জ্বালাময় জীবনে বারবার কালগ্রস্ত হয়ে জন্ম ও মৃত্যুর অধীনস্থ হয়ে পড়া। লক্ষ লক্ষ যোনিতে জন্ম-পুনর্জন্ম মানে পশুকুলে এসে দুঃখের ঘানি টানা।

অধীন

যিনি ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, জিগীষা, জাতি, ফুল ও মান ছেড়ে গুরুর কাছে নিজেকে বিকিয়েছেন প্রেমের অমূল্য দানে তিনি অধীন। গুরু উপরের কাষ্ঠ, স্বাধীন। ভক্তের নিচের কাষ্ঠ, অধীন। গুরুভক্ত সাধক নিজেকে গুরুর দাসরূপে সব সময় তাঁর আদেশ-নির্দেশ চরিত্রগত করার সাধনায় নিজেকে অধীন বলেই বিবেচনা করেন। মহাপ্রভু লালন আমাদের শিক্ষাদানের জন্যে নিজেকে সিরাজ শাঁই'র অধীন বলে ব্যক্ত করলেও তিনি স্বাধীনসত্তা, আমরা তাঁর অধীন।

অধীন লালন বলে
দেহ নিত্য হলে
আমি আরো কতো কী করতাম না জানি ॥

অধে

নিচে, নরকে। চিন্তা-চেতনায় নিম্ন স্তরে পড়ে যাওয়া। পশুতুল্য জীবন।

অধোপথ

মানবদেহে দুটো পথ। একটি উর্ধ্বপথ, আরোহণ এবং অন্যটি অধোপথ, অবরোহণ। ফকির লালন শাঁইজির ধারায় ধ্যানযোগে দেহের নিম্নমুখি তেজকে উর্ধ্বমুখে টেনে তুলতে পারলে মহাপুরুষের পর্যায়ে উন্নীত হবার। বিপরীত দিকে, যে ব্যক্তি রক্তমাংসের লোভ, মোহ, কামে আসক্ত হয়ে নিম্নমুখি হয় অর্থাৎ অবাধে বীর্য অপচয় করে অধোপথে নেমে আসে, বারবার জন্ম-জন্মান্তরে তাকে নরকজ্বালায় দেহধারণ দ্বারা কঠিন শাস্তিভোগ করতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

। অধো পদ্ম চরকবাণে

মানবদেহ ষটচক্র বা ছয়টি চক্রের পদ্মে সুফি ও বৈষ্ণব সাধকগণ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হলো মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রান্তে গুহ্যদ্বার থেকে লিঙ্গমূলের উপর মূলাধার চক্রে অধোমুখে একটি পদ্ম আছে। সেটি চতুর্দল যুক্ত এবং রক্ত বর্ণ। দেহশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব সাধনা শুরুর প্রথম চক্র এটি। এখানে 'ভাণ্ড' অবস্থিত। এ ভাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে মাটি, পানি, আগুন, বাতাস ও আকাশ নামক পঞ্চভূত বা পাঁচটি মূল উপাদান থেকে। এটিই জীবশক্তি। লোভ ও মুক্তিতে জীবাত্মা বশীভূত হয়। জীবাত্মার আহার্য হলো পানি। ভার হরণ এর কাজ।

। অধোমুণ্ডে ঘুরে বেড়ায়

মানুষ মনকে সব সময় এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ের মোহে নিম্নমুখি করে করে চিন্তা-চেতনায় এতো নীচ হয়ে যায় যা পশুত্বকেও হার মানায়। মনের মধ্যে বিষয়ের মোহ-কালিমা জ্ঞানকে ঢেকে সৃষ্টির অধীনে বন্দি করে ফেলে। এভাবে মানুষ অধোমুণ্ডে ঘুরে বেড়ায়। কামেল মোর্শেদের প্রত্যক্ষ আদর্শ থেকে সালাত ও জাকাতের শিক্ষাদীক্ষা অনুসরণ ও অনুকরণ করে সৃষ্টির মোহবন্ধন থেকে মুক্তি অর্জনের চেষ্টা গ্রহণ না করলে মানুষ মহাবীর হয়ে উঠতে পারে না তাই অধোমুণ্ডে ঘুরে বেড়ায়। এ পর্যায়ে পৌঁছাবার জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মোহের দেহ-কারাগার থেকে লা-এর সাধনায় সিদ্ধ হয়ে উঠলেই কেবল কাজী নজরুল ইসলামের মতো উচ্চনাদে ঘোষণা করা যায় :

বল বীর চির উন্নত মমশির
শির নেহারি আমারই শির
ঐ শিখর হিমাদ্রির ॥

। অনন্ত করুণা

আপন ঘরে অর্থাৎ নিজের দেহমধ্যে ঢাকা রয়েছেন পরমেশ্বর গুরু। বিষয়মোহে দেহের বাইরের নানা আকর্ষণে মত্ত থাকলে আপন দেহের ভেতর গুরুর অন্তহীন করুণাধারা উপলব্ধি করা যায় না। দেহের উর্ধ্বলোকে তথা মস্তিষ্কের উপর শতদল সহস্র দলপদ্মে গুরু যেমন পরম কর্তা হয়ে রয়েছেন, তেমনই দেহের বাইরেও তিনি কামেল মোর্শেদ, পতিত পাবন গুরুরূপে দেহমন পরিশুদ্ধির হেদায়েত দিয়ে চলছেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা আপন স্বভাবে চরিত্রগত করে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণ করলে গুরুর সূক্ষ্মরূপের অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের সন্ধান মেলে। এখানেই আত্মদর্শন। কিন্তু আমরা দেহের স্থূলবন্ধনে জড়িয়ে থাকি বলেই :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের আড়েতে যৈছে
পাহাড় লুকায়ে আছে,
হলো না হেট নয়ন যার
নিকটে তার
সিদ্ধি হয় কামনা ॥

❚ অনন্ত কুঠরী

মানবদেহে মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে সক্রিয় আছে সজীব কোটি কোটি কক্ষ,চক্র ও সূক্ষ্মনাড়ি তথা স্নায়ুবৃত্ত।

❚ অনন্তরূপ আকার একরূপ সাকার রয় সর্বঘটে

ঘটে অর্থাৎ দেহে অসংখ্য রূপ আকারে সগুণ এবং নির্গুণ ব্রহ্মেবিরাজ করছে। নানা প্রকার দেহে একই প্রভুসত্তার অধিষ্ঠান। আকারে তিনি বহুরূপ ধারণ করলেও মূলসত্তায় তিনি এক একেশ্বর রূপে নিরাকার। সাধকগণ খণ্ড খণ্ড দেহের মধ্যে এ অখণ্ড মূলাতীত মূল পরমচৈতন্য বা স্বরূপ দর্শন করেন, তাই সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে অভেদত্ব অর্থাৎ একত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মাণ্ডময় একই মহাগুরুর লীলা চলছে সর্ব ঘটে পটে। একেই সুফিগণ বলেন 'ওয়াহদাতুল অজুদ', বৈষ্ণবগণের পরিভাষায় 'অদ্বৈতবাদ' বলা হয়। সৃষ্টি জগতে এক ছাড়া দুই নেই। সর্বত্র একেরই লীলা চলছে। যদিও প্রকাশে তিনি অনেক রূপ।

AMARBOI.COM

❚ অনন্ত রূপ

কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, মাছ, পশু, পাখি, মানুষ ইত্যাদি যতো প্রকার সৃষ্টি দৃশ্যমান জগতে রয়েছে প্রত্যেকটির মূলে আল্লাহই লুকিয়ে আছেন। চুরাশি লক্ষ প্রজাতির বিচিত্র আঙ্গিকে এক আল্লাহর অনন্ত রূপ প্রকাশিত। আল্লাহ ছাড়া কোনো সৃষ্টি নেই। কাজেই সমগ্র জগতই অখণ্ড রূপে আল্লাহর অর্থাৎ গুরুর অন্তহীন রূপের প্রকাশ-বিকাশ। তাঁর সৃষ্টি রহস্যের বিজ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকেরই জন্ম, বিকাশ, পুনর্জন্ম চলছে। আল্লাহ শুধু এখানে আছেন আর ওখানে নেই মনে করাই শেরেক বা অংশীবাদ। অখণ্ড মণ্ডল জুড়ে তিনি নিত্য বিরাজমান। তৌহিদের মহারাজ্যে তিনি অখণ্ড আহাদের সাথে একীভূত আহাদ হয়ে নিত্য বিরাজ করেন। আল্লাহর রূপ তাই অনন্ত অসীম। হিসেবকারীর গণনা সে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না।

এ মহাবিশ্বে স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে অসংখ্য জীবগত অস্তিত্ব আছে। এর ঊর্ধ্বে অতিমানবের অসংখ্য সূক্ষ্মদেহ আছে। স্থূলদৃষ্টিতে আমরা জীব জগতে নির্জীব অনেক রূপ প্রাণী দেখি। যেমন : বৃক্ষরূপ, পক্ষীরূপ, পশুরূপ, মৎস্যরূপ, মানবরূপ। আবার মানবের সাধারণ আকৃতির মধ্যেও অসীম রূপ-রস বৈচিত্র প্রবহমান। সৃষ্টি রহস্যের এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচিত্রলীলার অন্ত নেই। অন্তহীন এ রূপগত বিকাশের মধ্যে মানবরূপই আল্লাহর শ্রেষ্ঠতর বিকাশ ক্ষেত্র।

অনলে জল উষ্ণ হয় না

দেহের মধ্যে মূল পাঁচটি উপাদানের মধ্যে বাতাস থেকে অনল বা আগুনের জন্ম। আবার অনল থেকে জল বা জীবন গঠিত হয়। সে আগুন জ্বালাতে কাঠ পোড়াতে হয় না। আর জল রয়েছে বিনা স্থানে। অর্থাৎ মানবদেহের ভেতর জল ও অনল পৃথকভাবে রয়েছে নাভিমূলের নিচে। এমনই গুরুর রহস্যলীলা যে, এ অগাধ জলের মধ্যেই রূপের তথা নূরের একটি বাতি দিনরাত জ্বলছেই। কিন্তু আগুনে বা অনলে সেখানে জল কখনো উষ্ণ হয় না এবং জলও অনলকে নেভায় না। শাঁইজি লালন এ রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে প্রশ্নাকারে মানুষকে বলছেন :

যেদিন জল ছাড়বে হুংকার
নিভে যাবে আগুনের ঘর
লালন বলে সেদিন বান্দার
কী হবে গতি ॥

AMARBOI.COM

অনাথের নাথ

অজ্ঞান মানব জাতির মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী একজন কামেল মোর্শেদ তথা সম্যক গুরু। পার্থিব-অস্থায়ী সুখের মোহত্যাগী, আত্মহারা প্রেমিকদের তিনি অভিভাবক, বন্ধু। বস্তুসম্পদে ধনশালী একজন মানুষ মূলত তার দুর্বল মনের অসহায়ত্বকে ঢাকার জন্য বৈষয়িক আড়ম্বরের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সেও বড় অসহায়-অনাথ। একজন পরিশুদ্ধ প্রেমিক গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা গুরু ভক্তকে যে দেহমনের সাধনার মাধ্যমে উত্তমে উন্নীত করতে থাকেন সে প্রক্রিয়ায় ভক্ত হন অনাথ এবং গুরু অনাথের নাথ।

অনাদি

যা আদি নয়, আদি থেকে যার উৎপত্তি। আদি হলেন পুরুষ। অনাদি হলেন প্রকৃতি। আদি হলেন গুরু। শিষ্য হলেন অনাদি। আদি রূপ কৃষ্ণ। অনাদি রূপ রাধিকা।

অনাদির আদি

সৃষ্টির পূর্বে তিনি এক ছিলেন স্রষ্টা হয়ে। সৃষ্টির পর স্রষ্টা ও সৃষ্টির আপাতদৃষ্ট দ্বৈতরূপ, দ্বিতীয়তত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব। আদি একরূপ থেকে অনাদি দুই দেহরূপে লীলা করা। মহাবিশ্ব এ দ্বৈতলীলার অনন্ত প্রকাশ। একের মধ্যে থেকে দুই হয়ে আবার দুই থেকে একে ফিরে আসাই যুগল মিলন। এখানে প্রকৃতি বা নারী অনাদি এবং পুরুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা গুরু আদি। রাধা অনাদি এবং কৃষ্ণ আদি। গুরু আদি, বৈষ্ণব অনাদি। প্রেম আদি, কাম অনাদি। শুক্র আদি, শোণিত অনাদি।

অনাদির আদি অর্থ তাই ভক্তের গুরুশক্তি, রাধার প্রাণাধিক প্রিয় কৃষ্ণশক্তি। সাঁইজি প্রশ্ন করছেন :

অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি
তার কি আছে কভু গোষ্ঠলীলা ॥

অনাত্ম অচেনা কভু বাগেন্দ্রিয়ে না সম্ভবে

অতীন্দ্রিয় মহাজাগতিক জ্ঞানধারা কখনো ইন্দ্রিয় নির্ভর জাগতিক ভাষায় বলে-লিখে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। কারণ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং তা নানা বিভ্রমে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। অতীন্দ্রিয়-আধ্যাত্ম জগতের জ্ঞান অর্জন করতে হলে দেহমনের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে সাধনা করতে হয়। আলোর গতিকে শব্দ দিয়ে কখনো বোঝানো যায় না। কেননা শব্দের চেয়ে আলোর গতি অনেক শক্তিশালী এবং দ্রুতিময়।

অনা'স

দৈহিক সুখের মোহ মানেই আয়াস। ইন্দ্রিয়পরতা ছেড়ে পর্যায়ক্রমে ক্রমে অতীন্দ্রিয় উচ্চতায় উত্তরণের যে কঠোর সাধনপথ তাকে অনা'স সাধনা বা অনায়াস অর্থাৎ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ বলা হয়েছে।

AMARBOI.COM

অনা'সে পায়

লোকাচার সর্বস্ব তথা লোকদেখানো ধর্ম করে তথা আয়াশ করে কেউ গুরুরূপী আল্লাহর কুদরতি আপন দেহভাণ্ডে দেখতে পায় না। সাধক দেহমনের স্থূল কারাগার ভেঙে অর্থাৎ আমিত্ব ত্যাগ করে গুরু রূপের মধ্যে সম্পূর্ণ ফানা হয়ে যান। আপন সূক্ষ্মদেহের মধ্যে যিনি গুপ্ত রূপে অবস্থিত 'পদ্মহেম সরোবর' অর্থাৎ নাভিমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রের দশমদল পদ্মে ধ্যানমগ্ন হতে পারেন তিনি অনায়াসে গুরুগুণ তথা গুরুজ্ঞানের মহাঅধিকারী হয়ে যান। অতি দ্রুত তাঁর আত্মদর্শন সহস্রারের সহস্রদল পদ্মে সিদ্ধির মোকামে উত্তীর্ণ হন। এ ভাবে ভক্তও হয়ে যান সিদ্ধ মহাপুরুষ।

অনুভব

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরের এবং ভেতরের বিষয়াদি মানবের দেহমনে যে চেতনা সঞ্চার করে তাকে অনুভূতি বলি আমরা।

উপলব্ধি, বোধ, চেতনার অন্তর্গত প্রকাশ অনুভব বা জ্ঞান মূলত ৪ প্রকার; যথা : ১. জাগ্রত ২. স্বপ্ন ৩. সুষুপ্ত ৪.তুরীয়। সাধুশাস্ত্রে গুরু বা আল্লাহ দর্শনের জ্ঞানকেও বলা হয়েছে অনুভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুমান
জ্ঞাত বস্তু বা বিষয় থেকে যুক্তিবলে অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তে গমন বা ধারণা নির্ধারণকে অনুমান বলা চলে। শাঁইজির হুঁশিয়ারি :

অনুমানে জানা গেলো।
চুরাশি ফ্যার পড়িল ॥

অনুরাগ
প্রেম যখন প্রেমের বিষয়কে অনুক্ষণ নতুন নতুন করে তোলে তাকে বলে অনুরাগ। গুরুর প্রতি চাতক মনা ভক্তের আত্মোৎসর্গমূলক যে গোপন গভীর প্রেমাকর্ষণ তাই অনুরাগ। শাঁইজি বলেন :

অনুরাগ নইলে কী সাধন হয়।
সে তো মুখের কথা নয় ॥

অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি
কাম ও প্রেম কখনো এক নয়। বিষয়রাশির কামনা তথা নারীমোহ মন থেকে মুছতে হলে অবিরাম গুরুরূপের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মানব মন বিষয়ের টানে এতো দ্রুত টলে যায় যে, গুরুর রূপে স্থির হয়ে দাঁড়াতে চায় না। গুরুর আশেক জাগতিক সব আকর্ষণ ছেড়ে তাঁর কীর্তনে মশগুল থাকেন। অবিরাম দেহমনে গুরুর ভজনক্রিয়াই অনুরাগের ঘরে চাবি মারা।

অনুরাগের ঘরে মার গা চাবি।
যদি রূপনগরে যাবি ॥
শুধু মন তোমায় বলি
তুই আমারে ডুবাইলি
পরের ধনে লোভ করিলি
সে ধন আর কদিন খাবি ॥

অনেকাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়
বহুজন্মের সাধ-সাধনার ফলরূপে কোনো ব্যক্তি একজন সম্যক গুরুর সন্ধান লাভ করেন। সত্যিকারের কামেল গুরু পাওয়া মানে সৃষ্টিকর্তাকে প্রত্যক্ষ করা তথা ভাগবৎ কৃপালাভ করা। মহৎ গুরুর দেয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে দেহের মধ্যে মনের ভ্রমণ অর্থাৎ অন্তর্মুখি ধ্যানের এক বিশেষ পর্যায়ে অনুদর্শন দ্বারা চিত্তাকাশে শিব তথা আলীর স্বরূপ চন্দ্রদর্শন করেন। একে সাধুশাস্ত্রে বলা হয় আত্মদর্শন। দেহের বাইরে উর্ধ্বাকাশে পূর্ণিমায় যেমন চাঁদ দেখা যায় তেমনই দেহের ভেতরেও গুরুর সূক্ষ্ম দৃষ্টি রূপে চন্দ্রদর্শন হয় যাঁর আলো অতি স্নিগ্ধ ও মনোরম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারে রাগের পরে ছিল যখন শাঁই

দেহমন সৃষ্টি বড়ো রহস্যময়। পিতার শুক্র নির্গত হয়ে মাতৃগর্ভের জরায়ুর মধ্যে অষ্টদল পদ্মে দেহ অস্তিত্বমান হয়ে ওঠার পূর্বাবস্থায় অন্ধকার থাকে সব। অন্ধকারও একটি কার। তারপর পর্যায়ক্রমে আরো অনেক 'কার' হয়। যেমন : ধন্ধকার, কুয়োকার, নৈরাকার, হু হুঙ্কার প্রভৃতি। অস্তিত্ব বিকাশের এ কারসমূহের বর্ণনা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। আত্মদর্শনের সাধকেই দেহের এ আদি কার-এর কার্যকারণ দর্শন করে সৃষ্টি রহস্যের সম্যক জ্ঞানে জ্ঞানী হয়ে থাকেন। অন্ধকার মাতৃগর্ভে আমাদের সত্তা কোন আকার ধরে, কোন প্রকার ভাসে, কোন সময় কোন কায়া ধরে গুরু ভাসমান ছিলেন সে প্রশ্ন শাঁইজি বারবার নানাভাবে তোলেন। যে পাঁচটি উপাদানে দেহ গঠিত হয় তার মূলতত্ত্ব তথা কর্তাব্যক্তি হয়ে পাক পাঞ্জাতন অর্থাৎ মহানবি মোহাম্মদ, মাওলা আলী, মা ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন কোন সময় ভাসমান গুরুরূপে মূলসত্তা নূর মোহাম্মদের আলোকিত তারকা হয়ে অধিষ্ঠান করলেন? কী ভাবে সৃষ্টির আদিরাগের সে সূক্ষ্ম বিস্তার ঘটে তা কি বাগেন্দ্রিয় মানে মুখের কথায় সঠিক ব্যক্ত করা যায়! দেহমনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তথা মরার আগে মরে যাবার আত্মতত্ত্ব সাধনা ছাড়া এ রহস্যের কূল কিনারা কখনো মেলে না। ফকির লালনের কাছে এ ভেদ জানতে চাইলে তিনি বরং আরো প্রশ্ন উস্কে দিয়ে নিরুত্তর থাকেন যেখানে, আমার সেখানে দিশেহারা-পাগলপারা হওয়া ভিন্ন নাহিক উপায়; যেমন :

সেতারা রূপ হলো যখন
কী ছিলো তার আগে তখন
লালন বলে সে কথা কেমন
বোঝা হলো দায়!

অপান

সাধকের দেহসাধনায় নাড়িশুদ্ধির জন্য প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু নিয়ন্ত্রণের সময় বহির্মুখি প্রশ্বাসকে সাধুশাস্ত্রে 'অপান' বলা হয়।

গুরুর নির্দেশনা মত সাধক সালাতী তথা যোগী একটি বিশিষ্ট শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শ্বাসক্রিয়া, বায়ুক্রিয়া বা প্রাণয়াম দ্বারা মাটির মধ্যাকর্ষণ শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পথে যে বায়ুযোগে বিন্দু বা শুক্রকে মস্তিষ্কে তুলে নেন, অর্থাৎ বীর্যবত্তাকে জ্ঞানবিন্দুরূপে উর্ধ্বে সঞ্চালনে যে শ্বাসবায়ু নিয়ন্ত্রণ করেন তাকেই অপান বায়ু বলে।

অপার

বিষয়সমুদ্রে বা সংস্কারসমুদ্রে যারা ডুবে বুঁদ হয়ে আছে এমন স্থূলব্যক্তির মানসিক অবস্থাই অপার অবস্থা। দেহমনের সীমা অতিক্রম করার শক্তি এখনো সে অর্জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেনি। একজন সম্যক গুরু তাঁর অনুগত ভক্তকে ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মযোগের মাধ্যমে যতক্ষণ না কৃপাবলে উদ্ধার করেন ততকাল তাকে অপার হয়ে বসে থাকতে হয়। শাঁইজির কালাম :

আমি অপার হয়ে বসে
আছি ওহে দয়াময়
পারে লয়ে যাও আমায় ॥

অপার ভেবে হই ঘোলা

আল্লাহর তথা সম্যক গুরুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভজনহীন মানুষ মারাত্মক ভাবে বিভ্রান্ত। একজন ইন্দ্রিয়জিৎ কামেল মহাপুরুষকে আত্মিক সাধনা দ্বারা আল্লাহ লাভের মাধ্যমে হিসেবে গ্রহণ করতেই হয়। নয়তো আল্লাহর জ্ঞানবলয়ে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক জগতে সাধারণ জনগণের প্রবেশ করার পথ নেই।

কিন্তু হাজার বছরের রাজসিক মোল্লাতন্ত্রের মিথ্যে প্রচারের ফলে জনমানসে আল্লাহতত্ত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রোথিত হয়ে গেছে। মানবসত্তা থেকে আল্লাহকে বিচ্ছিন্ন করে নিরাকার মনে করা হয়। মূলত তিনি আকার-সাকারের মধ্যেই নিরাকারের লীলা সম্পন্ন করেন। চিরন্তন এ সত্য রাষ্ট্রশক্তি দীর্ঘকাল পাথর চাপা দিয়ে রাখায় মানবসমাজ ধর্মের নামে কুধর্মের চোরাবালিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। মানুষের এ সংশয়াচ্ছন্ন বিভ্রান্তিকে শাঁইজি লালন তাই এভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেন :

শাঁই আমার কখন খেলে কোন খেলা।
জীবের কী সাধ্য বলো
শুনে পড়ে তাই বলা॥

কখনো ধরে আকার
কখনো হয় নিরাকার
কেউ বলে সাকার
কেউ বলে নিরাকার
অপার ভেবে হই ঘোলা ॥

অপার সাগর

জাগতিক বিষয়মোহের অন্তহীন সাগরে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষ প্রতিনিয়ত হাবুডুব খায় এবং তাতেই ডুবে মরে। গুরুই তাঁর আদর্শের সন্তানকে কেশ ধরে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এ অপার সংস্কারের সাগর পার করিয়ে নেন যুগে যুগে।

অপারে কেউ থাকবে না

সম্যক গুরুর চরণে সম্পূর্ণ মানসিক আত্মসমর্পণ কেউ করতে পারলে তিনি বস্তুজগতের উর্ধ্বে রহস্যজগতে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। পার্থিব দেহবন্ধনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মমৃত্যুময় সংসার থেকে মুক্ত হয়ে অসীম জ্ঞানলোকে স্থানলাভ করে থাকেন। অপার্থিব জ্ঞানলাভের মাধ্যমে দেহের স্থূলবন্ধন থেকে সাধক সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান। এখানে আপন গুরুর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমভক্তিই মূল সম্বল।

অপারের কাণ্ডার নবিজি আমার

পতিত পাবন গুরু পাপী-তাপীর পারাপারের কাণ্ডারী। তাঁর কৃপা ছাড়া সৃষ্টির কঠিন বন্ধন থেকে মানুষরূপী পশুদের মুক্ত করার মতো কোনো পথ প্রদর্শক তথা মুক্তির শিক্ষাদাতা-পরিত্রাণকারী কেউ নেই।

অপারের কাণ্ডারী

একজন সম্যক গুরু তথা জগত গুরু যিনি তাঁর প্রেমিক ভক্তের দেহরূপ নৌকা এবং মনের প্রত্যক্ষ চালক হয়ে এ ভবসমুদ্র পার করান তিনিই অপারের কাণ্ডারী। কারণ সম্যক গুরুই দেহমনের কর্তা, মূলসত্তা মোহাম্মদ।

অপযশ

গুরুর কাছে মৌখিক বা দৈহিক সমর্থন বা সমর্পণ করার পরও যে ব্যক্তি মানসিক ভাবে সমর্পিত হতে পারে নি এমন লোকেরা তাঁর পথ-পদ্ধতি অনুসরণ না করে, তাঁর নির্দেশ ও দর্শন অগ্রাহ্য করে চিন্তা ও কর্মে মোহসঞ্চয় তথা ফলভোগের কামনা করে। তাতে আত্মিক রোগের কবিরাজরূপী গুরুর অপযশ করা হয়।

সর্বযুগে আপন দলের লোকেরাই মহাপুরুষদের নাম ভাঙিয়ে জগতে অনাচার-দুরাচার বাড়িয়েছে। নিজের লোকেরাই তাঁদের অত্যাচার-অবমাননা করেছে। তথাকথিত ভক্ত অনুসারীর আবরণে এরাই মহৎগণের প্রতি চরম অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে সর্বযুগে।

অপর

সমগ্র মহাবিশ্ব একদেহ। এক ভিন্ন দুই নেই। অজ্ঞানাবস্থা বা খণ্ডজ্ঞানের কারণে সাধারণ মানুষ আমি-তুমি, পর-অপর ইত্যাদি অসংখ্য সংস্কারে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু একজন সাধকের কাছে সবই আমি, আপন-পরহীন অখণ্ড একক সত্যস্বরূপ। সেখানে পর বা পৃথক বলে কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। সবই অপর অর্থাৎ কিছুই পর নয়, আপন।

অপবিত্র করে

সাধারণ মানুষ মনের মোহ-আসক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে মনে আগত বিষয়সমূহ স্পর্শ করে তা অপবিত্র বা কলুষিত করে ফেলে। জগতের কোনো বিষয়ই পবিত্র বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপবিত্র নয়। মানুষের মনের গতি-প্রকৃতির কারণে তা পবিত্র বা অপবিত্র হয়ে থাকে। সালাতই পবিত্রতা লাভের একমাত্র উপায়। সালাতের মাধ্যমে সাধক যা কিছু স্পর্শ করেন তা পবিত্র হয়ে ওঠে।

অপমৃত্যু

ধ্বংসাত্মক মৃতুকে 'সায়াত' তথা 'অপমৃত্যু' বলে। প্রকৃতপক্ষে জন্মগত বা আজন্ম মাসুম ব্যতীত অন্য সবাইকে মুক্তির লক্ষে বিষয়মোহের কলুষ থেকে মানসিক ভাবে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হয়। নয়তো বাববার জন্মচক্রে আবদ্ধ থাকতে হয়। গুরুর গুরুত্বের সাথে সংলগ্ন না হয়ে মৃত্যুবরণ করাই অপমৃত্যু বা ক্ষতিকর মরণ।

আল্লাহর অলিগণ ব্যতীত 'অপমৃত্যু' সম্বন্ধে মানব মন মোটেই সজাগ নয়। অপমৃত্যুর বিষয়টি তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। ধর্মরাশির মোহান্ধকার মন থেকে দূর করতে না পারলে অপমৃত্যুর মারাত্মক পরিণতি উপলব্ধি করা সম্ভবপর নয়। আল্লাহ অর্থাৎ কামেল গুরু ব্যতীত এ আবরণ কেউ দূরীভূত করার ক্ষমতা রাখে না।

গুরুর প্রতি সালাতের কর্তব্য পালন করলে সব মোহান্ধকার দূর হয়ে জীবনবোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপমৃত্যু দূরীভূত হয়।

মানবীয় আমিত্ব তথা জাহান্নামের অপমৃত্যুতে মানসিক উত্থান ও পতন দুটোই আছে। গুরুর আশ্রয়ে অর্থাৎ জান্নাতের মরণে শুধু উত্থান আছে, সাধারণত পতন নেই। জান্নাতের উন্নতিশীল মৃত্যুও দুঃখজনক। এর কারণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তির দিকে উন্নতিমূলক মৃত্যু হলেও পুনর্জন্মের দুঃখ-জ্বালা বারবার ভোগ করা অবশ্য কষ্টকর। মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত মহৎ ব্যক্তিগণও কম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন না।

গুরুবিমুখ জাহান্নামবাসীর পাপ হলো স্থূল পাপ। তারা বড় বড় পাপ করে সামাজিক ভাবে বা প্রকাশ্য ভাবে 'পাপী' বলে পরিচিত হয়। অন্যদিকে জান্নাতবাসী গুরুভক্ত ইনসানেরা অপ্রকাশ্য ছোট ছোট পাপ করে থাকে। এ পাপগুলো সুন্দরের প্রতি মোহের আকর্ষণ, যা দিয়ে তারা অতি সূক্ষ্মভাবে আক্রান্ত বা আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ পাপ আল্লাহ তথা গুরুর কাছে ক্ষমাযোগ্য। পরিণামে মুক্তির লক্ষ্যে সুন্দরের প্রতি আকর্ষণজনিত ছোট ছোট পাপও পরিত্যাগ করতে হয়।

অপরকে বুঝাইতে তামাম

নবি-রসুলদের বোঝার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনাবোধ সাধারণ জনগণের নেই। এসব অশান্ত-অধম-অজ্ঞান মানুষকে প্রশান্তিময় সুপথের সন্ধান দেন সর্বকালীন-সর্বজনীন মহাপুরুষ-অবতারগণ। যুগে যুগে একই সত্যবাণী তাঁরা প্রকাশ করেন সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্যে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুবাণী ভক্ত-শিষ্য-অনুসারীদের জীবনে মূর্ত করে তোলার জন্যেই মহৎগণ প্রকাশ করে থাকেন, যদিও তাঁরা এসব বাণী বা উপদেশের অনেক উর্ধ্বে বিরাজ করেন।

অপরাধ

জগতবাসী সম্যক গুরু তথা মহাপুরুষের মাধ্যম গ্রহণ না করে ভোগবাদী-সাম্রাজ্যবাদী অহাবিদের বিকৃত কোরানের তফসিরকে এখনো অনুসরণ করে। কামেল মোর্শেদের আশ্রয় না নিয়ে তথাকথিত মোসলেম সমাজ আল্লাহকে শুধু অদৃশ্য বা নিরাকার বলে প্রচার করে। মাদ্রাসা পাস কাঠমোল্লাদের পেছনে দাঁড়িয়ে হেন কোনো পাপাচার-দুরাচার জগতে নেই, যা তথাকথিত মোসলেম সমাজ বাকি রেখেছে। নামসর্বস্ব এ মোসলেম জাতি কার্যত মোহাম্মদকে সাধারণ মানুষের স্তরে নামিয়ে দিনে বেয়দপি করে। পাঁচবেলা আজানের পর সুন্নি-অহাবিরা মহানবিকে জান্নাতে দাখেলের জন্যে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করে এখনো। ধর্মজ্ঞানে এ অকাট মূর্খের দল বাস্তব ও বর্তমান জান্নাত-জাহান্নামকে বহু দূরের ঘটনা বানিয়ে নানা দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে নিজেরাই শুধু জাহান্নামে নেই, সমগ্র বিশ্বকে চরম বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এদের সবচেয়ে বড় অপরাধ মহানবির উত্তরাধিকারী মাওলা আলীর মাওলাইয়াতকে অস্বীকার করা। আর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীকালে এজিদি বস্তুবাদ তথা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের পদসেবী এ গোষ্ঠী হাজারো বছর ধরে দ্বীন ইসলামকে জগতের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয়নি। এখনো তারা মিথ্যাচার করেই চলছে।

মাওলা তথা কামেল গুরুকে অগ্রাহ্য করাই সব অপরাধের মূল। গুরুই নবি রসুলের নিশানা, ধর্মের ব্যাখ্যাতা, কর্মের কর্তা, সব দুঃখ-যন্ত্রণা হরণের হরি, অজ্ঞান জগতবাসীর জ্ঞানদাতা একজন বুদ্ধব্যক্তি। মানবচিত্তের কর্ষণ ও আকর্ষণকারী শক্তিই কৃষ্ণ। চেতনাহীন সত্তায় চেতনাদানকারী চৈতন্য মহাপ্রভু। গুরুর শরণ, স্মরণ, মনন ও সংযোগই ভক্তের সালাত তথা ধ্যান। গুরু বিনে কোনো কিছুর শুরু-শেষ নেই, কোনো চিন্তা নেই, কর্ম নেই। গুরু ছাড়া কোনো ভাব নেই, ভাষা তো অসম্ভব আরো। ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় বস্তুবাদী উন্নয়নের নামে অপরাধের মাৎসন্যায় চলছে তাই। ভোগবাদের মোহমাখা ফাঁদে পড়ে মানব সমাজ পাপ সমুদ্রে ডুবন্ত জাহাজের মতো নাজুক অবস্থায় আছে। গুরু লালন পতিত পাবন হয়ে সবাইকে উদ্ধার করতে আগ্রহী হলেও আমরা বস্তুমোহে-নারীমোহে অন্ধ প্রায়। এ অপরাধের যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

অপরূপ সে নদীর পানি কি বলবো তার গুণ বাখানি

মন দিয়ে দেহের মধ্যে ৪০ দিন একাগ্র হয়ে প্রতিটি বিষয় অণু অণু করে অর্থাৎ ভেঙে ভেঙে যে সাধক দেখতে পারেন তিনিই জানতে পারেন মস্তিষ্কের সহস্রদল পদ্মে গুরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম আলোকিত স্বরূপ কত না বাঙ্ময় রূপরসের মহাসমুদ্র। সেখানে নদী আছে, মৎস্য আছে, রূপের মহাজাগতিক ঝলক আছে, কতো না বিচিত্র বিদ্যুৎ খেলে জ্যোতির্ময় পরম আনন্দলোকে। এ অপার্থিব সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলে কিংবা লিখে কেউ সঠিক বুঝিয়ে শেষ করা যায় না। ঐ স্তরে না পৌছানো পর্যন্ত সে অপরূপ মনোহর চিত্রগুপ্তের কোনো তুলনা দেয়া সম্ভব নয়।

অবতার

বিশ্বের অধঃপতিত মানুষকে তরাতে যুগে যুগে গুরুরূপে অবতারের অবতরণ ও তারণ। আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সদস্যগণ মানবরূপ ধরে মাটিতে অবতীর্ণ হন। আল্লাহর দৃষ্টিগোচর দেহই অবতারদেহ। অবতার সম্যক গুরু যার কাণ্ডারী হয় সে অঠাইয়ে ঠাঁই অর্থাৎ আধ্যাত্মিক নিরাশ্রয় অবস্থা থেকে আল্লাহর স্থায়ী চরণাশ্রয় পায়।

অবতারী

অবতারী হলেন অবতরণকারক, আবির্ভাবক। যাঁর দেহে সকল অবতারের স্থিতি, অবতারগণের আশ্রয় যিনি মহাগুরু তিনিই অবতারী। এক অবতারী অনেক অবতার জন্ম দেন। মহাপুরুষ মহাপুরুষই জন্ম দেন।

আল্লাহ বা ঈশ্বর কখনো ইন্দ্রিয়-মোহপাশে আবদ্ধ সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন না, দেখা দেন না, তাদের সাথে কোনো লেনদেনও করেন না। জীব স্বভাবে আবদ্ধ মনুষ্য সমাজে যুগে যুগে আল্লাহ নবি, রসুল, অবতারের মনুষ্যদেহ ধারণ করে অবতীর্ণ হন পাপীতাপী-বিভ্রান্ত মানব সমাজকে প্রেমের শিক্ষা এবং মুক্তির দীক্ষা দিতে। জগতকে মুক্তিদান করার মহাজাগতিক মিশনে তাঁরা মানব রূপ ধরে আসেন। খণ্ড খণ্ড কালে নানা নাম ধরে অবতীর্ণ হলেও মূলত তাঁরা এক। তাঁরাই কোরানের পরিভাষায় 'নাহনু' অর্থাৎ 'আমরা দল', আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সদস্যগণ। 'আমরা'গণের মূলসত্তা হলেন মোহাম্মদ। মূলত তাঁরা আমরা নন, আমি। সেখানে কোনো দ্বৈত ভাব নেই; একক ভাব বিরাজমান।

সর্বযুগে সর্ব জাতির কাছে অবতার রূপ অপ্রকাশ্য আল্লাহ সম্যক গুরু পতিত-পাবনরূপে প্রকাশিত হন। এমন উচ্চাঙ্গের মহৎ সাধুগণ যা বলেন তা আল্লাহর বাক্য, যা করেন তা আল্লাহর কর্ম। তাঁরা যে দিকে মোড় নেন আল্লাহর ধর্মও সেদিকে মোড় নেয়। তাঁরা বিষয়-বিষের কামাসক্তিতে নিমজ্জিত পাপী মানুষকে উদ্ধারের জন্য গুরুবেশে পৃথিবীতে এসে সালাত ও জাকাত শিক্ষা দিতে অসীম দুঃখ-কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নেন। মানব সমাজকে সত্য-সুপথে চলার পদ্ধতি দেখান।

তাঁরা সকলেই প্রেমধর্মের মহান দৃষ্টান্ত। সেজন্যে কেউ মাথায় কাঁটার মুকুট পরেন, ক্রুশকাঠে চড়েন। কেউ কাঁটাবনে হৃদয়ের রক্ত ঝরিয়ে প্রেমের ফুল ফোটান, আবার কেউ কারবালায় এজিদের কাছে কাপুরুষের মতো বশ্যতা স্বীকারের চেয়ে বীরের মত মৃত্যুকে আহ্বান করেন। কেউ আবার মার খেয়েও প্রেম বিলান, শরীরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুরারোগ্য গুটি বসন্তের রোগী সেজে নদীতীরে পড়ে থাকেন সর্বহারা হয়ে। বিষয়মোহে আচ্ছন্ন জনগণ কোনো যুগেই তাঁদের দেখেও চিনতে পারে নি। তাঁদের কথা শুনেও কিছু বুঝে ওঠে নি। এমন আজব মহিমা অবতার-অবতারীর।
আল-কোরানে অবতারগণের চেহারা বা মুখমণ্ডলকে 'অজহুল্লাহ' অর্থাৎ 'আল্লাহর চেহারা' বলা হয়েছে। যে সাকার চেহারায় মানবীয় প্রবৃত্তির অবলুপ্তি ঘটে গেছে তা আল্লাহগুণের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি। এমন চেহারা থেকে বিষয়মোহের আকর্ষণজনিত কোনো দুর্বলতা কস্মিনকালেও প্রকাশ পায় না। ফকির লালন শাহ ভারতবর্ষে আল্লাহর মহাপুরুষস্রষ্টা মহান অবতার-অবতারী।

▌অবলা পরানি

লিঙ্গ নির্বিশেষে প্রকৃতির মাধ্যাকর্ষণে আবদ্ধ বিষয়মোহ নির্ভর প্রতিটি সত্তাই বস্তুত নারী বা প্রকৃতি। এ রকম নারী বা দুর্বল মানুষের মানুষকে 'অবলা পরানি' বলা হয়েছে শাঁইজির সাধুশাস্ত্রে।

আমি আর কত না জানি
অবলা পরানি
এ অনলে জ্বলবো ওহে দয়েশ্বর ॥

AMARBOI.COM

▌অবশেষে হারায় জীবন

প্রতিনিয়ত বিষয়মোহে তথা নারীমোহে মনকে কামাসক্ত করে রাখলে, সেই মদন বারবার জন্মমৃত্যুর জ্বালাময় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। আগুনের টানে বিভ্রান্ত হয়ে পতঙ্গ যেমন কিছু না বুঝেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ হারায়, তদ্রূপ জাগতিক ভোগবাদের লোভে পড়ে 'আরো চাই আরো চাই' করে মানুষ মনের শক্তি নষ্ট করে না শুধু, বিষয়রাশির স্তূপের নিচে পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। গুরুকে ত্রিজগতের পতিরূপে গ্রহণের দ্বারা আত্মদর্শন না করলে এ পরিণতি অপরিহার্য।

▌অবিম্বুধারী

ছায়াহীন কায়া, মহাগুরুর সত্তাকে যিনি আত্মস্থ করে ফাতেমারূপে জগজ্জননী হয়েছেন। সৃষ্টির করিয়ত্রী শক্তি। তিনি সৃষ্ট নন, সৃষ্টিও নন বরং সকল সৃষ্টির মূলাধার আদ্যশক্তি, মহামায়া মহাপুরুষ স্রষ্টা।

শুনি মা তুমি অবিম্বুধারী ॥
বেদান্তের উপর গম্বু তোমারই।

▌অবোধ মন

কামাসক্ত বা ইন্দ্রিয়নির্ভর স্থূলমন যা নিষ্কাম তথা অতীন্দ্রিয় মহাশক্তিমান সম্যক গুরুর ভাষা কখনো শুনলেও বুঝে উঠতে পারে না, কিঞ্চিৎ বুঝলেও তা আপন স্বভাব বা চরিত্রে ধারণ করতে পারে না-এমনতর অজ্ঞান ও দুর্বলতর অবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভক্ত জনা

মানুষের সেবার জন্যেই বস্তুর প্রয়োজন আছে। কিন্তু বস্তুকে মানুষের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে যারা মনে করে তারাই অভক্তজন। বিষয়বাসনা-কামনা দ্বারা তাড়িত হয়ে বুঁদ হয়ে রয়েছে এমন অভক্তজনের অন্তরে মানুষরূপী আল্লাহ্ বা গুরুর প্রতি সমর্পিত ভাব তথা ভক্তিভাব জাগে না। অন্ধকার উৎপাদনকারী বস্তুবাদি, গোলাপী অহাবি ধার্মিক ব্যক্তিরাই অসৎ-অভক্ত।

অভয় চরণ

এ জীবন ও জগত অসংখ্য বিপদ-আপদ-ভয়ে পরিপূর্ণ। সংসারসমুদ্রে মানুষের জীবন নৌকা নানা ভয়সংকুল অবস্থার মধ্যে চলে। সে নৌকা যত শক্তপোক্তই হোক না কেন, যে কোনো সময়েই বিপদের উত্তাল ঢেউ এসে সব ডুবিয়ে দিতে পারে। বিষয়রাশির মোহ আকর্ষণ ভয়াল ঢেউয়ের রূপ ধরে ইন্দ্রিয়কে আবিষ্ট করে অজ্ঞান-অন্ধকারে যে কোনো মুহূর্তে তলিয়ে দিতে পারে অতলান্তে।

কেবল সম্যক গুরুর চরণে আমিত্ব সমর্পণ করে অর্থাৎ সকল চিন্তা ও কর্মের ভার তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করে আমরা ভয়মুক্ত হতে পারি। একজন কামেল মোর্শেদের চরণই অভয় চরণ যেখানে আত্মসমর্পণ করা হলে সমস্ত বিষয়ের কর্মফল ক্ষয় হয়ে যায়। জগতবাসী প্রচলিত বস্তুবাদের তথা জাগতিক শক্তির চরণে সমর্পিত। তাই তাদের চিন্তা ও কাজগুলো ভোগাচারমূলক। সমাজ-সংসার-সংস্কারবশে প্রায় সবাই ফলভোগের আশায় কর্ম করে, যা তাদের আরো কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় মানে ভববন্ধন থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা, যদি তাতে ভক্তি থাকে অবিচল। 'আমি ও আমার'—এমন মনোভাব থেকে মুক্ত হতে পারলে জীবের সব ভার গুরুই বহন করেন। কারণ তিনি পতিত পাবন। ভক্তের দেহমনের সাথে তিনি সর্বক্ষণ একাঙ্গীভূত হয়ে থাকেন। সোজা কথায়, ভক্তের ভক্তিই মুক্তি লাভ করে গুরুর অভয় চরণে। ভক্তের ডাকে গুরু স্বর্গ ছেড়ে নেমে আসেন পৃথিবীর মাটিতে। ফকির লালন শাঁইজির চরণে অর্থাৎ তাঁর আদর্শের উপর সমর্পিত হওয়ার মাধ্যমে আমরা তাঁর অভয় চরণ ভিখারি হয়ে উঠতে পারি। নয়তো সংসারের অনিশ্চিত এবং ভীতিপ্রদ চরণের উপর ভর দিয়ে জীবের বন্ধনমুক্তির উপায়ান্ত নেই। জগতের সব নির্ভরতার চরণ বিপজ্জনক। কেবল কামেল মোর্শেদের চরণই নিরাপদ, নির্ভয় এবং নির্ভার।

অমনি অঘাটে পড়ে রয়

গুরুপ্রেমে দিওয়ানা রূপ সনাতন গোস্বামী বাদশাহ হোসেন শাহ'র প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিলেন। পরিধানের দামী শাল-দোশালা ছেড়ে অঙ্গে কৌপীন পরলেন। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সব অন্ন ছেড়ে শুধু শাক খেয়ে জীবন ধারণ করলেন। পদমর্যাদা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগবিলাসই শুধু ছাড়লেন না তিনি, লোক সমাজের সব জাগতিক বন্ধন ত্যাগ করে বনে গিয়ে গুরুর সন্ধানে ফানা ফিল্লাহর চরম হালে উত্তীর্ণ হলেন।

এমন আমিত্বশূন্য অর্থাৎ লা-হালে সন্তুষ্ট হয়ে গুরু তাঁকে শুধু দর্শনই দিলেন না, তাঁর চরণও দিলেন দয়া করে। পড়ে শুনে জাগতিক জ্ঞান, সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভদ্রতা দিয়ে গুরুর চরম ও পরম দান পাওয়া যায় না। অহঙ্কারের তথা আমিত্বের শেষ কণাটুকু পর্যন্ত নিঃশেষ করে সর্বহারা সার্থক হয় সাধক জীবন। প্রেমতত্ত্বে গুরুর দয়া-দাক্ষিণ্যের চেয়ে প্রেমিক ভক্তের আর কোনো বড় পাওয়া থাকতে পারে না।

অমর গোরা

দেহমনের বাঁধন ছিড়ে যে সাধক গুরুর অসীম মনোলোক তথা জ্ঞানজগত থেকে প্রবাহিত অবিরাম জ্ঞানের ফল্গুধারায় আমিত্বজনিত ক্ষুদ্র সব অহঙ্কার বিনাশের মাধ্যমে গুরুময় সত্তা হয়ে উঠেছেন তিনি দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং তিনিই গুরুপ্রেমের দিওয়ানা হয়ে আপন সত্তার বাইরে ও ভেতরে গুরুকে দর্শন করেছেন। অমর গোরা সেই মহাপুরুষের উপাধি। গোরা ও গৌরাঙ্গ একই অর্থবোধক শব্দ। যিনি পরমজ্ঞানে জ্ঞানী আলোকিত সত্তা তিনিই গোরা বা শাদা।

ছায়াহীন এক মহামুনি
বলবো কী তাঁর করণী
প্রকৃতি হয়ে তিনি
হলেন নারি সেধে অমর গোরা ॥

AMARBOI.COM

অমর হয়

গুরুর নির্দেশিত ধারায় দেহমনের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাঁরা মরার আগেই মরে যান তাঁরা আর দেহমনের মধ্যে আবদ্ধ হন না। মূর্খ জনগণ তাঁদের দেহকে সংহার করে ভাবে যে, তাঁদের বুঝি সংহার করা হলো। কিন্তু কোরান বলছেন, তারা তাঁদের হত্যা করতে পারে না। অতএব তারা অর্থাৎ ভোগবাদী মানুষ কোনো সাধককে হত্যা বা গুলিবিদ্ধ করে প্রাণ সংহার করতে পারে না।

হাকিকতে মহাপুরুষগণ কখনোই মারা যান না। এ বিষয়ে যাদের মন সন্দিহান থাকে তারাই মহাপুরুষদের দেহান্তরকে সাধারণের মৃত্যুর মতো মনে করে থাকে। এরা বড়ো মূর্খ তাই স্থূল ধারণার বশবর্তী হয়ে মহাপুরুষের মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ করে থাকে। জনগণ অতি উচ্চমানের মহৎ পুরুষের মহত্ত্ব বুঝতে পারে না। 'হক্কুল একিন' পর্যায়ের ইমান ব্যতীত মানবীয় ধারণা দ্বারা মানসিক সত্য বোঝা সম্ভব নয়।

আল্লাহ মোমিন-মহাপুরুষকে নিজের দিকে উত্থিত করে নেন। কর্ম সম্পাদনের বিষয়ে আল্লাহ হলেন শক্তিশালী বিজ্ঞানময় বিচারক। তাঁর বিজ্ঞানময় শক্তি দ্বারাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তাঁর প্রকৃত দাসকে মৃত্যুঞ্জয়ী করে তোলেন। মানুষের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম নূরের দেহ থাকে যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। মহাপুরুষগণ সাধনার মাধ্যমে তা অর্জন করে অমর হন। উদাহরণ স্বরূপ ইসা নবি, মাওলা আলী, ইমাম হোসাইন, মনসুর হাল্লাজ, শামসে তাব্রেজি প্রমুখ জগতবাসীর সামনে অমর মহাপুরুষের স্পষ্ট নিদর্শন।

অমর্ত্যের এক ব্যাধ ব্যাটা হাওয়ায় এসে ফাঁদ পেতেছে

দশ ইন্দ্রিয় সমন্বিত দেহ বা জগত হলো মর্ত্য। ইন্দ্রিয় রিপুর উপর বিদ্যমান অতীন্দ্রিয় লোকের সাধক ধ্যানকালে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করে এক পর্যায়ে নাক দিয়ে শ্বাস গ্রহণ বন্ধ করে ফেলেন। এ পদ্ধতিতে বায়ুক্রিয়াকে 'প্রাণায়াম' বলা হয় সাধনশাস্ত্রে। সাধারণ মানুষের নাসিকার ছিদ্র দুটো হলেও সাধকের নাসিকা হয়ে যায় তিনছিদ্র বিশিষ্ট। মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন ছিন্নকারী, দেহভারমুক্ত ভাসমান পাখির মতো মুক্ত হয়ে যান বায়ুর সাধক।

এখানে 'ব্যাধ' বলতে হাওয়ার সাধককে বোঝানো হয়েছে। তিনি আপন নাসাপথে ফাঁদ পেতে স্থানকাল-জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিঁড়ে ফেলেন। চরম অর্থে একেই সাধুশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'মরার আগে মরে যাওয়া'। দেহের বন্ধন ছিন্ন করে প্রকৃতির উপর বিজয় অর্জন দ্বারা পুরুষ হওয়ার লক্ষ্যে সম্যক গুরুর তত্ত্বাবধানে প্রাণায়াম সাধনা করতে হয়। এটি অত্যন্ত কঠিন সাধনা। সেজন্যে শাঁইজি বর্ণনা করছেন :

বলবো কী সে ফাঁদের কথা
কাক মারিতে কামান পাতা
ব্রহ্ম বিষ্ণু নরনারায়ণ সেই ফাঁদে ধরা পড়েছে ॥

পাতিয়ে ফাঁদের চুয়া
সে ব্যাধ ব্যাটা দিচ্ছে খেওয়া
লোভের চার খাটিয়ে
চার খাবার আশে
পড়ে সেই বিষম পাশে
কতো লোভী মারা যেতেছে ॥

অমাবতী

মনের ধ্যানহীন অন্ধকার অবস্থা। চিত্তাকাশে জ্ঞানের চন্দ্রশূন্য অন্ধকার পরিবেশ। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী তিথি। যে তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র সহবাস করে। তখন সূর্য উপরের দিকে মন্থরগামী এবং চাঁদ নিচের দিকে নিম্নগামী থাকে। এমন গতির কারণে চন্দ্র সূর্যমণ্ডলের খুব নিকটস্থ, ঠিক অধোভাগ অবস্থিত থাকে। তখন চন্দ্রমণ্ডলের উপরের অর্ধাংশ আলোকিত হয় এবং নিচের অর্ধেক অংশ অপ্রকাশ্য থাকে। চাঁদ দেখা যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। রাত হয়ে থাকে অন্ধকারময়। এটি হলো জাগতিক শাস্ত্রী বা শাস্ত্রবিদদের অমাবতী বা অমাবস্যা বিষয়ক ব্যাখ্যা। গ্রামের কৃষকেরা এদিন জমিতে কর্ষণ বন্ধ রাখে। চন্দ্রসূর্যের আবর্তনের সাথে নারীদেহে ঋতুস্রাব ও প্রজনন সম্পর্ক বিদ্যমান। মাসিক ক্ষরণকালে স্ত্রী সহবাস নিষিদ্ধ। কিন্তু ফকির লালন শাঁইজির এ বাণী সেসব স্থুল দৈহিক জাগতিক সম্পর্কের চেয়েও অনেক সূক্ষ্ম এবং গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থ প্রকাশক। তিনি বলেন :

হলো অমাবতী বার
মাটি রসে সরোবর
সাধু গুরু বৈষ্ণব যাঁরা
উদয় হয় সেই রসের সনে ॥

তুই ক্ষ্যাপনা চাষা ভাই
তোর জ্ঞান কিছু নাই।
ঢাল বেয়ে কাল হও ক্যানে ॥

যে জন রসিক চাষা হয়
সে যোগ বুঝে হাল বায়
লালন ফকির পায় না ফিকির
হাপুর হুপুর ভূঁই বোনে ॥

এ পদটি লালন পদাবলির প্রবর্তদেশের অন্তর্ভুক্ত। সাধকদেশে উত্তরণের পূর্ব অবস্থায় প্রবর্ত ভক্তের অর্বাচীন দশায় গুরুর সাবধানী এ বাক্যে বলা হচ্ছে ,সেই অমাবস্যা কালে যে রস নিঃসরণ হয় তার সাথে পাল্লা দিয়ে সাধুগুরু বৈষ্ণব ফকিরগণ উদয় হন। এ কথাও খুবই রূপকমণ্ডিত সান্ধ্যভাষা।

সপ্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যখন বিষয়রাশি মনে ঢুকে পড়ে তখন প্রতিটি বিষয়কে জ্ঞানের সাথে গ্রহণ-বর্জন করতে হয়। জ্ঞানময় অবস্থায় বিষয়দর্শন করতে না পারলে। মোহের আকর্ষণে বশীভূত হয়ে পড়াটাই অন্ধকারময় কলুষিত অবস্থা অর্থাৎ অমাবস্যা। আর জ্ঞানের সাথে বিষয়রাশির উদয়-বিলয় প্রত্যক্ষ করাই আলোকিত অবস্থা। কোরানদর্শন ও বৈষ্ণবদর্শনে প্রতিটি বিষয়ই হলো নারী বা প্রকৃতি। বিষয় বিমুগ্ধ হয়ে পড়লে অজ্ঞান অন্ধকার মানুষকে অধোপাতে টেনে ডুবিয়ে মারে। আর জ্ঞানের সাথে বিষয়মোহকে দূর করতে পারলে প্রতিটি বিষয় বা ধর্ম থেকে জ্ঞান বা আলোর উদয় ঘটে। সাধুগুরুগণ সম্যক জ্ঞানী। অন্যদিকে জ্ঞানহীন মানুষ হলো খাৎনা চাষা, বিষয়মোহে হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে পড়ে। জ্ঞানের সাধক বিষয়রাশির মোহত্যাগ করো ইন্দ্রিয় বিজয়ী হয়ে ধর্মের উপর ভাসমান থাকেন, আর ডুবে যান না।

জগতবাসী প্রতিনিয়ত অজস্র বিষয়রাশির মোহে রমিত হয়ে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এ অবস্থায় জীবনযাপন করতে করতে তারা মানবজীবনকে ধ্বংসের নিয়ে যায়। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের বারবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বন্দিদশায় কাটাতে হয়। অর্থাৎ পশুর মতো নিম্নগতিপ্রাপ্ত হতে হয়। মানুষের জীবনের সার্থকতাই হলো প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অতিমানব তথা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষে উন্নীত হওয়ার মধ্যে। না হয় নরপশুর জীবন-ঘানি টেনে টেনে স্থূল পর্যায়ে নেমে যেতে হয়। একেই সাধুশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'আয়ু হারানো'।

আবার চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ, এ তিনদিন জাগতিক সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে অবসর নিয়ে অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে সংযম, দম ও নিয়ম অনুক্রমে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণের যে সাধনাবিধি কোরানে উল্লিখিত আছে। তাঁর অনুসরণ করলে সাধকের মহাজ্ঞান লাভ তথা নির্বাণ অর্জন সহজতর হয়ে থাকে।[১]

অমাবস্যা

কোরান মানুষের মনকে 'আকাশ' বলে রূপক ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বিষয়মোহে রমিত মনোজগত নানা ধর্ম বা বিষয়রাশির মেঘে যেমন আচ্ছন্ন থাকে, তেমনই মাওলা আলীর প্রতীক জ্ঞানরূপী চন্দ্রের উদয়ও সেখানে হয় না।

আবার দেহমনের রজঃস্বলা অবস্থাকেও অমাবস্যা বলা হয়। এ অমাবস্যার অন্ধকার থেকে গুরুবাদী সাধনাযোগে চন্দ্রোদয় বা পূর্ণিমা হয়। রজঃপ্রবৃত্তি মানুষকে কামপ্রবণ করে। একে তমোগুণের আকররূপে 'অমাবস্যা' বলে সাধুশাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে।

কাম অর্থাৎ আসক্তিপূর্ণ প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মনকে ছিন্ন করে সাধনবলে প্রেমপ্রবাহে যুক্ত করার এটিই প্রকৃষ্ট সময়কাল। কামভাবকে সংযম দ্বারা পরিশুদ্ধ করে অনাবিল নিষ্কাম আনন্দলাভই সাধকের উদ্দিষ্ট। এমন আনন্দের উন্মেষ সাধকের চিত্তাকাশে প্রজ্ঞাময় চন্দ্ররূপের পরম বিকাশ। প্রেমসাধনায় উর্ধ্বগতি লাভ হলে জ্ঞান জোৎস্নায় আলোকিত হয়ে ওঠে সাধক চিত্ত।

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়।
মহাযোগ সেদিনে উদয়
লালন বলে তাঁহার সময়
পল-দণ্ড রয় না ॥

অমাবস্যা নাই সে চাঁদে দ্বিদলে তাঁর কিরণ উদয়

আসক্তি মাখা বাইরের সব আকর্ষণীয় বিষয় থেকে মনকে ঘুরিয়ে ভেতরমুখি অর্থাৎ দেহের ভেতরে নিবদ্ধ করে নিতে পেয়েছেন তিনিই লালন সাধক। সাধকের কপালের মধ্যবর্তী স্থানে স্থিত দ্বিদলচক্রে তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞানচোখে নূরে মোহাম্মদির কিরণ উদিত হয়। এ রূপ সাধকের চিত্তাকাশে মোহাম্মদি নূরের বিকাশ সূর্যচন্দ্ররূপে ঝলক দেয়। মহাজাগতিক এ জ্যোতির্ধারা প্রবাহ স্থায়ী জ্ঞানের প্রকাশ। মনকে

১. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ সিয়াম দর্শন ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুধ্যানে দাঁড় করাতে পারলে সেখানে অমাবস্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতা আর প্রবেশ করতে পারে না। শাঁইজি তাই ব্যক্ত করেন :

অনেক ভাগ্যের ফলে সে চাঁদ কেউ দেখিতে পায়
অমাবস্যা নেই সে চাঁদে দ্বিদলে তাঁর কিরণ উদয় ॥

❙ অমূল্য কর্পূর যাহা

ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে অবিরাম ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে দেহে-মনে কত আকর্ষণীয় বিষয় উদয়বিলয় হয়। সবই ক্ষণস্থায়ী। এক বিষয়ের পর আরেক বিষয় ঢুকে চিত্তকে চঞ্চল করে তোলে। কিন্তু গুরুর রূপধ্যানে সদাসর্বদা আনন্দের বিভোর প্রেমিক সাধক এমন ধীরস্থির মহাভাব অর্জন করেন যা কপূর্বের মতো ক্ষয়রাধক ও নিরাপত্তামূলক। বাইরের বিষয়রাশির হাওয়া গুরুরূপ তুল্য কর্পূরকে একটুও ক্ষয় করতে পারে না। কারণ সে বিশ্বাস কর্পুরকে রূপ ঘিরে থাকে মনের ভক্তিরূপ গোল মরিচকে।

কর্পূর উড়ে হাওয়ায় যেমন
গোলমরিচ মিশায় তার কারণ
মন যদি হয় গোলমরিচ মতন
বস্তু ক্যান যাবে ॥

আবার শাঁইজি এ কথাও বলেন :

অমূল্য কর্পূর যাহা
ঢাকা দেয়া আছে তাহা
কেমনে প্রবেশে হাওয়া
কর্পূরের ভাঁড়ে ॥

AMARBOI.COM

❙ অমূল্য দোকান

সম্যক গুরুর দেহ বা আশ্রমকে 'অমূল্য দোকান' বলা হয়। আপন দেহমন ত্যাগ করে গুরুদেহে সামগ্রিক আমিত্বের সমর্পণ দ্বারা অসীম উর্ধ্বস্তরের মহাজ্ঞান লাভ হয়। গুরুবাদী সাধক জগতে কেবল প্রেম দিয়ে যে কারবার চলে তাতে গুরুদেহ বা গুরুগৃহ বা গুরুর আশ্রম এরূপ প্রেমের অমূল্য দোকান, যেখানে শুদ্ধাভক্তিই লেনদেনের মাধ্যম অর্থ-বিত্ত-বেসাতের বিন্দু পরিমাণ মূল্যও নেই সে দোকানে।

❙ অমূল্য নিধি

মূল্য দিয়ে পরিমাপের অতীত মহাসম্পদ যে সৃষ্টিরহস্য বিজ্ঞান তথা আল-কোরান তাই অমূল্য নিধি বা মূল্যাতীত সম্পদ। একজন কামেল মোর্শেদের দেহ ও মন অর্থাৎ সত্তা ও জ্ঞান ভক্তের উর্ধ্বমুখি উত্তরণের পথে অমূল্য ধনভাণ্ডার, যা দিয়ে সমস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়বস্তুর মোহজনিত কলুষ-কালিমা বিদূরিত হয়। আপন আলোকিত মূর্তি বা স্বরূপ শক্তি অর্জন সহজতর হয়ে যায়।

❚ অমূল্য মাণিকমণি

গুরুসত্তা, পরম জ্ঞানের স্তর। সত্তার আধার মূল নূরে মোহাম্মদির বিকাশ।

❚ অমৃত

জাগতিক বিষয়-আসক্তির বিষ মানুষকে অজ্ঞতা, খণ্ডতা ও ভ্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে মারে। অন্যদিকে একজন সিদ্ধ মহাপুরুষের অসীম জ্ঞানভাণ্ডার হলো জন্মমৃত্যু, স্থানাকালজয়ী। সম্যক গুরু হলেন স্বয়ং অমৃত স্বরূপ। গুরুজ্ঞানের বিশিষ্ট ভক্ত ধ্যানযোগে মরে যাবার আগেই প্রাণে মরার মাধ্যমে গুরুর অমৃতধারা পান করে তাবৎ বিষয়জ্বালা থেকে নির্বাণ বা পরিশুদ্ধি লাভ করেন।

❚ অমৃত পুরা

দুধের মধ্যে যেমন ননী বা মাখন লুকিয়ে থাকে, তাতে মন্থন করলে দুধ ভেঙে ঘোল এবং মাখন পৃথক হয়ে যায় তেমনই দেহমনে প্রতিটি বিষয়বস্তুর মধ্যে এ রকম জ্ঞান লুকিয়ে থাকে। আপন দেহের ভেতর কাম ও প্রেম দুটো একত্রে জড়িয়ে আছে। সাধক পুরুষ তাঁর জ্ঞানযোগে দেহের ভেতরে-বাইরে সব বিষয়ে ধ্যান প্রয়োগ করে বিষ থেকে অমৃত আহরণ দ্বারা পরম আনন্দ প্রাসাদ লাভ করতে পারেন। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এরূপ জ্ঞান লুকিয়ে আছে। মনকে বিষয়ের মোহ থেকে আলাদা করতে পারলে জ্ঞানের স্ফুরণ শুরু হয়। সম্যক গুরু আপন ভক্তের দেহমনে সাধনা শিক্ষা দিয়ে মৃতকে অমৃতে পরিণত করেন।

❚ অমৃত সাগরের সুধা

মহাবিশ্ব দুই সমুদ্রের মিলিত প্রকাশ। সৃষ্টি ও স্রষ্টা হলো দুই সমুদ্র। যদিও এ দুই সমুদ্রের মাঝে একটি দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধ আছে। এক সমুদ্র সামাদ বা পরমপুরুষ এবং আর এক সমুদ্র প্রকৃতি বা নারী। নূর মোহাম্মদ সীমার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে প্রকাশে এসে কামেল মোর্শেদরূপে আপন পরিচয় ব্যক্ত করেন। এবং জীবশ্রেষ্ঠ মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে মোহবন্ধন থেকে তথা প্রকৃতি থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতা দান করেন এবং আপন চেহারা দান করে পুরুষরূপে বরণ করে নেন। জন্মমৃত্যুর বন্ধনমুক্ত গুরুর সামাদ-সমুদ্রের অসীম রহস্যময় প্রজ্ঞাই অমৃত সাগরের সুধা।

❚ অমৃত সে বারি অনুরাগ

আমাদের দেহভাণ্ডের অতল গভীরে মূলাধার চক্রে প্রকৃতি তথা কুল কুণ্ডলিনীর মধ্যে যে শক্তি বা রতি ঘুমিয়ে আছে তা গুরুর সংযোগে যুক্ত করে মস্তিষ্কের সহস্র দলপদ্মে পুরুষ তথা সূক্ষ্ম গুরুসত্তায় মিলিত করতে পারলে আমরা অমৃতরসে সিক্ত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মমৃত্যুর বন্ধন অর্থাৎ ভবের করণ সাঙ্গ করতে পারবো। না হয় বারবার জন্মমৃত্যু খপ্পরে পড়ে থাকবো। তাই লালন শাঁইজি হেদায়েত করছেন :

অমৃত সে বারি অনুরাগ নইলে কি যাবে ধরা।
সে বারির পরশ হলে হবে ভবের করণ সারা ॥
বারি নামে বার এলাহি
নাইরে তাঁর তুলনা নাহি
সহস্র দলপদ্মে সেহি মৃণাল গতি বহে ধারা ॥

অযোনি

মহাপ্রভু লালন শাঁইজির বিচারে মানুষ তিন প্রকার; যথা: অযোনি মানুষ, সহজ মানুষ ও সংস্কার মানুষ। আপন সত্তা থেকে যিনি অসীম নারীত্ব উৎপাটিত করতে পেরেছেন তিনিই অযোনি মানুষ। ফলে জন্মচক্র জয় করে স্থানকালজয়ী মহাপুরুষ স্তরে উন্নীত হয়েছেন। এমন মহামানবসত্তা সব সময় একই সত্যের ধারক ও বাহক। অযোনি মানুষ আপন মনে কোনো মোহের জন্ম দেন না, তাই জন্মও নেন না।
এঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা না দিয়েও ভক্তদের পরিচালনায় সক্ষম। বস্তুবিশ্বের কঠিন মোহবন্ধন ছিন্ন করে যিনি গোলোকের উপর দিব্যভাবে পরমসত্তায় একীভূত হয়ে আনন্দবিভোর থাকেন তিনিই সহজ মানুষ। ফকির লালন তাই সহজ মানুষকে দিব্যজ্ঞানে ভজন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এঁরা উর্ধ্বলোকের চালক ও প্রতিপালক মহাপ্রভু মোহাম্মদ।
অন্যদিকে সংস্কার মানুষ মানে সামান্য মানুষ। বারবার বিষয়মোহ-নারীমোহে আচ্ছন্নতার কারণে এরা জন্মমৃত্যুর অধীন-সংস্কার মানুষ। জগতে নিজে যেমন নরকজ্বালায় ভোগে এরা অন্যদেরও ভোগান্তির মধ্যে ঠেলে দেয় সৃষ্টিরহস্য জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কারণে।

www.amarboi.com

অরসিক

গুরুর সূক্ষ্মতর রসবোধ যার মধ্যে নেই সে অরসিক। সৃষ্টি রহস্যের রসগ্রহণে অসমর্থ, অন্তরে প্রেমভক্তি নেই এমন ভোগী ও কামুক ব্যক্তি অসুর বা অরসিক। সত্য-মিথ্যা, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার্থক্যবোধ যাদের নেই তারাই অরসিক। মানবীয় স্থূল আমিত্বের মানসিক বেড়াজালে বন্দি অরসিক মানুষের সাথে পশু জগতের স্বভাবগত তেমন পার্থক্য নেই বললেই চলে। এক কথায় সম্যক গুরুর প্রভাববলয়ের বাইরে বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনায় প্রভাবিত ইন্দ্রিয়সুখভোগী মানুষ কখনো রসিক পদবাচ্য নয়।

অরুণ-কিরণ

ধ্যানযোগে নূরে মোহাম্মদির স্বরূপ সূর্যের উদ্ভাসন। দেহের মূলকাণ্ড মস্তিষ্কে গুরুর রূপধ্যান বিষয়মোহের মেঘ থেকে অসীম জ্ঞানের সূর্যোদয় ঘটায় এবং তাঁর অসীম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোয় তখন সত্তা পরমসত্যকে দর্শন করে। ধ্যাননিবিড় অবস্থায় সাধকের ত্রিবেণী সঙ্গমে অরুণ-কিরণ দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়।

অরুণ বরুণ জ্যোতির্মালা

দেহের বাইরে যেমন চন্দ্রসূর্য ও মহাবিশ্বের আলোক প্রতিফলন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তেমনই দেহশুদ্ধির সাধনায় নিয়োজিত সাধু আপন মস্তিষ্কে সূক্ষ্ম রূপ চন্দ্র ও সূর্যের দর্শন লাভ করেন প্রত্যক্ষ ভাবে। বাইরের চন্দ্র সূর্যের চেয়েও দেহের ভেতরের সূক্ষ্ম চন্দ্র সূর্যেজ্যোর্তিময় ধারা স্নিগ্ধ ও পরম প্রশান্তিময়।

অরুণ বসন ধারণ বিভূতি ভূষণ লবে

জাগতিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সব লোভ-লোকসান ভুলে গুরুর চরণে মন যখন আশ্রয় পাবে, গুরুর দয়ায় যখন তাঁর ভাব ধারণ করতে পারবে, সেদিন মন থেকে বিষয়মোহের অজ্ঞান অবস্থা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যাবে। মণিহারা ফণির যে দশা গুরু ছাড়া শিষ্যও সেরূপ অসহায়। এভাবে অবিরাম গুরুর প্রেমসাধনায় যেদিন তাঁর মনোলোক নূরে মোহাম্মদির বর্ণচ্ছটায় আলোকিত হয়ে ওঠে, পরমানন্দের প্রকাশ ঘটে তাঁর ভাবে, অভিব্যক্তিতে, কর্মে, কথায় বিচ্ছুরিত আত্মদর্শনে। এ চূড়ান্ত সিদ্ধির হাল প্রেমের মহত্তম গরিমা প্রকাশ করে। জগতবাসীকে প্রেমশিক্ষা দেন গুরু প্রেমিক সাধুজন।

AMARBOI.COM

অল্পেতে আর সারবে না

কামেল মোর্শেদ প্রদর্শিত পথে জীবন গঠন না করলে মানুষ জাগতিক মোহের আকর্ষণে নানাভাবে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। আগে চিত্তশুদ্ধির চেষ্টা না করে তাড়াতাড়ি সাধনার ফললাভের জন্যে যদি বাড়াবাড়ি শুরু করে তাহলে গুরু তার আত্মিক বিকাশে কোনোরূপ সহায়তা করতে পারেন না। শাঁইজি লালন বলেন তাই :

প্রবর্তের কাজ না সারিতে
চাও যদি মন সাধু হতে
ঠেকবে যেয়ে মেয়ের হাতে
অল্পেতে আর সারবে না ॥

অসত্যকাম

অখণ্ড মহাকালে কতবার খণ্ড খণ্ড দেহধারণ করে কতো রসে রূপে মনের বিকাশ-প্রকাশ চলছে। নশ্বর দেহকে ধরে রাখার জন্যে মানুষের অন্ন সংস্থানের প্রয়োজন, পোশাক-পরিচ্ছদ লাগে, বাসস্থানের দরকার হয়। ক্ষণস্থায়ী জীবনে সবই অস্থায়ী অনিত্য বাসনা। শেষ পর্যন্ত সবাইকে এ দেহ-মরজগত ত্যাগ করতে হয়। তবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধারণ মানুষ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানকে জীবনের চরম পাওয়া মনে করে। বিষয়মোহের ফাঁদে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে মনকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থোপার্জনের জন্যে অন্যকে বঞ্চিত-লাঞ্ছিত করে, অন্যের অধিকার হরণে মত্ত থাকে—একেই লালন বলছেন 'অসত্যকাম'। বিষয়মোহ তথা শেরেক থেকে মুক্ত হয়ে চিত্তবৃত্তির পরিশুদ্ধি লাভের জন্যে সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করে মোহমুক্ত হওয়াই সত্যকাম। অন্যথায় ইন্দ্রিয়-রিপুর তাড়নায় পড়ে জন্মমৃত্যুর চক্রে পড়ে বারবার শাস্তিপূর্ণ জাহান্নামে জন্মে কঠিন দুঃখভোগ করতে হয়।

অসৎের সঙ্গে মজিয়ে কুরঙ্গে

এ দেহভাণ্ড গুরুর মহাধন ভাণ্ডার। দেহমন তিনি দয়া করে দিয়েছেন তাঁর সেবা কাজের জন্যে। অর্থাৎ তাঁর সালাত ও জাকাতের কৃষিকাজ করে স্বর্গীয় সুফল ফলানোর জন্যে। অথচ যৌবনের উন্মাদনায় বিষয়মোহে তথা নারীমোহে বুঁদ হয়ে গুরুকে ভুলে রইলাম। তাঁকে দেয়া অঙ্গীকার সব একে একে ভঙ্গ করে দেহমন নরকের আগুনে পুড়ে ছাই করলাম। গুরুধ্যানের সৎসঙ্গ না করে বিষয় প্রলুব্ধ অসত্যের সঙ্গি হয়ে জীবনের মহাধন সব উলুবনে উজাড় করে ফতুর হলাম। শেষে যখন গুরুর শমন মানে অপমৃত্যু বা অকার্যকর মৃত্যু আসবে তখন কোনো অজুহাতেই কাজ হবে না। আমার কর্মফলে আমাকেই আবার চুরাশি লাখ জন্মমৃত্যুর ফ্যারে পড়ে ঘুরতে হবে। সত্যের সঙ্গে অর্থাৎ গুরুর সাধুসঙ্গে সদারঙ্গে আত্মহারা ভাবে যে বিলীন হয়ে যায় তার অধোগতি নেই, উন্নতি ছাড়া। পক্ষান্তরে অসত্যের কুরসে কুরঙ্গে কুসঙ্গ করলে কী দুঃসহ যন্ত্রণাময় পরিণতি মানুষের জন্যে অপেক্ষা করে তা শুধু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে দেখা যায়।

অসৎ অভক্ত জনা তারে গুপ্ত ভেদ বলো না

যার অন্তরে সৎ তথা জ্ঞান নেই, সম্যক গুরুর চরণে ভক্তি বিশ্বাস নেই তেমন প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকের কাছে কখনো আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য ব্যক্ত করতে সাধু শাস্ত্রের নিষেধাজ্ঞা সর্বযুগে বলবৎ আছে। নোংরা আবর্জনার স্তূপে ফুলের সুগন্ধি ঢেলে দিলেও যেমন সুঘ্রাণ বের না হয়ে উৎকট দুর্গন্ধই বের হয়ে থাকে; সে রকম দুর্বিনীত স্বভাবের নরপশুকে সদুপদেশ দিলে তাতে সে দ্বিগুণ অবাধ্যতা প্রকাশ করে। ফলে হিতে বিপরীত ঘটে। অতএব ফকির লালন শাহ নিষেধ জানান :

বলিলেও সে মানিবে না
করবে অহঙ্কারই ॥

অসৎ কাণ্ড বাঁধায়

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য্য—এ পঞ্চরিপু প্রতিনিয়ত বিষয়মোহে আকর্ষণ করে নিম্নমুখি অর্থাৎ প্রবৃত্তিপরায়ণতার মধ্যে ডুবিয়ে মারছে সালাতহীন মানুষকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবীয় আমিত্ব দিয়ে বিষয়গুলো ভোগ করতে গিয়ে জগদ্বাসী অহরহ দেহমনে অসৎ কাণ্ড বাঁধায় এবং জাহান্নামে বন্দি হয়ে থাকে। সালাতই সৎকর্ম, সালাতহীন সব কর্মই অসৎ কাণ্ড।

▌অসময়ে

সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন বছরে বারোটি রাশিচক্র আবর্তিত হয় তদ্রূপ একটি মানুষের জীবনে চব্বিশ ঘণ্টা অবিরামভাবে বিষয়রাশি আবর্তিত হতে থাকে নানারূপে। অজ্ঞ মানুষ বিষয়রাশির আকর্ষণে চঞ্চল হয়ে পড়ে। চব্বিশ ঘণ্টার দায়েমি সালাত বা সার্বক্ষণিক ধ্যান না করে তারা বস্তুবাদী ধার্মিকদের ডাকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, বার্ষিক রোজা এবং বার্ধক্যে হজ্জ্ব পালনের নামে কুধর্মাচারকে ধর্মকর্ম মনে করে তৃপ্তি পায়। এরাই আহাম্মকের স্বর্গে বাস করে। সম্যক সময়ে সম্যক কর্ম অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা বিষয়রাশির বন্ধন ছিড়ে মুক্ত না হয়ে ওরা অসময়ে যে কপট ভণ্ডামীর আশ্রয়গ্রহণ করে থাকে তা আপাত সুসময় বোধ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা অসময়- অর্থাৎ অসীম মন্দ সময়কে অর্থাৎ অজ্ঞতার কালকে নিজের দেহমনের উপর আরোপ করে। গুরু লালন তাই বলেন :

অসময়ে কৃষি করে
মিছেমিছি খেটে মরে।

AMARBOI.COM

▌অসম্ভব করণী

বস্তুজগত থেকে রহস্যজগতে প্রবেশ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য প্রায়। জাগতিক দেহমন নির্ভর অহঙ্কার থেকে ছুটে গুরুর চরণে শরণ নিয়ে নফসকে মানবীয় আমিত্বহারা করে তুলতে হয়। নফস তার আপন চিন্তাধারা ও চেতনার মধ্যে থাকলে মহাগুরুর ভাববলয়ে তথা আদর্শবলয়ে প্রবেশের কোনো পথই পায় না। মানবীয় আত্মচেতনা অর্থাৎ দুনিয়াকে অবলুপ্ত করে সত্যের সাধকগণ অসীম চৈতন্যে বিলীন হয়ে যান। উচ্চাঙ্গের অতিমানব সাধকগণের কথা-বার্তা দুনিয়াদার লোকেরা শুনে ভূত দেখার মতো ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। সাধকগণ সাংসারিক-সামাজিক রীতিনীতির ব্যতিক্রমী জীবনযাপন করেন। ধর্মসাধনা বিষয়ে তাঁরা উগ্র। তাঁরা অগৃহী ও মোস্তান প্রকৃতির হয়ে থাকেন। সামাজিক দৃষ্টিতে তাঁরা অশরিয়তি। কারণ তাঁদের আমিত্বহারা অবস্থায় রবের দাসত্বে পরিপূর্ণ চেতনার সাথে নিয়োজিত থাকেন। তাই এ রূপ মানসিকতা সংসারী-সামাজিক মানুষের পক্ষে অসম্ভব কাজ।

▌অসময়ে কৃষি করে মিছেমিছি খেটে মরে

কৃষি এখানে সালাত তথা ধ্যানের রূপক আভাসে উপস্থাপিত। সাতটি ইন্দ্রিয়পথে মন মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত বিষয়রাশি দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাব প্রভৃতি রূপে প্রবেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছে। আগত বিষয়রাশি জ্ঞানের সাথে গ্রহণ বর্জন করাই সালাত। সঠিক সময়ে অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা মনে যে বিষয় যখন প্রবেশ করছে সজাগ ভাবে তার অণুদর্শনে সালাত প্রয়োগ করতে না পারলে মানুষ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।[২] কৃষি বা ধ্যানকর্ম সার্বক্ষণিক। যে বিষয় যখন আগমন করে তখন সেটার বিষয়ে সচেতন হতে না পারাই অসময়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নামে প্রচলিত রাজকীয় ধর্মাচার যারা করছে তারাও ফকির লালনের ভাষায় অসময়ের কৃষক। এর শুভ ফলাফল বা কল্যাণ কিছুই নেই। যখন সে বিষয় বা ভবে জাগ্রত হয় তখন সেটাই 'ওয়াক্ত' বা সময়। তা বাইরে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, ওঠা বসা করা বৃথা খেটে মরা। এসব দ্বারা কেউ আল্লাহর তথা গুরুর সংযোগ পর্যন্ত কখনো পৌছাতে পারে না।

❚ অসাধ্যের সাধ্য বিধান

যা সাধনা সেটাই সাধ্য। সাধনা করেও যা হয় না তাকে বলা হয় অসাধ্য। বাংলার ভাবান্দোলনের পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্য বর্ণপ্রথা-জাতপাত কণ্টকিত কাষ্ঠধর্মের মূলে হানা দেন। মানুষকে খাটো করে, প্রেমের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠানকে বড় বানিয়ে হাজারো বছরের বেদ পুরাণোক্ত ধর্মচর্চাকে খারিজ করেন। নদীয়ায় তিনি যে বিপ্লবী প্রেমেন্মাদনা সৃষ্টি করেন তা বস্তুর তথা দেহের চেয়ে ভাব বা মনকে অনেক উচ্চে প্রতিষ্ঠা দেয়। মানুষের জন্যে ধর্ম। ধর্মের জন্যে মানুষ নয়। কাগুজে আইন কানুনের চেয়ে জাগ্রত মানুষের মধ্যে পরম গুরুর প্রেম সাধনা, মানুষে মানুষে দ্বেষ-হিংসাশূন্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা যে সমাজে অসাধ্য ছিল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তা শুধু সাধ্যই করেন নি, দর্শনরূপে দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। সোজা কথায় বাহ্য লোকদেখানো ধর্মাচারের বিরুদ্ধে অসাধ্যের সাধ্য বিধান কাগজিক দলিল নির্ভর নয়, জীবন্ত গুরুপ্রেম তথা হরিনাম সংকীর্তনে লভ্য মহাভাব।

❚ অসার

যার সার নেই, সংসার। সাংসারিক বিষয়ভোগের কামনা-বাসনা স্থূলবুদ্ধির মানুষকে বারবার সৃষ্টির অধীনে অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুচক্রে আবদ্ধ করে রাখে। ভোগলিপ্সাগ্রস্ত অজ্ঞান কর্ম, বস্তুমোহগ্রস্ততা।

অসারকে ভাবিয়ে সার প'লাম ফ্যারে।
পার করো দয়াল আমায় কেশ ধরে ॥

❚ অসূসার

অসূয়া-দুঃখতাপ হলো অসূনার। অসূয়া থেকে অসূসার হলো স্থুল ইন্দ্রিয়বন্ধনে আবদ্ধ মানবীয় দুর্বলতা। যথা : কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি।

২. দার্শনিক সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ❚ কেবলা ও সালাত ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহঙ্কার
দ্বৈতবাদ অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে দুই বা পৃথক মনে করাই অহঙ্কার। সত্তা ও তার স্রষ্টার মধ্যে দ্বৈত ভাব কিংবা আপাতদৃষ্টে আলাদা বলে ভাবনা করা তথা অহঙ্কার বা আমিত্বের প্রধান কারণ। এমন অহঙ্কারই মানুষকে মায়াপাশের অধীন করে রাখে। যার ফলে বাইরের বিষয়ই (অহম) বস্তু বলে বিভ্রম জন্মায়। সৃষ্ট সত্তা নিজেদেরকে স্রষ্টা বা মূলসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে অলীক কল্পনা করে।
বর্তমান বিশ্বে এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্মান্ধেরা জাগতিক ও পারত্রিক সঙ্কট বাড়িয়ে তুলেছে। যুদ্ধ, হিংসা, হানাহানিতে মানব সভ্যতা আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত।

অহর্নিশি
শাঁইজি দিনরাতকে অহর্নিশি বলেন। সম্যক জ্ঞানময় অবস্থাই দিনমান বা অহ। জ্ঞানশূন্য ভোগমুখি মনের ইতর অবস্থা হলো নিশি। একজন সাধকের চিত্ত সব সময় জ্ঞানময় অবস্থায় বিরাজ করে। বিপরীত দিকে, ভোগবাদী ইতর জনতা অহর্নিশি বিষয়মোহের মায়ামদে আকণ্ঠ ডুবন্ত থাকে।

অহর্নিশি মায়ার ঠুসি জ্ঞানচোখেতে।
সাধ্য কী রে আমার সে রূপ চিনিতে ॥

AMARBOI.COM

অহল্যা
গৌতম মুনির পত্নী। ব্রহ্মার মানসী কন্যা। শতানন্দের জননী। গৌতমবেশধারী ইন্দ্র তাঁর সতীত্ব নাশ করলে পতির অভিশাপে আহার-নিদ্রা ছেড়ে ভস্মশায়িনী ও অদৃশ্যা হয়ে সহস্র বর্ষ আশ্রমে অবস্থান করেন। গুরু রামচন্দ্রের দর্শন লাভ ও কৃপায় শাপমুক্ত হয়ে পতির সাথে মিলিত হন।[৩]
পদ্ম পুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের চরণস্পর্শে অহল্যার মুক্তির উল্লেখ আছে। কুমারিল ভট্টের মতে, ইন্দ্রকৃত অহল্য ধর্ষণ রূপকমাত্র। ইন্দ্র সূর্য, অহল্যা রাত্রি। সূর্যকৃত রাত্রির তমোনাশ অহল্যা ধর্ষণ। ফকির লালন বলেন :

অহল্যা পাষাণী ছিলো
গুরুর চরণ ধূলায় মানব হলো ॥

অহাদানিয়াত
কোরানে আহাদ থেকে 'অহাদানিয়াত' শব্দটি উদ্ভূত। আল্লাহ্ হলেন 'আহাদ' সত্তা। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে একক সত্তা। আহাদ সত্তার দু রূপ। এক রূপ পুরুষসত্তা-সামাদ। আরেক রূপ প্রকৃতি বা সৃষ্টিজগত তথা নারী জগৎ। পুরুষসত্তা যুদ্ধের প্রতীক। আর প্রকৃতি বা নারীসত্তা আপন অর্জিত সংস্কারে আবদ্ধ হয়ে শান্তির প্রতীক

৩. রামায়ণ ॥ ১.৪৮ ॥ ৪৯শ সর্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে আছে। Allah is An inseparable whole Existance. সর্ব অবস্থায় শুধু তিনি-ই আছেন।

▌অহাদানিয়াতের রাহা

সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুই নয়, এক–এ বিশ্বাসই অহাদানিয়াতের রাহা। মানে অখণ্ড সত্যের পথ। মত ও পথের বিচারে দুনিয়াবাসী শত শত দলে বিভক্ত। কিন্তু অহাদানিয়াত অর্থাৎ তৌহিদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ একই সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে থাকেন। তাই সত্যসন্ধানীগণের উপাস্য দুনিয়াবাসীদের মতো অনেক ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ না হয়ে একই রূপ হয়ে থাকে। কারণ গুরু অখণ্ড সত্যের প্রতিভু হয়ে সবার মধ্যে রব রূপে বিরাজিত হয়ে বিশ্বরব হয়ে আছেন। তিনি জ্ঞানোদয়ের রব। তিনি মনকে সৃষ্টি করেন জ্ঞানোদয়ের দিকে উন্নত করে তোলার জন্যেই। সর্বপ্রকার সৃষ্টির মধ্যে রব রূপে তিনি বিরাজমান। সর্বস্তরের জীবের জন্য জ্ঞানোদয়ের রব তিনিই। দেহ ও মন–এ দুয়ের মধ্যবর্তী অর্থাৎ মনোজগত ও বস্তুজগতের মধ্যে আছে জড় জগত। এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা হলো মনহীন প্রাণীজগৎ। বৃক্ষ, লতা এবং অতি নিম্নমানের প্রাণী জগতকে মধ্যবর্তী অবস্থা বলা হয়। এ ত্রিজগতে সর্বত্রই তিনি রবরূপে থেকে মনোজগতকে জন্ম-জন্মান্তরের ৮৪ লক্ষ যোনি অতিক্রম করিয়ে জ্ঞানোদয়ের দিকে ধাবিত করছেন নিরবিচ্ছিন্ন ধারায়।

'আহাদ' থেকে অহাদানিয়াত। সৃষ্টির মধ্যে জড় জগত জীব জগত ও মনুষ্য জগত এবং মনুষ্য জগতের মধ্যেকার জাহান্নাম, জান্নাত জগৎ সবই আহাদ জগতের অন্তর্ভুক্ত। পরস্পর নির্ভরশীলতায় আহাদের সবাই একধর্মী। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন অচল। গুরু এ অখণ্ড আহাদের সাথে একীভূত হয়ে থাকেন। এ আহাদ জগতে জান্নাতবাসীগণ অর্থাৎ গুরুর চরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান ভক্ত-শিষ্যগণ সালাতকর্মে তথা ধ্যানকর্মের সাহায্যে সংস্কাররাশির উপর সম্পূর্ণ ভাসমান থেকে মুক্তপুরুষ তথা সামাদসত্তায় উত্তীর্ণ হন। জীবদ্দশায় তাঁরা দেহমনের চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মরার আগেই মরে যান।

অহাদানিয়াতের রাহা
ভুল যদি মন করো তাহা
হুজুরে যেতে পথ পাবি না
ঘুরবি কতো ভুবনে ॥

উপরওয়ালা সদর বাড়ি
আলীপুরে তার কাচারী
করছে রে হুকুম জারি
মক্কায় বসে নির্জনে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অহিমুণ্ড
অহি মানে সাপ এবং মুণ্ড মানে ব্যাঙ। সাধকবিশ্বের ভাষা অত্যন্ত রূপকময় এবং দারুণ চাতুরীপূর্ণ। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, সাপ ব্যাঙকে গ্রাস করে থাকে। দেহের মধ্যে মূলাধারে চক্রাকারে স্থির কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রতীক সাপ। মাথায় আজ্ঞাচক্রে গুরুর স্থান। প্রকৃতি-পুরুষে সংযোগ সাধনই অহিমুণ্ডে খেলে শাঁইজী গাইছেন :

অহিমুণ্ডে কর গে খেলা।
উভয় নিহার উর্ধ্বতলা ॥

অন্তপুরী
অখণ্ড মনোজগত বা অন্তরের অন্তঃস্থল। সৃষ্টির মূলকাণ্ড তথা রহস্যলোক। পুর মানে দেহ যেখানে অন্ত বা শেষ হয়ে যায় সেখানেই লা-মোকাম অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদি।

অন্তরে যার সদাই সহজ রূপ
বাইরের লৌকিক ধর্মকর্ম অর্থাৎ প্রচলিত নামাজ-পুজো-আচার অনুষ্ঠান করে মানুষ কখনো পরম সত্য সম্পর্কে কিছু জানতে পারে না। কেবল কলুর বলদের মতো সংস্কাররাশির বোঝা বহন করে মরে। কারণ তারা যা করে সবই অনুভবহীন, হৃদয়হীন, প্রজ্ঞাহীন ধর্মচর্চা। অপরপক্ষে, গুরুমুখি আত্মতত্ত্বের সাধনা দ্বারাই কেবল পরম সত্যের বন্ধ দরজা খোলা যায়। দেহনির্ভরতা ছেড়ে অন্তরে অবিরাম গুরুর স্মরণ-সংযোগক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রেমিক সাধকগণ ইন্দ্রিয়পথে প্রতিনিয়ত আগত বিষয়রাশিকে সত্যায়ন করেন। মুখে তাঁরা আল্লাহ, নবি, ভগবান, হরি যে নামই উচ্চারণ করুন না করুন, মনে সর্বদা গুরুরূপ সহজ মানুষকে ভজনা করেন। তাঁরা সব ভাব, চিন্তা ও কর্ম তৎপরতার অগ্রভাগে গুরুর রূপ স্থির করেন মনে মনে।
জগতের যতো সুন্দর অর্থবহ নাম সবই গুরুরূপের গুণগত প্রকাশমাত্র। এজন্যে বলা হয় আল্লাহর শত শত নাম অর্থাৎ গুণ রয়েছে। যে লোক গুরুর রূপ আশ্রয় না করে বিষয় বা নারীরূপের মোহে অন্ধ থাকে তাদের বলা হয় নরকবাসী। এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে অস্থির হয়ে অবিরাম মানসিক ভ্রমণের কারণে তারা এক মোহফাঁদ থেকে অন্য মোহের গর্তে গিয়ে ডুবে মরে। তাতে দেহের গতি হয় নিম্নগামী। বিপরীত দিকে, যারা গুরু রূপের আশ্রিত সাধক তাদের তেজ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রবাহ সব সময় উর্ধ্বমুখি ধারায় প্রবাহিত হয়। গুরুনামের বা গুণের রূপসাধনায় যাঁরা মশগুল থাকেন তাঁরাই সর্বজয়ী সাধক। সহজ মানুষ।

অন্তরে সদানন্দ
বাইরে থেকে ইন্দ্রিয় দুয়ার পথ অর্থাৎ চোখ, নাক, কান, জিহ্বা, হাত ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে যে বিষয়সমূহ দেহমনে প্রবেশ করে সেগুলোকে সম্যক গুরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিক-ভক্ত নিষ্ঠামূলক বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা গ্রহণবর্জন করে বিষয়-বন্ধনজয়ী মহাপুরুষ হয়ে ওঠেন। তাই যা কিছু তাঁর মধ্যে ঢোকে এবং বেরিয়ে যায় তাতে জ্ঞান অর্থাৎ আনন্দ উৎপাদিত হয়। কোনো বিষয়ই সাধক-চিত্তে দুঃখ-খেদ-জ্বালা উৎপন্ন করতে পারে না। প্রেমসাধনার চরম এ স্তরে উন্নীত হলে সাধক হয়ে যান নিত্যানন্দ, অটল পুরুষ। এ গুণগ্রামের বৈশিষ্ট্য ব্যক্ত করে শাঁইজি লালন গাহেন :

শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ
পঞ্চেতে হয় নিত্যানন্দ
যাঁর অন্তরে সদানন্দ
নিরানন্দ জানে না সে ॥

❚ অন্তিমকাল

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্ত। মানুষ পূর্বজন্মের কর্মফল ভোগ করার জন্যে বারবার দেহধারণ করে পৃথিবীতে আসে। আবার পরজন্মের উপাদান সংগ্রহ করেই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে। অসাধক ব্যক্তির একজন্মের দেহত্যাগের সময়কলকে যেমন কেয়ামত বা অন্তিমকাল বলা হয় তেমনই সাধক ব্যক্তির পরবর্তী জন্মকেও অন্তিমকাল বলা যায়।

AMARBOI.COM

❚ অন্ধকার আর রবে না

সাধনার জীবন অতি সদূরপ্রসারী। অনেক পরীক্ষা, অসীম ধৈর্য এবং গুরুর নির্দেশনার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস রেখে জাগতিক টানাপোড়েন অতিক্রম করতে হয়। বস্তু জগতের সব চাঞ্চল্যকর আকর্ষণ দেহমন থেকে গুরুর জ্ঞান-সাবান দিয়ে ধুয়ে পরিশুদ্ধ হতে হয়। এ ভাবে ধীরস্থির, অচঞ্চল হয়ে ওঠার মধ্যে সাধনার সাফল্য নিহিত। লালন শাহ তাই বলছেন :

থেকো শ্রীগুরুতে নিষ্ঠারতি
ভজনপথে রেখো মতি
আঁধার ঘরে জ্বলবে বাতি
অন্ধকার আর রবে না
গুরুরতি করো সাধনা ॥

❚ অন্ধকারের আগে ছিলেন শাঁই রাগে

মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে মানবদেহের প্রারম্ভ কালের পূর্বাবস্থায় যখন দৈহিক আকারের সূচনা হয় নি, সেই নিরাকার আদি অবস্থায় ভ্রূণে অন্ধকার ঘন কালের আগেও গুরু চেতন শক্তিরূপে বিরাজমান ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারে রতিদানে ছিলো না সে পতির রূপ দর্পণে

পিতৃ শুক্রাণু মাতৃগর্ভে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবার পর আমাদের সত্তা যখন সুপ্ত জ্যোতির্ময় নিরাকার থেকে আকারের মধ্যে আসে, ইন্দ্রিয় গঠনের আগে মাতৃগর্ভে গুরু স্বয়ং অষ্টদল পদ্মের মধ্যে আশ্রয় নেন। সৃষ্টি রহস্যের আদি উৎসধারী গুরু সর্বরূপে যে জীবাত্মার কর্তা হয়ে আছেন–এ সূক্ষ্মভেদ যিনি জানেন তাঁর আত্মদর্শন অর্থাৎ স্বরূপদর্শন পূর্ণতর হয়েছে। গুরু বাতেনে আলোকিত মূলসত্তা হয়ে সব কারের আদি কার অন্ধকারকে অতিক্রম করে কী মহাশক্তিলীলায় লীলায়িত হন সে কথা সাধারণ মানুষ দেহমনের বন্ধনে আটকে পড়ে ইহজীবনে উপলব্ধিই করতে চায় না। তাই তারা জন্মমৃত্যুর রহস্য কিছুই বুঝতে পারে না। অল্পেই নিজেরা বরং তার শিকার হয়ে পড়ে।

অন্য ধন

মানুষ ইন্দ্রিয়বশে, স্থূল স্বার্থবশে অর্থকড়ি, নারী, বাড়ি, গাড়ি, উদ্বৃত্ত সঞ্চয়-এ সবকে আপন ধন মনে করে তৃপ্ত থাকতে চায়। কিছুই তাকে শেষ পর্যন্ত নরকজ্বালা (অস্থির চিত্ততা) থেকে রক্ষা করতে পারে না। এসব ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ আখেরে তার কোনো কাজেই আসে না বরং সব ছেড়ে ছুঁড়ে নিতান্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে জীবনান্তে আবারও পরজন্মে আসতে হয়। মহাপুরুষ লালন ফকির এসব স্থূল ধনের পরোয়া করেন না। তিনি মানুষের আত্মিক জ্ঞানের উৎকর্ষকেই অমূল্য ধন বলেছেন, যা সাধারণের 'অন্য ধন' হলেও গুরুরূপী আল্লাহর কাছে আধ্যাত্মিক ধনই শ্রেষ্ঠ।

AMARBOI.COM

অন্য বারি

গুরুর চেহারা, বাণী ও ভাব ছাড়া চাতক রূপী সাধকের চিত্তাকাশে আর কিছুই থাকে না। অবিরাম গুরুজ্ঞানই সাধকের স্বস্তির জন্যে অমৃতবারি বা জ্ঞানবারি স্বরূপ। বাইরে থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃশ্য, শব্দ, স্পর্শ, স্বাদ ও ভাবরূপে যা কিছু সত্তার মধ্যে আসতে থাকে তাকে বলা হয় 'অন্য বারি'। সাধক সেগুলোর মোহ ত্যাগ করেন দীর্ঘকালীন কঠোর সাধনবলে। বিষয়ের মোহত্যাগ হয়ে গেলে তা হয়ে যায় সাধকের উপভোগ।

চাতক পাখির এমনই ধারা।
অন্যবারি খায় না তারা ॥

অন্য বারি খায় না

চাতক পাখি যেমন পুকুর-নদীর পানি কখনো পান করে না, কেবল মেঘ ভেঙে বৃষ্টিপাত হলেই সে জলপান করে, তেমনই প্রকৃত গুরুমুখি শিষ্য গুরুর দেয়া জ্ঞানবারি ছাড়া বস্তুবাদী–ভোগবাদী জ্ঞানকাণ্ডের কলুষিত ধারায় তেষ্টা মেটান না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং তা থেকে নিজেকে নিরাপদে সরিয়ে রাখেন। আধ্যাত্মবাদ, গুরুবাদ তথা সুফিবাদে বিশ্বাসী মানুষ কখনো প্রচলিত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ভাবধারায় মনের তৃষ্ণা নিবারণ করেন না। তাঁরা সব সময় মানসিক ভাবে গুরুর জ্ঞানবারি পাবার আশায় চাতক পাখির মতো তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকেন। তাতে যদি মৃত্যুও হয় তবু গুরু ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী হতে চান না। এখানে শাঁইজি জানাচ্ছেন তাই :

চাতক স্বভাব না হলে।
অমৃত মেঘের বারি কথায় কি মেলে ॥
মেঘে কতো দেয় রে ফাঁকি
তবু চাতক মেঘের ভোগী
তেমনি নিরিখ রাখলে আঁখি
তারে সাধক বলে ॥

অষ্ট প্রকার সিদ্ধি

সাধকের পর্যায়ক্রমিক আটটি ইন্দ্রিয়ের উপর আত্মিক বিজয় লাভ করার আটটি পদ্ধতি স্তর। যথা : অনিমা, লঘিমা, মহিমা, ব্যপ্তি, প্রকাম্য, বশিতা, ঈশিতা এবং কামবসায়িতা।

অষ্টসখি

শ্রীকৃষ্ণের ৮ শিষ্য বা অঙ্গ বা সখি। গুরুরূপে তিনি একবেমাদ্বিতীয়ম পুরুষ। তাঁর শিষ্যগণ দেহের ভেতর গুরুকে পরম পতিরূপে পুজো করেন। তাই তারা 'নারীবাচক' বিশেষণে ভূষিতা। এ ৮ সখির নাম যথাক্রমে : ১. ললিতা ২. বিশাখা ৩. সুচিত্রা ৪. চম্পকলতা ৫. রঙ্গদেবী সুদেবী ৭. তুঙ্গবিদ্যা ৮. ইন্দুরেখা।

এ সখি সকল পৃথক কোনো অস্তিত্ব নয়, এরা গুরুর দেহের মধ্যে অখণ্ডভাবে বিরাজ করেন। শ্রীরূপমঞ্জরী হলেন দৃষ্টি, তাঁর নাম শ্রীললিতা। শ্রীরতিমঞ্জরী হলেন কান, তাঁর নাম শ্রীবিশাখা। শ্রীরসমঞ্জরী হলেন মুখ, তাঁর নাম শ্রীসুচিত্রা। শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী হলেন নাক, তাঁর নাম শ্রীচম্পকলতা। শ্রীমঞ্জমালিমঞ্জরী হলেন কণ্ঠ, তাঁর নাম শ্রীসুদেবী। শ্রীকুস্তরী হলেন বুক, তাঁর নাম শ্রীরঙ্গদেবী। শ্রীগুণমঞ্জরী হলেন গুহ্যদেশ, তাঁর নামশ্রীতুঙ্গবিদ্যাএবং শ্রীবিলাসমঞ্জরী হলেন হাত, তাঁর নাম শ্রীইন্দুরেখা।

এ অষ্টসখি অর্থাৎ ৮টি অঙ্গে গুরুর বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ্য ও গুপ্তরূপে বিরাজ করেন। আর কৃষ্ণরূপ গুরুদেবের অনঙ্গমঞ্জরী হলেন মন, তাঁর নাম শ্রীরাধিকা। অঙ্গের অতীত মনই তাঁর সূক্ষ্মদেহ।

অষ্টসিদ্ধি

১. অনিমা ২. লঘিমা ৩. মহিমা ৪. ব্যাপ্তি ৫. প্রাকাম্য বশিতা ৭. ঈশিতা ৮. কামাবসায়িতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আ ▌

▌আই

'আই' অর্থ আয়ু। জীবনচক্র। মানব জীবনের নির্ধারিত সময়কাল। পশুকুলের চেয়ে আকারে ভিন্ন হয়েও মানসিক ভাবে পশুত্ব তথা অসুর ভাব নিয়ে জীবনযাপন করলে পরবর্তী জন্মে পশুরূপে দেহধারণ করতে হয়। সাধারণ মানুষ স্বভাবে পশু হলেও সাধারণ পশু নয়। তারা বুদ্ধি-বিবেচনা, বিচারজ্ঞান ইত্যাদি বহু প্রকার গুণের দ্বারা সমৃদ্ধ বা গুণান্বিত হয়েছে। কিন্তু এ গুণরাজি সবই অস্থায়ী ও অনিত্য। যত্ন করলে যেমন এর শ্রীবৃদ্ধি হয় তেমনই অযত্নে এর অবক্ষয় হয়ে থাকে। শ্রীবৃদ্ধি এতো দূর হয় যে, পরিণামে এ গুণরাজির স্থায়িত্ব অর্জন করে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। ফকির লালন শাঁইজির দৃষ্টিতে 'আয়ু' লাভের অর্থ সত্য ও সুন্দরের অনুশীলনের মৌলিক কর্তব্যকর্ম সালাত তথা ধ্যান। কিন্তু মোহময় বিষয়রসে আপ্লুত মানুষের কাছে তা অত্যন্ত অপ্রিয়। ফলে সে আয়ু মানব জন্মের অমূল্য সম্পদ হারায়। সৃষ্টির বন্ধনে ধরা পড়ে নিম্নগামী হয়।

বিশ্বরব মানুষকে পশুর অন্তর্ভুক্ত করে বানিয়েছেন। তারপর 'নফসে ওয়াহেদ'এর আদর্শ হতে সম্যক গুরু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শিক্ষাদীক্ষা দান করে তাদের জিন বা পশুস্তর থেকে ইনসানের স্তরে উন্নীত করেন। ইনসান পশু হলেও অনেক উন্নতমানের পশু। এ পর্যায়ের একজন পশু নবি-রসুলগণের আদর্শ গ্রহণ করে তার পশুত্ব ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম।

ইনসানের আয়ুর মধ্যে যে কল্যাণ লুকিয়ে আছে তা সালাতের দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হয়ে থাকে। আপন পশুত্ব থেকে নেয়ামতপূর্ণ রেজেক বা জ্ঞান উদ্ধার করে নিতে হয়। তাতে সফল হবার জন্যে ধর্মদর্শনের যে শিক্ষা গুরুগণ দান করে থাকেন তা দিয়েই কেবল পশুত্ব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করা যেতে পারে। ইনসান তথা গুরুভক্তগণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী হয়ে উঁচুমানের একটি পশুরূপে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। তার পশুত্বের ভেতর লুকানো রয়েছে মহানেয়ামত। গুরুর দেয়া সালাত পদ্ধতি প্রয়োগ করে আপন পশুত্বের ভেতর থেকে এ মহানেয়ামত উদ্ধার করে নিতে হবে। অন্যথায় পশু জীবনের অবসান হবে না এবং স্থায়ী আয়ু লাভ অর্থাৎ সৃষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারা যাবে না। সোজা কথায়, গুরুগুণে আপন স্বভাব-চরিত্র গঠনের চেষ্টা গ্রহণ না করলে মানুষের প্রকৃত আয়ুক্ষয় ঘটে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইন
'আইন' আরবি কোরানের শব্দ। 'আইনি' অর্থ চাক্ষুষ । যা নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করা যায়। আইন বা বিধান অর্থেও এর প্রয়োগ আছে। অন্যদিকে অপরিহার্য নির্দেশ অর্থেও ধর্মশাস্ত্রে এ শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

আইন সত্য মানুষবর্ত ধরো এই বেলা
প্রত্যক্ষ ভাবে একজন কামেল গুরুর চরণকে আশ্রয় করে তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে জীবন সম্বন্ধে পূর্বেকার আরোপিত ধারণা-ভাবনা সব মন থেকে মুছে ফেলতে হয়। এটিই সাধনা জগতের প্রতিষ্ঠিত বিধান। মানবগুরুর মধ্যে প্রকৃত আল্লাহকে দেখতে হয়। তাঁর নির্ধারিত পথ-পদ্ধতিই মানুষবর্ত। 'বর্ত' মানে পথ। 'আইন সত্য' মানে চাক্ষুষ সত্য, প্রত্যক্ষ সত্য, কোরানের পরিভাষায় 'এলমুল একিন'। মৃত্যুর আগে বার্ধক্য জর্জরিত দেহমনে সেই সম্ভাবনা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যৌবনের প্রারম্ভে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করা না গেলে তার প্রতিফল হয় মর্মন্তুদ ভাবে করুণ, যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। প্রথা-অন্ধ মোল্লা-মৌলভিরা আল্লাহকে সাত আসমানে নির্বাসনে পাঠিয়ে তথাকথিত যে নিরাকার আল্লাহর উপাসনা করে তার দ্বারা পরিত্রাণের কোনো পথ নেই। এতে মানুষের আত্মিক বিকাশপথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। কামেল মোর্শেদের আদর্শিক বলয়ভুক্ত হয়ে আত্মদর্শনের সাধনায় নিহিত রয়েছে সৃষ্টির রহস্যজ্ঞান উদ্‌ঘাটনের প্রকৃষ্ট উপায়। এ উপায় অবলম্বন করলেই নরপশুর স্তর অতিক্রম করে মহাপুরুষে উত্তরিত হবার সুযোগ থাকে। অন্যথায় বিপদ-বিড়ম্বনার অন্ত থাকে না।

AMARBOI.COM

আইনাল হক
'আমিই আল্লাহ' অর্থাৎ 'আমিই গুরুসত্তা'। পারস্যের তৎকালীন ইস্পাহান পরগনায় মহাসাধক হযরত মনসুর হাল্লাজ 'আইনাল হক'–এ মহাসত্য বাক্য উচ্চারণের কারণে মূর্খ ও ধর্মজ্ঞানহীন লোকের হাতে প্রকাশ্য দিবালোকে নির্মমভাবে হত্যার শিকার হয়েছিলেন।

মনসুর হাল্লাজ ফকির সে তো
বলেছিলো আমি সত্য
শাঁই প'লো শাঁই'র আইন মতো
শরায় কি তাঁর মর্ম পায় ।

আইনি অদেখা তরিক
বাইরের দু চোখ দিয়ে দেখা যায় না এমন অদৃশ্য পথ। সম্যক গুরুর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিপথ। অন্তর্মুখি তৃতীয় চোখ যা দিয়ে মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য দর্শন করা সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মদর্শনের ধ্যানসাধনায় ফকির লালন শাঁইজির প্রতিষ্ঠিত বিদর্শন বা বিশেষ দর্শন পদ্ধতি। গোপন দৃষ্টিপথ। তাই শাঁইজি বলছেন :

আইনি অদেখা তরিক
দায়েমি বরজোখে নিরিখ ॥
সিরাজ শাঁইজির হকের বচন
ভেবে বলে ফকির লালন
দায়েমি সালাতি যে জন
শমন তাহার আজ্ঞাকারী ॥

আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা

'আইল' দেশি শব্দ। সাধারণত কৃষিজমির সীমানা রেখা। কিন্তু ফকির লালন শাঁইজির দর্শনে 'আইল' মানে একজন সম্যক গুরু। একজন কামেল মোর্শেদ দেহ ও মনের মধ্যবর্তী বাঁধ বা আইল। গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ না করে তথা আকার-সাকার আল্লাহকে সেজদা না করে নিরাকার বা অদৃশ্য আল্লাহর উদ্দেশ্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়াই হলো আইল ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার নামান্তর। মহাপুরুষের মাধ্যম গ্রহণ করে আল্লাহর সাথে সংযোগের ব্যর্থ চেষ্টা। বেয়াদবি। শাঁইজি বলেন :

'চিরদিন ইচ্ছা মনে আইল ডিঙ্গায়ে ঘাস খাবা।
মন, সহজে কি সই হবা ॥

আউজু বিল্লাহ

কোরানের 'তা-আউজ' থেকে এ কথাটি এসেছে। 'ফাইজা ক্বারা তাল কুরআনা ফাসতাউজ বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজিম'[১]। যদিও লোক সমাজে 'আউজু বিল্লাহি মিনাস্ শাইতানির রাজিম'– এভাবে বাক্যটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। এর অর্থ 'অতএব যখন কোরান পাঠ কর তাই তোমরা যখন প্রস্তরাহত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় লও বা আশ্রয় সন্ধান কর। কোরানের এ নির্দেশে আমরা বলে থাকি : 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় সন্ধান করি প্রস্তরাহত শয়তান হতে।' অবশ্য সব মাজহাবের লোকেরা একই রূপে এটা পাঠ করে না। এটি আশ্চর্য একটি বাক্য যাতে কোরানের দর্শন এবং ধর্মের দর্শন সংক্ষেপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ বাক্য এতো শক্তিশালী একটি ধন্বন্তরি বড়ির মতো যে, অন্তরকে রোগমুক্ত করে মুক্তির দেশে পৌঁছে দিতে এর আমলই যথেষ্ট।

এ দুনিয়ার জিন্দেগি জাহান্নামেরই একটি জিন্দেগি। বহু প্রকারের দুঃখ-কষ্টে ভরপুর এ জীবন। দৈহিক, মানসিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বহু প্রকার কষ্ট থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে মানুষ আশ্রয় সন্ধান করে থাকে। কখনো ধন-সম্পদকে মানুষ গ্রহণ করে

১. *আল-কোরান ॥ ১৬ : ৯৮*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রয়রূপে। আবার কখনো বা স্বাস্থ্য, ক্ষমতা-যশ, মান-মর্যাদা, আত্মীয়-স্বজন, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদি অনেক কিছুকে অর্থাৎ বস্তুগত আশ্রয়কে বিপদ মুক্তির আশ্রয় মনে করে গ্রহণ করে। কিন্তু এটাই আক্ষেপ, সম্যক গুরুরূপে আল্লাহ ব্যতীত বস্তুর যে কোনো আশ্রয় তাকে এক জাহান্নাম থেকে অন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করে থাকে। এরূপ আশ্রয় সন্ধানের ফল এবং উপজাত হলো বস্তুজগতের বৃদ্ধি বা বৈষয়িক আকর্ষণ বা তথাকথিত উন্নয়ন।

সর্বপ্রকার দুঃখ ভোগের একমাত্র কারণ হলো শয়তান। শয়তান কী? মানুষের অহম্ বা আমিত্বই হলো শয়তান। 'আমি ও আমার'—এটাই শয়তানের ভাব। যে যত বেশি মানবীয় আমিত্ব প্রকাশ করে সে তত বেশি জাহান্নামের গভীরে বাস করে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেই আশ্রয় লাভ হয় না। এর জন্যে পূর্বশর্ত হলো 'আমি ও আমার' পরিপূর্ণ সমর্পণ করা না কোরবানি করা। এরূপ সমর্পণের নামই ইসলাম ধর্ম। আর সমর্পণ না করে দূরে সরে থাকলে হয় আমার তথা শয়তানের ধর্ম, আল্লাহর ধর্ম নয়। সমগ্র কোরানে উল্লিখিত জীবনদর্শন 'তা-আউজ' কথারই সুবিস্তার। শয়তানকে প্রস্তরাহত বা বিচূর্ণিত কেন বলা হলো? বস্তুজগতের প্রতীক হলো পাথর বা মাটি। আমিত্ব বা অহঙ্কার সব সময় বস্তুর আঘাত খেয়ে মরে। আমিত্ব বিচূর্ণিত বা খণ্ডিত হয়ে থাকে, অখণ্ড আহাদের সাথে অখণ্ড একক হয়ে বিরাজ করতে পারে না। সে কারণেই ফকির লালন শাহ বলেন :

পড়িলে আউজুবিল্লাহ
দূরে যায় লানত উল্লাহ ॥

AMARBOI.COM

আউল চলন

বিশৃঙ্খল চর্চা। একজন কামেল মোর্শেদের কাছে আশ্রয় নিয়ে ইন্দ্রিয়শুদ্ধির সাধনা অর্থাৎ অন্তর্মুখি পরিশুদ্ধির সাধনা না করে আন্দাজি পথে নিজের খামখেয়ালিপূর্ণ জীবন যাপনকে বোঝানো হয়েছে। সোজা কথায়, এলোমেলো চালচলন। উল্টাপাল্টা চেষ্টা করা। জ্ঞানী গুরুর নির্দেশনা না জেনে কাঠ মোল্লাদের অন্ধ অনুসরণ করা এবং প্রথাগত ধর্মাচারের কানাগলিতে ঘুরে মরা।

আউল-বাউলের আত্মতত্ত্ব ভজন

মুক্তিকামী সাধক আপন দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণের মাধ্যমে মহাসত্য উদ্ধার করেন। খণ্ডিত আমিত্বের খোলস ভেদ করে আপন সত্তার মধ্যে মহাবিশ্বসত্তাকে আবিষ্কার করেন। সেজন্যে সাধককে সম্যক গুরুর প্রদর্শিত পথে কঠিন আত্মত্যাগমূলক শিক্ষা-দীক্ষা চরিত্রগত করার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ হতে হয়। দেহমন সৃষ্টির কার্যকারণ অনুসন্ধানের ধারাক্রমই আউল-বাউলের আত্মতত্ত্ব ভজন, যেখানে গুরু ও শিষ্য দু দেহের দূরত্ব অতিক্রম করে একদেহে লীন হয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আউলিয়া

সম্যক গুরু সালাত ও জাকাত শিক্ষা দিয়ে নিম্নমানের মানুষকে উন্নত মহাপুরুষে পরিণত করে যেমন মুক্তি দান করেন তেমনই দুরন্ত চরিত্রের দুর্ধর্ষ অপরাধীদেরও মানসিক শুদ্ধিক্রিয়ার ধ্যানশিক্ষা দিয়ে আত্মদর্শনে সিদ্ধি দান দ্বারা বিশ্রুত মহাজনরূপে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। সম্যক গুরুর বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তই কালক্রমে মহাপুরুষ তথা আউলিয়া হন। আউলিয়াগণ আল্লাহরই খাস দাস।

আবার বহু জীবনকালব্যাপী গুরুর নির্দেশিত ধারায় সাধনার ফল হিসেবে পরিশেষে একজন সাধক পূর্ণতা অর্জন করেন। স্থূল দেহনির্ভর চাহিদা তথা প্রবৃত্তি দমন ও সংযমের মধ্য দিয়ে নিবৃত্তি অর্জন তথা নির্বাণ লাভ করে একজন সাধক সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তিনি 'অলি আল্লাহ' বা 'আউলিয়া' হয়ে যান। অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধু হয়ে যান।

আউলো কেশী

এলোকেশী। বাইরের চাকচিক্যের প্রতি অনাসক্তি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান-প্রথা বিমুখ অসামাজিক পাগল-মোস্তান বা উগ্র সাধক। আপন সত্তার গভীরে যিনি অন্তর্মুখি হয়ে প্রবেশ করে দেহমনের কর্মকাণ্ড অনুদর্শন দ্বারা সর্ববিষয়ের উপর পরম দ্রষ্টা পুরুষে পরিণত হয়ে যান।

AMARBOI.COM

আউলো বাণী

মনগড়া দাবি। ভিত্তিহীন এবং এলোমেলো কথা। আত্মদর্শন না করে নিজের প্রবৃত্তিপরায়ণতার অপরাধ আড়ালের জন্যে উপর চালাকির দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করা। সাধনা না করে সাধক সাজবার কৌশল গ্রহণ করা। সাধু না হয়ে সাধু সাজলে সাজা বাড়ে বৈ কমে না।

সারা জীবন বিষয়মোহে আচ্ছন্ন থেকে মৃত্যুর সময়কালে আপন রবের কাছে নানা অজুহাত বা ওজর দেখিয়ে রেহাই পাবার বৃথা চেষ্টা চালানো।

আউয়াল

'আউয়াল' অর্থ আদি, প্রথম বা সূচনাকাল। এখানে 'আউয়াল' শব্দটি মূলত দেহ তথা জগত সৃষ্টির আগের অবস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। লালন শাঁইজির ভাব অনুসারে মানবদেহ উৎপত্তির আদি বা প্রাথমিক অবস্থা। মাতৃগর্ভে জরায়ুর মধ্যে পিতার শুক্র ও মায়ের ডিম্বাণুর মিলনে দেহ যখন বিন্দু আকারে একীভূত হয়ে প্রথম প্রাণ সূচনা করে– সৃষ্টির বা দেহের সেই আদি বিন্দুরূপ অবস্থা।

আউয়াল মোকাম

প্রতিটি মানবসত্তার মর্মমূলে তার আপন আদিগৃহ লুকিয়ে আছে। বহির্মুখি প্রবৃত্তির তাড়নায় সাধারণ মানুষ সব সময় দেহের বাইরের বিষয়রাশির মোহ দ্বারা পরিচালিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে দুঃখ-জ্বালাময় জাহান্নামের জীবনযাপন করে থাকে। কিন্তু একজন সাধক বাইরের বিষয়রাশির উদয়বিলয়ে বিচলিত না হয়ে আপন সত্তার কেন্দ্রে ধীরস্থির হয়ে অবস্থান নেন। সাধক আপন অস্তিত্বের মূল আদিগৃহ কাবায় অর্থাৎ গুরুর সূক্ষ্মদেহে বিশ্রামপ্রাপ্ত হন। সোজা কথায়, আত্মদর্শন যোগে অর্জিত সাধকের মূলসত্তা। সূক্ষ্মদেহই 'আউয়াল মোকাম'।

❙ আউয়ালে আক্কেল দরিয়া

জন্মের আগে দেহমন যখন মাতৃগর্ভে জরায়ুর মধ্যে অপূর্ণ-অবিকশিত অবস্থায় থাকে তখন আপন রব প্রত্যেক মূলসত্তার মধ্যে প্রবেশ করে পৃথিবীতে যাবার পর তাঁর ভজনা করার অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। 'আক্কেল' অর্থ জ্ঞান, 'দরিয়া' অর্থ নদী। এখানে আদি বা প্রারম্ভিক উৎসরূপে আপন গুরুরূপ আল্লাহর সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রবাহের সংযোগ প্রদানের আদি রহস্য লীলাবোঝানো হয়েছে।

❙ আউয়ালে বিসমিল্লাহ বর্ত

পিতামাতার শক্র ও শোণিতের মিলনে পিণ্ডাকারে মাতৃগর্ভের অষ্টদল পদ্মে অর্থাৎ নাভিমূলের নিচে সত্তার আশ্রয়রূপে মানবদেহের গঠন হতে থাকে। পঞ্চম মাসে শিশুর জীবদেহ পুষ্ট হয়। সপ্তম মাসে পরমাত্মা মহাগুরু জীবত্মকে চৈতন্য দান করেন। চৈতন্য পেয়ে জীব চক্ষু মেলে দেখে। তখন গুরু সামনে এসে দাঁড়ান। সৃষ্টির আদিতে গুরুর সাথে প্রতিটি সত্তার এ আদ্য যোগকে শাঁইজি এখানে আরবি কোরানের শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন। দেহসৃষ্টির আদি থেকে মানুষের সাথে বররূপে সম্যক গুরুর গুণগত পথ সংযোগ। শাঁইজি বলেন :

আউয়ালে বিসমিল্লাহ বর্ত।
মূল বটে তার তিনটি অর্থ ॥

❙ আওন-যাওন

আসা-যাওয়া। বিষয়রাশির আকর্ষণে মোহগ্রস্ত হয়ে সাধারণ মানুষ সৃষ্টিচক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এ জীবনে বিষয়মোহের উপরে উঠতে না পারলে আপন মন-মানসিকতার কারণে মানুষ জন্মমৃত্যুর নাগরদোলায় শুধু ঘুরতেই থাকে। বারবার জন্ম নিতে হয় এবং বারবার মৃত্যুর মধ্যে পতন হয়। কর্মফল অনুসারে মানুষ বারবার জন্ম নেয়। বারবার জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করাকে শাঁইজি বলেন 'আওন-যাওন'।

❙ আওলা

মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা, বিষয়গত ধনসম্পদ, এমনকী নিজের জীবন পর্যন্ত যাঁর জন্য উৎসর্গ করতে হয় তিনিই আওলা। সাধকের কাছে নিজের গুরু সব জাগতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদ এমনকী জীবনের চেয়েও মূল্যবান মহাধন, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষ, মহাগুরু।

আওয়াজ

সাধারণ মানুষের কাছে আওয়াজ হলো বাইরে থেকে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে আগত কোনো ধ্বনি বা শব্দ। তবে এখানে আওয়াজের অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সাধনার বিশেষ পর্যায়ে উত্তীর্ণ হলে সাধকের ভেতর থেকে সম্যক গুরু অতীন্দ্রিয় শ্রবণশক্তির দুয়ার খুলে দেন। যে কোনো বিষয়ে তিনি আপন অস্তিত্বের মধ্য থেকে জ্ঞানবাণী শ্রবণ করেন। কোরানের ভাষায় এ অতীন্দ্রিয় শ্রবণকে বলা হয়েছে 'এলহাম'। আপন রবের সাথে স্থায়ী সংযোগ স্থাপিত হলে গায়েবি আওয়াজ সাধু ভেতর থেকেই আহরণ করেন বা শ্রবণ করেন।

আকবরি হজ

'আকবর' অর্থ সর্বোত্তম, শ্রেষ্ঠ, মহান। 'হজ' অর্থ 'আত্মদর্শন'। আত্মদর্শন করা অর্থাৎ নিজেকে দর্শন করা তথা খানায়ে কাবা দর্শন করাকে 'আকবরি হজ' বলে।
হজ দুই প্রকার। 'আজগরি হজ' এবং 'আকবরি হজ'। একটি বাইরের বিশ্বের, অপরটি গৃহের বা আপন দেহের। বাইরের হজ সমাপন করে অন্তর্মুখি হজ অর্থাৎ আত্মদর্শনের আকবরি হজ সম্পাদন করতে হয়। চারমাস বহির্জগতের সব বিষয় থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণের মাধ্যমে সত্যের সাধকগণ কামালিয়াত অর্জন করেন।

AMARBOI.COM

আকার

দেহরূপ। সমগ্র মহাবিশ্ব একটি অখণ্ড দেহ বা আকার। মানবদেহ অসীম অখণ্ড আকারেরই সীমায়িত ও খণ্ডিত রূপ। দৃশ্যমান এ আকার ছাড়া যেমন মানবের কোনো অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না তেমনই আকৃতি ছাড়া কোনো বিষয় শনাক্ত বা চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। মাটির পৃথিবীর এককণা ধূলি থেকে শুরু করে আকাশের তারা পর্যন্ত সবই আকারময়। অর্থাৎ সবই আল্লাহময়।
আল্লাহর তিনরূপের মধ্যে প্রথম রূপ আকারময়। আকারের ভেতরেই সাকার এবং সাকারের মধ্যে নিরাকার বিরাজ করেন। আল্লাহ সর্ব আকারময়। এজন্যে কামেল মোর্শেদ বা সম্যক গুরু ছাড়া সত্য কোনো ধর্ম-নির্দেশনা কোরান বাণীরূপে অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। সম্যক গুরুকে চিন্তা ও কর্মের সামনে দাঁড় করাতে না পারলে সত্য থেকে দূরে পড়ে থাকতে হয়। আল্লাহকে আকার সাকারের মধ্যে না চিনে নিলে নিরাকার আল্লাহর দেখা কখনো কেউ পায় না। তাঁকে রাজশক্তি নিজেদের অন্যায্য শাসন-শোষণের পথ কাঁটামুক্ত রাখার মতলবে আল্লাহকে শুধু নিরাকার বলে প্রচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও প্রতিষ্ঠা করেছে। শূন্য আসমানের উপর আল্লাহকে তুলে রেখে পাপাচার-অনাচারে সারা পৃথিবীকে দূষিত ও বিপর্যস্ত করে ধ্বংসের প্রান্তে এনে ঠেকিয়েছে। ফকির লালন শাহ আল্লাহকে মানবাকারে দেখেন এবং দেখান। তিনি বলেন :

আকার ছেড়ে নিরাকারে ভজলি রে আঁধেরার প্রায়
লালন বলে কাঠমোল্লাজি ভেদ না জেনে গোল বাঁধায় ॥

আকার কি নিরাকার শাঁই রাব্বানা

'আল্লাহ' অর্থাৎ জগত কর্তা শাঁই কী রূপ, আকার না নিরাকার–এ প্রশ্ন ফকির লালন শাঁইজি হাজির করছেন সঙ্গত বিবেচনায়। কারণ, প্রচলিত রাজকীয় ধর্মাচার আল্লাহকে নিরাকার বলে দাবি করে। গুরু লালন শাঁইজি জগতের সে মিথ্যে ধারণার ভিতসুদ্ধ ধসিয়ে দেন তাঁর শাণিত যুক্তি দিয়ে। সমগ্র জগত যদি আকারে সৃষ্টি হয় তাহলে তার স্রষ্টা শুধু নিরাকারে থাকেন কেমন করে? আল্লাহ তথা শাঁই রাব্বানাকে নিরকার বলে নিঃসীম শূন্যে তুলে না রাখলে সমরবাদী-সাম্রাজ্যবাদী খেলাফততন্ত্র, উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজাদের হত্যা, যুদ্ধ, অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়তো। আল্লাহ অবশ্যই আকারময়। এ আকারের মধ্যেই নিরাকার রূপ নিহিত। অস্তিত্বের মধ্যে যত প্রকার সৃষ্টির প্রকাশ আছে সবই আল্লাহর দ্বারা সৃজিত হয়েছে এবং সমস্ত শক্তির সঙ্গে শাঁই রাব্বানাই সম্পৃক্ত হয়ে আছেন। আকার-নিরাকার অর্থাৎ দেহ ও মন সৃষ্টির সবই আল্লাহময়। আল্লাহ শুধু ওখানে আছেন, এখানে নেই–এমন মনোভাবই শেরেক বা অংশীবাদ। দৃশ্য ও অদৃশ্য সব কিছুর মূল আল্লাহ। তিনি অখণ্ড একক, প্রতিষ্ঠিত সত্য। প্রতিটি দৃশ্যের বা বিষয়ের পেছনে যেমন অদৃশ্য বা রহস্য নিহিত আছে তদ্রূপ প্রতিটি আকারের মূলে সক্রিয় আছেন নিরাকার। একটির সাথে অপরটি বিজড়িত। সোজা কথা, আমার যখন আকার আছে তাহলে অবশ্যই আমার আল্লাহরও আকার থাকতে হবে। দেহ না থাকলে আল্লাহ বা গুরুর দরকার কখনো পড়তো না।

আকার ছেড়ে নিরাকারে সেজদা কে দেয়

মানবদেহ ছাড়া আল্লাহ অবতরণের কোনো ক্ষেত্র নেই। আকার, সাকার ও নিরাকার এ তিনরূপে আল্লাহর সৃষ্টিরাজ্য চলছে। আকারের ভেতরই সাকার ও নিরাকার রূপে আল্লাহর রহস্য লুকিয়ে আছে। একজন মোহাম্মদ হলেন এ রহস্যজ্ঞানের উৎস। সেজদা অর্থ সমার্পণ। যাকে দেখা যায় না তাকে সেজদা দেওয়া অর্থাৎ তার প্রতি সমপিত হবার কোনো উপায় আছে কি! মহানবির আবির্ভাবের পূর্বকালে আল্লাহর প্রশংসা নানা নামে কোরানে ব্যক্ত হয়েছে। যথা : হযরত আদমের আমলে ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাললাহু আদম শফিউল্লাহ' অর্থাৎ 'নেই কোনো আজীবন নির্ভরযোগ্য নারী উপাস্য আদম আল্লাহ্ ছাড়া যিনি আল্লাহর শফি তথা ত্রাণকর্তা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হযরত নূহ নবীর সময়কালে কালেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাললাহু নূহ নাজিউল্লাহ।' অর্থাৎ 'নেই কোনো আজীবন নির্ভরযোগ্য নারী আল্লাহ পুরুষ আল্লাহ নূহ নবি ছাড়া, যিনি আল্লাহর দৃষ্টান্ত।' হযরত মুসা নবির কালে কালেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাললাহু মুসা কালিম উল্লাহ'। অর্থাৎ 'নেই কোনো আজীবন নির্ভরযোগ্য নারী উপাস্য পুরুষ উপাস্য মুসা ছাড়া, যিনি আল্লাহর মূর্ত বাণী।' হযরত ইসা নবির আমলে কালেমা ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইসা রুহুলুল্লাহ' অর্থাৎ 'নেই কোনো আজীবন নির্ভরযোগ্য নারী উপাস্য পুরুষ উপাস্য ইসা ছাড়া, যিনি আল্লাহর রূহ্।' মহানবি এসে কালেমা প্রবর্তন করলেন 'লা ইলাহা ইল্লাললাহু মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ' অর্থাৎ 'নেই কোনো আজীবন নির্ভরযোগ্য নারী উপাস্য পুরুষ আল্লাহ ব্যতীত, মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল।' সর্বশেষ নবির দেহত্যাগের পর ক্ষমতালোভী শাসকরা আল্লাহ এবং রসুলের মধ্যে ফাঁক তৈরি করে আল্লাহকে নিরাকার বলে সাত আসমানের উপর তুলে মহানবিকে সাধারণ মানুষরূপে চিহ্নিত করে। নিজেদের সব অপকর্মকে চাপা দেবার সুবিধে সম্মত ধর্ম তৈরি করে। ইট, কাঠ ও লোহা-লক্কড়ের ঘরকে 'মসজিদ' বলে চালিয়ে রাজকোষের ভেতনভুক 'ইমাম' তৈরি করে রাজকীয় ধর্ম প্রবর্তন করে যা সব নবির দর্শনের বিপরীত। আমাদের বাপ-দাদারা এ ধর্মাচার করে গেছেন এবং আমাদেরও তা পালন করার শিক্ষা দিয়েছেন। ফকির লালন শাঁই এ মিথ্যের খোলস ধরে টান দিয়ে প্রকৃত আল্লাহর স্বরূপ প্রকাশ করতে নেমে বলেন :

আপনি খোদা আপনি নবি
আপনি হন আদম শফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ
নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপ হয় ভজন পথে ॥

আকার নাস্তি

পিতামাতার রজঃবীর্যের সংযোগে মানব আকার ধারণ করা বা স্থূল জীবদেহ নিয়ে জগতে আগমন করাই আকার নাস্তি।

আকার বলিতে খোদা

জগতে দৃশ্যমান যা আছে সবই আল্লাহরই প্রকাশ। আল্লাহর ছাড়া কোনো আকার-প্রকার সৃষ্টি নেই। সমগ্র জগতই হলো আল্লাহময় তাই আকারময়। মসজিদ-মন্দিরেই যদি আল্লাহ রাজত্ব করেন তাহলে তার বাইরের জগতটা কার? আল্লাহ সবখানে বিরাজমান। তবে আকারে প্রকারে সৃষ্টির মধ্যে গুণগত তারতম্য অবশ্য আছে। 'আহাদ আল্লাহ' বা 'নারী আল্লাহ' এবং 'সামাদ আল্লাহ' বা 'পুরুষ আল্লাহ'। বিষয় বা বস্তুজগতের সাথে মোহের আকর্ষণে যারা জড়িয়ে আছে, একজনের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যজন নির্ভর করে বেঁচে আছে, তারা সবাই নারী আল্লাহ। এরা সবাই মাধ্যাকর্ষণশক্তির টানে পৃথিবীতে আবদ্ধ। অন্যদিকে পুরুষ আল্লাহ হলেন সব বিষয় বা বস্তুমোহের আকর্ষণ ছিন্নকারী জিতেন্দ্রিয় পরমপুরুষ বা সামাদ আল্লাহ। সামাদগণ লা-শারিক আল্লাহর খবর রাখেন। তাঁরা কোনো বিষয়ে মনে মোহের জন্ম দেন না এবং সে কারণে জন্ম নেন না। সামাদ আল্লাহ লা-শরিক, স্বাধীন, স্বনির্ভর, নিরপেক্ষ, মুক্ত, বন্ধনহীন ও বেনেয়াজ।

'আহাদ' ও 'সামাদ' একে অপরের পরিপূরক। আহাদ জগত নারীজগত শারীরিক লিঙ্গ নির্বিশেষে। এ জগতের সাহায্য-সহযোগিতার দ্বারা এবং লালন-পালনের সুষ্ঠু পরিচর্যার দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে স্বাধীন সামাদসত্তার উদ্ভব হয়। অপরপক্ষে, সামাদগণ আহাদ জগতকে রূপে রসে লীলাময়, রহস্যময়, অর্থপূর্ণ ও সার্থক করে তোলেন। নিরাকারের লীলা আকার-সাকারে পূর্ণ করেন।

আকার বিনে নূর চোয়ায় প্রমাণ কী গো তার

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানবদেহই আল্লাহ প্রকাশের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। মানবাকারের মধ্যেই আল্লাহর উত্তম লীলা ব্যক্ত হয়। মানুষই আল্লাহকে দর্শন করতে পারে আত্মদর্শনের মাধ্যমে। নূর বা জ্যোতির বিচ্ছুরণ দ্বারা মানুষের দৃষ্টির তথা জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। দেহের মধ্যে মনের ভ্রমণের তথা আত্মদর্শনের দ্বারা যখন কোনো মহাপুরুষ সিদ্ধির দেশে উন্নীত হন তখন তাঁর সত্তায় নূরের ফোয়ারা প্রবাহিত হতে থাকে। এ মহাজ্ঞানের নহর প্রবাহের মাধ্যমে যে স্বর্গীয় গুণাবলি প্রকাশিত হয় তা নূরে মোহাম্মদি গুণের অভিব্যক্তি। আল্লাহর আপন চরিত্রই সৃষ্টির তথা আকারের মধ্যে মহাগুরুর অভিব্যক্তিরূপে যুগে যুগে যে সকল বিকাশ হয়ে থাকে তাই নূরে মোহাম্মদি। পরম গুণাবলির অপ্রকাশিত রূপ হলেন 'নিরাকার আল্লাহ' এবং প্রকাশিত রূপ হলেন 'জাহের আল্লাহ' অর্থাৎ সম্যক গুরু। অতএব, আকার বা মানবদেহ ছাড়া আল্লাহর কোনোরূপ প্রকাশ-বিকাশ নেই।

আঁখি

মানুষের দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বা ইন্দ্রিয় হলো 'আঁখি' বা 'চোখ'। প্রত্যেক মানুষের বাইরের দুটি চোখ যেমন আছে তেমনি এ দু চোখের উপর আরো একটি চোখ আছে। বাইরের চোখ দিয়ে আমরা যা দেখি তা সত্যিকারের দেখা নয়। সূর্য বা আলো যখন কোনো বস্তুর উপর পতিত হয় তার প্রতিফলন এসে আমাদের বাইরের দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করলে মনে হয় আমরা সব দেখি। আসলে বস্তুর এ বাইরের অবয়বটুকু দেখে আমরা বিভ্রমে পড়ি। বস্তুর ভেতরের রূপ প্রকৃত অর্থে আমরা কিছুই দেখি না। তার খোলসটুকুই দেখতে পাই। বাইরের সূর্য বা আলো ছাড়া আমাদের দৃষ্টি অন্ধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরের দু চোখের উপর তৃতীয় যে চোখ রয়েছে সেটাই জ্ঞানদৃষ্টি। সত্যের সাধকগণ এ তৃতীয় নয়ন দিয়েই সব সত্য প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এ তৃতীয় চোখ একজন সম্যক গুরুর কাছ থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও ধ্যানযোগের মহড়া দ্বারা উন্মোচন করতে হয়। যার এ তৃতীয় চোখ খুলে যায় তিনি দৃশ্য-অদৃশ্য সব সৃষ্টি রহস্য আপন সত্তার মধ্যেই দর্শন করতে পারেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের যে কোনো বিষয়ই তিনি তৎক্ষণাৎ দেখে থাকেন। মহাবিশ্বের যে কোনো রহস্য সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত। এজন্যে দৃষ্টিকে বলা হয়েছে দেহের প্রদীপ স্বরূপ। যাঁর দৃষ্টি পবিত্র হয়ে যায় তাঁর দেহও পবিত্র হয়ে ওঠে। এ রকম তৃতীয় আঁখি সম্পন্ন কামেল মহাপুরুষ হলেন একজন প্রদীপ্ত প্রদীপ। একটি প্রদীপ থেকে আলো নিয়ে যেমন আরো অনেক প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করা যায়, তেমনই এরূপ একজন মহাপুরুষদের জ্ঞানদৃষ্টির আলো দ্বারা আলোকিত অসংখ্য মহাপুরুষ জন্ম দেন সম্যক গুরু। তঁর এমন গুণসম্পন্ন পুত্রদেরই বলা হয়েছে 'নূর মোহাম্মদ' যাঁরা সর্বকালীন ও সর্বজনীন সত্যের চরম পরিচয়।
তৃতীয় চক্ষুসম্পন্ন মহাপুরুষের কাছ থেকে আত্মদর্শনের পাঠ গ্রহণ করে তা আপন সত্তার মধ্যে কার্যকর করে তুলতে পারলেই একজন 'আলোকিত মানুষ' হতে পারেন, নয়তো বই পড়ে তোতা পাখির মতো বাইরের বুলি মুখস্ত করে বা বক্তৃতা-ওয়াজ শুনে কেউ আলোকিত মানুষ হতে পারে না কখনো, ভারবাহী কলুর বলদ অথবা দানব হয় মাত্র।

AMARBOI.COM

আখের

'আখের' বা 'আখেরাত' অর্থ অন্তিম বা সমাপনী বা শেষ। একজন সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে মানসিক আশ্রয় নিলে এরপর মানবীয় আমিত্ব বা অহ্ম তথা দুনিয়ার জীবন আর থাকে না। এটি সৎকর্মশীলদের আখেরাত। সৎকর্মশীলদের এ রূপ জীবন অর্থাৎ আখেরাত সত্যের সঙ্গে প্রত্যভাবে সংযুক্ত জীবন। নিষ্ঠাবান গুরুভক্তের তথা আমানুর জন্যে তার এলহাম থেকে আরম্ভ করে সত্যদ্রষ্টা অর্থাৎ মোমিন হওয়া বা মুক্ত হয়ে ওঠার সময়কালকে 'আখেরাত' বলে।
অপরদিকে সৎ আমলহীন কাফেরদের তথা অভক্তদের আখেরাত হলো পরবর্তী জন্মকাল তথা জাহান্নামের জীবন। এ দু প্রকার অর্থ মিলিয়ে এক কথায় প্রকাশ করলে 'আখেরাত' শব্দের অর্থ দাঁড়ায় 'পরকাল' অর্থাৎ 'পুনর্জীবন' বা 'নতুন জীবন'।

আখেরি

সাধক ব্যক্তি ইহজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে 'আখেরি' বা শেষ বলে মনে করেন। দায়েমি সালাতে নিয়োজিত সাধক আপন গুরুর প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে প্রতিনিয়ত তার সাতটি ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে যে সব দৃশ্য, শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, ভাব বা চিন্তা মস্তিকে প্রবেশ করে সেগুলো জ্ঞানের সাথে খুঁটিয়ে দেখেন বা অণুদর্শন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দর্শনজ্ঞানে তিনি পরিপক্কতার সাথে সব কিছুর মোহ-কালিমা ধ্বংস করে দেন। যার ফলে তিনি জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে জিতেন্দ্রিয় সত্তা অর্জন করতে পারেন। এ আখেরি বা সমাপ্তিই হলো তাঁর জান্নাতময় জীবনধারার পরম আধ্যাত্মিক স্তর।

আখেরে খালি হাতে সবাই

'আখের' কথার দুটো অর্থ। একটি হচ্ছে পরবর্তী জন্ম বা জীবনকাল। অপরটি সাধকের জান্নাতময় জীবনকাল। কিন্তু লোকসমাজে যেহেতু 'আখের' বলতে শেষ বা সমাপ্তি অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাই শাঁইজি সাধারণ্যে ব্যবহৃত 'আখের' অর্থে একটি জীবনের অন্তিমকালকে নির্দেশ করছেন এখানে। সারা জীবন ধরে লোকেরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে-বর্তে থাকার আশায় অর্থ-বিত্ত-বেসাতি, আত্মীয়-পরিজন, পদ-পদবি লাভের জন্যে গাধার খাটুনি খেটে মরে। কিন্তু বস্তুজগতের কোনো সম্পদই সে মৃত্যুকালে সাথে নিয়ে যেতে পারে না। সবই ফেলে রেখে যেতে হয়। কেউই তার সঙ্গের সঙ্গি হয় না। এ কথা লোকেরা বুঝতেই চায় না। যতদিন পৃথিবীতে থাকে ততদিন জাগতিক-বৈষয়িক ধন ও ঐশ্বর্য উপার্জনে এতো বেশি আসক্তির মধ্যে ডুবে থাকে যে, পরিণতির কোনো চিন্তাই করে না। জাগতিক সম্পদ যে শেষ পর্যন্ত অসার এ বোধটুকুও হারিয়ে ফেলে। এতে তার আত্মিক অর্থাৎ মানসিক যে ক্ষতি ঘটে থাকে তার ফলভোগ করতে হয় পরবর্তী জীবনকালে। বস্তুগত উপার্জনের চেয়ে আত্মিক অর্জনই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জীবনকালে এ উপলব্ধি না ঘটলে পরবর্তী পুনর্জন্মে তাকে জাহান্নামের নরকজ্বালা অর্থাৎ বিষয়রাশির জঞ্জালের আবর্তনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে ঘুরে ঘুরে পর্যুদস্ত হতে হয়।

আখেরে মরণ

বিষয় বিষে মনকে সব সময় ডুবিয়ে রাখলে তার ভয়ানক পরিণতি যে কী হয় প্রবৃত্তিপরায়ণ লোকেরা তা দেখে না। তারা সারা জীবন শুধু বৈষয়িক ধন-সম্পদ সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের খেয়ালে মত্ত থেকে নিজেদের ধনবান মনে করে এবং এভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করে। বিষয়মোহ থেকে মনকে মুক্ত করতে না পারলে ইহজীবন এবং পরবর্তী জনমে তাদের মানসিক নিম্নগতি ঘটে থাকে। আসক্তি অর্থাৎ কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য থেকে আপন চিত্তকে সালাতের সাধনা দ্বারা মুক্ত করা না গেলে পরবর্তী জীবনে পশুকুলে চিন্তা-চেতনায় নিম্নস্তরে জন্মগ্রহণ করতে হয়। মানবকুল থেকে অধোগতি হওয়া মানেই মরণ। আখেরে বা শেষে সে পরিণতির ইঙ্গিতই এখানে রূপক কথায় প্রকাশ পেয়েছে।

আগম

তন্ত্রশাস্ত্রকে বলা হয় আগম। যদিও প্রাচীন কোনো শাস্ত্রের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখা যায় না। তা হলেও তন্ত্রকে অপ্রাচীন বলা যায় না। কারণ তন্ত্রশাস্ত্র অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোপনীয় শাস্ত্র। শাস্ত্রকারগণ কুলবধূর ন্যায় সাধনশাস্ত্রকে গুপ্ত রাখার উপদেশ প্রদান করেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্র মুখ্যত আপন রব তথা সম্যক গুরুর কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে অর্জনীয় আত্মদর্শনের সূক্ষ্ম বিজ্ঞানশাস্ত্র। 'তন্ত্র' শব্দের অর্থ 'শ্রুতিশাখা বিশেষ' পূর্বতন ঋষি-মোহান্তগণ অতি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা যেরূপ সুকৌশলে উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেছেন, তার প্রতি কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করলে তন্ত্রের প্রকৃত ভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যেতে পারে। এতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ ভাবের অবির্ভাব হয়। সেই পবিত্র আনন্দ বা জ্ঞান অন্যকে শব্দ দিয়ে, ভাষা দিয়ে বোঝানোর কোনো উপায় নেই। যিনি সেই সাত্তিক আনন্দ অনুভব করেছেন তিনি ছাড়া আর কারো তা বোঝার সাধ্য নেই। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ লোক যান্ত্রিকতার কবলে পড়ে এ সব বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায় তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এ জন্য তারা তন্ত্রশাস্ত্রকে কোরান-বেদবিরুদ্ধ কাজের অভিপ্রায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে রচিত বলে উপেক্ষা করতে কুণ্ঠিত হয় না। আগম হলো তন্ত্র এবং নিগম মানে বেদ। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে আগমসম্মত উপাসনাই সুফলপ্রসূ। কারণ কলিযুগের দুর্বল চিত্ত মানুষের আত্মিক কল্যাণসাধনের বিধানই এতে গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। তাই তন্ত্রই কলিকালের আধ্যাত্ম বিকাশবিজ্ঞান। প্রাচ্যে বিশেষত ভারতবর্ষে তন্ত্রানুসারে ঈশ্বরের আরাধনা হয়ে থাকে এবং তান্ত্রিক মতেই দেবতা আরাধনায় শীঘ্রই ফল লাভ হয়ে থাকে। তান্ত্রিকগণ এরূপ সহজ ও সরল পন্থাসমূহ আবিষ্কার করেছেন যাতে মানুষ যোগসাধনার পথে সহজে অগ্রসর হতে পারে।

আগম অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র শিব কর্তৃক বিরচিত, যা যোগের অতি উত্তম পন্থা। এটি শুধু পার্থিব ভোগের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে এমন চিন্তা করাও মহাপাপ। যে তন্ত্রমতে মদ্য, মাংস প্রভৃতি বিষয় উপভোগের কথা লিখিত আছে সেই তন্ত্রশাস্ত্র কি ব্রহ্মজ্ঞানে অদূরদর্শী ছিলেন? তন্ত্রের সাধনা অতিপবিত্র এবং তা মুক্তি বা মোক্ষ লাভের সহজ উপায়। তন্ত্রশাস্ত্র বিজ্ঞান কি রসায়ন কি যোগ কি ভাবসমগ্র তা ভেবে স্থির করার অধিকার কারো নেই। মনে হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা এতো দূর উন্নত সীমায় আরোহণ করেছিলেন তাঁরা মানুষ না দেবতা ছিলেন। তবে বিশ্বাস হয়, এ শাস্ত্র মানুষ দ্বারা নয়, পরম যোগী শিব কর্তৃক আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হয়েছিল। তন্ত্রে যে সব বিষয় বর্ণিত হয়েছে তা পরীক্ষার জন্যে বেশি চেষ্টা করতে হয় না। তন্ত্রোক্ত সাধন প্রণালিতে দ্রুত ফল লাভ হয়। যথাবিহিত পদ্ধতি আয়ত্ত করে নিতে পারলে এক রাতেই সব সাধনায় সিদ্ধ হয়ে ব্রহ্মপদ লাভ করা যেতে পারে। তন্ত্রের যুক্তি হলো, কলির মানুষ অল্প আয়ু ও অল্প চিত্ত হবে। তাদের দ্বারা কঠোর সাধনা সম্ভব হবে না। তাই এ অল্পায়ু, অল্পচিত্ত ও অল্পমেধা জীবের নিস্তারের জন্যে সম্যক গুরু মহাদেব এ মত প্রচার করেছেন। তাই ফকির লালন শাহ বলেন :

কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব
সে তুলনা কী আর দেবো ॥

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতএব, তন্ত্র কেবল অজ্ঞানীর অন্ধকার হৃদয়ের কতগুলো কুক্রিয়ার পদ্ধতিতে ভরা নয়, এটি ভোগাসক্ত জীবের ভোগের পথ দিয়ে নিবৃত্তির পথে সহজে অগ্রসর হবার অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতিমালায় পরিপূর্ণ। সর্বসাধারণের জন্যে তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থা আছে। অশিক্ষিত লোকও অধিকার অনুযায়ী এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। স্ত্রীলোক বা নিম্নস্তরের (শূদ্র) লোকের সাধনা করার অধিকার বেঁধে দেয়া হয় নি। তাদের জন্যে তন্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা পদ্ধতি রয়েছে। বেদের অধিকারীগণ কালক্রমে বেদপথ অতিক্রম করে তন্ত্রোক্ত সাধনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। সে কারণে ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্র আদরণীয়।

প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদয় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হয়েছে। ফলত আদি কারণের নামই সাংখ্যদর্শনে 'প্রকৃতি' শব্দে উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতির কর্তৃত্ব বেদসম্মত। প্রকৃতির উপাসনাও সত্যযুগ পর্যন্ত প্রচলিত আছে। মার্কাণ্ডেয় মুনি প্রণীত 'চণ্ডী' গ্রন্থে প্রকৃতির কর্তৃত্ব অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়েছে; যথা:"হে মহাবিদ্যা, নিত্য, জন্মমৃত্যুরহিত স্বভাবসম্পন্ন, জগতের আদি কারণ। এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁর মূর্তি। তার থেকেই এ সংসার বিস্তারিত হয়েছে"। ত্রেতাযুগের রাম-সীতাতত্ত্ব উপনিষদেও রয়েছে। উপনিষদের সে ছায়া অবলম্বন করেই মহাত্মা বাল্মিকী 'রামায়ণ' মহাকাব্য রচনা করেন। রাম-সন্নিধানবশতঃ জগতের আনন্দদায়িনী এবং সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাই প্রকৃতি। সীতা যখন প্রণবের (অউম বীজমন্ত্রের) সাথে অভেদপ্রাপ্ত হন, তখন ব্রাহ্মবাদীরা তাঁকে প্রকৃতি বলেন।

দ্বাপরযুগে যে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া, ভাগবত প্রণেতা তা রাসলীলায় পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য অর্জুনকে বলছেন,"হে কৌন্তেয়, আমার অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এ সচরাচর জগত প্রসব করে থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠানের জন্যেই এ জগত নানা রূপে উৎপন্ন হয়ে থাকে।"

ভগবৎ গীতার উপরোক্ত বাক্যে প্রকৃতিই জগত বা দেহ প্রসব করেছে বলে জানা যায়। সেই প্রকৃতি দেবীই তন্ত্রের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এ কথা উপনিষদ ও পুরাণাদি দ্বারা অনুমোদিত। তন্ত্রে দেব এবং দেবী উভয়ের উপাসনাই বিধিবদ্ধ হয়েছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক দেখা যায়। তার মধ্যে এক সম্প্রদায় কেবল প্রকৃতি দেবের উপাসক। তারাও তন্ত্রোক্ত সাধনার ব্যবস্থা অনুযায়ী পরিচালিত। যে রকম শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যোগশাস্ত্রকে 'কর্মের কৌশল' বলেছেন। যথা:

বুদ্ধিযুক্তো জাহাতীহ উভে মুকৃতদৃষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগ কর্মসু কৌশলম ॥

তদ্রূপ আগম বা তন্ত্রশাস্ত্রে অতি সুকৌশলে উপাসনা প্রণালি যোগশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী বিধিবদ্ধ হয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে দেলভেদে তথা দেহভেদে নানা প্রকার আচার ও নানা প্রকার ভাব প্রকাশিত হয়েছে। যে মানুষ যে রকম আচার, ভাব এবং যে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনার যোগ্য বা অধিকারী তদানুরূপ আচরণ করলে সুফলপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং সাধনায় নিষ্পাপ হয়ে সংসারসমুদ্র থেকে উত্তীর্ণ হয়। জন্মার্জিত পুণ্যের প্রভাবে যাদের বাসনা হয় তাঁরা সংসারে থেকেও মনকে পবিত্র করে সাক্ষাত শিবময় হয়ে ওঠেন। যেখানে ভোগ বাহুল্যের বাড়াবাড়ি সেখানে যোগের সম্ভাবনা নেই। যেখানে যোগ সেখানেই ভোগের অভাব। কিন্তু গুরুর ভাবলোকে প্রবেশ করতে পারলে উপভোগ ও যোগ উভয়ই লাভ করা যেতে পারে।

আগম শাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'-কার সাধনার উল্লেখ আছে। পঞ্চ ম'-কার মানে পাঁচটি দ্রব্যের আদ্য অক্ষর 'ম'। যথা: মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। এ পাঁচটিকে 'পঞ্চ ম-কার' বলা হয়। পঞ্চ ম-কার সাধনার ফলও অসীম। যথা:

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমের চ।
ম-কারপঞ্চকং বৃত্বা পুনর্জন্মা ন বিদ্যতে ॥

পঞ্চ ম-কার সাধকের পুনর্জন্ম হয় না। গড়পড়তা সাধারণ মানুষ এ গূঢ়তত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে না পেরে এ সম্বন্ধে নানা কথা বলে থাকে। বিশেষ করে ভোগবাদী-পণ্যলোভী বর্তমান যান্ত্রিক যুগে শিক্ষিত-ক্ষমতাবান শ্রেণীর লোকেরা অবাধে মদ্যপানের আয়োজন, মাংসভোজনের ব্যবস্থা, মৈথুনের নামে নির্বিচারে পরনারীর দেহভোগ ও মুদ্রার অবাধ নগদ ব্যবহার প্রথা ও অপচয় এতো মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে সংবেদনশীল-সুবোধ সম্পন্ন মানুষেরা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি খুবই অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে থাকেন। সম্যক গুরুর কাছে আশ্রয় না নিয়ে কিছু স্বার্থবাজ লোক নিজে নিজে লম্বা চুল দাঁড়ি রেখে, বিশেষ ধরনের বেশ-ভূষণ পরে স্থূল ভোগাচার ও কুসংস্কারের এতো বিস্তার ঘটিয়েছে সাধনার নামে এদের জন্যেই তান্ত্রিক লোকের নাম শুনলেই যেন শিউরে ওঠে। বাস্তব অনেক জায়গায় দেখা গেছে, লোকে মদ্যপান করে আর কিছুতেই নিবৃত্তির পথে যেতে পারে না। মদ্যাদি সেবন করে, ভোগের তৃপ্তি সাধন করে পুনরায় ধর্মপথে ফিরে আসা খুবই কঠিন বিষয়। যে লোক মদ্যপানে আসক্ত, ধর্মপথ তো দূরের কথা, সে নৈতিক পথেও বিচরণ করতে সক্ষম হয় না। মদ্যপানে মানবের আসক্তি অসৎপথেই ধাবিত হয়।

তাহলে তন্ত্রশাস্ত্রে মদ্য-মাংসের ব্যবহার দেখা যায় কেন? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ – এ তিনগুণ ভেদে উপাসনার অধিকার ও প্রকারভেদ হয়ে থাকে। সুতরাং পঞ্চ ম-কারও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে অধিকার অনুসারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে অমৃত রসের ধারা ক্ষরিত হয় তা পান করলে সাধক আনন্দময় অর্থাৎ জ্ঞানময় হয়ে থাকে, এরই নাম মদ্য সাধন। অন্যভাবে বললে নিরাকার-নিরঞ্জন পরব্রহ্মস্থলে যোগসাধনা রসদ্বারা যে প্রমদ জ্ঞান তার নাম মদ্য। 'মা' রসনা শব্দের নামান্তর। যে সাধক রসনা বা জিহ্বা থেকে উদ্ভূত বাক্য সব সময় ভক্ষণ করে তাকে 'মাংসসাধক' বলা হয়। মাংসসাধক প্রকৃত প্রস্তাবে বাকসংযমী অর্থাৎ মৌনব্রত অবলম্বনকারী মুনি। অন্যথায় যে সব সৎকর্ম নিষ্ফল পরব্রহ্মে সমর্পণ করে সেই কর্ম সমর্পণের নাম 'মাংস'। দেহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরুদণ্ডের মধ্যে ত্যাগের নাড়ি 'ইড়া' ও ভোগের নাড়ি 'পিঙ্গলা' অবস্থিত। এ দুই নাড়ির সাথে মানবদেহের নাসিকা সংযুক্ত। শ্বাস-প্রশ্বাস দুটি মৎস্য। যে সাধক প্রাণায়াম তথা বায়ুক্রিয়া সাধন যোগে শ্বাস-প্রশ্বাস রোধ করে কুম্ভকের পুষ্টি সাধন করেন, তাঁকে 'মৎস্যসাধক' বলা হয়। আবার সাধকের সুখদুঃখে সমানজ্ঞান যে সাত্তিক গুণ তার নাম 'মৎস্য'।

মস্তিষ্কের সহস্র দলপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকার মধ্যে শুদ্ধ পারদতুল্য মূলসত্তার স্থান। যদিও তাঁর তেজ কোটি সূর্যের ন্যায় কিন্তু এ পরম পদার্থ স্নিগ্ধতায় কোটি চন্দ্রতুল্য। এ পরম পদার্থ অতিমনোহর এবং কুণ্ডলিনী শক্তি সমন্বিত। যাঁর এরূপ জ্ঞানের উদয় হয় তিনিই প্রকৃত মুদ্রা সাধক। অন্য কথায়, সৎসঙ্গে মুক্তি আর অসৎসঙ্গে বন্ধন–এটা জেনে অসৎসঙ্গ ত্যাগের নামও মুদ্রা।

মৈথুন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। একে 'পরমতত্ত্ব' বলে শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। মৈথুনক্রিয়ায় সিদ্ধিলাভ ঘটে এবং তাতে থেকে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। সে মৈথুন কেমন? রেফ কুঙ্কুম বর্ণ কুণ্ডলিনী চক্রে অবস্থিত। ওঁ কার বিন্দুরূপে মহাযোনিতে অবস্থিত। অ-কার রূপী হংসের আশ্রয়ে যখন এ দুয়ের মিলন ঘটে তখন দুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। যে সাধক ঐরূপে মিলন করতে পারেন তিনিই মৈথুন সাধক। অর্থাৎ মূলাধারে অবস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগসাধনা দ্বারা ষটচক্র ভেদ করে শিরস্থিত সহস্রদল কমলে কর্ণিকার ভেতর বিন্দুরূপী পরম শিবের সাথে সংযোগ করার নাম 'মৈথুন'। শারীরিক স্থূল যৌন মৈথুনের সময় যে রকম আলিঙ্গন, চুম্বন, শীৎকার, অনুলেপ, রমণ ও রেতোৎসর্গ–এ ছয়টি অঙ্গ রয়েছে, আধ্যাত্মিক মৈথুনের ব্যাপারেও তেমনই ছয়টি অঙ্গ দেখা যায়। যোগক্রিয়া তত্ত্বাদি প্রয়োগের নাম 'আলিঙ্গন'। ধ্যানের নাম 'চুম্বন'। আবাহনের নাম 'শীৎকার'। নৈবেদ্যের নাম 'অনুলেপন'। জপের নাম 'রমণ' ও দক্ষিণান্তের নাম 'রেতঃপাতন'। মোটকথা ষড়ঙ্গ দ্বারা এরূপ ষড়ঙ্গ সাধন করার নামই 'মৈথুনসাধন'।

আগা কেটে হইলে মুসলমান, মানুষে আনলে না ইমান

প্রচলিত-প্রথাসিদ্ধ ধার্মিকেরা মুসলমান হিসেবে চিহ্নিত করানোর জন্যে নাবালক বয়সে পুংলিঙ্গের অগ্রভাগের চামড়া কাটিয়ে 'খৎনা' বা 'মুসলমানি' করায়। দেহের স্থূল অঙ্গের কিছু অংশ কেটে বাদ দিয়ে মুসলমান বানানোর এ সংস্কৃতি দিয়ে কি প্রকৃত অর্থে কোনো ধর্মজ্ঞানী-মহাপুরুষ তৈরি করা সম্ভব? ফকির লালন প্রচলিত এ কুসংস্কারকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ধর্মবিজ্ঞানের মূল জায়গায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। শিশ্নের অগ্রভাগের আবরণ ছিন্ন করে লোকদেখানো মুসলমান সাজা যায় মাত্র। কোরানের দৃষ্টিতে মুসলমান বা মুসলিম হওয়া অনেক কঠিন সাধনাময় দূরবর্তী একটি বিষয়।

'আসলেম' শব্দ থেকে 'মুসলিম' শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। একজন অতি উচ্চস্তরের কামেল মহাপুরুষের কাছে মানবীয় আমিত্ব পরিপূর্ণ সমর্পণ অর্থাৎ সেজদা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে, তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালনের মাধ্যমে আপন স্বভাব-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেই মুসলমান হওয়া যায়। নয়তো কাফের হয়ে তথা সত্যের উপর মিথ্যের আবরণ দিয়ে অজ্ঞান-অদূরদর্শী অবস্থায় জাহান্নামের ঘানি টেনে মরতে হয়।
একজন মহাপুরুষের আদর্শিক প্রভাব বলয়ে যুক্ত হতে না পারলে সত্যিকার মুসলমান হওয়া যায় না। কিন্তু আমরা বাপ-দাদার চর্চিত মহাপুরুষের কর্তৃত্বহীন, মধ্যযুগের ভোগবাদী আব্বাসি-উমাইয়া রাজাদের প্রবর্তিত মুসলমানি তথা খৎনার ধর্মকে মুসলমানের ধর্ম বা ইসলাম বলে অন্ধ বিশ্বাস করে আসছি। আমাদের মতো জীব সাধারণ যে মহাবিভ্রান্তির অতলে ডুবে আছে এবং তা সব দুঃখের কারণ–সে কথাই শাঁইজি লালন এখানে বলছেন। মানুষে ইমান আনা মানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ কামেল একজন মহাপুরুষের কাছে কায়মনোপ্রাণে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণ। এটাই শাঁইজির চোখে মুসলমান বা মুসলিম হয়ে ওঠার মূল শর্ত। আর সব মিছে।

▌আগুনের ঘর

মানবদেহের মণিপুর চক্রে অষ্টদল পদ্মের ভেতর জলের মধ্যে আগুনের ঘর। চতুর্দিক জলময় এ পদ্মের কেন্দ্রে আলোকিত গুরু নূর মোহাম্মদ রূপে কুদরতির বাতি জ্বালিয়ে নিজে স্বয়ং জ্যোতি হয়ে আছেন। একে ফকির লালন বলছেন 'শাঁইয়ের কুদরতি খেলা'। জলের কেন্দ্রে যে আগুনের ঘর তা জলে যেমন নেভে না, আবার জলের সংলগ্ন হয়ে থাকা সত্ত্বেও আগুনে জল কখনো উষ্ণও হয় না। পাশাপাশি এ দু বিপরীত গুণসম্পন্ন উপাদান একটি অন্যটির সীমা অতিক্রম করে না। কিন্তু যেদিন কেয়ামত তথা মৃত্যুকালে অন্তিম মুহূর্ত আসবে জল এসে আগুনের ঘরকে তখন প্লাবিত করে দেবে। সেদিন জীবদেহ মৃতদেহে পরিণত হবে। দেহের অন্তর্গত জীবনমৃত্যুর এ সত্যদর্শন কেবল গুরুবাদী দেহসাধনার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। সিদ্ধ সাধকগণ মরার আগে মরে যাবার যে সাধনা করেন তা এ আগুনের ঘরকে কেন্দ্র করেই সাধিত হয়। দেহে অর্থাৎ কাহাফে প্রবেশ না করা পর্যন্ত কেউ এ ব্যাখ্যা সম্যক বুঝে উঠতে পারে না।

▌আগে করো সিদ্ধির আশা

স্থূলদেহ অতিক্রম করে তবে প্রবর্তদেহ গ্রহণ করতে হয়। প্রবর্তের সাধনা মানে পূর্বে মন-মস্তিষ্কে জমা করা জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধির নির্ভরতা ধীরে ধীরে ত্যাগ করা। এ পর্যায়ে সাধক অনেক কঠিন বিপদাপদে পড়েন। গুরুবাক্যের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস না থাকলে প্রবর্তদেশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। কিন্তু কেউ কেউ গুরুর কাছে এসেই রাতারাতি সাধনায় সিদ্ধির প্রত্যাশা করে। তাতে গুরুর প্রতি নিষ্ঠা না জন্মে বরং অভক্তিই বেড়ে যায়। তার ফলাফল দাঁড়ায় অত্যন্ত মারাত্মক রকমের নেতিবাচক। ফকির লালন সেই মনোভাবের পরিণতি কী দাঁড়ায় তা বলছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হতে প্রবর্তের দিশা
আগে করো সিদ্ধির আশা।
পুরায় না তার মনের আশা
যেমন অগ্নিতে পতঙ্গ পড়ে
হলো সেই দশা ॥

▌আগে গুরুরতি করো সাধনা

সাধককে সর্ব অবস্থায় গুরুর রূপধ্যান সবার আগে করতে হয়। প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের সামনে গুরুকে উপস্থিত রেখে অগ্রসর হতে হয়। এভাবে প্রবর্তক গুরুকে চিনে নিতে পারলে তার ভববন্ধন থাকে না। অর্থাৎ বারবার দুঃখ-জ্বালাময় সংসারের ঘূর্ণিপাকে পড়তে হয় না। গুরুমুখি ধ্যানের শুদ্ধতা মনকে বিষয়মোহের চঞ্চলতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে। এ ধারায় পর্যায়ক্রমে উত্তরণ ঘটলে সাধক পঞ্চতত্ত্ব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। সাধক হয়ে ওঠেন আলোকিত মহাপুরুষ।

▌আগে জান গে কালুল্লাহ

বই পড়ে, মোল্লা-মুন্সিদের প্রথাগত ওয়াজ-নসিহত শুনে মানুষ প্রকৃত সত্যজ্ঞান লাভ করতে পারে না। একজন সম্যক গুরু তথা কামেল মোর্শেদের মধ্যে আল্লাহর সম্পূর্ণ গুণাবলি নিহিত আছে। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ও গোত্রীয় ভেদবুদ্ধি-বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত মুসলমান নামধারী মোল্লা-মুন্সিদের ধার করা কথায় নয়, হেরাগুহায় আত্মদর্শনের সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত একজন কামেল মহাপুরুষের কথার মধ্যে সর্বকালীন ও সর্বজনীন সত্যের উদ্ভাষণ ঘটে। এমন একজন মহাজ্ঞানীর মুখ নিঃসৃত বাণীর মধ্যে আল্লাহর বাণীই লুকিয়ে আছে। তাঁর কাছে থেকে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করতে পারলে নিজের মধ্যে আল্লাহিয়াত বিকশিত করা সম্ভব হয়। আগে তাঁর রূপক ভাষার অর্থ উদ্ধার করা সাধক জীবনের প্রারম্ভিক কর্তব্য। গুরুর বাণীই 'কালুল্লাহ' বা আল্লাহর বাণী তথা আল-কোরান।

▌আগে জানলে তোর ভাঙ্গা নৌকায় চড়তাম না

নৌকা মানবদেহের রূপকার্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। এ দেহরূপ নৌকায় মোহ নামক ছিদ্র দিয়ে অবিরাম বিষয়মোহরূপ পানি বা শেরেক ঢুকে পড়ে। নৌকারূপ দেহ বিষয়রাশির দরিয়ায় চলতে গিয়ে ডুবুডুবু অবস্থায় পড়ে। বিষয় জগতের কলকল দরিয়ায় ঢেউ ওঠে। তার সাথে আছে মাতঙ্গ তুফান অর্থাৎ বিষয়রাশির প্রবল আবর্তন। সংসার এক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নদীর সাথে তুলনীয়। দুর্বল দেহনৌকা এতে তলিয়ে যাবার বিপদ আছে। তাই মন যদি আগে সচেতন হতো তাহলে এ রকম দুর্বল দেহ নিয়ে জন্ম নিয়ে আসতো না। কিন্তু পূর্বজন্মের ধ্যানহীন অসৎকর্মের ফল হিসেবে পাওয়া এ দেহ না চাইলেও এতে উঠতে হয়। এটাই গুরু তথা আল্লাহর বিধান। এ নিমজ্জমান দেহনৌকার ছিদ্র বন্ধ করতে হলে সজাগ হয়ে প্রতিটি ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে প্রবেশরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়রাশির মোহ প্রতিহত করা চাই। তার একটাই পথ, তা হলো সালাত বা ধ্যান-সাধনা দ্বারা অবাঞ্ছিত বিষয় প্রবেশের ছিদ্রমুখ বন্ধ করা। নয়তো ডুবে মরতে হবে।

আগে জানো না ও মনরায়

বাইরের ধার করা ধারণা দিয়ে কখনো আপন সত্তার গভীরে নিহিত মহাসত্য উদ্ধার করা যায় না। তাই জ্ঞানসাধনা তথা ধ্যানকর্ম গুরুর আগে একজন পরিপূর্ণ ধর্মজ্ঞানী গুরুর কাছে মানবীয় আমিত্ব উৎসর্গ করতে হয়। নতুবা নামাজ, রোজা, পুজো, তীর্থ করা সব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। শেষে মিছে অনুতাপ করলেও কোনো ফল হবে না। গুরুভাবের মধ্যে আত্মহারা হয়ে সাধনার করণ-কারণ হাতে কলমে শিখে আত্মদর্শনে নিয়োজিত না হলে প্রত্যেককেই শেষে পস্তাতে হয়।

আগে পাত্র যোগ্য না করে, যে জন সাধন করে

স্থূলদেহধারী মানুষ জাগতিক চাহিদা পূরণকেই জীবনের আসল লক্ষ্য মনে করে। এ জন্যে সম্যক গুরুর কাছে শিক্ষাদীক্ষা লাভ না করে নিজের খেয়াল-খুশিমতো সাধনা করতে গিয়ে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়। প্রেমিক না হয়ে সে হয়ে পড়ে কামুক। জ্ঞানীর ভান করলেও এমন ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত জ্ঞানের নাগাল পায় না। সঠিক পন্থায় সাধনা গুরুর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। আগুন দেখে পতঙ্গ যেমন তাতে ঝাঁপিয়ে মারা পড়ে, সাধনার জগতেও তদ্রূপ অর্বাচীন ও মূঢ় ব্যক্তির সিদ্ধির আশা স্থূল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সাঁইজি তাই বলেন :

আগে পাত্র যোগ্য না করে
যে জন সাধন করে
সে তো প্রেমী নয় তারে কামী কয়।

আগে মন সাজো প্রকৃতি

সমস্ত সৃষ্টি জগতই নারী তথা প্রকৃতি।। লালনশাহী ঘরানায় সাধনপদ্ধতির বিশেষ ধারা হলো প্রকৃতি তথা সৃষ্টির বা নারীত্বের বন্ধন জয় করার মাধ্যমে পুরুষসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া। যারা আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয়সর্বস্ব সাধারণ জীব তারা সবাই খণ্ডিত প্রকৃতি।

সমগ্র জগত দু ভাগে বিভক্ত। যথা : পুরুষ ও প্রকৃতি। অখণ্ড প্রকৃতি তথা আহাদের সাথে একীভূত না হলে অর্থাৎ প্রকৃতি না সাজলে প্রকৃতি জয় করা যায় না।

আগে শরিয়ত জানো

রাজতন্ত্র দ্বারা প্রচলিত বাইরের ভোগবাদী আচারসর্বস্ব ধর্মে শরিয়তের যে অর্থ করা হয়েছে এবং হাজার বছর ধরে সেই মিথ্যে ও বিকৃত অর্থ দ্বারা সমাজে ভ্রান্ত ও বিকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে সে অসার ধারণা জনপ্রিয় করে রাখা হয়েছে, প্রকৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদি ইসলামের শরিয়তের সাথে তার কোনোই সম্পর্ক নেই। 'শরিয়ত' অর্থ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, বছরে একমাস রোজা, টাকার অংকে জাকাত দেয়া, সৌদি আরবে গিয়ে হজ্ব করা, বা গরু-ছাগল হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে কোরবানি করা মোটেই নয়। 'শরিয়ত' অর্থ ধর্মবিধান, জীবনবিধান বা ব্যবস্থাপত্র। প্রত্যেকটি মানুষের মানসিক পর্যায় অনুসারে এ বিধানের তারতম্য অবশ্যই থাকতে হবে। মানুষের মানসিক স্তর অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে এক একটি সুনির্দিষ্ট শরিয়ত তথা সাধনপথের ব্যবস্থা দেবার যোগ্যতা কেবল কামেল মোর্শেদ অর্থাৎ সম্যক গুরুরই আছে।
সম্যক গুরুগণ যখন যার জন্যে যে জীবনব্যবস্থা তথা সাধনা প্রণালি দান করবেন সেটাই সেই অনুসারী ভক্তের জন্যে অবশ্য পালনীয় শরিয়ত। এ শরিয়ত গুরুর নির্দেশমত পালন করলে সে ব্যক্তি একটি 'মেনহাজ' অর্থাৎ তার উপযোগী একটি সুপ্রশস্ত উচ্চপথ অর্জন করতে পারবে। শরিয়ত বা জীবনবিধান পরিবর্তনশীল। জীবনদর্শনে সিদ্ধ একজন সম্যক গুরু যাকে যে বিধান যখন দান করবেন তখন সেটিই তার পক্ষে অপরিহার্যভাবে পালনীয় জীবনবিধান বা শরিয়ত।
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শরিয়ত কখন কী থাকবে, না থাকবে তাও সম্যক গুরুর শাসনাধীনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হতে হবে। কারণ, সম্যক গুরু অখণ্ড সত্তার সাথে একাত্ম বা অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকেন। এটাই তৌহিদের চরম পর্যায়। এ পর্যায়ে না পৌছালে শেরেক বর্জন হয় না। সব সাধনার লক্ষ্যই হলো এ পর্যায়ে পৌছানো।

AMARBOI.COM

▌আচার-বিচার
খণ্ডিত চিন্তার কারণে সাধারণ মানুষ যে কোনো বিষয়ে সংকীর্ণ ভেদজ্ঞান প্রকাশ করে থাকে। প্রচলিত ধর্মের জগতও বাইরের আচার-অনুষ্ঠান দিয়ে বহু ধারা-উপধারায় বিভক্ত। ভ্রান্তিবশে তারা নিজেদের খেয়ালি প্রবৃত্তির কারণে এমন করে থাকে। আচার-বিচারের নামে ধর্মের লেবাস চাপিয়ে মানুষে মানুষে যে দূরত্ব, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস, হিংসা ও হানাহানি চলছে তা কখনো সুফল বয়ে আনে না দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণা ছাড়া। সেজন্যে পৃথিবীতে এতো জাতপাত, অন্যায়, অসাম্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ ; এক কথায় অশান্তির আগুন জ্বলছে। ফকির লালন শাঁইজি তাই বাহ্য আচার-বিচার দিয়ে মানুষকে বিভক্ত করার সব ভ্রান্তনীতিকে অগ্রাহ্য করেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা যেখানে এক সেখানে কোনো বিভেদমূলক আচার-বিচারের লৌকক ধর্মকর্ম তাঁর কাছে সব সময়ই পরিত্যাজ্য বিষয়।

▌আছে আবার নাই বলা যায়
ঘটে পটে অর্থাৎ দেহে এবং চিত্তাকাশে গুরুর যে নিগূঢ় রহস্য তা বাইরে থেকে দেখার কোনো সুযোগ রাখা হয় নি। এ কেবল আত্মদর্শনের সাধক পুরুষের দর্শনজ্ঞানের জন্যে সুরক্ষিত। দেহের মূলসত্তারূপে গুরুর সূক্ষ্মরূপ আলোক বিন্দুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকারে বিরাজমান। এ আলোই প্রকৃত আত্মার স্বরূপ জ্ঞান। এ জ্ঞানকে শাঁইজি লালন বহু নামে আখ্যায়িত করেন ; যথা : 'অধর চাঁদ', 'অনাত্ম', 'অমৃত রস', 'অটল শাঁই' ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে কোনো শব্দ দিয়েই এ গূঢ় শক্তিকে কখনো বোঝানো যায় না। ধ্যানযোগে কেবল তা দর্শনীয়। তাই শাঁইজির মতে 'এ সত্য আছে আবার নাইও'। বহির্মুখি লোকের জন্যে নেই কিন্তু অন্তর্মুখি সাধকের জন্যে অবশ্য আছে।

আছে আল্লাহ্ আলে রসুল কলে তলের উল হলো না

সৃষ্টির রাজ্যে সর্বকালে আলে রসুল অর্থাৎ রসুলের নূরের বংশধর তথা রসুল পুত্রগণ জায়মান রয়েছেন। 'তলের উল' মানে সে রহস্যের মূলে সম্যক গুরুর সন্ধান জগতবাসী করে না। তারা ধর্ম সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী-রাজশক্তি আরোপিত মিথ্যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে, চৌদ্দশ বছর আগে রসুল অন্তর্ধানের পর আর কোনো রসুল নেই। এটা যে সবৈভ মিথ্যে ধারণা তার প্রমাণ আল-কোরান এবং ফকির লালন শাঁই। সমাজে আব্বাসি-উমাইয়া রাজাদের প্রচারিত প্রথাগত ধর্মাচার প্রকৃত সর্বকালীন ও সর্বজনীন রসুলসত্তাকে অস্বীকার করে নিজেদের ভোগবাদী ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে ভাড়াটে-বেতনভোগী কাঠমোল্লাদের দিয়ে যে মিথ্যে ভাবধারা প্রচলিত রেখেছে তার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন সম্যক গুরু সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী তাঁর 'কোরানদর্শন'এ। কোরানের মোকাত্তায়াত অর্থাৎ সাংকেতিক চিহ্নমালার রহস্য তাঁর আগে আর কেউ উদ্ধার করে পৃথিবীর সামনে হাজির করতে পারেন নি। কোরানে 'আলিফ', 'লাম' ও 'রে' অক্ষর দ্বারা সাংকেতিক সংক্ষিপ্ততার মাধ্যমে রসুলের বংশধর অর্থাৎ আলে রসুলের পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

রসুলের নূরের বংশধরগণ সর্বকালে উপস্থিত ছিলেন, এখনো আছেন এবং অনাগত ভবিষ্যতেও থাকবেন। তাঁরাই হলেন সৃষ্টিরহস্যের বিজ্ঞান এবং স্পষ্ট কোরানের পরিচয়। সরাসরি 'কোরানদর্শন' থেকেই তুলে ধরা যাক আলে রসুলের প্রকৃত পরিচয়:

অনুবাদ ১০ : ১. আলে রা (রসুলের বংশধর) তাঁরা হলেন বিজ্ঞানময় আল কেতাবের আয়াত (পরিচয়, চিহ্ন, নিদর্শন, বিদর্শন বা বিশেষ দর্শন)।

অনুবাদ ১০ : ২. এটা কি মানুষের জন্যে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, আমরা তাদের মধ্যে হতে একজনের দিকে অহি করেছি যে, 'মানুষকে সাবধান করো এবং যারা বিশ্বাসকারী তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে তাদের রবের নিকট রয়েছে সত্যে প্রতিষ্ঠিত অবস্থান।' কাফেরগণ বলে, 'নিশ্চয় ইনি স্পষ্ট যাদুকর'।

অনুবাদ ১১ : ১. আলে রা (অর্থাৎ রসুলের বংশধর) একটি কেতাব (যা) তাঁর পরিচয়ের হুকুমত (চালনা) করে, তারপর বিজ্ঞানী জ্ঞাতা হতে ফয়সালা (অর্থাৎ সমাধান) করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুবাদ ১১ : ২. যেন তোমরা না করো দাসত্ব আল্লাহ ব্যতীত (অন্য কারো) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে তাঁর থেকে একজন সাবধানকারী ও সুসংবাদদাতা।

অনুবাদ ১২ : ১. আলে রা (রসুলের বংশধর) তাঁরা হলেন আল কেতাবের স্পষ্ট পরিচয়।

অনুবাদ ১৪ : ১. আলে রা (অর্থাৎ রসুলের বংশধর) একটি কেতাব, আমরা তা নাজেল করেছি তোমার দিকে (অর্থাৎ মানুষের দিকে) মানুষকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে বাহির করার জন্যে।

অনুবাদ ১৫ : ১. আলে রা (অর্থাৎ রসুলের বংশধর) তাঁরা হলেন কেতাবের এবং স্পষ্ট কোরানের এক একটি পরিচয়। (অথবা, তাঁরা হলেন আল কেতাবের পরিচয় এবং স্পষ্ট কোরান।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর হুকুমত চালনা করার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী হলেন রসুলের বংশধরগণ। তাঁরা ব্যতীত আল্লাহর বিধান অন্য লোকের পরিচালনায় কার্যকরী হতে পারে না। মহাজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলা মনোনীত জীবনবিধানের সব দিক সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত হলেন সর্বযুগের রসুলের বংশধরগণ। তাঁরা সব সমস্যার সমাধান প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছ থেকে জেনে নিতে পারেন। শাসনকর্তারূপে তাঁরা নিয়োজিত না থাকলে বিশ্ব-মানবসমাজ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত হয়ে মানুষের অর্থাৎ ভোগবাদী শাসকদের দাসে পরিণত হয়।

সর্বযুগেই আলে রসুলগণ হলেন কেতাবের পরিচয়। মোহাম্মদ রসুলের সময় থেকে আলে রসুলগণ হলেন কেতাবের ও কোরানের নিদর্শন। আলে রসুলগণ ব্যতীত কেউই কেতাব অথবা কোরানের কোনো পরিচয়জ্ঞানই রাখে না। কথায় কোরান প্রকাশ করা হলেও তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। এ জন্যে 'আলে রসুল' জীবন্ত একটি কোরান। অতএব, তাঁর মধ্যে সবাই কোরানের পরিচয় প্রকাশ্যভাবে দেখতে পায়। তাঁর কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা সবই কোরানের জীবন্ত অভিব্যক্তি। আল-কেতাব অর্থাৎ মানব জীবনরহস্য তাঁর শ্রবণ ও দর্শনের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আছে কোন ধনী

প্রতিটি মানবের মধ্যে মহাপ্রভু মূলসত্তা মোহাম্মদরূপে লুকিয়ে রয়েছেন। মানুষ দেহনির্ভর সাময়িক ভোগ-চাহিদার মোহ-কালিমা দিয়ে গুরুরূপ মহাধনীকে নিজের মধ্যে আবৃত করে রেখেছে। মানবীয় অহমিকা দিয়ে সে ধনবানের অমূল্য ধনের সন্ধান মেলে না।

অতএব, ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে প্রতিনিয়ত যে সব বিষয় আমাদের অন্তরে ঢুকে মোহ-কালিমার ছাপ ফেলে। সেগুলোর উপর সালাত প্রয়োগ না করা গেলে বাইরের জাগতিক সম্পদে সম্পদবান হলেও জ্ঞানের দারিদ্য মানুষকে দরিদ্র ও হাটুভাঙা করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখে। গুরুর ভাবদর্শের দ্বারা আপন দেহমনের অপবিত্রতা দূর করতে পারলে সম্যক গুরুর মহাধন-ভাণ্ডারের অধিকারী হওয়া যায়। তাই শাঁইজি বলেন :

ভাব দিয়ে খোলো ভাবের তালা
দেখবি সে মানুষের খেলা
ঘুচে যাবে শমনজ্বালা
থাকলে সে রূপ নিহারে ॥

▌আছে কোন মানুষের বাস কোন দলে

জগতে সব মানুষ সমান বলে সমানাধিকার নিয়ে বস্তুবাদীরা প্রগলভ শোরগোল করলেও মানুষে মানুষে স্তরভেদ বা জ্ঞানগত অবস্থানের ইতরবিশেষ রয়েছে। হঠাৎ কেউ মানুষ হয়ে পৃথিবীতে আসে না। পূর্বজন্মের কর্মফল অনুসারেই মানুষের আসা-যাওয়ার প্রবাহ চলছে এ নশ্বর জগতে। সাধুশাস্ত্রে ধ্যান ও কর্ম অনুসারে মানুষ মূলত তিনভাগে বিভক্ত; যথা: অযোনি মানুষ, সহজ মানুষ ও সংস্কার মানুষ।

বাংলার প্রাচীন সাধক কবি বড়ু চণ্ডীদাস মানুষের এ ত্রিবিধ স্তর কাব্যাকারে ব্যাখ্যা করে গেছেন এভাবে :

মানুষ মানুষ ত্রিবিধ প্রকার
মানুষ বাছিয়া লেহ।
সহজ মানুষ অযোনি মানুষ
সংস্কারা মানুষ দেহ ॥

সংস্কার যেই ব্রহ্মাণ্ডেতে সেই
সামান্য মানুষ নাম।
জীবনে মরণে করে গতায়ত
ক্ষীরোদ সায়রে ধাম ॥

গোলোক ভিতরে অযোনি মানুষ
নিত্যস্থানে সদা রয়।
তাঁহার প্রকাশ বৈকুণ্ঠের পতি
লীলাকারী যে বা হয় ॥

গোলোক উপরে দিব্য বৃন্দাবন
সহজ মানুষ জন।
আনন্দে মগন রহে দুইজন
চণ্ডীদাস ইহা কন ॥

সংস্কার মানুষ : বিষয়রাশি তথা সংস্কাররাশির মোহে নিমজ্জিত জ্ঞানহীন লোক বারবার কর্মফলগ্রস্ত হয়ে জন্মে এবং মরে। এরা জীবদ্দশায় বিষয়মোহে আপ্লুত হয়ে ভোগবাদের মধ্যে ডুবে থাকে বলেই সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে না, তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মমৃত্যুর আবর্তে লক্ষ লক্ষ বার ভ্রমণ করে। জাগতিক ভোগবুদ্ধি ছাড়া এদের কোনো জ্ঞানবুদ্ধি থাকে না। বারবার সংস্কারের অর্থাৎ জন্মান্তরের কবলে পড়ে বলেই এদের নিম্নস্তরের সংস্কার মানুষ বলা হয়েছে।

সহজ মানুষ : চণ্ডীদাস আরো বলেন, 'সহজ সবাই কয় / সহজ জানবে কে'। প্রকৃতপক্ষে ফকির-বৈষ্ণবগণই সহজ মানুষ। তাঁরা জন্মলগ্ন থেকেই তৃতীয় নয়ন বা জ্ঞানচক্ষু নিয়ে আবির্ভূত হন। এঁরা উচ্চস্তরের সাধু সম্প্রদায়। সহজ মানুষদের মতে আলী বা কৃষ্ণ জগতপতি। তিনিই কেবল সকলের একমাত্র পতি। যিনি গুরু তিনিই কৃষ্ণ তথা আলী। শিষ্যগণ শ্রীমতি রাধিকা স্বরূপ। নামাশ্রয় বা গুণাশ্রয়, মন্ত্রাশ্রয়, ভাবাশ্রয়, প্রেমাশ্রয় ও রসাশ্রয়–এ পঞ্চবিধ আশ্রয় ভজন প্রণালির অন্তর্গত। শাঁইজির মতে, রসাশ্রয় ও প্রেমাশ্রয়ই সর্বপ্রধান সাধনা। তবে নাম, মন্ত্র ও ভাবের আশ্রয় ছাড়া প্রেম ও রস আশ্রয় সম্ভবপর নয়। এ রস দুটো গুরুশিষ্য অর্থাৎ নায়কনায়িকার সম্ভোগস্বরূপ। এটি দু প্রকারের; যথা : স্বকীয় ও পরকীয়। সহজ সাধনে পরকীয় রসই শ্রেষ্ঠতর। গুরুশিষ্য উভয়ে এ দুই আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা জ্ঞানে রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ রাসলীলা আস্বাদ করেন।

অযোনি মানুষ : অযোনি মানুষ স্থূল মাতৃযোনিসম্ভূত সাধারণ মানুষ নন। তাঁর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তিনি গোলোকের মধ্যে যখন ইচ্ছে আসতে-যেতে পারেন। যে কোনো সময় যে কোনোরূপ ধরে প্রকাশিত হতে পারেন। আবার যে কারো মধ্যে প্রবেশ করে ভাবান্তর ঘটিয়ে দেবার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা রাখেন। তিনি সৃষ্টির আদি মহাগুরু। তিনি নিত্যস্বরূপ। তিনিই আদি পদ্মযোনি ব্রহ্মা বা আব্রাহাম মানে ইব্রাহিম। তিনি নিজবীজে জন্ম নিতে পারেন কোনো মাতৃগর্ভ ছাড়াই। নিজে মাতা, নিজে পিতা, নিজে পুত্র স্বয়ং। অযোনি মানুষের বৈশিষ্ট্য ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। মহাগুরু ফকির লালন নিজেই অযোনিসম্ভবা এবং অকৃতদার।

আছে ঘাটে যার রাজা সেই তো প্রজা

কর্তা যেখানে আছে কর্মও সেখানেই। রাজা যেখানে থাকেন সেখানে অঙ্গাঙ্গীভাবে রাজ্য–রাজত্বের সেবাদানকারী প্রজাও আছে। গুরু যেখানে আছেন সেখানে শিষ্য, ভক্ত তথা অনুরাগীর অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে। আসল কথা হলো, রাজারূপে মন যেখানে উপস্থিত সেখানে প্রজারূপ দেহও অস্তিত্বমান। তাই মনের শাসনে দেহ পরিচালিত হতে হবে। কিন্তু প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ মনকে দেহের অধীন করে ফেলে। এ ভ্রান্তি নিরসনের জন্যে কামেল মোর্শেদ উচ্চতর মনের রাজা হয়ে ভক্ত প্রজাগণকে এ শিক্ষাই দান করেন যেন দেহ তাদের মনের অধীনস্থ থাকে। মনের উপর দেহের বোঝা আমরা যেন না তুলে দিই। মোদ্দাকথা, গুরুর দাস্যসেবাকারী সাধকই সম্যক জ্ঞান অর্জনের পথ খুঁজে পায়। অন্যথায় কুপথে-কুপ্যাঁচে পড়ে দুরাচারে ডুবে মরতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ধরে

কামেল মোর্শেদ যেমন পঞ্চভৌতিক শরীর ধারণ করে প্রকাশ্যে আছেন, তেমনই ভক্তদেহের ভেতরও তিনি সূক্ষ্ম ও গুপ্তরূপে ধমনীর খুব নিকটে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি এক সাথে দেহ ও মনরূপে যেমন লীলারত, সৃষ্টি ও স্রষ্টা হয়ে সর্বজীবের জ্ঞানপ্রহরী হয়ে রয়েছেন ; যেমন :

আপনি ফানা আপনি ফকির
আপনি করে আপনার জিকির
বুঝবে কে রে আলক্ব ফিকির
বেদ-ভাষ পড়ে ॥

'আল্লাহ আমাদের শাহী রগের নিকটেই আছেন'-এ কথা ধর্মগ্রন্থে পড়ে, মোল্লা-মুন্সির মুখে শুনে আমরা দেহের ভেতর স্বরূপে লুকিয়ে থাকা গুরুর উপস্থিতি উপলব্ধি কখনো করতেই পারি না। বাইরে দৃশ্যমান আল্লাহরূপ গুরুর কাছে আমিত্বের অহঙ্কার সমর্পণ দ্বারা শিরিকমুক্ত হতে পারলে তবেই গুরু দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণ তথা আত্মদর্শনের মহড়া দ্বারা শিষ্যের ভেতরের জীবন্ত আল্লাহকে দেখাশোনার পন্থা শিখিয়ে দেন। 'এ দেহমন গুরুর আমানত, এ কিছুই আমার নয়, সব তাঁরই গচ্ছিত সম্পদ' তৌহিদ তথা সর্বেশ্বরবাদের এ জ্ঞান তখনই জন্মায়। না হয় কাগজের বেদ-পুরাণ পড়ে, শুনে বুলি মুখস্ত করা তোতাপাখি হওয়া যায়, সত্যদ্রষ্টা হওয়া কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। সৃষ্টিরহস্য তার পক্ষে জানা অসম্ভব।

AMARBOI.COM

আছে ভাবের গোলা আসমানে

আল-কোরানে মানব দেহকে রূপক ভাষায় বলা হচ্ছে 'মাটি' এবং মানব মনকে বলা হয়েছে 'আসমান'। মানুষের চিন্তা-চেতনা-ভাবনা মস্তিষ্কের মধ্যেই অবস্থিত। এ 'ভাবের গোলা' তথা রহস্যজ্ঞানের ভাণ্ডার খালি চোখে দেখা যায় না। দিব্যচোখ তথা জ্ঞানচোখ দিয়ে আত্মদর্শন করতে হয়। সেখানে মহাজনরূপে আপন গুরু বা মোহাম্মদি মূলসত্তার অধিবাস, মূল জ্ঞানকেন্দ্র স্থিত। জ্ঞানকেন্দ্রে আত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে না পারলে স্থূলদেহে নরপশুর আচরণ বিশ্ব-সমাজ-সংসারকে কলুষিত করে তোলে। পক্ষান্তরে, মন-মস্তিষ্কে জ্ঞানের আলোক স্ফুরণ ঘটলে তা হয়ে ওঠে কল্যাণকর ও সুফলপ্রসূ। এতে শুধু মানব সমাজ নয়, সমস্ত সৃষ্টি জগত উপকৃত হয়ে থাকে। ফকির লালন শাঁইজি বলছেন :

জমিনেতে মেওয়া ফলে
আসমানে বরিষণ হলে
কমে না তা কোনো কালে
তার ন্যাতা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবি শশী সৃষ্টির কারণ
সেই গোলায় হয়ে ধারণ
আছে দুজন যে যথা ॥

ধন্য ধনীর ধন্য কারবার
আমি দেখলাম না তাঁর বাড়িঘর
লালন বলে জন্ম আমার
গেলো বৃথা ॥

('ন্যাতা' নদীয়ার অঞ্চলের শব্দ। এর অর্থ ধারা বা প্রবাহ)

আছে ভাবের ঘরে তালা

পার্থিব বিষয়রাশি লাভের বস্তুবাদী আকর্ষণ মানুষের অন্তরকে ক্রমশ কঠিন পাথরের মতো করে তোলে। এটাই আল্লাহর সৃজিত প্রাকৃতিক বিধান। মানুষের অন্তরের উপর বস্তুমোহের আবরণ জমে এতো পুরু হয়ে ওঠে, তা ভেদ করে সত্য ভেতরে প্রবেশ করতেই পারে না। গুরুর নির্দেশিত পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ দ্বারা ইমানের কাজে লিপ্ত হতে না পারলে অন্তর স্বাভাবিক ভাবেই বস্তুবাদের কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং স্বকীয় চিন্তাধারায় বন্দি থাকে। যা থেকে মুক্তিলাভ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মনুষ্য সৃষ্টিতে এটি আল্লাহরই সৃজিত বিভ্রান্তিমূলক ব্যবস্থা। একেই শাঁইজি 'ভাবের ঘরে তালা' বলে জানান। তাই কোরান বলছেন, 'আল্লাহ যাকে হেদায়েত করেন না তার জন্যে অলি পর্যায়ের কোনো পথ প্রদর্শক থাকেন না।'[২]

AMARBOI.COM

আছে মায়ের ওতে জগত পিতা

মানবদেহের মধ্যেই লুকিয়ে আছেন দ্বৈত রূপে মাতাপিতা। মাতা স্ত্রীলিঙ্গ আর পিতা পুংলিঙ্গ। সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অখণ্ড বিকাশ ঘটানোর জন্যেই সাধন-ভজনের দরকার হয়। দেহমধ্যে নূরে মোহাম্মদিরূপে গুরু মোহাম্মদ সৃজনশীলতার উৎস। মোহাম্মদের প্রতীক হলো সূর্য। আর সে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে চন্দ্ররূপে আলী প্রকাশিত হন অর্থাৎ সৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুরুষসত্তায় উদ্ভাসিত হন। এ সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছানোই সব সাধকের পরম লক্ষ্য।

মোহাম্মদরূপে সম্যক গুরু মহাপুরুষ জন্মদান করেন। তিনিই সকল মহাপুরুষের মা। আল কোরানের ভাষায় 'উম্মুল কোরান' অর্থাৎ সকল কোরানের জন্মদাত্রী। মোহাম্মদের পুত্র হলেন মাওলা আলী। 'আলী' অর্থ সর্বোত্তম বা সর্বোচ্চ। গুরু প্রদত্ত সাধনার দ্বারাই এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হয়ে থাকে। তাই শাঁইজি লালন বলছেন :

কোরানে শাঁই ইশারা দেয়
আলিফে যেমন লাম লুকায়

---

২. আল কোরান ॥ ১৮ : ১৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকারে সাকার রূপ চাপা রয়
সামান্যে কি যায় জানা?

নিষ্কামী-নির্বিকার হয়ে
দাঁড়াও মায়ের স্মরণ লয়ে
বর্তমানে দেখো চেয়ে
স্বরূপে রূপ নিশানা ॥

কেমন পিতা কেমন মাতা সে
চিরকাল সাগরে ভাসে
লালন বলে করো দিশে
আছে ঘরের মধ্যে ঘরখানা ॥

আছে যার মনের মানুষ আপন মনে

প্রতিটি মানুষের সত্তার মধ্যে গুরু অর্থাৎ আল্লাহ কেন্দ্ররূপে বিরাজমান। একেই বলা হয় 'স্বরূপ' বা 'আত্মরূপ'। প্রত্যেক মানুষের মূলকেন্দ্র বা মূলসত্তা নূর মোহাম্মদ। এ মনের মানুষকে সন্ধান করার সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করে সম্যক গুরু ভক্তদের সে শিক্ষাদানের যোগ্যতা রাখেন। গুরুর দেয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে নিষ্ঠা সহকারে ভক্ত যখন সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তীর্ণ হন তখন নিজের দেহের মধ্যে মহাগুরুর আলোকিত অভিব্যক্তি প্রকাশ লাভ করে। এ পর্যায় চরম ও পরম সিদ্ধির পর্যায়। এখানে উত্তীর্ণ হওয়াই মানবজীবনের চূড়ান্ত সার্থকতা। তাই লালন শাহ মনের মানুষ বা স্বরূপ সত্তাপ্রাপ্ত সাধকের বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরেন :

সে কি আর জপে মালা
অতি নির্জনে সে
বসে বসে দেখছে খেলা ॥

যেথা যার ব্যথা নেহাত
সেখানে হাত ডলা মলা
তেমনই জেনো মনের মানুষ মনে তোলা ॥

যে জনা দেখে সে রূপ
করিয়ে চুপ রয় নিরালা ॥

আজ ব্রজপুরে কোন পথে যাই

ব্রজ মূলত সাধকদেহের রূপক। শুধু বাইরের নির্ধারিত বিশেষ স্থান নয়। এটি মানবদেহের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে। ফকির লালন শাঁইজির কৃষ্ণলীলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদাবলি মূলত এ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাধারূপী আরাধনাকারী ভক্ত কৃষ্ণবেশী গুরুকে পতিরূপে পাবার জন্যে প্রথমে কাত্যায়নীর ব্রত করেন। এটাই জীবের কুলকুণ্ডলিনী সাধনা। কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জেগে উঠলে জীবের পূর্ণ জ্ঞানোদয় হয়ে থাকে। তখন লজ্জা, সংকোচ, ঘৃণা, শঙ্কা, কুল, মান, ধর্মাধর্ম সবই গুরুর চরণে উৎসর্গিত হয়ে যায়। কোনো আত্মাভিমান থাকে না। এটিই ব্রতসাঙ্গ, বস্ত্রহরণ ও বনবিহার। তখন গুরুর ভক্তিপ্রেমে বিগলিত হয়ে এমন আত্মহারা হয়ে পড়েন যে, ব্রজপুরে কোন পথে যেতে হবে, সেটাও তিনি যেন ভুলে যান।

আজ মরলে কাল দু দিন হবে

কুলের মান, গৌবর, অহমিকা নিয়ে অজ্ঞান মানুষ যতো ব্যস্ত থাকুক আর জাগতিক সম্পদের বড়াই করুক, কিছুই তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না। গুরুর প্রাকৃতিক বিধান বড়ই নির্মম। আজ মরে গেলে কাল সঞ্চিত সম্পদ অন্যের অধিকারে চলে যাবে। কিন্তু যে মহাসম্পদ গুরুর কাছে রয়েছে সেটা অপার্থিব। বিষয়ী লোক মরে আবার পুনর্জন্মে আসে। তাই বেঁচে থাকতে বিষয়মোহ তথা শিরক ত্যাগের শিক্ষাদাতা সম্যক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করে পরবর্তী জীবনে আরো কঠিনতর বস্তুমোহের নাগপাশে আবদ্ধ হয়। চাইলেও সহজে এ মোহপাশ থেকে নিষ্কৃতি পায় না।

'আজ' অর্থ এ জীবনকালে। এ দেহব্রহ্মাণ্ডে গুরুর সূক্ষ্ম রহস্যলীলা সর্বদা বর্তমান। দেহ গঠনকালে গুরুরূপ আল্লাহ ছিলেন নিরাকার-নিরঞ্জন। ভূমিষ্ট হবার আগে মানবদেহে আল্লাহর নিরাকার লীলা এতো রহস্যময় যে, পৃথিবীতে আকার নিয়ে আসার পর সেই পূর্বলীলা আমরা কোনোভাবেই যেন উপলব্ধি করি না। তিনি শুক্র ও ডিম্ব আকারে গোপনে দেহমধ্যে বিরাজ করেন। দেহের ছয়টি চক্রে তিনি পদ্মরূপে তাঁর শক্তিকেন্দ্রগুলো গোপনে চালনা করেন। তাতে রসুলরূপে তথা আল্লাহর প্রতিনিধি স্থিত থাকেন গুরু হয়ে। দেহের বাইরে ঘোরাঘুরি করে সেই সূক্ষ্ম রহস্যের এক কণাও উপলব্ধি করা যায় না। বইপত্র পড়ে এবং বস্তুবিজ্ঞানের জাহেরি জ্ঞানে দক্ষতা লাভ করলেও সে মহাসত্যের ধারে-কাছে পৌছানো সম্ভব হয় না। আত্মতত্ত্বের সাধনায় ফানা হতে পারলে কেবল আপনাকে জানার মধ্যেই শাঁইজির ব্রহ্মাণ্ড লীলা দর্শন করা যায়।

আজ রোগ বাড়ালি কুপথ্যি খেয়ে

সম্যক গুরু প্রদত্ত ধ্যানপন্থাই ভক্তের বা শিষ্যের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সুপথ্য। কবিরাজ গুরুর দেওয়া প্রণালি অনুকরণ করা প্রবৃত্তিপরায়ণ মনের জন্যে মোটেই সহজ নয়। কামেল মোর্শেদের নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে চলাও তখন তার পূর্বস্মৃতি ও সংস্কারের প্রতিকূল হয়ে দাঁড়ায়। গুরুর অমৃত জ্ঞানবাক্য শোনার পরও সে পূর্ব সংস্কারবশতঃ তা হজম করতে পারে না, লোভ-লালসায় পড়ে গুরুর ধ্যান থেকে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচ্যুত হয়ে যায়। গুরুর প্রতি এ অকৃতজ্ঞতার কারণে তার মনে বস্তুমোহ-নারীমোহের আকর্ষণ না কমে বরং বাড়ে। লোভে পাপ, পাপে অপমৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে চাপা রোগ-ব্যাধি আবার প্রকাশ পেতে শুরু করে। গুরুর দেয়া সীমা লঙ্ঘন করার ফলে ভোগসুখের টানে নিজে নিজে বিজ্ঞ সেজে আরো ভবরোগ বাড়িয়ে তোলে। তাই লালন শাঁইজি ধিক্কার জানাচ্ছেন :

মানলে কবিরাজের বাক্য
তবে তো রোগ হতো আরোগ্য
মধ্যে নিজে বিজ্ঞ
হয়ে রোগ বাড়ালি রে ॥

অমৃত ঔষধ খেলি
তাতে মুক্তি নাহি পেলি
লোভ লালসে ভুলে রইলি
ধিক তোর লালসেরে ॥

আজব আয়না মহল মণি গভীরে

মানবদেহ মহাগুরুর সর্বশ্রেষ্ঠ লীলাক্ষেত্র। উন্নত পর্যায়ের জীবনে পৌছার দীর্ঘ যাত্রাপথে কত রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বহু জন্মচক্রের দুঃখ-কষ্ট পার হয়ে আপন গুরুর দয়াগুণের সহায়তায় অতিমানব পর্যায়ে এসে পৌছানো সম্ভবপর হয়ে থাকে।

এমন অতিমানব পর্যায়ে এসে পৌছাতে পারলে পৃথিবীর ভেতর তথা দেহের ভেতর মনের ভ্রমণের ধারায় জীবন রহস্যের গভীর জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়। শিরোদেশে অর্থাৎ কপালের সম্মুখ ভাগে দু ভ্রু'র মধ্যস্থলে যে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক নাড়িত্রয় এসে মিলিত হয়েছে সেখানে ত্রিনয়ন সাধনার বিশেষ এক পর্যায়ে জ্যোতি বিকিরণ বা অণুদর্শন হয়। তাতে সমগ্র মহাবিশ্বের গুপ্ত রহস্য সাধক-মহাপুরুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। এটিই জ্ঞানকেন্দ্র বা আরাফাত। সাধক যখন পরিপূর্ণতায় পৌছেন, যে কোনো বিষয় তিনি মণিগভীরে দৃষ্টি দেয়া মাত্র তৎক্ষণাৎ জেনে নিতে পারেন।

আজব এক রসিক নাগর ভাসছে রসে

দেহের বাইরে কোনো দর্শন নেই, কোনো জ্ঞানও নেই। বাইরের বিষয়সমুদ্রে সাধারণ মানব মন ভ্রমণ করে করে ক্লান্ত হয়। কিন্তু আত্মদর্শনের সাধক বহির্মুখি মনকে অন্তর্মুখি করে নিম্নমুখি তেজকে ধীরে ধীরে উঁচুমুখি করে তোলেন। তখন দেহের নাভিমূলে সাড়ে তিন প্যাঁচে সুপ্ত সাপের আকৃতিবিশিষ্ট কুল কুণ্ডলিনী চক্র থেকে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে তেজ বা বিদ্যুৎ ষটচক্র পার হয়ে মস্তিষ্কে উন্নত উজ্জ্বল রসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারা ব্রহ্মজ্যোতির বিস্ফোরণ ঘটায়। এ রসসাধনাকে বৈষ্ণবদর্শনে বলা হয়েছে 'রাসলীলা'। জ্যোতির্বিন্দুরূপ আলোই মানবদেহের মধ্যকার মূল স্বরূপ, যাঁকে ফকির লালন বলছেন 'আজব রসিক' নাগর যার হাত পা নেই। নাভিমূলের নিচে অষ্টদল পদ্মের মধ্যে সরোবর বা বিশ্বোদরী নামক স্থানে এ রস নিহিত থাকে। এ রসকে কুল কুণ্ডলিনী চক্র জাগরণের মাধ্যমে মেরুদণ্ড দিয়ে মস্তিষ্কের জ্ঞানকেন্দ্রে উৎক্ষেপণ দ্বারা যেমন আজব রসরূপে। দেখা যায়, তেমনই তা থেকে অদৃশ্য জগতের অপার্থিব জ্ঞান অর্জন করে সাধক সিদ্ধির মোকামে উন্নীত হন।

▌আজব কারিগরী

মানবদেহ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ক্ষেত্র। এ দেহের ভেতরে লুকানো আছে তাঁর আশ্চর্য সৃজনভাণ্ডার। দেহভাণ্ডেই গুরুর অলৌকিক কর্মকাণ্ড সাধক প্রত্যক্ষ করেন গভীর ধ্যানের সাহায্যে। এ আশ্চর্য কারিগরী সাধারণ মানুষ জানে না, জানতে চায়ও না। বাইরের খোলসটাকেই তারা দেহ ভেবে যথেচ্ছ ভোগাচারে লিপ্ত থাকে। দেহের বাইরে কোনো সত্য নেই। তাই সাধক বিশ্রাম বা আনন্দের জন্যে আপন দেহের ভেতরে প্রবেশ করে এ আজব কারিগরী প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করে থাকেন। মানবদেহে চতুর্বিংশ তত্ত্ব অর্থাৎ চব্বিশ চন্দ্রভেদ নিয়ে প্রকাশিত হয়। তাতে আছে পঞ্চভূত, ষড়রিপু, দশটি ইন্দ্রিয় ইত্যাদি।

মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ থেকে মাথা পর্যন্ত দেহের শক্তিকেন্দ্র রূপে মোট সাতটি চক্র বা কেন্দ্র আছে। প্রতিটি কেন্দ্র বা চক্রে একটি করে মোট সাতটি পদ্ম আছে। প্রতিটি পদ্মে আবার নানা দল বিন্যাস রয়েছে। যথা :

১. আজ্ঞাচক্র : নাসিকামূলে দু চোখের উপর দু ভ্রূয়ের মধ্যবর্তী স্থান অর্থাৎ কপালের মধ্যে দ্বিদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
২. বিশুদ্ধ চক্র : কণ্ঠমূলে ষোড়শ দল অর্থাৎ ষোলোদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৩. অনাহত চক্র : বক্ষস্থলে দ্বাদশ দল অর্থাৎ বারোদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৪. মণিপুর চক্র : নাভিমূলে দশম দল অর্থাৎ দশদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৫. স্বাধিষ্ঠান চক্র : লিঙ্গমূলে ষড়দল অর্থাৎ ছয়দল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৬. মূলাধার চক্র : গুহ্যমূলে চতুর্দল অর্থাৎ চারদল বিশিষ্ট পদ্মের স্থিতি।
৭. সহস্রার চক্র : মস্তিষ্কের চূড়ায় সহস্রার নামক স্থানে সহস্র দল অর্থাৎ হাজার দল বিশিষ্ট পদ্মের মধ্যে গোলোক মণ্ডল বিদ্যমান।

শতদলে তথা নাভিমূলে কুল কুণ্ডলিনী চক্র আছে। নাভির নিম্নভাগে আছে একটি সরোবর। তার মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অষ্টদল পদ্ম। এর ভেতর সাড়ে তিন কোটি নাড়ি অবস্থিত। তাতে আবদ্ধ রয়েছে বাহাত্তর হাজার নাড়ি। তাতে প্রধান নাড়ির সংখ্যা সাত শত। একশত চব্বিশ নাড়ির তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। একে বলা হয় বিশ্বোদরী। এ বিশ্বোদরী চতুর্বিংশ শ্রেষ্ঠতর। সেই চব্বিশ নাড়ির ভেতর রয়েছে চৌদ্দটি নাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থান। এ চতুর্দশ নাড়ির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাড়ি হলো তিনটি। যথা : ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। মেরুদণ্ডের বামভাগে ইড়া এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ি। এ দু নাড়ির মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়িই প্রধান।

গুরু প্রদত্ত প্রণালি মতো প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসক্রিয়ার গতি স্থির করার মাধ্যমে সুষুম্না নামক নিরপেক্ষ নাড়ি দিয়ে শক্তিকে উর্ধ্বমুখি করতে পারলে অষ্টদল থেকে মস্তিষ্কের সহস্রারে আরোহণ করা যায়। তাতে নিত্য জ্যোতির্ময় প্রভুসত্তার সাক্ষাত লাভ হয়। সাধনার এ স্তর বা দেশের নাম সিদ্ধিদেশ। যিনি সিদ্ধি অর্জন করে তাঁকেই সাধুশাস্ত্রে অভিহিত করা হয় 'সিদ্ধার্থ' নামে।

আজব নহর

সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পিত হবার পর গুরুর অসীম চিত্তাকাশ থেকে জ্ঞানবারি শিষ্যের উপর অবিরাম ভাবে বর্ষিত হতে থাকে। এর দ্বারা মৃত অন্তর জীবিত হয়ে ওঠে। পরিণামে গুরুর অসীম জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী হয় শিষ্যও। এরূপ জ্ঞানভাণ্ডার আজব নহর বা জ্ঞান প্রবাহ গুরু থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করে নিতে হয়।

এ জ্ঞান প্রবাহ একবার উৎসারিত হলে তা আর থামে না, ক্রমেই বর্ধিষ্ণু হয়ে থাকে।

AMARBOI.COM

আজব লীলে

গুরুর রূপধ্যানের মাধ্যমে ভক্ত আপন দেহের মধ্যে তাঁর সূক্ষ্ম সত্তার সন্ধান লাভ করে। 'আজব লীলে' লোক সাধারণের দ্রষ্টব্য বা প্রাপ্তব্য বিষয় নয় অর্থাৎ তাদের কাছে অলৌকিক, আশ্চর্যজনক তথা আজব বিষয়। একেই কোরানে বলা হয়েছে 'কাহাফ'সাধনা। দেহ কাহাফে অবস্থান গ্রহণ-বিষয়ের স্বরূপ জগতবাসীর জ্ঞান বহির্ভূত। কারণ দুনিয়া তথা মানবীয় আমিত্বের জালে আবদ্ধ চক্ষু ও কর্ণ আত্মিক বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করতে পারে না। রহস্যলোকের এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর তথা গুরুর কাছ থেকে প্রাপ্তব্য। মানুষ যখন গুরুর দেয়া গুণে গুণান্বিত হয় তখন তার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং অনুভূতি আল্লাহর দর্শন, শ্রবণ, জ্ঞান ইত্যাদির সংযোগে আসে। তখন সে আল্লাহকে চোখ দিয়ে দেখতে পারে, আল্লাহকে কান দিয়ে শুনতে পারে এবং আল্লাহকে জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারে। তার মানবেন্দ্রিয়গুলো তখন গুরুর অতীন্দ্রিয় গুণের সাথে মিশে একাকার হয়ে অতীত, ভবিষ্যতে, দূর-নিকট, দৃশ্য-অদৃশ্য সবই দেখতে এবং বুঝতে পারে।

আজব শহর

স্থূলদেহের মধ্যে স্থিত আছে সূক্ষ্মদেহ। এখানেই গুরু উদিত হন। 'শহর' লালনশাস্ত্রে দেহের রূপক শব্দ। একে 'জ্যোতির্ময় হিরণ্যদেহ'ও বলা হয়ে থাকে। যেখানে সৃষ্টির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুকুমার রহস্য সাধকগণ লাভ করে থাকেন। আপন দেহে নূরে মোহাম্মদির উত্থান হলে তা অনবদ্য বা আজব বলে মনে করে লোকেরা।

আজব সুরত

আপন সত্তার মধ্যে পরম গুরুর চেতন রূপ তথা পরম আলোকিত শুদ্ধরূপ। সাধক নফসের উপর নূরে মোহাম্মদি অবতরণ করে নফস বা মনের কর্তা হয়ে যান। এ সুরত সৃষ্টির অন্তর্গত নয়, চরম সৃজনীশক্তির অধিকারী। এ খুবই রহস্যময়, যা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। অলৌকিক এ সুরতপ্রাপ্তি দ্বারা আত্মপরিচয়ের পূর্ণতা আসে। প্রভু গুরুর যে ভাবমূর্তি সাধকের আপন রূপে অঙ্কিত-অধিষ্ঠিত হয় তা-ই আজব অর্থাৎ আশ্চর্য সুরত তথা রূপ।

আজগুবি

অদ্ভুত। অপূর্ব। অবিশ্বাস্য। অলৌকিক। অদৃশ্য। অতি রহস্যময়।

আজগুবি তাঁর আওন-যাওন

মানবদেহ আল্লাহর মসজিদ। তিনি ইট, সিমেন্ট, বালি ও লোহার তৈরি মসজিদ ঘরে থাকেন না। মানব দেহরূপ মসজিদ অর্থাৎ সেজদা করার স্থানে বাস করেন তিনি। এখানে তিনি কখন, কী ভাবে যাতায়াত করেন তা বাইরের স্থূলদৃষ্টি দিয়ে কখনো দর্শন করা যায় না। তাঁর আজগুবি অর্থাৎ অতি রহস্যময় উদয়বিলয় কেবল আত্মদর্শনের দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যেতে পারে। এ আসা-যাওয়া এতো সূক্ষ্ম এবং গভীর যে, মুখের কথা, লেখার ভাষায় তা সঠিক প্রকাশ করা দুঃসাধ্য বিষয়।

দেহের মধ্যে ধ্যানযোগে প্রবেশ করলে আল্লাহর আজব লীলা,আশ্চর্য প্রকাশ-বিকাশ লক্ষ্য করেন সাধকগণ। কারণ দেহের অভ্যন্তরেই হেরাগুহা বা কাহাফ তথা বৃন্দাবন বিরাজ করছে। বাইরে স্থূলভাবে যা কিছু পরিদৃশ্যমান সেগুলো দেহের ভেতরেও সূক্ষ্মভাবে বিদ্যমান। স্বর্লোক বা মস্তক হলো আকাশ। স্কন্ধদেশ হলো পৃথিবী বক্ষপটের উপর হলো জনলোক। কটিদেশে তপোলোক। ব্রহ্মতালুর উপর সত্যলোকের স্থান। এগুলো হলো সাতটি জান্নাত বা সপ্তস্বর্গ।

আজরাইল

মানবদেহে সম্যক গুরু সৃষ্টিকর্তা, লালন-পালনকর্তা ও সংহারকর্তা রূপে সক্রিয় আছেন। প্রত্যেক জীবসত্তার জন্ম, বিকাশ ও মৃত্যুর সাথে তিনি কর্তা হয়ে আছেন। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপে তাঁর ত্রিগুণাত্মক কার্যক্রম নানা ধর্মে নানা নামে অভিহিত করা হয়। 'মালেকুল মউত' বা যমদূত বেশে গুরুর প্রাণসংহারক শক্তিকে 'আজরাইল' বলা হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজাজিল

গুরুর প্রতি বিশ্বাসী হয়েও আজাজিল আদমকে সেজদা দিতে চায় নি মানবীয় অহঙ্কারের কারণে। এ কারণে তার আত্মিক পতন হয়েছিল। এ পতন হলো জ্ঞানগত বা চেতনাগত পতন। প্রচলিত কাঠমোল্লাদের দেয়া মিথ্যা ব্যাখ্যা বা ওয়াজের সাথে আজাজিল চরিত্রের কোনো সম্বন্ধ নেই। আজাজিলকে 'শয়তান' বলা হয়। গুরুর চরণে আমিত্ব সর্বাংশে উৎসর্গ করাই সেজদা। শারীরিক অঙ্গভঙ্গিকে আল-কোরানে সেজদা বলা হয় নি। 'আমি ও আমার' মানবীয় এ রূপ অহঙ্কারের নাম শয়তান। এ আমিত্ব আদম তথা সর্বকালে উপস্থিত একজন সম্যক গুরুর কাছে উৎসর্গ করে সবই 'তিনিময় এবং তাঁর'–এমন মনোভাব দ্বারাই প্রকৃত জান্নাতে দাখেল হওয়া যায়।

আজান

অধিকারপ্রাপ্ত অবস্থার ঘোষণা। এ ঘোষণা বা আহ্বান আপন রব হতে অনুমিত এবং অধিকারপ্রাপ্ত আহ্বান। আপন রব হতে অর্জিত মহাজ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান বিতরণ করা জন্যে জনগণকে আহ্বান করতে হয়। নিজে স্বর্গীয় মহাজ্ঞানের অধিকারী না হয়ে আহূত ব্যক্তিগণকে মূল্যবান কিছুই দান করা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পরে, আল্লাহ তাঁর নবি হযরত ইবরাহিমকে (আ.) জ্ঞানদান করার পর সেই জ্ঞান জনগণকে দান করার উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে আজান দিতে অর্থাৎ জনগণকে আহ্বান করতে বললেন[৩]। মহাসত্যদ্রষ্টা মোমিন ব্যতীত আল্লাহর তথা গুরুর পথে আহ্বান করার মৌলিক অধিকার কারো নেই। গুরুবিহীন অনধিকারী ব্যক্তিদের ডাকাডাকি কোরানের দৃষ্টিতে 'আজান' নয়।

AMARBOI.COM

আজ্ঞাকারী

আদেশ মান্যকারী, হুকুম পালনকারী অর্থাৎ নির্দেশ বাস্তবায়নকারী। ফকির লালন শাঁইজি বলেন :

দায়েমি সালাতি যে জন
শমন তাহার আজ্ঞাকারী ॥

সার্বক্ষণিক ভাবে ধ্যানস্থ অবস্থায় যিনি থাকেন আপন ইচ্ছে ছাড়া দৈহিক মৃত্যু তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ মানুষ মৃত্যুর আকস্মিকতায় ভীত হয়ে পড়ে। কিন্তু দায়েমি সালাতি সাধক যখন ইচ্ছে মৃত্যুকে আহ্বান করেন কেবল তখনই তা কার্যকর হয়ে থাকে। সালাতের ধ্যান দ্বারা জন্মমৃত্যুর উপর বিজয়ী অর্থাৎ সৃষ্টির উপর আজ্ঞাকারী হবার সুযোগ শুধু গুরুর অনুগত শিষ্যেরই আছে, সাধারণ মানুষের নেই।

আজ্ঞাচক্র

নাসিকার উপর দুই ভ্রূ'র মধ্যে ললাটে বা কপালে স্থিত ধর্মমন্দির। মানুষ বাইরের বিষয়রাশির স্মৃতি বা মোহ এখানে ধারণ করে রাখে যেখানে দ্বিদল চক্রের স্থিতি।

৩. *আল কোরান* ॥ ২২ : ২৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁট বসে না কোনোটাতে

আমিত্ব তথা দেহমনের সীমা না ছাড়িয়ে মনে মনে কামনা-বাসনা যে ধরে রেখে গুরুর কাছে আসে তার পক্ষে গুরুভক্তি অর্জন করা অসম্ভব। গুরু যা করতে বলেন তা না করে সহজে শর্টকাট পথে রাতারাতি বিরাট কিছু হয়ে যাবে—এমন মনোভাব পোষণ করে। এমন ব্যক্তি গুরুর কোনো কথা মান্য করে না। তাই তো প্রভু লালন বলেন :

সাধুর হাটে সে যদি যায়
আঁট বসে না কোনো কথায়
মন থাকে তার দরগা তলায়
বুদ্ধি তার প্যাঁচোয় পেয়েছে ॥

আঠারো মোকামের মাঝে জ্বলছে একটা রূপের বাতি

দেহ একটি মোকাম বা গৃহ। এর ভেতর সক্রিয় আঠারো মোকামের মূলকেন্দ্র মস্তিষ্কে জ্ঞানকেন্দ্র রূপে 'লা-মোকাম' বা 'মোকামে মাহমুদা' নামক ত্রিবেণী বা আজ্ঞাচক্রে নিয়ন্তা শক্তি নূরে মোহাম্মদির বাতি সদা সর্বদাই জ্বলছে। তাঁর অধীনে সচল আছে আঠারো মোকাম। যথা : সহস্রার বা মস্তিষ্ক চূড়ায় ব্রহ্মতালু, মস্তিষ্কের মধ্যভাগ, দু চক্ষু, দু নাসিকা, দু কর্ণ, মুখগহবর, জিহবা, আলজিভ, কণ্ঠদেশ, দু হস্ত, বক্ষদেশ, নাভিমূল, লিঙ্গমূল, গুহ্যদ্বার ও চরণযুগল।

AMARBOI.COM

আতঙ্কেতে যায় জীবন

দেহধারণ করা মানেই দুঃখে পড়া। দেহই দুঃখের উপাদান। এ দেহের নিরাপত্তার জন্যেই মানুষ কর্ম করে, সুখের টানে পাগলের মতো ছোটে। সেজন্যে মৃত্যুভয়, দুর্ভিক্ষের ভয়, যুদ্ধের ভয়, মহামারির ভয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ভয় জীব জগতকে আতঙ্কে রাখে।

জীবদেহে ধারণ করে পৃথিবীতে আসার পর মায়ামোহে জড়িয়ে পরম গুরু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন অতিবাহিত করলে আতঙ্কময় নরকজ্বালা সইতে হয়। মানুষ জীবন সম্বন্ধে বহু রকম আতঙ্কে জড়িয়ে থাকে। জ্বরা, ব্যাধি, মৃত্যু এসব জীবকে আতঙ্কিত করে রাখে। বস্তমোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়াটাই মানুষের জন্যে সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার। গুরুরূপে প্রভু নিরঞ্জনের কৃপা ছাড়া এ আতঙ্ক থেকে কেউ উদ্ধার করতে পারে না। আবার গুরুভক্ত ইনসান সংসার জীবনের নানা বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্যে গুরুকে তার দায় গ্রহণের আবেদন জানায় :

এসো হে প্রভু নিরঞ্জন।
এভব তরঙ্গ দেখে আতঙ্কেতে যায় জীবন ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আতরাফ

দরিদ্র, আর্থিক ও সামাজিক কর্তৃত্বহীন, নিচুসমাজ বা নিচুবংশের লোক, নিম্নবর্গের সম্প্রদায় ও শ্রেণীকে বোঝানো হয়ে থাকে। মুক্তিপাগল সর্বহারা সাধকদেরও প্রচলিত সমাজ এ পর্যায়ভুক্ত বলে অন্যায় করে থাকে।

আতশ

মানবদেহ গঠনের মৌলিক পাঁচ উপাদানের একটি হলো সূর্য বা আগ তথা আলো। জীবাত্মা মূলাধার চক্র থেকে বিদ্যুৎ বা আলো দ্বিদল চক্রে প্রবাহিত করে উর্ধ্বরেতা সাধক নূরে মোহাম্মদি অর্জন করে জিতেন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়জয়ী মহাপুরুষে পরিণত হন। শুধু মানুষ কেন জগতের প্রতিটি বস্তুকে ভাঙলে সারাংশ হিসেবে আলো বা আগুন পাওয়া যায়। মানুষের দেহেও আলো বা সারবস্তুরূপে নূরে মোহাম্মদি গুপ্ত আছেন।

আত্মতত্ত্ব

আমাদের ইন্দ্রিয়পথে অসংখ্য বিষয়-আশয় থেকে কখন কী মনে আসা-যাওয়া করে তা আমরা লক্ষ্য করি না এবং সেসব বিষয়ে আমরা জ্ঞাত না। এটাই আমাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মূল কারণ। এবিষয়ে প্রজ্ঞাময় থাকার গুরুমুখি অনুশীলনকে 'আত্মতত্ত্ব সাধন' বা 'আত্মদর্শন' বলে এবং এটাই প্রকৃত পালনীয় হজ্ব। আবার মনের মধ্যে কী কী লোভ, উত্তেজনা, মন্দ, মোহগুলো চাপা পড়ে আছে সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্বভাব থেকে দূর করতে হয়। তাতে আত্মতত্ত্বে পূর্ণতা আসে। সাধক পরিশুদ্ধ চিত্ত মহামানব হয়ে যান। আত্মদর্শনের ধ্যানকর্মে ব্রতী হয়ে ধর্মরাশি এক এক করে দর্শন করার পথে যদি কোনো একটি ইন্দ্রিয়পথের কর্মকাণ্ড থেকে কেউ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে অর্থাৎ তা যদি চিহ্নিত করতে না পারে তবে আল্লাহর তথা গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। সুতরাং ভুলে যাওয়া সেই বিষয় গুরু যে ভাবে উপদেশ দিয়েছেন সে উপায়ে ইন্দ্রিয়ের ধর্মরাশির প্রতি যথাবিহিত কর্তব্য পালন করলে ঐ বিষয়ের অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে এবং তা থেকে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে। সম্যক গুরুর আশ্রয় লাভের পূর্বে অসীম অজ্ঞানতার মধ্যে মানুষ ডুবে থাকে। জীবন রহস্যের এসব সূক্ষ্ম খবর তারা রাখে না।

আত্মতত্ত্ব

'আত্ম' অর্থ আপন, নিজ, স্ব বা আমি। আর 'তত্ত্ব' অর্থ দেহগঠনের মূল উপাদান। আত্মার যথার্থ স্বরূপ অন্বেষণের সাধনাই 'আত্মতত্ত্ব'। চৈতন্য স্বরূপ নিজের মূলসত্তার জ্ঞান আহরণ করা। দেহমনের কর্তৃত্ব কী রূপ তা অবগত হওয়া। আত্মারূপ পরমপদার্থ সম্যকভাবে জানা। সোজা কথায় আমি কী কী মূল উপাদান দিয়ে গঠিত বা সৃষ্ট হলাম তার উৎস সন্ধান। নিজেকে পরীক্ষা করা, নিজের দোষগুলো বিচার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা, নিজ সম্পর্কে জ্ঞানলাভের প্রয়াস বা নিজের অসীম চেতনাময় মূলস্বরূপের অনুসন্ধান করা। সম্যক গুরুর শিক্ষা-দীক্ষা-তত্ত্বাবধান ব্যতীত আত্মতত্ত্ব সাধনা কেউ করতে পারে না।

▌আত্মরস

আত্মজ্ঞান। ক্ষুদ্র আমি'র মধ্যে বিশাল আমিময় গুরুর বিস্তার তরঙ্গ। সত্তার মূলকেন্দ্র রূপে বিরাজমান পরম স্বরূপের জ্ঞানধারা যা ফলাতীত ও নির্গুণ, দেহাতীত, মহাজাগতিক প্রেমভাবের অধরা প্রবাহ। বস্তুত সাধকের আত্মদর্শনলব্ধ সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ ভাবরাশি।

▌আত্মা

জীবদেহে ব্যাপ্ত চৈতন্যসত্তা, মন, নফস, চিত্ত, স্বভাব, হৃদয়বৃত্ত, পরমপ্রভুসত্তা, স্বয়ং বা সোহম্ প্রভৃতি।

▌আত্মারাম

জীবদেহধারী মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটি মন বা আত্মা বিদ্যমান। যথা: জীবাত্মা, ভূতাত্মা, আত্মারাম ও আত্মারামেশ্বর। 'আত্মারাম' হলো চিৎশক্তি। এ চিৎশক্তি তটস্থ অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয়ের সজীব গুণ সমন্বিত। হৃদয়দেশের দ্বাদশ দল পদ্মে তাঁর বাস। কথা ও মনে হাস্যরসে বিরাজমান থাকা আত্মারামের কাজ। বাৎসল্য তাঁর ভাব এবং প্রেম আত্মারামের আশ্রয়।

AMARBOI.COM

▌আত্মারামেশ্বর

আত্মারামেশ্বর হলে হ্লাদিনী শক্তি বা মুক্তজীব। রসামৃত আস্বাদন তাঁর আহার। কৃষ্ণভজন তাঁর কাজ। মধুর ভাব তাঁর ভাব। কণ্ঠদেশের ষোড়শদল পদ্ম এবং উজ্জ্বল স্থান সহস্রদলে আত্মারামেশ্বরের বাসস্থান। দেহমনের বন্ধনমুক্ত মূলসত্তা। নূর মোহাম্মদ। অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা পুরুষ।

▌আত্মারূপ কর্তা

আপন সত্তার গভীরে বিরাজমান গুরুর পরমস্বরূপ। সম্যক গুরুকে আশ্রয় করে সাধনা করলে আপন কর্তার সন্ধান পাওয়া যায়।

▌আত্মারূপে কর্তা হরি

প্রতিটি সত্তার কেন্দ্রে মূলসত্তা গুরুর অস্তিত্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। হরি অর্থাৎ যিনি জীবের দুঃখভার হরণ করেন তিনিই মনরূপে সর্বত্র প্রচ্ছন্নভাবে লীলারত। গুরুসত্তার অপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম 'হরি'। তিনি দেহমন সত্তারূপে :

সর্ব ঘটে ঘটে কর্তা হয়ে
আছেন আমাদের সবার মধ্যে ॥

▌আত্মারূপে কে বিরাজে আদমের কলবে

মহাপুরুষের মনোলোকে বিরাজমান নূর মোহাম্মদ অর্থাৎ আলোকিত পরম পুরুষসত্তা। মূলসত্তারূপে প্রতিটি মানবসত্তায় 'একক' আহাদরূপের মধ্যে মোহাম্মদি সাত্ত্বিক গুণময় সম্যকপুরুষ গুরুর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং নিত্য।

▌আদম

'আলিফ', 'দাল' ও 'মিম'–এ তিন অক্ষরে 'আদম' লেখা হয়। 'আলিফ' দ্বারা 'আল্লাহ' এবং 'মিম' দ্বারা মোহাম্মদ। মধ্যে 'দাল' দ্বারা দ্বীন বা ধর্ম বোঝায়। আল্লাহ এবং মোহাম্মদ সত্তাকে ধর্মসমূহের সুনিয়ন্ত্রণ দ্বারা যে ব্যক্তি সংযুক্ত করে নিতে পেরেছেন তিনিই আদম বা সিদ্ধ মহাপুরুষ। প্রকৃতি ত্যাগ করে পুরুষ হলে তবেই তাঁকে 'মোহাম্মদ' অর্থাৎ 'প্রশংসিত ব্যক্তিত্ব' বলা হয় সুফিশাস্ত্রে। 'আল্লাহ' এবং 'মোহাম্মদ' সব ধর্মের উপরে। ধর্ম কখনো তাঁর সাথে সংলগ্ন থাকে না। তাই দেখা যায় 'আদম' শব্দটির মধ্যবর্তী 'দাল' অক্ষরটি 'আলিফ' অথবা 'মিম'এর কোনোটির সঙ্গে সংলগ্ন হতে পারছে না। অক্ষর তিনটি একত্রে সংযুক্ত করে লেখা যায় না।

AMARBOI.COM

▌আদম শফি

সৃষ্টির প্রথম মানব নন আদম। জীবকুল থেকে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে প্রথম গুরুভক্ত ব্যক্তি যিনি পরবর্তী সময়ে নিজে গুরুর কামালিয়াত অর্জন করেন। 'শফি' অর্থ সদুপদেশদাতা, সুপারিশকারী, সত্যপথ প্রদর্শক গুরু, উদ্ধার কর্তা ইত্যাদি। অর্থাৎ সুপথ প্রদর্শক গুরু আদম শফিউল্লাহ। সর্বযুগের সকল সিদ্ধ মহাপুরুষ অর্থাৎ সম্যক গুরুই এক এক জন আদম শফি।

▌আদমি

আদমের আদর্শের গৃহের অধিবাসী। আদাম মানে গুরুবাদী ভক্ত।

সম্যক গুরুর ভক্ত, শিষ্য বা অনুসারীকে 'আদমি' বলা হয়। বহু জন্ম ধরে যারা বিষয়মোহের আসক্তি থেকে মুক্ত হবার শিক্ষা-দীক্ষা ও মহড়ায় নিয়োজিত আছেন। এ প্রসঙ্গে লালন শাঁইজি বলেন :

আদমি হলে আদম চেনে
ঠিক নামায় সে দেল কোরানে
লালন কয় সিরাজ শাঁইয়ে গুণে
আদম অধর ধরার সূতা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদমের ভেদ পশু কী বোঝে

আলিফে আল্লাহ, দ্বীনে ধর্ম, মিমে মোহাম্মদ—তা তিনটি গুণ সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একজন সম্যক গুরুই হলেন আদম অর্থাৎ আদম শফিউল্লাহ। 'শফি' অর্থ উদ্ধারকর্তা, ত্রাণকর্তা তাই শফি+আল্লাহ = শফিউল্লাহ। গুরু তাকেই উদ্ধার করেন যে দুনিয়ার দুঃখজ্বালাময় জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ চায়। আদম অতীন্দ্রিয় ক্ষমতাবান, জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ। তিনি গুরুরূপে সর্বকালীন ও সর্বজনীন। সাধারণ মানুষ ইন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করে। ইন্দ্রিয় মোহগ্রস্ত সীমা ডিঙিয়ে তারা জীবন-জগত সম্বন্ধে এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবতে পারে না কিছুই। গুরুকে বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখে ওরা তাঁকে সাধারণ মানুষের মতো মনে করে। জগতের বেশির ভাগ লোকই পশু পর্যায়ভুক্ত। কারণ তাদের চোখ আছে দেখে না, কান আছে শোনে না, হৃদয় আছে কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করে না। সম্যক গুরুর মহত্ব ও উচ্চতা তারা ক্ষুদ্র দিয়ে বুঝতে পারে না। বিষয়মোহের কালো বন্ধনের নিচে চাপা পড়া তৃতীয় চোখ দিয়ে গুরুর অতীন্দ্রিয় মহাভাব-ঐশ্বর্য দেখতে পায় না, যদিও এদের চোখ আছে। তাদের কান আছে কিন্তু তারা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে আসা গুরুর অপ্রাকৃত বংশীধ্বনি শুনতে পায় না। এরা চার পেয়ে জন্তুর মতো ভোগ ও ভোগন্তির মধ্যে পড়ে আছে। এরাই হলো গাফেল তথা উপেক্ষাকারী, অলস।

আদি ইমাম মেয়ে

মস্তিষ্কের গুপ্ত প্রকোষ্ঠের মধ্যে নূরে মোহাম্মদি গোপন আছেন। নূরে মোহাম্মদি দেহের সূর্য। সূর্যকে কোরানে স্ত্রীলিঙ্গে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি সৃজনশীল। এখানেই সব জ্ঞান ও কর্মের মূলকেন্দ্র। সুফিগণ আপন গুরুকে তাই 'মাশুক' বা 'সখি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বৈষ্ণবগণের কাছে তিনি 'শ্রীরাধিকা জিউ'। সৃষ্টির মূলাধার মোহাম্মদের নূর আরো মোহাম্মদি চরিত্র যুগে যুগে সৃষ্টি করে চলেছেন বলেই সৃজনী ক্ষমতাময় গুরুকে নারীরূপে সাধকগণ ভজনা করেন। জগজ্জননী স্বরূপ মহাপুরুষ সৃষ্টিকারী মূলধার আদি ইমাম।

আদি চন্দ্র রাখো কসে, তাঁরে কেউ ছেড়ো না

আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে গুরু হলেন আদি চন্দ্র। গুরুর স্মরণ-সংযোগই হলো আদি চন্দ্র ধারণ করার নিগূঢ় লীলা । বিষয়রাশি যখন সপ্ত ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তখন তার ঢাল হিসেবে গুরুকে সামনে দাঁড় করাতে হয়। মনোজগতে প্রতিনিয়ত যতো বিষয়রাশির উদয়বিলয় ঘটে তার উপর গুরুকে কর্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে বিষয়ের মোহ দূর হয়ে যায় এবং প্রত্যেক বিষয় থেকে জ্ঞানের অমৃত আহরণের মাধ্যমে ভক্তও ধর্মজয়ের জেহাদে লিপ্ত থাকেন। অবিরাম গুরুর চেহারা, তাঁর গূঢ় বাণী ও ভাব দ্বারা চিন্তা ও কর্মকে সত্যায়িত করা গেলে তার মধ্যে লা-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিস্তার ঘটে অর্থাৎ মনোজগতে মোহশূন্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফকির লালন শাঁইজি সে কথা বলেন :

ভক্তিসাধন করো বসে
আদি চন্দ্র রাখে কসে
তাঁরে কেউ ছেড়ো না ॥

ডুবে গিয়ে প্রেমানন্দে
সুধা পাবে দণ্ডে দণ্ডে
লালন কয় জীবের পাপ খণ্ডে
আমার মুক্তি হলো না ॥

আদিতত্ত্ব

সৃষ্টির পূর্বে মূলসত্তা। স্বরূপশক্তি। চৈতন্য। পরমপুরুষ। নূর মোহাম্মদ। শ্রীকৃষ্ণ। আপন গুরু।

আদি মক্কা এ মানবদেহে

দেহের ভেতরের মূলসত্তাটি আদি মক্কা অর্থাৎ কাবা বা আদিগৃহ 'বাইতিল আতিক'। মক্কার কাবাঘর মানবদেহের প্রতীক। বাইরের এ গৃহের হজ্ব মূলত ভেতরের মক্কা-কাবাকে তাওয়াফ করার শিক্ষামূলক অনুশীলন পর্ব। বিষয়মোহে আক্রান্ত মানবদেহ নিরাপত্তাহীন। যখন এটি শেরেকশূন্য অর্থাৎ উপাদানশূন্য হয়ে শুদ্ধ হয়ে যায় তখন তা পৃথিবীর জন্যে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। এমন মুক্ত মহাপুরুষগণই জগৎ গুরু। আপন দেহে মনোনিবেশমূলক ধ্যানের মাধ্যমে আত্মদর্শন করাই প্রকৃত হজ্ব করা। যিনি মানবজাতির ইমাম রূপে নিয়োজিত হন তাঁর কর্তব্য হলো রবের ঘর আদি মক্কাকে আপন দেহগুহার ভেতরে পবিত্র করে তোলা। মানবদেহ মক্কা রবের নিজস্ব ঘর। এ ঘরকে পবিত্র করার সব ব্যবস্থা অবশ্য সম্যক গুরুগণ দান করেন। এ পথের পথিক হতে না চাইলে কাউকেও পবিত্র করা যায় না। প্রতিটি মানবদেহে লুকিয়ে আছে আদি মক্কা তথা আল্লাহর বিশেষ ঘর। এ ঘরকে উন্নত করে তোলাই মহাপুরুষের কাজ। মহাপুরুষগণ রবের ঘর আদি মক্কা তথা বিশেষ বিশেষ ঘরকে আত্মদর্শনের সাহায্যে উন্নত মর্যাদাশীল করে তোলেন। যারা দুঃখ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্যে এতে আশ্রয় গ্রহণকারী এবং যারা গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তারাই ধ্যানের আত্মদর্শন দ্বারা আপন মক্কাকে পরিশুদ্ধ করে তোলেন। এঁরাই পবিত্র হয়ে যান। যারা সাধনাবলে মোকামে ইবরাহিমে (ব্রহ্মা বা আব্রাহাম) উপনীত হয়ে জগদ্বাসীর হেদায়েতের জন্যে ইমামত লাভ করেন তাঁরা যেখানেই বাস করুন না কেন সেখানেই কর্মফলের উপর এবং তাঁর অনুসারীগণের উপর আল্লাহর আশীর্বাদ রেজেক রূপে দান করা হয়, যা বস্তুগত নয়, সম্পূর্ণ গুণগত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশ করেন আল্লাহ্ গনি

আল-কোরানের সুরা হজ্বে উল্লিখিত আছে, কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা, 'মূর্তি নির্মাতা আজরের পুত্র ইব্রাহিম নবিকে আল্লাহ তথা গুরু প্রিয় বস্তু উৎসর্গের আদেশ দান করেন।'

এ প্রশ্ন তুলে ফকির লালন শাহ্ হাজারো বছর ধরে চলে আসা সাম্রাজ্যবাদী-রাজতান্ত্রিক কোরানের মিথ্যে তফসিরকে খারিজ করে দেন 'কোরবানি'র অর্থ উদ্ধার দ্বারা। কোরবানি করা মানবজীবনের চরম ও পরম কর্তব্য। কোরবানি ব্যতীত মুক্তিলাভের বিকল্প কোনো পথ নেই। সমগ্র আল-কোরান কোরবানির আহ্বানে ভরপুর। যদিও 'সূরা হজ্ব'এর কয়েকটি বাক্যকে নির্দেশমূলক বাক্যরূপে শনাক্ত করা হয়ে থাকে।

'কোরবানি' শব্দটি কোরানে কোথাও নেই। বরং আছে 'জবেহ' অর্থ উৎসর্গ করা, পবিত্র করা বা বিশুদ্ধিকরণ। সপ্ত ইন্দ্রিয়ের দুয়ার পথ দিয়ে প্রতিনিয়ত যত মূর্তি মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সেগুলো মোহ দ্বারা স্মৃতিফলকে ধরে রাখাকেই 'শেরেক' বা 'সংস্কাররাশি' বলে। এসব শেরেকের কারণেই মানুষ বারবার জন্ম ও মৃত্যুর সঙ্গে শরিক হয়ে দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। এ মূর্তিগুলো বহির্জগত থেকে দৃশ্যমূর্তি, শব্দমূর্তি, গন্ধমূর্তি, অনুভূতিমূর্তি ইত্যাদি রূপে এসে থাকে এবং ভেতর থেকে ভাবমূর্তির রূপ ধরে উদয় হয়ে মানুষের অস্তিত্বের সাথে লেগে থাকে। এগুলোই তার পুনর্জন্মের উপাদান। উপাদানশূন্য হতে পারলে তার জন্যে জন্মান্তর নেই। জন্মই দুঃখ, হোক তা জাহান্নামে বা জান্নাতে। জান্নাতে দুঃখের পরিমাণ কম হলেও আছে। জাহান্নামের সব দুঃখ থেকে তথা জন্মান্তরের চক্র থেকে মুক্ত হতে চাইলে তাকে প্রকৃত মুসলমান অর্থাৎ সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণকারী হতে হবে। সম্যক গুরুর প্রতি পরিপূর্ণভাবে সমর্পণকারী ব্যক্তিই কেবল গুরুর নির্দেশ পালনের সাহায্যে অনন্ত জন্মচক্রের দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে লা-মোকাম তথা মোকামে মাহ্মুদায় উন্নীত হতে পারে।

কাজেই ফকির লালন শাঁই যে প্রশ্ন শুরুতে হাজির করেছেন, পশুহত্যা কোরবানি কিনা তার জবাব উপর্যুক্ত ভাষ্যে বিবৃত হয়েছে। আপন ইন্দ্রিয়ে বিষয়রাশির মোহকে জবেহ তথা শুদ্ধিক্রিয়া সম্পন্ন করাই কোরবানির পালনীয় শর্ত। তার আগে সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় করা চাই। মোসলেম বা মুসলমানকে আসলেম করা অপরিহার্য শর্ত হওয়ার জন্যে। শাঁইজি প্রশ্ন তুলছেন :

ইব্রাহিম নবিকে শুনি
আদেশ করেন আল্লাহ্ গণি
প্রিয়বস্তু দাও কোরবানি
দুম্বা বলির আদেশ কোথায়?

সাম্রাজ্যবাদী-রাজতান্ত্রিক কোরানের তফসিরবাহী কাঠমোল্লা মুন্সির দল সত্যিকার কোরানে বর্ণিত মানসিক শুদ্ধিক্রিয়াকে 'দুম্বা' আমদানি করে অর্থাৎ পশু জবাই দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে মিথ্যে-দুরাচারে ধর্ম জগতকে কলুষিত করে ফেলেছে, সে চালাকিও স্পষ্ট হয়ে যায় দার্শনিক সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী'র 'কোরবানি' বইটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে :

১০২. তারপর যখন তাঁহার (ইব্রাহিমের) সহিত প্রচেষ্টা গ্রহণের যোগ্যতায় পৌঁছিলেন তখন বলিলেন : "হে আমার পুত্র, আমি বিছানায় দেখিলাম যে, আমি তোমাকে উৎসর্গ (বিশুদ্ধ বা পবিত্র) করিতেছি; সুতরাং তুমি নজর দাও এই বিষয়ে যতদূর তুমি দেখিতে পাও।"
(ইব্রাহিমপুত্র ইসমাইল আ. দেখিয়া) বলিলেন, "হে আমার পিতা, আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন তাহা করুন। যদি (আমার) অবিরাম ইচ্ছা থাকে আল্লাহর (জন্যে), শীঘ্রই আমাকে পাইবেন বিশিষ্ট ধৈর্যশীলগণের মধ্যে।
১০৩. সুতরাং উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করিলেন (তখন) তিনি তাহাকে বিপদে ফেলিলেন বিশেষ ভাগ্যবানদের জন্য (বা ধর্ম মন্দিরের জন্য)
১০৪. এবং আমরা তাঁহাকে 'হে ইব্রাহিম' বলিয়া সম্বোধন করিলাম,
১০৫."নিশ্চয় তুমি দর্শনটিকে সত্যে পরিণত করিয়াছ। নিশ্চয় আমরা ঐরূপে পুরস্কৃত করি সৌর্যমণ্ডিতদিগকে"(তথা সালাতি ব্যক্তিদিগকে)।
১০৬. নিশ্চয়ই ইহা অবশ্য স্পষ্ট বিশেষ বালা।
১০৭. আমরা তাঁহার (ইসমাইলের) ফেদিয়া (অর্থাৎ মুক্তিপণ) দিলাম আজমতওয়ালা শুদ্ধি দ্বারা।
১০৮. এবং আমরা (এই আশীর্বাদ) রাখিয়া গেলাম তাঁহার উপর (অর্থাৎ তাঁহার আদর্শের উপরে) আখেরিনের মধ্যে।

AMARBOI.COM

❙ আঁধলা ইমাম

সম্যক গুরুর আত্মশুদ্ধির জ্ঞান অর্জন না করেই মানুষকে জ্ঞানীসুলভ উপদেশ দেয় এমন ব্যক্তি। প্রচলিত রাজকীয় এজিদি ইসলামের বেতনভোগী প্রচারক সম্প্রদায় যারা সাধনা দ্বারা আত্মতত্ত্বে ফাজেল না হয়ে মাদরাসা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগুজে ডিগ্রি নিয়ে 'ইমাম' সাজে অথচ ধর্মদর্শনের সূক্ষ্ম কোনো জ্ঞানই এদের নেই। ভোগবাদী অনুষ্ঠানবাদী ধর্মের চালকগণ।

❙ আঁধলা দশা

আহার, নিদ্রা, মৈথুন ও ভয়–জীবসুলভ এ চার বৈশিষ্ট্য নিয়ে দেহবদ্ধ মোহের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা, যার মধ্যে জ্ঞানের স্ফুরণ এখনো ঘটে নি। অর্থাৎ বদ্ধজীব।

❙ আনকা নহর

সম্যক গুরুর কৃপাস্পর্শে দেহের মধ্যে সূচিত নিত্যজ্ঞানের নবীন প্রবাহ, নতুন জ্ঞানধারা, যা বই-পুস্তক পড়ে কখনো লাভ হয় না। মহাপুরুষের জ্ঞানাধারা শিষ্যের আপন সত্তায় স্বতঃ উৎসারিত প্রসবণ আকারে ক্রমাগত বিকশিত হতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দমণি
আত্মশুদ্ধির সাধনাকালে·মনের অন্ধকার দিগন্তে ফাটল ধরে যখন উজ্জ্বল রসের সাথে জ্ঞানসূর্যের উদয় তখন সাধকের অনুভূতি হয় পরম আনন্দময়। সত্তার স্থুলবন্ধন ছিন্ন করে নূরে মোহাম্মদির বিকাশমান আলোক ধারা।

আনন্দে সানন্দে মিশে যোগ করে যে জনা
যে সাধক দেহের মধ্যে প্রবাহমান মোহাম্মদি নূরে পরিস্নাত হয়ে ধ্যানময় থাকেন তিনি পরম চৈতন্য সত্তা লাভ করেন। স্থূল কোনো বিষয়ে তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন না। সর্বদা ধীরস্থির, প্রশান্ত চিত্ত থাকেন। সাধুভাব তাঁর চরিত্র্যলক্ষণ।

আনন্দের গৌরাঙ্গ
জ্যোতির্ময় মূলসত্তা যিনি দেহমনের বন্ধন ছিন্ন করে পরম চেতনাময় হয়ে লীলা বিলাসে প্রেমোন্মাদনায় অবিরাম লা-হালে নৃত্যগীত করেন।

আনলেন রাহে
বদ্ধীজব অর্থাৎ বিষয়নির্ভর জিন প্রকৃতির মানুষকে সম্যক গুরু মুক্তির শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে ইনসানে পরিণত করেন। 'রাহে' মানে 'রাস্তায়' বা 'পথে' অর্থাৎ সুপথে। গুরু জীবকে হেদায়েত দিয়ে মানসিক ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নেন।

AMARBOI.COM

আনিয়ে জেদ্দার মাটি
জেদ্দা শুধু স্থানকালে আবদ্ধ নয়। এটি মনোলোকেও বিরাজিত। যদিও স্থান হিসেবে এর পরিচয় আছে। মক্কার কাবাঘর জেদ্দায় অবস্থিত। কাবা মানবদেহের প্রতীকি পরিচয়। মহাপুরুষের দেহ হলো জেদ্দা এবং মহাপুরুষের হৃদয় হলো মক্কা বা বাক্কা। মহাগুরুর আকার দিয়ে অর্থাৎ উন্নত উপাদান দ্বারা আদম তৈরি হয়। তাই লালন শাঁইজি বলছেন আদম শফিউল্লাহর আদিদেহ গঠনের রূপক ভাবকথা :

আনিয়ে জেদ্দার মাটি
গঠলেন বোরখা পরিপাটি
মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি
কোন চিজে তাঁর গঠলেন আত্মা ॥

আন্দাজি পথে
সম্যক গুরুর কাছে চিত্ত সমর্পণ না করে নিজে নিজে সাধক সাজে এমন অজ্ঞান ব্যক্তি। আবার প্রচলিত লোকচার ভিত্তিক অজ্ঞান কাঠমোল্লাদের প্রভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে তেমন ধার্মিক ব্যক্তি আন্দাজি পথে আল্লাহর সন্ধান করতে গিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপাকে পড়ে। ফকির লালন শাঁইজি তাই বলছেন :

যেও না আন্দাজি পথে মন রসনা
কুপ্যাঁচে পড়লে প্রাণে বাঁচবে না।

▌আপন খবর

নিজের ভেতর লুকানো মহাজাগতিক অখণ্ড জগত অর্থাৎ পরম চৈতন্য সত্তার অন্বেষণ। আত্মতত্ত্ব সাধনার মাধ্যমে নিজের স্বরূপে মহাবিশ্বের সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব লাভ করাই আপন খবর নেয়া।

▌আপন ঘরে বোঝাই সোনা, পরে পরে লেনা-দেনা

মানুষ বাইরের যত বস্তুগত সম্পদ সন্ধান করে তা পার্থিব সম্পদ। এ সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। অবশ্য এসব সম্পদের কোনো প্রয়োজনই থাকত না যদি 'মন' নামক নফসটি না থাকত। বাইরেরটা পর আর ভেতরেরটা আপন, এমন ভাবনাও দেহমনে আল্লাহর অখণ্ড মালিকানাকে খণ্ডিত করে। এতেই শেরেক হয়ে যায়। এখানে আপন-পরের ভেদরেখা তৈরি করে ভোগলোভী মানুষসত্য থেকে দূরে পড়ে থাকে। এর ফলে নিজের দেহঘর ভর্তি গুরুর অমূল্য গুণময় সম্পদগুলো পরে অর্থাৎ বিষয়মোহ দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে যায়। আপন ঘরের সম্পদ এভাবে পরের হাতে চলে যায়। মনকে বিষয়মোহ থেকে মুক্ত করা না গেলে জন্মে ফতুর হয়ে যেতে হয়। যার পরিণাম ধ্বংসাত্মক মৃত্যু বা অকৃতকার্য মৃত্যু। লক্ষ লক্ষ পশুযোনি পেরিয়ে মানবজন্ম হয় অন্তরের কলুষ কালিমা তথা পশুত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সম্যক গুরুর অমূল্য প্রেম-সম্পদ লাভের জন্যে। এমন মানবজনমের দুর্লভ সুযোগকে সৎকর্ম অর্থাৎ গুরুর কর্মে নিবেদিত করা না গেলে সেই জীবনের পরিণতি খুবই দুঃখময় হয়ে দাঁড়ায়।

▌আপন দেহ

আপন দেহের ভেতর পরম সত্যের রহস্য নিহিত আছে। দেহ বাইরের আবরণ মাত্র। এ আবরণ সরিয়ে অন্তর্গত মূলসত্তাই দেহের কেন্দ্র। এখানেই আল্লাহর তথা গুরুর আনন্দলীলাসহ সর্বদা চলমান। সত্য উদ্ধার করতে হলে গুরু কর্তৃক প্রদর্শিত ধারায় সাধনা করেই তা লাভ করতে হয়। বাইরের বিষয়রাশির মোহ-বন্ধনে জড়িয়ে না থেকে অন্তর্মুখি আত্মদর্শনের সাহায্যে সত্তার আদিরূপকে জানতে হয়। দেহের বাইরের খবরের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করলে পরিনামে সত্য থেকে বঞ্চিত থেকে দুঃখ ভোগ করতে হয়।

▌আপন পর তো ভুলি নাই

সাধারণ মানুষ স্থূলদেহকে সর্বস্ব নিজের জ্ঞান করে জগতের বাকি সবাইকে পর ভাবে। ষড়রিপু অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মাৎসর্যে বশীভূত হয়ে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনগড়া ধারণার উপর জীবনযাপন করে। এর ফলস্বরূপ মানুষকে হিংসা করে এবং সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বন্দি করে রাখে। অথচ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একদেহ, মহাগুরুর দেহ– সেই মহাআমি। সবার মধ্যেই গুরুদেব আছেন। সবই তিনি এবং তিনিময়। স্থূলদেহের সংস্কারবশতঃ ভোগবাদী বদ্ধজীব তা ধারণা করতে পারে না। ঘটে পটে সব অস্তিত্বের মধ্যে মূলসত্তারূপে মহাপ্রভু তথা মাওলা মোহাম্মদই সূক্ষ্ম স্বরূপে অস্তিত্বমান। তিনিই অনন্ত রূপ ধারণ করে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশমান এবং বিকাশমান। সাধক যখন আপন প্রবৃত্তি ত্যাগ করে সত্তার গভীর দেশে পৌছেন, তখন দেখতে পান মহাগুরুর অখণ্ড অসীম বিভূতি কীভাবে চিরন্তনরূপে দেদীপ্যমান। তাই সাধু গুরু লালন অবোধ মানব সমাজকে নিরন্তর আহ্বান জানান :

আপনার জন্মলতা
খুঁজ গে তার মূলটি কোথা
সেখানে পাবি শাঁই'র পরিচয় ॥

▌আপনা মোকাম জানিয়ে সন্ধান

নিজের দেহের অভ্যন্তরে মানসিক ভ্রমণ দ্বারাই পরম সত্যসন্ধান করতে হয়। এখানে আল্লাহ বা গুরু রহস্যময় পর্দায় লুকিয়ে আছেন। তাকে দেহের বাইরে আকাশের সাততলার উপর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মোকাম সাধনা তথা দেহতত্ত্ব সাধনার দ্বারাই প্রকৃত 'আল্লাহিয়াত' সাধিত হয়। সুফি ও বৈষ্ণবগণ এ সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে নিজেরাও আল্লাহর মহাগুণে গুণান্বিত হন। জন্মমৃত্যু জয় করে কালজয়ী মহাপুরুষের শিরোপা মস্তিষ্কে ধারণ করেন। এমন সাধকগণই অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত দ্রষ্টা তথা ত্রিকালজ্ঞ হয়ে যান। শিষ্যদের এ পথে পরিচালনা করাই তাঁদের সর্বকালীন মিশন।

▌আপনারে আপনি চিনি নে

মনকে আপন দেহের বাইরের তথ্য-তত্ত্বের মধ্যে ডুবিয়ে রাখলে সত্য থেকে দূরে পড়ে থাকতে হয়। বহির্মুখি দৃষ্টিকে দেহের ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে ধরতে পারলে অর্থাৎ গুরুর দেওয়া অন্তর্মুখি পদ্ধতি দেহের মধ্যে প্রয়োগ করার মাধ্যমে আত্মদর্শনেই 'আপনার আপনি'কে জানা যায়। হেরাগুহার আত্মদর্শন না করলে কেউই স্বরূপে পরম দর্শনজ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় না।

▌আপনার আপনি ফানা হলে তাঁরে জানা যাবে

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দৈহিক মায়াপাশে বিজড়িত থেকে মানবীয় আমিত্ব অর্থাৎ 'আমি ও আমার'–এ অহমিকা ছাড়তে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সে জাহান্নামের গভীরে বাস করে। সম্যক গুরুর শরণ নিয়ে আমিত্ব বিনাশ অর্থাৎ ফানাফিল্লাহ হতে পারলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল সত্তার ভেতর মহাজ্ঞানময় পরমচেতনা তথা মূলসত্তা-স্বরূপের সাক্ষাত লাভ হয়। মানসিক লা-এর এ আত্মদর্শন দ্বারা মুক্তিপথের অবরুদ্ধ কপাট খুলে যায়।

আপনার আপনি ভুলে

আপন সত্তার মধ্যে গুরুর জাগরণ না হওয়া পর্যন্ত মানুষ আপনার আপনি ভুলে থাকে। মানবীয় বা অহঙ্কার তথা মায়াপাশে বন্দি হয়ে থাকলে সংকীর্ণ মনের কারণে মানুষ সত্যকে দেখে না। নিজের দেহকে আঁকড়ে ধরে থাকলে তথা ভোগসুখের নেশায় বিভোর থাকলে পরম চৈতন্যময় সত্যের নাগাল কখনো মেলে না। সে কারণে সত্যসাধক মানবীয় আমিত্বের কারাগার ভেঙে বেরিয়ে যান। গুরুর মহাসত্যের মধ্যে ডুব দিয়ে জ্ঞানের অমূল্য রত্ন সন্ধান করে সিদ্ধ হন।

আপনার গুদরী

'গুদরী' শব্দের দুটো অর্থ। একটি হলো বস্ত্র, পোশাক, পরিচ্ছদ। শাঁইজির কালামে এ শব্দটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দেহকে মনের আবরণ হিসেবে উপস্থাপন করে মনকে আসল দেহরূপে সূক্ষ্মভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মনই মানুষের দেহগঠনের মূল উপাদান। মনের পোশাক রূপে জন্ম-জন্মান্তরে আমরা এক একবার এক এক রূপ গুদরীতে অর্থাৎ পোশাকে সজ্জিত হয়ে ভবের হাটে বেড়াতে আসি। সাধক আপন গুদরী পরিত্যাগ করে গুরুর গুদরী ধারণ করে আমিত্বের স্থূলতা ত্যাগের করেন।
এ শব্দের দ্বিতীয় অর্থগত প্রচ্ছায়া হলো, কপালের দ্বিদলচক্রে তিল পরিমাণ জায়গায় তিলক বিন্দুরূপে গুরুকে সব সময় স্থির রেখে আত্মিক সাধনার সার্বক্ষণিক বিশেষ এক পদ্ধতি।

আপনার পিরিত

ভাই-বেরাদার, স্ত্রী-পুত্র, ঘর-বাড়ি, অর্থ-বল, প্রভাব-খ্যাতি, স্বাস্থ্য-সুখ, শিক্ষা-দীক্ষা, পদ-পদবি ইত্যাদির উপর নির্ভর করাই হলো জীবরূপী লোকদের আপনার পিরিত। বিষয়মোহে মানুষ মত্ত হয়ে সমাজ-সংসার করে থাকে। এ গণ্ডীবদ্ধ পরিচিত জালে নিজেকে জড়িয়ে মানুষ নিরাপত্তা খোঁজে। কিন্তু পরিণামে কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারে না। একদিন সব ছেড়ে ভবলীলা সাঙ্গ করতেই হয়। মায়াপাশে আবদ্ধ জীবনধারা পরবর্তী জনমের কঠিন দুঃখের কারাগার রচনা করে।

আপনি কেঁদে জগত কাঁদালে

জগদ্বন্ধু মহাপ্রভু তাঁর অপ্রাকৃত অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতিক দেহ ছেড়ে প্রাকৃতিক দেহধারণ করে কলুষিত এ জগতে অবতীর্ণ হন নিষ্ঠুর মানবসমাজকে প্রেমের মাধ্যমে পথ ধরে মুক্তির পথ দেখাতে। সেজন্যে তিনি মার খেয়েও প্রেম বিলান। নিজে কাঁটার আঘাত সয়েও পাপী-তাপীকে আপন বুকে টেনে নেন। জীবের বন্ধন মুক্তির জন্যে নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করেন। তাঁর নিজের অশ্রুসিক্ত মহাপ্রেমের পথে মানবসমাজকে ডাকেন। পাষাণ হৃদয় সামাজিক মানুষদের বিগলিত করেন-এ হলো প্রেমিক গুরুর মহোত্তম প্রেমধর্মের প্রকাশ।

❙ আপনি খোদা আপনি নবি

সম্যক গুরু ভক্তের কাছে রক্ত-মাংসের মানুষ নন। ভক্তের আল্লাহ, নবি, রসুল সবই সম্যক গুরু। আপন গুরুর উপর আর কোনো অস্তিত্ব নেই ভক্তের কাছে। গুরুই ভক্তের সর্বেসর্বা ; নেতা, কর্তা, অধিকারী। জীবনমরণ সবই মোর্শেদের চরণে সমর্পিত করেন প্রকৃত ভক্ত। শাঁইজি সেই মহাসত্যই পুনরুচ্চারণ করেন :

আপনি খোদা আপনি নবি
আপনি হন আদম শফি
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ
নিরাকারে শাঁই নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপ হয় ভজন পথে ॥

❙ আপনি ঘর সে আপনি ঘরি

মানুষের দেহ আল্লাহর ঘর তথা মসজিদ। এ দেহঘরের চালক রূপে গুরুই কর্তা হয়ে আছেন। যদিও সাধারণ মানুষ জ্ঞানহীনতার কারণে এ গূঢ় সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। শাঁইজি লালন সে কথাই আলঙ্কারিক ভাষায় বর্ণনা করেন এভাবে:

আপনি ঘর সে আপনি ঘরি
আপন করে রসের চুরি,
ঘরে ঘরে আপনি করে মেজিস্টারি
আবার আপনি বেড়ায় বেড়ি পরে ॥

❙ আপনি নিরঞ্জন মণি আপনি কুদরতের ধনী

আমাদের বাইরের দৃশ্যমান আকাররূপ মানবদেহের মধ্যে সাকাররূপে মন এবং নিরঞ্জনরূপে পরমসত্তা গোপন আছেন। গুরু প্রবর্তিত সাধনপদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে গুরুর নিরঞ্জন জ্যোতির্ময় ইমেজ যখন সাধকের আপনরূপে মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই সম্যক আত্মদর্শন হয়। আপন সত্তায় গুরুর কুদরতের রহস্যময় ধন লাভ করে সাধক মহাধনী হয়ে ওঠেন।

❙ আপনি বেগে আপনি মরি

নশ্বর দেহকে নিজের বলে মনে করে ভোগবাদের লোভ-লালসায় ডুবে থেকেই আপনি বেগে আপনি মরা পড়ে মানুষ। যার পরিণতি খুবই ভয়াবহ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যন্ত্রণাদায়ক। যে গুরুর কাছে দেহ মনের সব ভার সমর্পণ করে না সে নিজের ভার নিজে বহন করতেও পারে না।

আপনি ভাসে আপন প্রেমজলে

দেহমনে আকর্ষণীয় বিষয়ভোগের লোভই হলো কামাসক্তি। ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগবুদ্ধি ছেড়ে নির্মোহ মনে সম্যক গুরুর নিহেতু প্রেম পাঁথারে সাঁতার কাটতে শিখলে আপন চৈতন্যসত্তার গভীরে মহাজগতময় প্রেমলীলার অনুভব আপনিই বেজে ওঠে। গুরু আর শিষ্য মহাআমিময় অভেদ সত্যের মহাসমুদ্রে একীভূত সত্তা হয়ে যায়। সৃষ্টিময় এক ছাড়া কোথাও দুই নেই। প্রেম এক ছাড়া সর্বধ্বংসী। খণ্ডচিন্তার কারণে সাধারণ মানুষ এ অখণ্ড মহাসত্য উপলব্ধি করে না। গুরুবাদী আত্মতত্ত্ব সাধনায় কৃতকার্য হওয়া ব্যতীত এ অখণ্ডসত্তার অনুভবময় জ্ঞানলাভের কোনো পন্থা অতীতে ছিল না, আজো নেই এবং অনাগত কালেও থাকবে না।

আপনি শাঁই ফকির, আপনি হয় ফিকির

গুরু নিজেই অনন্ত রূপ ধরে আমাদের সবার ঘটেপটে অতিগোপনে মহাশক্তি হয়ে লুকিয়ে আছেন। আবার তিনিই এ গুপ্ত অবস্থা থেকে এক নির্দিষ্ট সময়কালে প্রকাশিত হন। গুরুর এ গুপ্ত-ব্যক্ত জন্ম-জন্মান্তর লীলা যুগ যুগ ব্যাপী চলে আসছে। তিনি আমাদের ভেতরে-বাইরে উভয় অবস্থায় বর্তমান। কিন্তু আমরা তা জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে বাইরের স্থূল দৃষ্টিভ্রমের কারণে সঠিক দেখতে পারি না, তাই সর্বজীবে একেশ্বরবাদ বুঝি না। তিনি যাকে কৃপা করেন সে ছাড়া সম্যক গুরুর ফকিরি এবং ফিকিরি অন্য কেউ জানে না।

AMARBOI.COM

আপ্তবাক্য

সর্বযুগের সকল নবি, রসুল, অবতার, সাধু, অলি আল্লাহর বাক্যই অভ্রান্ত, প্রমাদশূন্য, শুদ্ধ এবং সিদ্ধবাক্য। প্রবৃত্তিপরায়ণ মানবসমাজকে নিবৃত্তি সাধনার মাধ্যমে বন্দিদশা থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা দিতে মহাপুরুষগণ যা বলেন তা সর্বকালীন ও সার্বজনীন সত্য। এক মহাপুরুষের সাথে আর এক মহাপুরুষের কোনো বিরোধ নেই, থাকতে পারেও না। মহৎগণের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই। অজ্ঞান জনসাধারণ এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে না বরং মহাপুরুষগণের নামের বা বাণীর অখণ্ডতাকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থে বিকৃত করে প্রবৃত্তির খেয়ালে উপদল তৈরির মাধ্যমে পৃথিবীকে অশান্তির কারাগারে পরিণত করে। মহাপুরুষের নাম, তাঁর আপ্ত বাক্য পুঁজি করে তাঁর আদর্শের বিপরীতে এরা সদা তৎপর থাকে।

আফি বা আফু

গুরু অবোধ শিশুদের স্নেহের ক্ষমা দান করে ক্রমোন্নতির দিকে এগিয়ে নেন যাতে তারা আল্লাহর হেদায়েত সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হতে পারে। এদের প্রতি আল্লাহ প্রথমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন 'আফু' তারপর 'গফুর'। অর্থাৎ অবোধকে স্নেহের ক্ষমাদানকারী 'আফি' বা 'আফু' তারপর পরিণামে মুক্তির ক্ষমাদানকারী 'গাফুর'।

❙ আব

মানবদেহ গঠনের মূল পাঁচটি উপাদানের মধ্যে 'আব' বা 'অপ' অর্থাৎ পানি বা জল একটি। পিতৃবীর্য বা শুক্র পানির আকারে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে শোণিত রূপ ডিম্বাণুর সংযোগে দেহ গঠন করে। প্রাণ জলময়। প্রত্যেক দেহের মধ্যে রসগুণের উৎস জল। বৈষ্ণবদর্শন মতে :

শুক্র, শোণিত, মল, মূত্র,
মজ্জার সহিতে
অপ পঞ্চগুণ ইহা জানিহ নিশ্চিতে ॥

❙ আবহায়াত

জীবনবারি বা জ্ঞানবারির ফারসি শব্দ 'আব-ই-হায়াত' থেকে শাঁইজি'র কালামে 'আবহায়াত' রূপ লাভ করেছে। এর সূক্ষ্ম অর্থ হলো, অসীম চিত্তাকাশ তথা সম্যক গুরু হতে অবিরামভাবে শিষ্যের উপর বর্ষিত জ্ঞানপ্রবাহ। এর দ্বারা মৃত অন্তর জীবিত হয়ে ওঠে এবং পরিণামে গুরুর জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হয়ে ওঠে। এমন অমৃত জ্ঞানবারি বা অসীম জ্ঞানভাণ্ডার গুরু থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করতে হয়। সম্যক গুরুর অসীম বা অখণ্ড চিত্তাকাশ মৃত্যু দ্বারা খণ্ডিত হয় না। অসীম মন ব্যতীত অন্য সকল মনের প্রতিবারের মৃত্যু চিত্তাকাশের সব সঞ্চয় মুছে ফেলে[৪] শাঁইজি বলেন :

কোথায় আবহায়াত নদী
ধারা বয় নিরবধি।
সে ধারা ধরবি যদি
দেখবি অটলের খেলা।
ভজ মুরশিদের কদম এই বেলা
চার পেয়ালা হৃৎকমলা
ক্রমে হবে উজালা ॥

❙ আবাই আবাই ধ্বনি দিতে

নিমাইলীলায় শচীমাতার মুখ দিয়ে শাঁইজি এ কথা বলছেন। সাধনার চরম পর্যায়ে সাধক নিষ্পাপ শিশুর মতো বিকারহীন, মোহশূন্য হয়ে থাকেন। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পর প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্ক ছিল একেবারে শেরেকশূন্য। মস্তিষ্কে সঞ্চিত মোহ উচ্ছেদ করে সাধক সালাতের মাধ্যমে জীবনের শিশু অবস্থায় ফিরে যান। ভাষাবোধ হবার অর্থাৎ মুখে কথা ফোটার আগে শিশু ফলভোগের আসক্তিমুক্ত

৪. *সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন তৃতীয় খণ্ড ॥ সুরা হিজরা, কালাম ২২-২৩*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবাই আবাই' বা 'আবা আবা' ধ্বনি তোলে। শিশুর এ আনন্দধ্বনিতে কোনো কিছু প্রাপ্তির মোহ থাকে না। হাতের তালু মুখের উপর ঘন ঘন বাজিয়ে উল্লাস করে। এমন আনন্দের তেমন কোনো অর্থ থাকে না। শিশুতুল্য পরম সাধকের চিত্তে যখন অদৃশ্যলোকের আহ্বান ধ্বনিত হয় সেখানেও মোহহীন সদানন্দ ধারা প্রবাহিত হয়।

▌আবার কোথায় এলাম ভাবি তাই

গত জনমে কোথায় ছিলাম আমি, আবার দেহ নিয়ে কোথায় এলাম—জন্মের প্রথম কান্নার মধ্যে এ আতঙ্কই প্রকাশ পায়। এদেহ যে নতুন নয়। আমরা জন্ম-জন্মান্তরে বহুদেহ ধারণ করি, কঠিন সে সত্য গুরু লালন শাঁই নানা রূপকের আশ্রয়ে ব্যক্ত করেন তাঁর অমর পদাবলির ছত্রে ছত্রে।

▌আবার গুরু বলে তারে এমন পাগল কে দেখেছে

স্থূল ফলভোগের আশায় তামসিক মন নিয়ে কেউ সম্যক গুরুর কাছে এসে মুখে ভক্তির কপট বুলির ফুলঝুরি ছড়ালেও তার বোলবাক্য বুলির কপটতাই বৃদ্ধি করে। তার অন্তরে শুদ্ধজ্ঞানের উন্মেষ আর ঘটে না। লোকদেখানো সাধক সেজে সমাজ-সংসারে কেবল ভড়ং করে বেড়ায়। এমন লোক গুরুবস্তু তথা অসীম জ্ঞান কখনো হাসিল করতে পারে না। লোকের সামনে খ্যাতির জন্যে বড় বড় কথা বলে নিজেকেই ছোট বানিয়ে ফেলে। অন্তরে সদাচারী না হলে বাইরের আচার-অনুষ্ঠান-বাগাড়ম্বর কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না।

▌আবার মরা মরায় সাধন করে

প্রাকৃতিক মৃত্যুর পূর্বে সাধক ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের মোহাসক্তিপূর্ণ স্থূল দেহত্যাগ করে মরার আগেই মরে যান। এর অপর নাম আয়ু থাকতে জ্যান্তে মরা। সাধারণ মানুষ সৃষ্টি রহস্যের সূক্ষ্মজ্ঞান রাখে না বলেই 'মৃত' অর্থাৎ অর্থাৎ অজ্ঞানী। তারা বারবার জন্মে এবং মরে। সাধক সম্যক গুরুর দেখিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে ইন্দ্রিয় পরায়ণতা মোহজাল থেকে মুক্ত হবার সাধনা দ্বারা বিষয়রাশির উপর প্রভুত্ব লাভ করে চিরঞ্জীব হয়ে যান। এ প্রক্রিয়াই রূপক ভাষায় শাঁইজি এখানে তুলে ধরেছেন।

▌আবার যাবি কার নিকটে

কামেল মোর্শেদের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিধান অমান্য করলে সেই লোক অন্য কোনো মহাপুরুষের কাছে যদি যায় তাহলে তাকে কেউ আর আশ্রয় দেন না।

গুরুর অবাধ্যচারী লোক নিম্নগামী হয় জন্ম-জন্মান্তরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার যেন ফ্যারে ফেলিস নারে

এ জন্মে অনেক কষ্টে সদ্‌গুরুর সন্ধান পেয়ে তাঁর জ্ঞানবলয়ে আশ্রয়প্রাপ্ত আশেক শিষ্য বিনয়ী চিত্তে আবেদন করে জানায়, পরবর্তী মানবজন্মে যদি আসতে হয় তবে যেন আর এবারের মতো অজ্ঞান-দুর্বল অবস্থায় পড়তে না হয়। বারবার জন্মচক্রে আবর্তিত হওয়াই ফ্যারে ফেলা।

আবু বকর

মহানবি জীবনের প্রথম ও শেষ হজ্ব সম্পন্ন করে মক্কা থেকে মদিনা গমনকালে 'গাদিরে খুম' নামক স্থানে সোয়া লক্ষ সহযাত্রীর সামনে এক অনাড়ম্বর অভিষেকের আয়োজন করে তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরী রূপে মাওলা আলীকে 'রেসালাত' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক রাজত্ব পরিচালনার দায়িত্ব ভার অর্পণ করে যান। সর্বসম্মত ভাবে গৃহীত ও সর্বাধিক সংখ্যক হাদিসে রসুলে গাদিরে খুমের এ অভিষেকের বর্ণনা আছে। আবু বকর, ওমর, ওসমানসহ সবাই মহানবির উপস্থিতিতে হযরত আলী (আ.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন। কিন্তু মহানবি ইহধাম ত্যাগ করার সাথে সাথেই তারা নবির অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আলীর মাওলাইয়াতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ভোটাভুটিমূলক 'খেলাফত' প্রতিষ্ঠা করে। আবু বকর হন সে খেলাফতের প্রথম খলিফা। খলিফা হয়েই আবু বকর নবি কন্যা ফাতেমার নামে মহানবির অসিয়ত করে যাওয়া 'বাগ-ই-ফেদক' নামক ফল বাগানটি অন্যায়ভাবে জবর দখল করে নেয়। নাবির আহলে বাইত তথা নবিবংশের বিরুদ্ধে আবু বকরের নেতৃত্বে এ অপকর্ম আব্বাসী-উমাইয়াদের এজিদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে দেয়। জগত থেকে প্রকৃত মোহাম্মদি ধর্মকে এ কুচক্রিরাই নির্বাসিত করে। মাওলা আলীকে অসম্মান ও উপেক্ষা করে আবু বকরের নেতৃত্বে ওসমানকে দিয়ে যে কোরান সঙ্কলন করা হয় তাতে কোরানের ৫০০টি বাক্য পরিবর্তন করে মনগড়া বাক্য ঢুকিয়ে দিয়ে ধর্মজগতে মতভেদের সূচনা করে।

আবু বকর খেলাফত শাসন প্রতিষ্ঠায় ওমরের প্রেরণার বশবর্তী ছিলেন। জীবদ্দশায় নিজের দোষ ও ব্যর্থতা ঢেকে রাখতে ওমরের মুখাপেক্ষী ছিলেন। মহানবির নীতি ত্যাগ করে আবু বকরের খেলাফত ও তার অনুসারীরা সমাজের ধনসম্পদ ধ্বংস এবং লুটপাট করে সমগ্র আরবকে নৈরাশ্য ও নৈরাজ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছিলো। মানুষ বিভ্রান্ত ও বিপথে পরিচালিত হয়। মহানবির সারা জীবনের সাধনাকে আবু বকরেরা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। তারপর ওসমান ক্ষমতায় বসে মানবাধিকার ও ধর্মের ভিত্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর ওমর তো ইসলামের নাম ব্যবহার করে আরবীয় জাতীয়তাবাদের নামে সাম্রাজ্যবাদী ধারায় পররাজ্য দখল ও লুণ্ঠনে এতো আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল যা মোহাম্মদি ধর্মের সাথে সরাসরি বিদ্রোহের সামিল।[৫]

৫. সুফি সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতীর ঃ মাওলার অভিষেক ইসলাম ধর্মে মতভেদের কারণ ঃ র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আমার আপন খবর নাহি রে

বহির্জগতের বিষয়রাশি মনে-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে চঞ্চলতা বাড়ায়। বাইরের বিষয়াদিতে ভ্রমণ শেষ করে দেহ-কাহাফে প্রবেশ করতে হয়। দেহের ভেতর মন দিয়ে অণু অণু করে প্রতিটি বিষয় দর্শন করতে না পারা পর্যন্ত আপন খবর আপনার হয় না। আত্মদর্শনের সাধনায় নিয়োজিত না হতে পারলে আপন খবর আপনি জানা যায় না।

▌আমাতে কি আমি আছি

গুরুর মহাভাব-তরঙ্গে নৃত্য করতে করতে সরল শিষ্য আমিত্ব হারিয়ে তাঁর প্রেমানলে পতঙ্গের মতো ঝাঁপ দেয়। মহাভাবের প্রেমিক সে সাধক দেহমনের বন্ধন ছিন্ন করে এমন তুরীয় আনন্দে গুরুপ্রেমের মূর্ত দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। ফানা ফিল্লাহ প্রেমিক ভক্ত সামাজিক জাত-কুলের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়েন। শুধু গৌররূপী গুরুচাঁদের মুখের মধুর হাসির আকর্ষণে তিনি এমন পাগলপারা হয়ে ওঠেন সংসারের-সমাজের কোনো বাঁধনই আর গ্রাহ্য করেন না।

▌আমার এ কী কবার কথা

সম্যক গুরু তাঁর বিভূতি দিয়ে ভক্তের অন্তর লুট করেন। তখন স্বপ্নে, জাগরণে, সুষুপ্তির মধ্যে, সব সময় অদ্ভুতভাবে তিনি 'হরি হরি' বলে ভক্তের প্রাণ পর্যন্ত লুটেপুটে নেন তুরীয় ভাবোন্মাদনায়। এ মহাভাব মানবীয় ভাষায় ব্যক্ত করার নয়। দেখা দিয়ে তিনি আবার উধাও হয়ে যান। তাতে ভক্তের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। গৌরাঙ্গ রূপে গুরু দেখা দিয়ে ভক্তের অন্তরে যে অসীম দর্শনতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলেন, গূঢ় ভাবের সেই হা হুতাশন, আহাজারি নিজে ভক্তিপ্রেমে যুক্ত না হলে কেউ একরতিও উপলব্ধি করতে পারে না। গুরুপ্রেমে মাতোয়ারা আত্মহারা ভক্তই জানেন এ বিরহতাপ-জ্বালা, এ অতৃপ্তির অব্যক্ত জ্বালা কেমন।

▌আমার এ ঘরখানায় কে বিরাজ করে

ফকির লালন শাঁইর এ রূপক ঘরখানা হলো আপন 'দেহ'। তাঁর পদাবলির আদ্যোপান্ত দেহ ও মন নানা রূপক-ইঙ্গিত আভাসে পরিব্যাপ্ত। কোরানের রূপক ভাষায়ও মানবদেহ বর্ণনা সাহিত্যিক সৌন্দর্যে। যেমন :

১. আর্দ : 'সামাওয়াতে অল আর্দ' মাটি ও আকাশ অর্থ দেহ ও মন।
২. কেতাব : অর্থ মানবদেহ। আল-কেতাব হলো অর্থ বিশিষ্ট মানবদেহ অর্থাৎ মহাপুরুষের দেহ। যেমন: পাপীর কেতাব হলো তার 'সিজ্জিন' অর্থাৎ কারাগার। কারণ সে জন্ম-জন্মান্তরে দেহ কারাগারে বন্দি[৬] পাপীর কেতাব

---

৬. *আল কোরান ॥ আয়াত ॥ ৮৩ : ৭-৯*

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিজ্জিনের মধ্যে আছে। তার এ কারাগার কী? এটি লিখিত কেতাব। অর্থাৎ তার দেহকেতাব তথা মস্তিষ্ক খালি বা শূন্য নয় বরং বহু বিষয়াশয় তাতে লিখিত আছে। এ জন্যে দেহের বন্দিশালা থেকে মুক্ত নয়।

৩. শাজারা : অর্থ বৃক্ষ। জাহান্নামের বৃক্ষকে বলা হয়েছে 'সাজারাতা জাক্কুম'। অপরদিকে জান্নাতের গাছকে অর্থাৎ জান্নাতবাসীর দেহকে কলা গাছ, খেজুর গাছ, ডালিম গাছ বলা হয়েছে। এসব গাছের ফলগুলো থোকায় থোকায় জন্মায় এবং এদের বৈশিষ্ট্য হলো, ফলগুলো একটি অপরটির সঙ্গে গায়ে গায়ে লেগে থাকে। জান্নাতবাসীর সদগুণগুলোও পরস্পর সুসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত প্রকৃতির নয়। এ ছাড়া জান্নাতবাসীর দেহের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে; যেমন : কণ্টক অপসারিত পদ্ম, রেশম খচিত কার্পেট। লা-মোকামের গাছকে অর্থাৎ মুক্তির দেশের গাছকে বলা হয়েছে 'সাজারাতুত তুয়া'। সম্যক গুরুই 'তুয়া' গাছ। জান্নাতবাসীগণ 'তুয়া' গাছের আশ্রয়ে থাকেন।

৪. জিবাল : অর্থ পাহাড়। মানবদেহকে 'পাহাড়' বলা হয়েছে।

৫. হিজর : অর্থ পোড়া পাথর। সেরূপ মানবদেহ যাতে শেরেক আর প্রবেশ করে না, যেমন পোড়া পাথরের ভেতর পানি প্রবেশ করে না, কোনো উদ্ভিদ জন্মায় না।

৬. কবর : দেহের আর একটি রূপক হলো কবর। এর অর্থ জ্যান্ত জীবদেহ।

৭. বিছানা, দোলনা : মানবদেহকে রূপক করে 'বিছানা' ও 'দোলনা' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। আমরা বিছানায় এবং দোলনায় সাময়িক ভাবে আশ্রয় নিয়ে থাকি। কেউ জান্নাতের দোলনায়, আর কেউ জাহান্নামের দোলনায় আশ্রয় গ্রহণ করি।

৮. সিজ্জিন : মানবদেহকে 'কারাগার' বলা হয়েছে। এতে মুক্তপুরুষ ব্যতীত সব মানুষই বন্দি হয়ে আছে।

৯. মোকাম : মানবদেহকে 'রবের মোকাম' অর্থাৎ 'গুরুর ঘর' বলা হয়েছে[৭]
সাইদ : অর্থ উন্নত মাটি, কবর তথা মানবদেহ। 'সাইদান তাইয়্যিবা' অর্থাৎ পবিত্র উন্নত মাটি অর্থাৎ সিদ্ধ মহাপুরুষ বা কামেল মোর্শেদ। 'সাইদান জালাকা' অর্থাৎ গাছপালা মুছে ফেলা উন্নত মাটি বা নবজাত শিশু যার স্মৃতিফলক থেকে তার সৃজিত পূর্বস্মৃতি অর্থাৎ পূর্বজনমের স্মৃতি সবই মুছে ফেলা হয়েছে। 'সাইদান জুরুজা' অর্থাৎ আহত ও নিঃস্ব উন্নত মাটি। অর্থাৎ একটি নবজাত শিশু যে নবজন্মে আসার পূর্বক্ষণে স্মৃতিফলকে মৃত্যুর আঘাত খেয়ে পূর্বস্মৃতি হারিয়ে নবজন্মে এসেছে।

১০. কাহাফ : আপন দেহের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে থাকা অবস্থাকেই 'কাহাফে থাকা' বলে। কোরান দেহ-বৃন্দাবনকে 'কাহাফ' বলছেন।

---

৭. আল কোরান ॥ ৫৫ : ৪৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ ছাড়াও আরো বেশ কিছু সূক্ষ্ম রূপক ব্যবহার দেখা যায় যা সূক্ষ্মতার সাথে পাঠ বা অনুধ্যান করলে অন্তরবোধ্য হবে। যথা: কাবাঘর মানবদেহের প্রতীক। কাবাঘরের শেরেকমুক্ত অবস্থাকে 'মসজিদুল হারাম' বলে। মসজিদুল হারাম সিদ্ধ পুরুষ বা কামেল মোর্শেদের প্রতীক। সিদ্ধ পুরুষের সিদ্ধির চরম অবস্থাকে 'মসজিদুল আকস' বলা হয়। 'সিদরাতুল মোন্তাহা' অর্থাৎ সৃষ্টির প্রান্তবর্তী বৃক্ষ। বৃক্ষ বলতে মানবদেহ বোঝায়। যে মানবদেহে সর্বোচ্চ মানের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে সেরূপ একটি দেহকে 'সিদরাতুল মোন্তাহা' বলে। এর নিকটবর্তী অবস্থানে জান্নাতের বসতি। আর অপর প্রান্তে 'লা- মোকাম' বা 'মোকামে মাহমুদা'। এমন স্তরের মহাপুরুষগণ যখন আচ্ছাদিত হন যা দ্বারা হবার তা দিয়ে হন। অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদি দ্বারাই তাঁরা আবৃত হন। বিষয়মোহে আর কখনো আচ্ছন্ন হন না[৮]। মানবদেহকে 'নৌকা' রূপকেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৯]

কোরানুল হাকিমের কিছু শব্দের সঠিক রূপক অর্থ গ্রহণ না করলে বা করতে না পারলে এর ভাবধারা যেমন অনুধাবন করা অসম্ভব তেমনই শাঁইজি লালনের রূপক ভাষার গভীরে আপন গুরুর সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে প্রবেশ করতে না পারলে সৃষ্টি রহস্যের তথা দেহমন সৃষ্টির রহস্য কিছুই বোঝা সম্ভব নয়। 'আমার এ ঘরখানা' শুধু স্থূল ঘর তথা জাগতিক ধারণার ঘর নয়। এটি একাধারে মাটি ও আকাশ, কেতাব, বৃক্ষ, যুধিপাহাড়, পোড়াপাথর, কবর, বিছানা, দোলনা, কারাগার, রবের আবাসস্থল, উন্নত পবিত্র মাটি, গাছপালা মুছে ফেলা মাটি, আহত ও নিঃস্ব, উন্নত মাটি, কাহাফ মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকস, নৌকা প্রভৃতি রয়েছে। আসল কথা হলো, রূপক ভাষা বোঝার মতো উৎকৃষ্ট সাহিত্যরুচির মানুষ ছাড়া শব্দ দিয়ে 'ঘর' খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত পথেই পড়ে থাকতে হয়।

ফকির লালন শাঁইজি বলছেন, এ দেহঘরে যে অদৃশ্যে বসত করে সে ঈশান কোণ নড়েচড়ে টের পাই কিন্তু জনমভর একবারও তাঁকে দেখা হলো না। সম্যক গুরু যিনি আপন ঘরের খবর নিয়ে সব খবরের জবর দিব্যজ্ঞান হস্তগত করেছেন প্রথমে তাঁর কাছে এ ঘর প্রেমমূল্যে জিম্মা রাখলে তিনিই ঘরের ভেতরের ঘরওয়ালাকে দেখার চোখ খুলে দেবেন। তাহলে যে পরমেশ্বরকে ঘরে ঘরে পর করে রেখেছি তাঁকে আপন করে পাবো আমরা। গুরুবাদের প্রেমতত্ত্ব যিনি আয়ত্ত করতে পারেন তিনি 'বিশিষ্ট গৃহের' অর্থাৎ নবির আপনগৃহ 'আহলে বাইতের' অধিবাসী হয়ে পরম মর্যাদার তুঙ্গ স্পর্শ করেন।

আমার এই মনে তো আমায় করলো হত

মন দেহের চালক। কিন্তু ভোগসুখলোভী মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় এতো বেশি পরিমাণে নিমজ্জিত হয়ে যায় যে, দেহই বরং তার মনকে পরিচালিত করতে থাকে।

৮. আল কোরান ॥ ৫৩ : ১৩-১৮

৯. আল কোরান ॥ ২৯:১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি মুহূর্তে সাতটি ইন্দ্রিয় দুয়ারপথ দিয়ে যে সব বিষয় মানুষের মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ের ভ্রমণ তাকে অস্থির করে তোলে। তাতে চিত্তের প্রশান্ত অবস্থা বিপর্যস্ত হয়। সাতটি ইন্দ্রিয় দিয়ে আগত বিষয়মোহ যদি ধ্যান প্রয়োগ ছাড়া গ্রহণবর্জন করা তাতে মন বিষয়মোহের কারাগারে পরিণত হয়। ফলে জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়ে বারবার জন্ম নিতে হয় তাই মানবজন্মের প্রধান কর্তব্য, মন পরিশুদ্ধির সাধনা করা। মনকে বিষয়মোহ থেকে মুক্ত করা। বিষয়মোহের উপর বিজয়ী একজন 'আলী' তথা মহাবীর গুরুর কাছে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া মন পরিশুদ্ধির কোনো বাস্তব উপায় নেই। যেমন শাঁইজি বলেন :

মনের গুণে কেহ মহাজন হয়
ঠাকুর হয়ে কেহ নিত্য পূজা খায়
আমার এই মনে তো
আমার করলো হত
বুঝাইতে নারি এ জনমভরে ॥

▌আমার ঘরের চাবি পরের হাতে

সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে দুই অর্থাৎ পৃথক ভাবার প্রচলিত ধারণা চরম ভ্রান্ত। শাঁইজি এখানে গুরু থেকে নিজেকে পৃথকজ্ঞান করার মাধ্যমে তাঁকে পর করে রাখার ভ্রান্ত ভাবনাকে সমালোচিত করছেন। স্রষ্টা ও সৃষ্টি অর্থাৎ মন ও দেহ দুটোই আল্লাহরূপী সম্যক গুরুর। তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমিত্বের মায়া-কারাগারে বন্দি থাকলে সত্য থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। তাঁর ভজন তথা দাসত্ব না করলে এ ঘরদেহের গুপ্ত তালা খোলার অর্থাৎ দেহের রহস্য জগতে প্রবেশপথের দরজায় যে মায়াপাশের তালা আঁটা আছে সেটি খোলার চাবিকাঠি কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ সে নিজে চাবি রয়েছে সম্যক গুরুর হাতে। ধ্যানলোকের সে চাবি গুরুর কাছ থেকে হস্তগত করার পূর্বশর্ত রয়েছে। কামাসক্তি ত্যাগী তথা আমিত্ব ত্যাগী প্রেমিক সাধকের অনুরাগে গুরু মুগ্ধ হলেই তিনি শিষ্যের মনের চাবি দিয়ে জ্ঞানঘরের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেন। এঘরের বাইরে তিনি, ভেতরেও সূক্ষ্মরূপে তিনি প্রহরী রূপে সদা জাগ্রত। এ ঘরে অফুরন্ত সোনা মাণিক্য রত্নসম্ভার সাজানো আছে। গুরুর ধারায় আত্মদর্শনের মাধ্যমে অপার্থিব মহান সব সম্পদের মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে কামেল গুরু ঘরছাড়া ভক্তকে ঘরের অধিপতি বানিয়ে তোলেন যেখানে চোর-ডাকাত ঢুকে লুটপাট করতে পারে না।

▌আমার বিষয় আমার বাড়িঘর

'আমি কোথায় ছিলাম, কোত্থেকে এলাম, কোথায় যাবো' তার কিছুই জানি না। নিজের ভালো-মন্দ কী, যা করছি তার পরিণতি কী দাঁড়ায় এখনো বুঝি নি, সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু দিনের খেলাঘরে এটা 'আমার, ওটা আমার' করে ভাবছি। এটাই জীব জগতের বন্ধন। বাড়ি-ঘর-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এমনকী আপনিও যখন নিজের নই আপনার তখন কারে বলি আমার আমার। আত্মদর্শন দ্বারা চেতনায় জ্ঞানসূর্যের উদয় না হওয়া পর্যন্ত মানুষ জীবনমৃত্যুর মালিকানা অর্জন করতে পারে না। জীবের এ আমি আমি, এ আমার ঐ আমার-বিষয় বাসনার বিস্তার, তার ভেতরকার জ্ঞানীসত্তাকে ধ্বংস করে দেয়। সে পশুর চেয়ে হীন হয়ে যায় মনে, চিন্তায় ও কর্মে। আমিত্ব ত্যাগের জন্যে সম্যক একজন গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে পরিণতি যে কী ভয়াবহ হয় জীব তা মৃত্যুর পূর্বে কেবল অবহিত হয়। তখন আর পরিত্রাণের উপায় কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

▌আমার ভয় হয় রে দেলে

শিষ্য জানে না তার মুক্তি কোন পথে হবে। সম্যক গুরুই শুধু ভক্তের মন-মানসিকতার যোগ্য ব্যবস্থা বা বিধি তথা শরিয়ত দিতে পারে। গুরু নির্দেশিত ধারায় শিষ্য সাধনা করলে নানা বিপদ-আপদে পড়ে। নবীন সাধক তাতে ভীত হয় কখনো। আবার ভজনকালে গুরুর অতি উচ্চ মর্যাদাময় স্তরের যোগ্য আমল বা সৎকর্ম করতে পারছে না মনে করে কতর্ব্যপরায়ণতার ক্ষেত্রে নিজের ত্রুটি-দুর্বলতা সীমাবদ্ধতার কারণেও ভক্তের দেলে ভয় উদিত হতে পারে।

▌আমার মন চোরের কোথা পাই

রসিক ভক্তের মন মনচোরা গুরু তাঁর অপ্রাকৃত কর্ষণশক্তির গোপন আকর্ষণ দ্বারা সম্পূর্ণ চুরি করে নেন। সম্যক গুরুর অতিমানবীয় গুণরাজির গরিমা দেখে সরল চিত্ত ভক্ত অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়ে। কারণ ভক্তের প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডের উপর সম্যক গুরু মহাজ্ঞানী। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত কাল সম্পর্কে গুরুর অখণ্ড দর্শনজ্ঞান ভক্তকে দিনে দিনে উত্তরোত্তর বিস্মিত করে তোলে। অপার্থিব গুরুর মহাআলোকিত জ্যোতির্দৃষ্টি দেখে ভক্ত অভিভূত ও আত্মহারা হয়ে পড়ে। সে গভীর অভিব্যক্তি সাঁইজি ব্যক্ত করেন :

সে চাঁদ বটে কী মানুষ
আমি দেখে হলাম বেহুঁশ
থেকে থেকে আমার মনে পড়ে তাই ॥

গুরু দেখা দিয়ে আড়াল নেন। কারণ দেহের মধ্যে থাকেন না। দেহাতীত অনুপম এক অনুভূতির মধ্যে তিনি বিরাজ করেন। কিন্তু ভক্ত তাঁকে সব সময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহরূপে পেতে চায়। চাইলেই কি পাওয়া যায়? গুরু অতিশয় কৌশলী লীলাপরায়ণ। তিনি কৌশলবাজি করে ভক্তকে নানা জটিল মায়াপাশে ঠেলে দিয়ে ভক্তের মন পরীক্ষা করে থাকেন। শিষ্য তখন তাঁকে পাবার জন্যে আরো ব্যকুল হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠে। যেমন সাঁইজি বলেন :

মন বুঝে ধন দিতে পারে
কে আছে এ ভাব নগরে
কার কাছে এ মন জুড়াই ॥

যদি দয়াময়
এ অনল নিভায়
অধীন লালন বলে তার
সেই কেবল উপায় ॥

আমার মনের অকৈতবাদি

মনের অব্যক্ত কথা গুরু ছাড়া কাউকে বলা যায় না। সম্যক গুরু ভক্তের মনের অকথিত সব ভাব ভাষা জানেন। কিন্তু ভক্তের কল্যাণের স্বার্থে গুরু মাঝে মাঝে নিতান্ত দু চারটি রহস্য-কথা খুলে বলেন। কিন্তু সব কথা তিনি খুলে বলেন না। গুরু সব সময় আভাসে-ইঙ্গিতে রূপক ভাষায় কথা বলেন। কখনো ভক্তের উপর জোরাজুরি করে কিছু চাপিয়ে দিয়ে তিনি এভাবে বলেন না যে, তোমাকে এটা করতেই হবে। বরং তিনি বলেন অত্যন্ত সহজ স্বরে, এটা করলে মনে হয় ভালো হতে পারে।

গুরু পঞ্চভৌতিক দেহ নিয়ে যেমন মুক্তির অনুসরণীয় শিক্ষাদীক্ষাদাতা রূপে ভক্তের পথপ্রদর্শক তেমনই দেহের ভেতরেও তিনি রবরূপে প্রতিনিয়ত লীলারত থাকেন। ভক্তের অন্তর্মুখি আত্মদর্শনের অবিরাম সাধনা দ্বারা পরম চৈতন্য ব্রহ্মরূপে অলৌকিক দেহলীলা সম্পন্ন হলে এসব ঘোর কেটে যায়।

আমার মুর্শিদ বিনে কী ধন আর আছে রে মন এ জগতে

জীবাত্মা পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ মাত্র। জীবমাত্রই আল্লাহর আপন জন। সুতরাং আকার-সাকারে একজন কামেল মোর্শেদ স্বয়ং আল্লাহরই প্রতীক। তাই অসীম দয়ার সাগর মোর্শেদ কেবলা জীবদেহে আকারবদ্ধ শিষ্যের স্বভাবে এমন এক সূক্ষ্ম অভাববোধ রেখে দিয়েছেন যার প্রভাবে কালক্রমে সে তার স্বকীয় বিষয়-সম্পদের অনুসন্ধানে পাগলপারা হয়ে ওঠে এবং এক পর্যায়ে এসে কখন মোর্শেদের মুরিদ হয়ে যায় তা সে নিজেই তখন টের পায় না।

মোর্শেদের যে মহাশক্তি জীবকে সর্বদা অনন্ত উন্নতির রথে, পূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন তা হলো গুরুসুলভ কৃষ্ণশক্তি। আর যা দিয়ে তাঁর দিকে আমরা আকৃষ্ট হই তা হলো অচলা ভক্তি। সাংসারিক জীবের যেমন পুত্রের প্রতি আপনাআপনি স্নেহ-বাৎসল্যপ্রীতি জন্মে তদ্রূপ পূর্বজন্মের অর্জিত সংস্কারবশে সাধুসঙ্গ সংঘটনমাত্রই কোনো কোনো ভাগ্যবান ভক্তজনের হৃদয়ে স্বাভাবিক ভক্তির সঞ্চার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে থাকে। তখন ভক্ত দরিদ্রজনের অপহৃত মহামণির চিন্তার মতো কেবল আপন মোর্শেদের চিন্তায় নিয়ত দিনযাপন করেন। সর্বগুণসম্পন্ন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে বৃদ্ধা মায়ের যেরূপ নিদারুণ সন্তাপ উপস্থিত হয়, ভক্তির উদয়মাত্রই সম্যক গুরুর ভক্তজনের মনেও ঠিক তেমনই দুর্বিসহ বিরহ ব্যথা উপস্থিত হয়। সহজ কথায়, স্নেহময়ী মা পুত্রচিন্তায়, পতিব্রতা সতী পতিচিন্তায় ও কৃপণ-লোভী ধনচিন্তায় যেমন সর্বদা ব্যাকুল থাকে, তদ্রূপ সব চিন্তা পরিত্যাগ করে একমাত্র গুরুচিন্তায় আকুল হওয়ার নামই 'ভক্তিপ্রেম'। আর যিনি এ ভক্তি লাভ করেন তাকে বলা হয় 'ভক্ত'। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগের লালসা পরিহার করে গুরুর চরণে হৃদয়-মন সমর্পণ করে নিরন্তর গুরুর ভাবে ভাবাক্রান্ত থাকাই ভক্তি। ভক্তের দুয়ারে মুর্শিদ বাঁধা থাকেন প্রেমের বন্ধনে। মুর্শিদ ছাড়া তখন ভক্তের আর কোনো অমূল্য সম্পদ থাকে না। শাঁইজি বলেন :

আমার মুর্শিদ বিনে
কি ধন আর
আছে রে মন এ জগতে ॥

যে নামে শমন হবে
ভব বন্ধন-জ্বালা যায় দূরে
তাপিত অঙ্গ শীতল করে
জাপ্য ঐ নাম দিবারেতে ॥

AMARBOI.COM

আমার শুনিতে বাসনা দেলে

সৃষ্টি রহস্যের অসীম লীলার মধ্যে মানুষ জন্ম নেয়, আবার দেহত্যাগ করে। আবার জন্ম হয় আবার মৃত্যু। একের পর এক জীবনচক্রের এ আবর্তন সম্পর্কে আত্মজ্ঞানী হওয়ার পর সাধক জন্মবাসনা ত্যাগ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হতে গুরুমুখে গুপ্ত রহস্য সম্বন্ধে আরো জানতে-বুঝতে চায়।

কেবল গুরুই ভক্তের দেহমন সৃষ্টিরহস্যের অখণ্ড জ্ঞানে মহাজ্ঞানী। কেবল তিনিই ভক্তের চিত্তের জ্ঞানক্ষুধার আকুলতা অনুভব করে তাকে আত্মদর্শনের সঠিক পদ্ধতি দান করতে পারেন।

আমার সাথে সাথী আর কেউ নেই

জাগতিক বন্ধনে আমরা অনেকের সাথী হই। মাতা-পিতা ভাই-বন্ধু কত জনকে কত ভাবে সাথীরূপে গ্রহণ করে থাকি। শৈশব-কৈশোরে কতো খেলার সঙ্গি সাথী, যৌবনে কত সহপাঠী, কর্মজীবনে কত সহকর্মী দেখি। কিন্তু দেখা যায় আসলে কেউ কারো না। সবাইকে একে একে বিদায় দিতে হয় শেষ পর্যন্ত। অথচ সম্যক গুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের প্রাকলগ্নেও যেমন দেহমনের কর্তারূপে ছিলেন, অন্তিম কালের বন্ধুও হন তিনি। সেজন্যে জীবনের শক্তি-সামর্থ্য থাকতে গুরুকে কর্তারূপে গ্রহণ করে তাঁর সালাতকর্মের মাধ্যমে জাগ্রত হতে হয়। গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করে মানসিক পরিশুদ্ধি লাভের মাধ্যমে তাঁর সাথে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। তবেই তিনি জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে ভক্তের আশ্রয় হয়ে অভয়চরণ দান করেন।

❚ আমারে চিনি নে আমি এ বিষম ভ্রমের ভ্রমি

আল্লাহর গুপ্ত-ব্যক্ত মোকাম মানবদেহে। সৃষ্টির উপর সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন জীবরূপে মানব সৃষ্টি করা হয়েছে তাঁর অখণ্ড নূর তথা আলোর মূর্তি দিয়ে। যতক্ষণ মানুষ দেহের ইন্দ্রিয়গুলোর সদ্ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন না হয় ততক্ষণ সে পশুর মতো মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। আর যখন গুরুকৃপায় মানুষ ইন্দ্রিয়মোহের বেষ্টনি ভেঙে বেরিয়ে যেতে পারে তখনই নিজের ভেতর গুরু তথা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করে। প্রতিটি মানুষ দেহের কারাগারে বন্দি থাকে। যদি বিষয়বন্ধন মুক্ত কোনো মহাপুরুষের কৃপাদৃষ্টি লাভ না করতে পারে তবে তার বন্দিত্ব ঘোচে না।আমি যে শুধু রক্ত-মাংসের জীবমাত্র নই, গুরুর শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত সত্তাধারী–সে মহাসত্য সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় নিয়ে আত্মদর্শন দ্বারা প্রেমাষ্পদ ভক্তজনই জানতে পারে। অপরদিকে বস্তুমোহ তথা নারীমোহে আসক্ত চঞ্চলমনা মানুষ জনমের পর জনম বিষম ভ্রমে ভ্রমণ করে অর্থাৎ জনম ও মরণের নাগরদোলায় বারবার ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে।

AMARBOI.COM

❚ আমারে বিসর্জন দিয়ে

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জাত, কুল, মান ছেড়ে ফকিরি করতে নেমে শচী মায়ের সংসার ছেড়ে, পরিজনের মায়াবেড়ি ছিড়ে 'হরি হরি' প্রেমধ্বনি তুলে বেরিয়ে পড়েছিলেন মানব তরাতে পথে পথে, মার খেয়েও প্রেম বিলাতে। কিন্তু শচী মাতার মন পুত্রকে নানা কৌশলে যখন ফেরাতে উদগ্রীব তখন তাঁর ভাষ্য শাঁইজি লালন ব্যক্ত করলেন এভাবে :

'যাও শচী মাতা গৃহে
আমারে বিসর্জন দিয়ে'
–এই বলে নিমাই
ধরে মায়ের পায়
ফকির লালন বলে ধন্য ধন্য নিমাই ॥

❚ আমি

গুরু, স্বয়ং, অন্তরতম, পরম, চরম সত্তা। চিৎরূপ আত্মাই আমি। অখণ্ড চেতনা ও অসীম মনোলোকই আমি। দেহবন্ধনের সীমাতীত তুরীয় ভাবলোক। মহাগুরুর মূলসত্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আমি আমি শব্দ কে কয়

দেহমনের বন্ধন নির্ভরতা মানুষকে খণ্ডিত আমিত্বের মায়ামদে মাতাল করে রাখে। যিনি দেহমনের সীমা ভেদ করে অসীম অখণ্ড সত্যলোকে প্রবেশ করেন তখন আমি ছাড়া কোনো তুমি'রই অস্তিত্ব থাকে না। ঘটে-পটে সর্বভূতে আত্মদর্শনে সিদ্ধ সাধু-মোহান্ত যা দেখেন, শোনেন সবই আমি, মহাআমি। আমিই পরম সত্য 'আইনাল হক' বলে মনসুর হাল্লাজ ফকিরের মোস্তানি তো আজো কিংবদন্তি হয়ে আছে। লালন শাঁইজি বলেন, 'আমিই পুরুষ, আমিই নারী, আমিই ক্লীব। আমি ছাড়া আর কিছু নেই।' মাওলানা শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ করলে 'মাওলা' অর্থ হয় 'প্রভু' এবং 'আনা' অর্থ আমি। অতএব 'মাওলানা' মানে 'আমিই প্রভুসত্তা'। কাজেই

নানা ছলে নানা মায়ায়
আমি আমি শব্দ কে কয়
লালন বলে সন্ধি যে পায়
ঘোর যায় ছেড়ে ॥

▌আমি কথার অর্থ ভারি

'আমি' নামক অস্তিত্বের মূলে পৌছালে স্থূল দেহ ও মন ছাপিয়ে সূক্ষ্মতম মূলসত্তা তথা প্রাণকেন্দ্রের গুরুত্ব প্রবল হয়ে ওঠে। এ দেহমন সচল থাকতে পারে না যদি সত্তার প্রাণ চালিকারূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকে। মূল চালকরূপেএকজন প্রহরী প্রত্যেক মানুষের মধ্যে রয়েছেন যিনি তার সম্মুখে প্রকাশ্যে উপস্থিত থাকেন সম্যক গুরুরূপে এবং তিনিই ভক্তের অন্তরে অদৃশ্য রবরূপে বিরাজ করেন। এ উভয়ই এক রবসত্তা যিনি জাহের ও বাতেনরূপে প্রতিটি মানুষের প্রাণের প্রহরী হয়ে আছেন। কাজেই সবাই জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অখণ্ড গুরুসত্তার সাথে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সম্পর্কিত হয়ে আছেন। সালাতি সাধক এ সত্য পরিপূর্ণ ভাবে অবহিত। গুরুই সেই 'আমি' যিনি ভেতরে-বাইরে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সক্রিয় রয়েছেন। তাই আমিও আমার নই, তাঁরই প্রকাশ যিনি আমার দৃশ্য-অদৃশ্য প্রতিটি বিষয় পরিজ্ঞাত এবং প্রতিটি ধর্ম বিষয়ের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্যদাতা। তাই তিনি উচ্চতাপ্রাপ্ত সাক্ষ্যদাতা অর্থাৎ বিষয়রাশির উপর সদা ভাসমান আছেন। গুরু আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন প্রত্যেকটি অবস্থা সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত আছেন। তাঁর কাছ থেকে আমরা মহূর্তকালের জন্যেও লুকিয়ে থাকতে পারি না।

▌আমি কোন জন সে কোন জনা

সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। সমগ্র মহাবিশ্ব একক সত্তা। মহাপ্রভুর একক দেহের মধ্যে আকার-সাকারের বিচিত্র লীলায় প্রবহমান। হাজারো বছরের সাম্রাজ্যবাদ আরোপিত মিথ্যাচারে বিষয়মোহের ঠুলি পরা জনগণ স্রষ্টাকে সৃষ্টি ছাড়া করে ভাবতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, বৈশ্বিক সর্বক্ষেত্রে তাই স্ববিরোধী সংঘর্ষ, হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছে মানব সমাজ। আমি-তুমি-সে সবাই এক অখণ্ড মহাসত্তা থেকে আগত। আবার তাঁর মধ্যেই বিলীন যাবো সবাই। খণ্ডিত ধারণাতন্ত্রের সংস্কারবশে 'সে' আর 'আমি' অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুই বলে মারাত্মক ভুল করি। আমি মানে কোন্ আমি? 'সে-ই আমি' অর্থাৎ স্বামী। অনেকের মধ্যে একেশ্বরের এ নিগূঢ় রহস্যলীলা শুধু আত্মদর্শনের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। মন ও দেহের মধ্যে মূল সত্তারূপে তাঁর অস্তিত্ব সাধককে জানান দেয়, এ আদিগৃহে কেউ পর নয়, অপরও নয়, সব আমারই অনন্ত ও বিচিত্র প্রকাশ-বিকাশ। শুদ্ধরূপে, বুদ্ধরূপে, মুক্তরূপে সব 'আমি-ই আমিময়' সীমার মাঝে অসীমের বিকাশমান প্রেমলীলা।

▌আমি দীনহীন ভজনবিহীন

সম্যক গুরুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে হলে দেহমন নির্ভর আমিত্ব তাঁর চরণে সমর্পণ করতে হয়। সব চিন্তা ও কর্মের উপর নিরাসক্ত-নিরপেক্ষ ভাব প্রতিষ্ঠার জন্যে গুরুর স্মরণ ও সংযোগ করাই সালাত বা ধ্যান। এ ধ্যান প্রেমস্পদের প্রতি প্রেমিকের আত্মনিবেদন। নিজের সর্ব বিষয়ের কর্তৃত্ব বা অধিকার গুরুর চরণে পরিপূর্ণ উৎসর্গ করা অপরিহার্য। 'ভজন' মানে দাসত্ব। আন্তরিক গুরু ভজনায় কঠিন বস্তুবাদী পাথরের মতো মন মোমের গলে মতো কোমল হয়ে যায়। শুধু আধ্যাত্মিক ভজনের অভাবেই মানুষ মহাগুরুর দয়ার্দ্র দান, সৃষ্টির রহস্যজ্ঞানের প্রসাদ লাভ থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বদ্ধজীব বিষয়াসক্তি ছেড়ে গুরুভজনে রত না হওয়া পর্যন্ত গুরু তার দিকে কৃপাদৃষ্টিতে তাকান না।

AMARBOI.COM

▌আমি নরাধম না জানি মরম

শাঁইজি বিশেষ মনোরাজ্যের মহারাজা। কিন্তু তিনি এতো গভীর ভক্ত বৎসল দয়াল যে, নিজেই ভক্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যান। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহাভাব মানুষররূপী জীবজগত গ্রহণ করতে পারে নি। হরিনাম তথা গুরুর কীর্তন দ্বারা সঙ্কীর্ণমনা জাগতিক মোহদগ্ধ মানুষকে মুক্তির দুয়ারে নিয়ে যেতে তিনি যে চরম আত্মত্যাগের ব্রত নিয়ে এসেছেন সে কথা নদীয়ায় এর আগে আর কেউ কখনো কারো কাছে শোনে নি, দেখেও নি। তাই এ হরিনামে মানবীয় আমিত্বের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তির যে মহামন্ত্র তিনি উচ্চারণ করেন তার মর্মার্থ মানুষ বুঝতে পারে না। মহাপুরুষের বাণী মহাপুরুষ ব্যতীত সাধারণ মানুষ বুঝতে চায় না, চাইলেও বুঝতে পারে না সহজে, যদি তিনি দয়া না করেন।

▌আমি নাচি কোন তাল

মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যজাত শিশুর মন-মস্তিষ্ক থাকে সম্পূর্ণ বিষয়জ্ঞানশূন্য, শেরেকের জটিলতামুক্ত ও নির্মল। দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে উঠতে মন-মস্তিষ্ক নানা প্রথা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস-সংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হতে থাকে। আমরা জগতবাসী অন্যের দেখাদেখি হুজুগে ধার্মিক সাজি। প্রকৃত ধর্ম কী, আল্লাহ কে, মানুষের করণ কেমন ধারা সে সম্পর্কে বিশদ কিছুই জানি না। বাইরের শোনা কথায় বিশ্বাস করি। এসব বিষয়ে এজিদি-সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তি কর্তৃক প্রবর্তিত কোরানের বিকৃত ব্যাখ্যায় মুসলমান ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায় বিশ্বময় বিভ্রান্ত।

শৈশব-কৈশোরে থাকে মনের শান্ত অবস্থা, মনে বিষয়রাশির চাঞ্চল্য যত কম থাকে বুদ্ধিবল তত স্থিত থাকে। কোরান বলছেন, প্রকৃত মোহাম্মদি ধর্মে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না। এক আল্লাহ, এক নবি– তাহলে এতো উপদল কেন? হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদি এতো দলীয় ও উপদলীয় নোংরা হানাহানি ও বিভেদপন্থি হাঙ্গামাকে শাঁইজি নামকরণ করেছেন 'বারোতাল' বলে।

রাজানুগ্রহে হৃষ্টপুষ্ট প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, একমাসের রোজা ইত্যাদি করে মরণোত্তর বেহেস্তের ফলভোগের টোপ গেলানো ধর্মাচারের অনুষ্ঠানবাদ প্রবল গড্ডালিকায় মানুষকে ডাকছে। এমন অহাবিবাদী ধর্ম মানুষের মধ্যে আল্লাহর ঘর না দেখে ইট-কাঠের ঘরকে আল্লাহর ঘর 'মসজিদ' বানিয়েছে এবং আল্লাহকে সাত আসমানে ঠেলে দিয়েছে। তাই গুরুকে ভক্তি করা এদের চোখে শেরেক!

পৃথিবীর আর কোনো ধর্মই রাজতান্ত্রিক ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মতো এতো মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেনি। এরাই কোরানকে বিকৃত করতে করতে পৃথিবীর সামনে বানিয়েছে 'বুক অব টেরোরিস্ট'। এদের কর্মকাণ্ডের দ্বারাই আজ বিশ্বময় 'মুসলিম' নামধারীমাত্রই হয়ে গেছে 'টেরোরিস্ট'। বেহেস্তের ফল তাড়াতাড়ি ভোগের লোভে অকালে আত্মঘাতি বোমায় নিজে মরে হাজার মানুষকে হত্যা ও পঙ্গু করাকেও এরা 'ইসলাম' বলে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আরেক জাত্যাভিমানী ধর্ম আছে জগতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ রোমান সাম্রাজ্যবাদ থেকে এ ধর্ম পেয়েছিল যাকে বলা হয় 'খ্রিস্টানি ধর্ম'। আজকের পৃথিবীতে খ্রিস্টানও মুসলমান এ দু সম্প্রদায় আল্লাহকে মানুষ থেকে আলাদা করে নিজেরা খনিজ সম্পদ ও সামরিক শক্তিকে আল্লাহ মনে করে, তার উপরই নির্ভর করে টিকে আছে। কিন্তু নির্বিচারে মানুষ মেরে, নির্যাতন-শোষণ করে 'কই খোদা ভজিবে সদা'। পরকালে মুক্তির গ্যারান্টি খ্রিস্টান মিশনারি পাদ্রিগণ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। দুর্বল শ্রেণী ও সংখ্যালঘুদের মধ্যে তারা এখন এনজিও খুলে ধর্মান্তর করে বেড়াচ্ছে।

আবার ভারতের সনাতন ধর্ম বৈদিক ধারায় বংশপরম্পরায় আচারনিষ্ঠ ধর্ম ধরে রাখার ক্ষেত্রে কম রক্ষণশীল নয়। অন্য ধর্মকে 'ম্লেচ্ছ' মনে করে হিঁদুয়ানিতে বড় করতে গিয়ে দাঙ্গা/হাঙ্গামায় মানুষে মানুষে বিভেদ, জাতপাত টিকিয়ে রেখে এদের চিন্তায় 'আপন ধর্মে নিধন শ্রেয়'।

বিভেদমূলক লোকদেখানো ধর্মমতগুলোর অসারতা লালন শাঁইজি এখানে স্পষ্ট করে তোলেন। এতো খণ্ড-বিখণ্ড ধর্মরাজ্যে শাঁইজির অখণ্ড ধর্মপথ আজো অবহেলিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটি হলো সালাত ও জাকাত। সালাত বলতেই দায়েমি সালাত পালন করা বোঝায়। দায়েমি সালাত যে ব্যক্তি পালন করে তাকে 'মুসল্লি' বলে[১০]। কোরানে কোথাও পাঁচ বা ছয়বারের ওয়াক্তিয়া সালাতের কোনো উল্লেখই নেই। কোরান শাঁইজির লালনের মূলনীতি প্রকাশক। পাঁচ বেলার নামাজ কোরানে অগ্রাহ্য। একটানা দায়েমি সালাতের নির্দেশ কোরানের সারবস্তু।

একজন কামেল মোর্শেদ তথা সম্যক গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত চিত্ত না হলে কেউ শরিয়ত বা জীবন বিধান লাভ করতে পারে না। জন্ম ও কর্মের অর্জন অনুযায়ী এক একজনের বিধান এক এক রকম হতে বাধ্য। জ্ঞানী ও মূর্খ এক কাতারে জামাতবদ্ধ হতে পারে না। 'জাকাত' অর্থে কোরান কখনো টাকা-কড়ির কথা বলেন নি। 'অহম' বা মানবীয় খণ্ডিত আমিত্ব ভরা দেহনির্ভরতা ত্যাগ বা উৎসর্গ করাই প্রকৃত জাকাত। এরই অন্য নাম 'নফসের কোরবানি' তথা কতল। সত্তা থেকে পশুত্ব 'জবেহ' করা, দুর্বল প্রাণী হত্যা করা অর্থে কখনো নয়।

গুরুর শরিয়ত লাভ করা না গেলে কোনো মানুষ মারেফত তথা আল্লাহর অসীম জ্ঞানজগতে প্রবেশের পথ পায় না। মহাপুরুষের (আলিয়েম মোর্শেদা) মাধ্যম গ্রহণ করা ছাড়া সম্যক আল্লাহর অস্তিত্ব কোরানে কোথাও নেই। গুরুবাদে বিশ্বাস, গুরুতে আত্মসমর্পণ ও অবিরাম গুরুর রূপ সাধনা দ্বারা অপার্থিব জ্ঞান আহরণ ছাড়া ফকির লালন শাঁইজির কোরানদর্শনে মানব জনমের সার্থকতা লাভের অন্য পথ নেই।

AMARBOI.COM

❙ আমি বা কী তাও তো আমার হিসাব নাই

প্রতিটি মানবদেহ গুরুর লীলাক্ষেত্র। স্থূল বিষয়-বাসনায় রমিত হয়ে থাকলে আপন স্বরূপ কিছুই জানা যায় না। অখণ্ড জগত রূপের প্রকাশ-বিকাশ মানবদেহে সুপ্ত থাকে। এ রহস্য নিজের থেকে ভেদ করা যায় না। সম্যক গুরুর মাধ্যম গ্রহণের দ্বারাই অখণ্ড আমি'র রহস্যজ্ঞান উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়ে থাকে।

❙ আমি বিদ্যে বুদ্ধি হানি ভজন সাধন নাহি জানি

'বেদ' থেকে 'বিদ' আর 'বিদ' থেকে 'বিদ্যা'। বোধি বা নির্বাণ লাভ হলে একজন সাধক বুদ্ধব্যক্তিত্বে পরিণত হন। বুদ্ধব্যক্তি না হয়ে ওঠা পর্যন্ত তার প্রকৃত বুদ্ধি হয় না। সাধুর বিখ্যাত শাস্ত্রে এ বিদ্যা বুদ্ধি গুরুর কাছে হাতে-কলমে শিক্ষণের পূব পর্যন্ত আমরা যত রকমের জাগতিক-একাডেমিক তথাকথিত যে বিদ্যাবুদ্ধি লাভ করি না কেন সবই সংস্কার, বন্ধনময় দুঃখ-জ্বালা তৈরির মায়াবিভ্রম। গুরুর মুখের বাণী, বিদ্যা বা জ্ঞান এবং গুরুর গুণগ্রাম চরিত্রগত করার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয় সদবুদ্ধি। তাহলেই ভজন অর্থাৎ গুরুর দাসত্ব তথা সেবা করা সম্ভব হতে পারে। বিষয়মোহ থেকে মনকে মুক্ত করার সালাত ছাড়া গুরুবিদ্যা অর্জিত হয় না। মনে বিন্দু পরিমাণ

১০. আল কোরান ॥ ৭০ : ২২-৩৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবীয় অহম তথা আমিত্ব থাকা পর্যন্ত গুরুবুদ্ধি বিকাশ-প্রকাশের ক্ষেত্র থাকে না। বাস্তব এ কর্মধারা আপন স্বভাবগত করার মাধ্যম হলো গুরুর ভজনা এবং সাধনা। এ পথে শিষ্যের ভজনে গুরু সন্তুষ্ট হলে তাকে মহাজ্ঞানে জ্ঞানী তথা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষের স্তরে উন্নীত করেন। অন্যথায় নরপশুর দেহ-ঘানি টেনে টেনে বেড়াতে হয়, যে দুঃখের আর শেষ থাকে না।

আমি মারি মূলে, লাগে ডালের পর

দিনে পাঁচবার ওয়াক্তিয়া নামাজ পড়ে কখনো মহাসত্য উদ্ধার করা যায় না। এ জাতীয় ওয়াক্তিয়া নামাজী লোকেরা অনুষ্ঠানবাদী নামাজ-রোজা করে মানসিক তৃপ্তি পেতে চায়। ধার্মিক সাজলেও ধর্মজ্ঞানের মূলদর্শন এরা কিছুই বোঝে না। তাই লোকদেখানো আচার-প্রথার উপর জীবন শেষ করেও কোনো গভীর ধর্ম জ্ঞানে নাবালক থেকে যায়। অর্থাৎ এ নামাজীরা লক্ষে না পৌছে উপলক্ষকে গন্তব্য মনে করে চরম বোকামি করে থাকে।

আমি মুটে চালাই

গুরুভক্ত সাধক সালাতি তথা ধ্যানী ব্যাক্তি তার সমস্ত চিন্তা ও কর্মে আমিত্বমুক্ত হয়ে আপন রবের সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকেন। জন্মলাভের পর থেকে ইন্দ্রিয়পথে ধর্মরাশি অবিরতভাবে আসতে থাকে মনে। এগুলোর মোহ অর্থাৎ শেরেক থেকে মুক্তির জন্যে গুরুকে বিরামহীন ভাবে ডাকতে হয়। আমাদের মনের মাঝে যা কিছু ভাব বা চিন্তারূপে উদয় ঘটে থাকে তা মোহগ্রস্ত উন্মাদনার সাথেই ঘটে থাকে। মনের ভাবধারাকে এ মোহ থেকে মুক্ত করার জন্যে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা কিছু আমাদের মনে প্রবেশ করে, তার উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এ দৃষ্টি রাখার পদ্ধতি হিসেবে নিজের দেহের ও মনের প্রতিটি কর্মকাণ্ডকে আমিত্ব বর্জিত অবস্থায় চালনা করতে হয়। দেহের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি 'আমার দ্বারা নয়' বরং 'বিশ্ববিধানের নিয়মের দ্বারা' সংঘটিত হচ্ছে, আমি নিমিত্তমাত্র, গুরুর মুটে খাটি–এরূপ নিরাসক্তি ও নিরপেক্ষতার ভাব অর্জনের চেষ্টা করতে হয়। তবেই নিজ দেহমন থেকে 'আমিত্ব ভাব' বর্জিত হয়ে দেহমনের সব কর্মকাণ্ড ক্রমশ মোহমুক্ত হয়ে যায়।

আমি'র বেনা

আমি'র রহস্য হয়ে দেহমনে এককভাবে আল্লাহ তথা গুরু বিরাজিত। মন থেকে দেহের সৃষ্টি। দেহের মধ্যে মন ক্রমবর্ধমান ধারায় বিকশিত হয়ে থাকে। মন ও দেহ মূলত দুই নয়, এক। একেরই বর্ধনশীল বিকাশ বৈচিত্র্য, এ উভয় ঐক্যের মধ্যে একক ভাব আবর্তিত। এটিই আল্লাহর আহাদ রূপ বা তৌহিদ। জীবের সংকীর্ণ মন এ অভেদ আহাদ রূপের উপলব্ধির অভাবে 'বিচ্ছিন্ন ভাব' এর মধ্যে তথা শেরেকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্ধকারে ডুবে থাকে। এটাই তার আমিত্ব। অখণ্ড তৌহিদ বা আহাদ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত মন আমিত্বের অপরাধে আচ্ছন্ন থাকে। এ আমিত্ব ও শেরেক মিথ্যে একটি ধারণা ব্যতীত আর কিছু নয়। সৃষ্টিতে আসলে কোনো দ্বৈত্ব বা শেরেক নেই। এটি অজ্ঞান সংকীর্ণ মনের একটি ব্যাপক ভ্রান্তিমাত্র। সর্ব ঘটেপটে আমি আছি। এটা সাধারণ মানুষ জানে না। সেজন্যে সত্য তার মনে রহস্যময় 'বেনা' অর্থ রহস্য মানে সৃষ্টি রহস্য।
আল্লাহ তাঁর আমলের দ্বারা দেহরূপে যেমন বর্ধনশীল, মনরূপেও তেমন বিচিত্র এবং বর্ধনশীল। দেহের মধ্যে মন স্থাপন করে তিনি জীবের মধ্যে আপন সৃষ্টিলীলার শীলন করে বর্ধিত হয়ে চলছেন।
দেহজগত বর্ধনশীল–একথা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। মনোজগতের বর্ধনশীলতা বিশেষ জটিল এবং সাধারণ মানব মনের জন্যে দুর্বোধ্য। মন দু প্রকার; মহামন ও সাধারণ মন। সাধারণ মন কোনো একজন মহামনের চরিত্রগুণের অনুশীলন দ্বারা ক্রমোন্নতি লাভ করে রসুল ও নবি পর্যায় অতিক্রম করে অসীম শীলনের সাহায্যে পরিণামে একজন মহামনে পরিণত হয়ে যান।

আমোদ
আহলাদ। আনন্দ। হর্ষ। উল্লাস। সুগন্ধ। কৌতুক।
সম্যক গুরুর সংযোগে থেকে অবিরাম অখণ্ড প্রেমপ্রবাহে সাধকচিত্ত সব সময় আমোদিত ভাবে মশগুল থাকে। রোগ-মৃত্যুভয় জয় করার স্থায়ী আনন্দ লাভই 'আমোদ'। ভব সংসারের বাঁধনমুক্ত সাধু পুরুষ সদা আমোদের হালে থাকেন এবং আপন সখাদেরও আমোদে রাখেন।

আর কতকাল কাঁদাবি আমায় রাই কিশোরী
কৃষ্ণরূপ গুরু ভক্তরূপ রাধা অর্থাৎ রাই কিশোরীর প্রেমে দাসখত লিখে দেন। একনিষ্ঠ ভক্তের প্রেমের কাছে গুরু নিজেই বন্দি হয়ে পড়েন। এটা তাঁর রাসলীলা। কিন্তু ভক্ত যখন সূক্ষ্মরূপ গুরুকে পেয়েও তাঁকে স্থূলরূপে প্রত্যক্ষ করতে ব্যর্থ হয় তখন তার অভিমান জন্মে। এমন অবস্থায় গুরু ভক্তের চেয়ে বেশি ব্যথিত হন। রাসলীলা সম্পন্ন না হলে গুরুরও কান্না বা বেদনার উপশম হয় না।

আর কবে তোর হবে জ্ঞান
লক্ষ লক্ষ বার পশু, পাখি, বৃক্ষ, মৎস্য, পশুযোনি পার হয়ে একজন মানুষের আকৃতি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। এখানে দেহমনের বন্ধনে আবদ্ধ থেকে শৈশব-কৈশোর-যৌবন পার হতে চললো। কত জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জিত হলো। কত মহৎ সাধকের বাণী মুখস্থ হলো। কিন্তু মন থেকে বিষয়মোহের আকর্ষণ এখনো ছুটলো না। সব কিছুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোগ করার ইচ্ছে মনে প্রবল। এ বিষয়ভোগের লোভ লালসা মন থেকে দূর করা না গেলে কখনো সম্যক জ্ঞানেরই উদয় হয় না। তাই শাঁইজি ভোগপাগল মানুষকে একবচনে এ প্রশ্ন করার মাধ্যমে জগতের সব ভোগলিপ্সু জনগণকে জিজ্ঞেস করছেন, 'কবে তোমরা মিথ্যে ছেড়ে সত্য উপলব্ধিকরবে। সামনে কঠিন পরিণতি আসছে। সময় ফুরিয়ে গেলে কান্নাকাটি করে কোনো ফলোদয় হবে না।

▌আর কী রে সেই সঙ্গ পাবো

আপন গুরু রামানন্দের দর্শনে উন্মাদ হয়ে উঠেছেন গৌরাঙ্গ প্রভু। গুরুর নিকুঞ্জবন, যমুনা, গোপীগণের সেই সখিভাব থেকে তিনি কতদিন বঞ্চিত। মনের সাধ অপূর্ণ থেকে গেল মনে। গুরুর শ্রীরূপ না দেখে হৃদয় বিরহ-ব্যথায় বড় কাতর। ভক্ত থেকে গুরু একটু আড়াল হলেই কী তীব্র আর্তি হৃদয়কে পুড়িয়ে ঝামা করে দেয় তা প্রেমিক ছাড়া কে আর বোঝে। গুরুশিষ্যের সমাপ্তিহীন এ রাসলীলার মাধুরি আরো গাঢ় হয়ে ওঠে এ ভাবনায়, কবে তাঁর সঙ্গ পাবো, মনের সাধ মিটিয়ে তাঁকে নয়ন ভরে দেখবো, অন্তরের পরম ভাব বিনিময় করবো, অসীম আনন্দে দুজন মজে থাকবো মহারাস লীলায়, যাতে আর কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না–এ আকুতির তীব্রতাই এখানে বাঙ্ময় উঠেছে।

▌আর কেন রে মন ঘুর বাহিরে

আপন দেহের মধ্যেই সৃষ্টি রহস্যের মহাসত্য লুকিয়ে আছে। তাই বাইরে ছোটাছুটি, লৌকিক প্রশংসা, অহমিকা দিয়ে সত্য লাভ হয় না। বাইরে যা খোঁজাখুঁজি করে মানুষ তা দেহেই ঢাকা পড়ে আছে। কুল কুণ্ডলিনী শক্তি আমাদের নাভিমূলে মেরুদণ্ডে গুটিয়ে আছে। প্রাণায়াম তথা বায়ুক্রিয়ার সাহায্যে কুণ্ডলিনী চক্রকে জাগিয়ে সুষুম্না নাড়ি দিয়ে শক্তিকে মূলাধার থেকে মস্তিষ্কের সহস্রারে টেনে তোলা সাধকের উচ্চাঙ্গিক সাধনা। পঞ্চচক্র ভেদ দ্বারা শক্তিকে উর্ধ্বমুখি করা সম্ভব হলে দুই ভ্রূ'র মধ্যখানে আজ্ঞাচক্রে দিব্যদৃষ্টির বন্ধ কপাট খুলে যায়। এ ধারায় আত্মদর্শন লাভ হয়ে থাকে সাধকের।

AMARBOI.COM

▌আর ঠাঁই মিছে

সম্যক গুরুর চরণ আশ্রয় করা ব্যতীত ভক্তের কোনো আশ্রয় নেই আর। এক গুরু জগতময়। ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে যা কিছু ধরা দেয় তা গুরুগুণ দ্বারা মোহহীনভাবে গ্রহণবর্জন করাই সাধকের ধর্মকাজ। এছাড়া অন্তর্গত সাধনায় ত্রিবেণী সঙ্গমে পরম ব্রহ্মে গুরুর লা-মোকাম ছাড়া সাধকের স্থায়ী আর কোনো ঠাঁই নেই। জাগতিক ঠাঁই প্রেমিক ভক্তের কাছে মিথ্যে, বিভ্রম এবং ক্ষণস্থায়ী।

▌আর থোবে না

এবার যদি সম্যক গুরুর সদাচার আপন স্বভাব-চরিত্রে আত্মস্থ করে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণ না করা যায় তাহলে আগামী জন্মে মানুষকুলে আমাদের ঠাঁই না হয়ে পশুকুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নস্তরের চিন্তা-চেতনার মধ্যে তথা জাহান্নামের শাস্তির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে ধুঁকে ধুঁকে কঠিন বৃত্তে ঘুরতে হবে। 'খোবে না' মানে গুরুর প্রতি অবাধ্যতায় কারণে পরবর্তী জন্মে আর মানবকুলে তিনি কোনো অবাধ্যচারীকেই রাখবেন না।

আরশ

আরবি 'আর্শ' থেকে বাংলায় 'আরশ' শব্দটি এসেছে। আরশ গুরুর ক্ষমতা কেন্দ্র। এ আরশ দেহের বাইরে খোলা আকাশের ওপর নয়। এটি মানুষের মনে তথা রহস্যলোকে স্থিত। 'আলহামদু লিল্লাহিল লাজি ফিস সামায়ে আর্শ, আলহামদু লিল্লাহিল লাজি ফিল আর্দে কুদরতুহু'। অর্থাৎ 'সব প্রশংসা সেই গুরুর যাঁর ক্ষমতা কেন্দ্র মনোজগতে'। ক্ষমতা বা শক্তি সৃষ্টির মধ্যে বা দেহের মধ্যে অবস্থিত। আর্শ বা আরশ আল্লাহর শক্তির কেন্দ্র। 'সামা' অর্থাৎ মনোজগত এবং আকাশ উভয়ই। 'সামা' অর্থ যদি শুধু উপরের আকাশই হয় যে অর্থে আমরা আকাশ বুঝে থাকি, তাহলে বলতে হয় পৃথিবীর বুকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ক্ষমতা রয়েছে, যদি সামা অর্থ মনোলোক বা রহস্য না হয়। কাঠমোল্লারা 'আকাশ' বলতে যা প্রচার করে তাতে তো পৃথিবীতে তাঁর কোনো আরশ নেই বলতে হয়। তা ছাড়াও মহানবি বলেন, 'মোমিনের অন্তর আল্লাহর আরশ'। মোমিন পৃথিবীর বাসিন্দা। প্রকৃত পক্ষে তাঁর ক্ষমতার আসন বাইরের চোখ দিয়ে কখনো দেখা যায় না।

নাভিমূলের স্বাধিষ্ঠান চক্র থেকে ঊর্ধ্বমুখে মস্তিষ্কের আজ্ঞাচক্র হয়ে সহস্রদল পদ্মের মধ্যেই আল্লাহর অর্থাৎ গুরুর অদৃশ্য শক্তিকেন্দ্র এবং আসন। তাঁর শক্তির বিকাশ সৃষ্টির অর্থাৎ দেহের মধ্যে নানাভাবে প্রকাশিত। সৃষ্টি ব্যতীত শক্তির বিকাশ কোথায় দৃশ্যমান বা অনুভূত হবে? সৃষ্টির অবলম্বন ব্যতীত কোনো স্রষ্টাশক্তির বিকাশ সম্ভব নয়। 'কুদরত' অর্থ তকদিরতাদা শক্তি। 'আল আর্দ' অর্থ প্রতিষ্ঠিত মহাপুরুষের দেহ। দেহধারী জীবের মধ্যে গুরুর তকদির দানকারী অর্থাৎ কর্মবৃত্তশক্তির বিকাশ প্রক্রিয়া অবিরামভাবে চলমান চলছে।

আরহাম

এটি আল-কোরানের শব্দ। এর অর্থ আত্মীয়তা। 'মহাপুরুষের সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করলে আল্লাহর লানত'–একথা কোরান বলছেন সূরা মোহাম্মদ-এ। কারণ মহাপুরুষগণের দলীয় মাতৃগর্ভে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিলাভের ইচ্ছে রাখতে হবে। এ সত্য যারা অস্বীকার করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

মহাপুরুষদের ঔরশে এবং তাঁদের দলীয় মাতৃগর্ভে অবস্থান নেয়া ছাড়া মুক্তি লাভ করা যায় না। এবং মুক্তি অর্জনের বিষয়টি দু-এক জনমে সম্ভব হয় না। গুরুর বিধানের কিছু মেনে এবং কিছু না মেনে চললে মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। আর যারা গুরুর নির্দেশ পূর্ণভাবে পালন করেন তাদের আল্লাহ নিজগুণে গুণান্বিত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আরেফ

আরবি কোরানের শব্দ 'আরাফ'। 'আরাফ' অর্থ জ্ঞাত থাকা, উচ্চ থাকা। সর্বকালের ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী মহাপুরুষদের 'আরেফ' বলা হয়। আত্মিক ভাবে উচ্চতায় স্থানপ্রাপ্ত একজন আরেফ যিনি 'আলে মোহাম্মদ' বা 'সাদেক' হতে পেরেছেন তিনি একটি 'কেতাব' যা মানুষের পাঠ্য। তেমন একটি পাঠ্য কেতাবরূপে 'ফকির লালন শাঁই' মানুষের দিকে নাজেল হয়েছেন। মানুষ তাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন কথা-বার্তা ও কর্মকাণ্ডের মধ্যে দ্বিধা-সংকোচ না এনে তাঁকে মুক্তিপথের প্রদর্শক রূপে মান্য করলে তবেই তিনি মানুষকে সম্মুখস্থ বিপদাপদ থেকে সাবধান করে গন্তব্যে পৌঁছে দেবেন। এবং পরিণামে মোমিন তথা সত্যদ্রষ্টা হয়ে গেলে তাঁর স্থায়ী সংযোগে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। কেবল সত্যদ্রষ্টা মোমিন অর্থাৎ মহাপুরুষেরাই তাঁর পূর্ণ সংযোগে এসে চিরপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন।

মোমিন হতে চাইলে এমন মহত্তম পুরুষ গুরুকেই অনুসরণ করতে হবে। আমাদের চিরন্তন বন্ধুরূপে সম্যক গুরুকেই অনুসরণ করা কর্তব্য। কিন্তু গুরুর তথা আরেফের সংযোগক্রিয়া মানুষ অতি অল্পই করে থাকে। আরেফের সংযোগক্রিয়ায় অবিরামভাবে সংযুক্ত থাকতে পারলে পরিশেষে নিজেও একজন আরেফ হয়ে জাগতিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান।

AMARBOI.COM

▌আরেফিনা

'আরেফ' মানে মহাজ্ঞানী। এটি আরবি কোরানে একবচনে প্রকাশ করা হয়েছে। আরেফের বহুবচন হলো 'আরেফিনা'। মহাপুরুষগণের পরিচয়সূচক এ বহুবচনে সর্বকালে অবতীর্ণ মোহাম্মদের নূরের বংশধরগণ তথা আলে মোহাম্মদকে বোঝানো হয়েছে যাঁরা সর্বকালে বিরাজ করেন প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে। সমাজে অবশ্যই শারীরিকভাবে আলে মোহাম্মদ একজন আরেফ রূপে উপস্থিত আছেনই।

▌আল

'আল' অর্থ বংশধর। ছেলেমেয়ে, অনুচর, দলবল, সাঙ্গপাঙ্গ ইত্যাদি অর্থেও এর ব্যবহার কোরানে দেখা যায়। 'রসুল' তথা গুরুর 'আল' বলতে তাঁর রক্তের ও আদর্শের বংশধরকে বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রক্তের যোগ না থাকলেও তাঁর আদর্শের বংশধরগণই কোরানমতে আল। তাঁদের উপস্থিতি মানব সমাজে চিরন্তন। পূর্ণতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই রসুলের আল। গুরুর আদর্শের দীক্ষায় দীক্ষিত সর্বযুগের মহান ব্যক্তিগণ তাঁর আল।

▌আলক্ব

কোরানের সর্বপ্রথম সূরা আলক্ব যা হেরাগুহায় নাজেল হয়েছে। সূরাটির মূলকথা আত্মদর্শন বা সালাত। আপন দেহের গভীরে ধ্যান করাই হলো হেরাগুহার ধ্যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করার অপর নাম সালাত। হেরাগুহায় ধ্যান করা রসুলাল্লাহর সর্বপ্রথম সুন্নাত। সুতরাং যে কোনো সত্য প্রকাশের উৎস হতে হবে হেরাগুহার ধ্যান তথা আত্মদর্শনের সালাত। 'সালাত' সকল মৌলিক জ্ঞানের উৎস। সালাতের ফল হলো জাকাত, কোরবানি, সদকা, সিয়াম, এফতার, তালাক প্রভৃতি। সালাত না করার কারণেই সৃষ্টির মধ্যে জন্মচক্রে আবদ্ধ হয়ে মানুষ বন্দিদশার লাঞ্ছনায় ভুগছে। সালাতি ব্যক্তির কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সালাতি বা মুসল্লি যেহেতু একজন মুক্তপুরুষ। হেরাগুহার ধ্যান থেকে আত্মদর্শনের সম্যক জ্ঞান অর্জনের পর তার দ্বারা ধ্যান শিক্ষার্থী ব্যক্তিগণকে ধ্যান বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা মুসল্লি ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ সালাতে নিমগ্ন হতে চায় না। লা-মোকায় উত্তরণের জন্যে তথা মুক্তিকামী সাধকের জন্যে বা খাস করে ইনসানের জন্যে জ্ঞানবাদী সালাত যথাযোগ্য। অবশ্য ইনসান হবার পূর্বপর্যন্ত বা রহমানরূপী সম্যক গুরুর কাছ থেকে কোরানজ্ঞান বা গুরুজ্ঞান অর্জন পর্যন্ত গুরুবাদী বা ভক্তিবাদী সালাতই যথার্থ।

লা-এর জ্ঞান অর্জনের অভ্যাসের দ্বারা যে কাফশক্তি অর্জিত হয় তা-ই **'আলক্ব'**। কাফশক্তি আত্মিক বা মানসিক শক্তি। এটি বস্তুগত শক্তি নয়। লা-এর কাফশক্তি হতে ইনসান সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ কাফশক্তিসম্পন্ন গুরুগণ জিন পর্যায়ের ভক্তদের শিক্ষাদীক্ষা দান করে ইনসান বানিয়ে থাকেন। না-শক্তির জ্ঞান বা ত্যাগের জ্ঞানকে 'আলক্ব' বলে। লা-এর অনুশীলন থেকে অর্জিত কাফশক্তি দ্বারা মণ্ডিত আত্মিক শক্তিকে 'কলম' বলে। সম্যক গুরুগণই এ মহাশক্তির অধিকারী। 'কলম' অর্থ কালি দ্বারা কথা লিখে রাখার যন্ত্র বিশেষ নয়, 'কলম' অর্থ নিবাণ শক্তি।

আব্বাসি-উমাইয়া সাম্রাজ্যবাদী রাজদরবারের পোষা আলেম পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে পাশ্চাত্যের মরিস বুকাইলি পর্যন্ত এতো বছর ধরে 'আলক্ব' শব্দের অর্থ লিখেছেন 'রক্তের চাকা' বা Blood clot বলে। প্রকৃতপক্ষে 'আলক্ব' শব্দটির অর্থ মোটেই রক্তের চাকা অথবা একটি শুক্রকীট এবং একটি শুক্রডিম্বের প্রাথমিক অস্তিত্ব নয়। লা অর্থাৎ মহাশূন্যতার জ্ঞান অর্জনের অপর নাম হলো 'আলক্ব'। ফকির লালন শাহ আত্মদর্শনের লব্ধ জ্ঞানকেই অনেকভাবে ব্যক্ত করেন। যথা : 'আলক্ব শাঁই' 'আলক্ব শাঁই' 'আলক্ব' শহর' 'আলক্ব মোকাম' 'আলক্ব নিরঞ্জন' ইত্যাদি রূপকে তাঁর নানাপদে ব্যবহার করেছেন। উচ্চারণের পার্থক্য কোনো সমস্যা নয়, ভাবগত তাৎপর্যই গুরুত্বপূর্ণ।

▌আলক্ব মোকাম বাড়ি

মোকামে মাহমুদা তথা দেহের লা-মোকাম হলো আলক্ব মোকাম বাড়ি। দেহের মূল কেন্দ্র মস্তিষ্কেই তাঁর স্থিতি। ভক্তের কপালের সম্মুখে নিত্যস্থানে গুরু সদা প্রহরায় আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আলক্ শাঁই

সার্বিক লা-এর চরম জ্ঞানময় একজন সম্যক গুরু যিনি আধ্যাত্মরাজ্যের মহারাজ শাহেন শাহ অর্থাৎ শাঁইজি।

সম্যক গুরু যিনি নির্বাণ শক্তিসম্পন্ন একজন 'আলী' যিনি ভক্তকে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে মুক্তির দেশে নিয়ে যান। লা-মোকামের মূলসত্তা। নূর মোহাম্মদ।

▌আলখানা

মানবদেহের শিরোদেশে মস্তিষ্কের সহস্রার থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত ত্রিনয়ন সাধনার স্থান অর্থাৎ লা-মোকাম বা মোকামে মাহমুদা। কপালে দু ভ্রূ'র মধ্যভাগ। এখানেই আল্লাহ তথা গুরুর বাসস্থান। এটাই শক্তিকেন্দ্র।

▌আলমপানা

সমগ্র দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মহারাজ; গুরুসত্তাই আলমপানা। তিনি সৃজন ও বিকাশক্রিয়া সাধন করেন মনে ও দেহে। প্রত্যেকের মধ্যে তিনি আছেন অথচ তাঁর মধ্যে কিছুই নেই। শুধু লা হয়ে থাকাই তাঁর স্বভাবের মহাগুণ। শাঁইজি বলেন :

আল্ হাম্‌দো লিল্লাহ
কুলহু আল্লাহ
এ দেহেতে আছে মিলা ॥

'আল হামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন' অর্থ: আলেমগণের অর্থাৎ জ্ঞানীগণের গুরুর প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা, বিশেষ প্রশংসা, বা বিশিষ্ট প্রশংসা যিনি ধর্মের কালের রাজা। তিনি দয়ালদাতা, শিক্ষাগুরু এবং পরোক্ষে তিনি মুক্তির সার্বজনীন শিক্ষাদাতা, তাঁকে এখনো প্রত্যক্ষভাবে পরম গুরুরূপে চেনা যায়নি। আর 'রহিম' অর্থ দয়াল দাতা পরম শিক্ষাগুরু যিনি আত্মপরিচয় দান করে প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত দয়ালরূপে ভক্তজনকে শিক্ষাদীক্ষা দান করেন। মোমিনের কাছে তিনি পরম রহিমরূপে পরিচিত আর নবির ভক্ত তথা আমানুর কাছে রহমানরূপে পরিচিত।

'কুল হু আল্লাহু আহাদ' অর্থ 'বলো, তিনিই আল্লাহ আহাদ'-এটি সুরা এখলাসের প্রথম বাক্য। আহাদ বা অখণ্ড আল্লাহর দুটো রূপ। একটি পুরুষ, অপরটি প্রকৃতি বা নারী। শাঁইজি ঘোষণা করছেন, আল্লাহ প্রতিটি অস্তিত্বের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছেন। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক। দেহের মধ্যে তিনি যেমন পরম সত্তা নূর মোহাম্মদরূপে সৃষ্টির মূলাধার হয়ে নিত্য বিরাজমান, তেমনই ভক্তের শিক্ষাদীক্ষা ও জৈবিক বন্ধন থেকে মুক্তির শিক্ষাদাতা রূপে প্রকাশ্যে তেমনই রহমানরূপে অর্থাৎ মুক্তির পথ প্রদর্শক একজন সম্যক গুরুরূপে একাত্ম হয়ে আছেন। হাজার বছরের প্রচলিত ভোগবাদী-রাজসিক ধর্মাচার আল্লাহকে মানব অস্তিত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত আসমানের উপর তুলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার যে দ্বৈত মতবাদ 'শাহাদাতুশ শহুদ' তত্ত্ব বানিয়ে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে ফকির লালন তা আল কোরান দিয়েই এখানে খণ্ডন করছেন। আমাদের দেহের ভেতরেই গুরু মোহাম্মদ আমাদের চেনা-জানার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছেন। তাঁকে দেহের মধ্যে দেহাতীত অতীন্দ্রিয় অনুপম অনুভূতির দ্বারা সাধন করার নির্দেশ দেন আল-কোরান। সেজন্যে সাঁইজি সুরা ফাতেহা ও সুরা এখলাসের সূচনা বাক্য দুটি এখানে দৃষ্টান্তরূপে হাজির করেন আমরা যেন গুরুরূপী আল্লাহকে আপন সত্তার ভেতরে ও বাইরে অন্বেষণে নিয়োজিত হই।[১১]

▌আলা কুল্লি সাইয়িন কাদির

আল্লাহ 'কাদির মাওলা' রূপে প্রতিটি কর্মক্ষমতা এবং কর্মবৃত্তের মধ্যে জ্ঞানরূপে আচ্ছাদিত আছেন। কর্মবৃত্ত তথা তকদিরকে ভেঙে ভেঙে যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে অণু অণু করে দেখা যায়, ততোই সাধকের মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞানরূপে আল্লাহর স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

▌আলা কুল্লি সাইয়িন মোহিত

জগতের দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয় আল্লাহ তথা সম্যক একজন গুরু দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছে। বিষয়ের জ্ঞান পরিপক্ক হলে সাধক সমস্ত সৃষ্টির বৈচিত্রের মধ্যে আল্লাহকে এককরূপে দেখেন। তিনি তখন যা ধরেন আল্লাহকেই ধরেন।

AMARBOI.COM

▌আলাভোলা

বিষয়মোহের চাঞ্চল্যকর আকর্ষণে আত্মজ্ঞানহারা পরিণতি। অর্থাৎ আলেয়া। আলেয়ার অতি ক্ষণস্থায়ী চমকের পেছনে ছোটা ছুটি করা।

▌আলামিন

এটি আরবি কোরানের শব্দ। 'আলম' শব্দের বহুবচন 'আলামিন'। 'আলম' অর্থ জগত। 'আলামিন' অর্থ জগতসমূহ। কোরানের পরিভাষায় 'জিন এবং ইনসানের মনোজগত'। সিদ্ধ পুরুষগণই এসব মনোজগতের উপর ফজিলত বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ফজিলত অপার্থিব দান। মহাপুরুষগণ তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব পরম সত্তা নূর মোহাম্মদ হতে প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। জগতের সব মানুষের মনোজগতের খবর মহাপুরুষগণ রাখেন। বিশ্বময় এমন কোনো মানবীয় অনুভূতি বা ভাব নেই যা একজন কামেল মহাপুরুষের অগোচর থাকে। তাঁরা মন বা চেতনার সর্ব বিষয় সূক্ষ্মভাবে পরিজ্ঞাত। আর 'রাব্বুল আলামিন' অর্থ আলেমগণের তথা জ্ঞানীগণের সম্যক গুরু, কামেল মোর্শেদসত্তা।

---

১১. সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ▌কোরানদর্শন ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড ▌র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

। আল্লাহ্

আল + ইলাহ্ = আল্লাহ। প্রতিষ্ঠিত উপাস্য। 'আল' অর্থ প্রতিষ্ঠিত, বিশিষ্ট বা বিশেষ। 'ইলাহ্' অর্থ কর্তা, নেতা, অধিকারী, উপাস্য। সৃষ্টিময় আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহা নেই। সৃষ্টি পরিচালনার জন্যে তাঁরই উপর সকল কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব এবং অধিকার ন্যস্ত রয়েছে। সুতরাং তিনিই হলেন আল ইলাহ্'র প্রকাশ্য অভিব্যক্তি। সকাল মহাপুরুষ ঐ জাহেরি ইলাহ্'রই পরিচয় প্রকাশক। একমাত্র সেই ইলাহ্'র নির্দেশ ব্যতীত মানুষ্য জীবনের নির্ভরের অন্যান্য বস্তু ও ব্যক্তিগণকে মানুষ যেরূপ কর্তৃত্বের আসনে বসিয়ে থাকে সেসব কাল্পনিক বা মিথ্যে ইলাহ্। কারণ এ ইলাহ্সমূহ নিজেরাই অস্থায়ী এবং আল ইলাহ্'র নিয়ন্ত্রণাধীন।

। আল্লাহ, নবি, আদম এ তিনে

আল্লাহ, নবি ও গুরু বাহ্যত তিনরূপ বা ত্রিতত্ত্ব মনে হলেও আসলে এক। গুরুর দেহ হলেন নবি এবং মন হলেন আল্লাহ। গুরুদেহের মধ্যেই পরমসত্তা উপস্থিত। তাই আল্লাহ ও নবি থেকে গুরুকে পৃথক করে চিন্তা করা হাকিকতে মহাঅপরাধ। গুরুকে 'সাধারণ মানুষ' বলে যারা মনে করে তারা অধেপতিত পশুতুল্য। ফকির লালন এ তিনরূপের মর্মে দেখেন এভাবে :

অভেদ আত্মা
আত্মারূপে কর্তা
মুর্শিদ ধরে সাধলে ॥

AMARBOI.COM

। আল্লাহর আসন

ভক্তের মস্তিষ্কের সহস্রদল তথা সহস্রারে গুরু তথা আল্লাহর আসন। মোমিনের কলবে তিনি সদা বিরাজমান।

। আল্লাহর নাম সার করে যে বসে আছে

যে সাধক মন থেকে বিষয়রাশির মোহ আকর্ষণ পরিত্যাগ করে গুরুগত প্রাণ হয়ে তাঁর নাম তথা গুণরাজির মধ্যে অবস্থান নিয়েছেন তাঁর কোনো দুঃখ খেদ বা অভাব নেই। তিনি সাত্ত্বিক মানসিকতার দ্বারা পরমানন্দময় মহাভাবের মধ্যে সৃষ্টিলীলা উপভোগ করেন।

আল্লাহর প্রকাশের দুটি রূপ : 'আহাদ'রূপ (নারী বা প্রকৃতি) 'সামাদ'রূপ (পুরুষ)। জড়জগত, জীবজগত, মনুষ্যজগত এবং মনুষ্যজগতের মধ্যকার জাহান্নাম ও জান্নাত জগত সবই প্রকৃতি তথা আহাদ জগতের অন্তর্ভুক্ত। আহাদের অন্তর্ভুক্ত সত্তাসমূহ একে অপরের উপর নির্ভরশীল। 'আহাদ' বা প্রকৃতি মূলত বহুবচন। একে এক না বলে একক বলাই উত্তম। পরস্পর নির্ভরশীলতায় নারী জগতের সবাই একধর্মী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজন অচল। মায়াবিজড়িত অখণ্ড নারীজগত হলো 'আহাদ'। মায়াবলে নারীত্ব খণ্ডিত। স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ নির্বিশেষে যারা বিষয় বাসনা দ্বারা দেহমনের চাহিদার জন্যে অন্যের মুখাপেক্ষী বা নির্ভরশীল তারা সবাই প্রকৃতি। একজন অন্যজনের উপর নির্ভরশীল। নারীজগতে যারা সম্যক গুরু তথা পুরুষের কাছে আশ্রয় নিয়ে জান্নাতবাসী হলেও নারীস্তরের ভক্ত, হোন তিনি বাহ্য শারীরিক আকৃতিতে স্ত্রী বা পুংলিঙ্গ। গুরুর কাছে আশ্রয় গ্রহণকারী তথা জান্নাতবাসীগণ সালাতকর্মের সাহায্যে সংস্কাররাশির উপর সম্পূর্ণরূপে ভাসমান থেকে মুক্তপুরুষ তথা সামাদসত্তায় পরিণত হন। সামাদ সত্তা লা-শরিক, স্বনির্ভর, নিরপেক্ষ, মুক্ত, বন্ধনহীন ও বেনেয়াজ।

সামাদসত্তায় উত্তরণ কঠিন সাধনা দ্বারা অর্জনীয় বিষয়। কারণ জীবদ্দশায় তাঁরা ধ্যানের দ্বারা দেহমনের চাহিদা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মরার আগেই মরে যান। তাই তাঁদের কর্মকাণ্ড তাঁদের নয় বরং তাঁদের দেহমনের। এ স্তরে পৌঁছানোর পূর্বশর্ত হলো গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করে সালাতকর্মে যুক্ত হয়ে জান্নাতবাসী হওয়া তথা প্রকৃতির সাথে প্রকৃতি সাজা। খণ্ডিত প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টি ও স্রষ্টার এ দ্বৈততার বোধ বিদ্যমান। বস্তু জগতের মোহমায়া থেকে পবিত্র হবার পরিকল্পনার মধ্যে অদ্বৈততার জ্ঞানবীজ বিদ্যমান। তৌহিদ একমাত্র চরম ও পরম সত্য। যদিও এটি জীব জগতের কাছে একটি জটিল ও সূক্ষ্ম ধারণা। তৌহিদ আহাদ রূপেই বিরাজিত। মানুষের সব মতভেদ ও বিবাদের মূল হলো তৌহিদের অস্বীকৃতি। সামাজিকভাবে মানুষ কোনো কালেই তৌহিদ গ্রহণ করতে পারে নি। এর সাথে তার বিরোধ চিরন্তন। যদিও সৃষ্টিময় তৌহিদ লীলা মানবের অজ্ঞাতে চির প্রবাহমান রয়েছে। মোহগ্রস্ত মন তৌহিদ বুঝতে অক্ষম। তৌহিদ অর্থ 'একত্ববাদ' বা 'অদ্বৈতবাদ'। 'অদ্বৈত' অর্থ দুই নয়, এক। অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি কখনো দুই নয় বরং এক। এক অসীম অস্তিত্বের আবর্তনশীল আহাদরূপের নাম 'তৌহিদ'। সাধারণ মানবমন 'দ্বৈতবাদী'। দ্বিত্বভাবকে এক বা অদ্বৈতরূপে দেখতে ও ভাবতে শিখে নি। এখানেই তৌহিদ বিষয়ে আমাদের চেতনা জগতে যতো ভ্রান্তি এবং গোলমাল। ফকির লালন শাঁই আমাদের এ গোলমাল থেকে মুক্তি হবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন আগে প্রকৃতি সাজার মাধ্যমে অখণ্ড আহাদের সাথে অখণ্ড আহাদ হয়ে বিরাজ করতে। জীবন ও জগত সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান নিয়ে ধ্যান সাধনা শুরু করতে হয়।

আলি-গেলি

জন্মমৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ বারবার দেহ নিয়ে পৃথিবীকে আসে এবং মরে যায়। বিষয়রাশির মোহের উপর আত্মদর্শনের সাহায্যে যে ব্যক্তি ভাসমান হতে পারে নি জন্ম-জন্মান্তরে তার আসা-যাওয়া অব্যাহত থাকে, বিশ্রাম বা শান্তি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌আলিফ লাম মিম কোনো অঙ্গে তখন খেলকা-তহবন্দ ছিলো না
পিতৃ বীজ হয়ে মাতৃ জরায়ুতে এসে মানবসত্তা 'খেলকা' অর্থে মস্তিক এবং 'তহবন্দ' অর্থে নাভিমূলে মূলাধার রূপে দেহগঠনের আগে যখন শুধু অণু বা বিন্দু আকারে ছিল। দেহবিশিষ্ট একটি আকারপ্রাপ্ত হবার আগে সম্যক গুরু কোন আকারে ছিলেন শাঁইজি প্রশ্ন করছেন মূর্খ সমাজকে। নিরাকারে বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুরূপে আলে মিম জগত গুরু লীলারত ছিলেন। আকার-সাকার গঠিত হবার পূর্ব মধ্যে ও পরে গরুর চিৎশক্তি সর্বদা সক্রিয়।

▌আলিফে জের মিমে জবর
আলে মোহাম্মদ। সর্বকালে উপস্থিত মোহাম্মদের বংশধর একজন সম্যক গুরু। মোহাম্মদি নূরপ্রাপ্ত কামেল মোর্শেদ।[১২]

▌আলী
'আলী' আল্লাহর একটি নাম। রসুলাল্লাহর উত্তরাধিকারী আল্লাহর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'আমি ও আলী একই নূরের দুইরূপ।' যে কা'বাঘরে আলীর জন্ম হয় তা সার্বজনীনভাবে এবং সর্বযুগে তোয়াফযোগ্য। আলী পর্যায়ে একজন ব্যক্তির তোয়াফ প্রকারান্তরে মহানবির তোয়াফ।
আবার 'আলী' অর্থ উর্ধ্ব, উচ্চ। বিষয়াশয়ের মোহের উর্ধ্বে বা উচ্চে যিনি বাস করেন তিনিই 'আলী'। তিনি সম্যকরূপে সর্বকালীন অতি আশ্চর্য একজন গুণী। আলী ব্যক্তিত্ব কোনো একজন ব্যক্তির মধ্যে বা কোনো খণ্ডকালের মধ্যে আবদ্ধ নন। তিনি স্থানকালজয়ী মহাপুরুষ। আলী সার্বজনীন ও সর্বকালীন এক একজন পরিশুদ্ধ অস্তিত্ব। সর্বকালের এমন কোনো বিষয় নেই যার উপর 'আলী'র প্রভাব না আছে। সমূহ বিষয়-আশয়, চিন্তা ও দুঃখের মধ্যে তিনি তাঁর আহ্বানকারীকে সত্তর সাহায্য করে থাকেন। একজন আলী ব্যতীত মানুষের সাহায্যকারী কেউ নেই। তাঁকে মনভরে ডাকলে শীঘ্রই মোহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত দ্বারা এবং আলী (আ)-এর বেলায়েত দ্বারা দুঃখ তথা অজ্ঞান অবস্থা দূরীভুত হয়ে জ্ঞানের আলোর বিকাশ ঘটে। এ জন্যে বিপদগ্রস্ত সজাগ ব্যক্তি কায়োমনো বাক্যে ডাকে, 'হে আলী, হে আলী, হে আলী আমার প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখুন।'[১৩]
মহানবি (সা.)-এর নবুয়ত যেমন সর্বকালীন ও সার্বজনীন, আলীর বেলায়েত অর্থাৎ আলীত্বও তেমনই সর্বকালীন ও সার্বজনীন। নবুয়ত শেষ এবং সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু বেলায়েত তথা আলীত্ব চির বিদ্যমানরূপে 'আলী' ব্যক্তিত্বের মধ্যে তাঁর উত্তম রূপ প্রকাশ হয়ে আসছে। নবুয়ত ও বেলায়েতের সাহায্য ও সহযোগিতা

---
১২. বিস্তারিত উপলব্ধির জন্যে 'আলে মিম' দ্রষ্টব্য
১৩. সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ▮ দোয়ায়ে গাঞ্জুল আরশ ▮ র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়া বস্তুমোহের অতল গর্ত থেকে মুক্তি লাভ করা যায় না। নবুয়ত শেষ এজন্যে উপস্থিত ব্যক্তিরূপে নবি পাওয়া যাবে না কিন্তু আলী ব্যক্তিত্ব আল্লাহর অলিরূপে সর্বযুগেই উপস্থিত রয়েছেন।

বিষয়াশয়ের অসীম বন্ধনজনিত বিপদাপদ, দুঃখ, দুঃশ্চিন্তার মধ্যে আলীকে ডাকলে আহ্বানকারীর সাহায্যকারী রূপে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিকভাবে যে সব দুঃখ দূর হয় না, সত্ত্বর তিনি সে সব দুঃখ-বিপদ দূরীভূত করেন। অর্থাৎ সম্যক গুরুরূপে আলীকে ডাকলেই দুঃখ-বিপদ আঘাত পায়। মানুষের মৌলিক দুঃখ-বিপদ কঠিন পাথরের মতো শক্ত ও অভেদ্য। একমাত্র সালাতই একে ছেদ করতে পারে। মৌলিক দুঃখ বিপদ অর্থাৎ বস্তুমোহের আকর্ষণজনিত বিপদ মনের দুয়ারে আঠার মতো লেগে থাকে। আলীর সালাত তথা ধ্যান ব্যতীত এ মোহের ছাপ হৃদয় থেকে মুছে ফেলা যায় না। কলবে মোহের শেচরক থাকলে সে কলব আল্লাহর সিংহাসনে পরিণত হয় না। বস্তুমোহ মন থেকে উচ্ছেদ করা সালাতের সারকথা। অতএব আলী তথা পুরুষ পর্যায়ের একজন ব্যক্তি হলেন শুদ্ধ সালাতের উৎস। এরূপ আলী পর্যায়ের ব্যক্তিত্বের নেতৃত্ব ব্যতীত সালাত অপূর্ণ ও অসার থেকে যায়। আলী পুরুষ গুরু। চন্দ্র তাঁর প্রতীক। ফকির লালন নিজেও একজন আলী। তাই তিনি বলেন :

নবি কলেমা কালেন্দা
আলী হন দাতা ॥

কিংবা,

নবি-আলী এই দুজনে
কলেমা দাতা কুল আরেফিনে।

সম্যক গুরু আলীর প্রতীক এবং আলী গুরুর পরিচায়ক। গরিবে নেওয়াজ খাজা মইনউদ্দিন চিশতী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দিওয়ান-ই-মঈন উদ্দিন' এ উল্লেখ করেন:

আলীর তুলনা ভাষার তুলিতে কখনো যায় কি আঁকা?
অসীম সাগর কলসির মাঝে কখনো যায় না রাখা ॥
আমি কি করে বোঝাতে পারি সে মহাপরিচয় জ্ঞান।
শুধু জানি এ জগতে কেউ নয় তাঁর মহাগুণ সমান ॥

আলীপুরে তাঁর কাচারি

বিষয়মোহের উপর ভাসমান গুরুসত্তার নাম আলী। 'আলী' অর্থ সর্বোচ্চ। একজন সম্যক পুরুষ গুরুর নাম 'আলী'। দেহের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান মস্তিষ্কের আজ্ঞাচক্রে তাঁর কাচারি মানে বিচারের জায়গা। কপালের সম্মুখ ভাগ, ললাট হলো মানুষের ধর্মমন্দির। এখানেই মানুষের বিচার বিবেচনা, জ্ঞান, বুদ্ধি, সব ভালো মন্দ সঞ্চিত থাকে। আজ্ঞাচক্র নামক দু চোখের মধ্যবর্তী এবং নাসিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলীপুর। মহানবির রেসালাতের একমাত্র যোগ্য উত্তরাধিকারী মাওলা আলীর নামানুসারে সুফিগণ এর নামকরণ করেন 'আলীপুর'। লালন শাঁই এ স্থানে আপন গুরুকে অধিষ্ঠিত করে আত্মদর্শনের গুরুত্ব ও ফলাফল ব্যক্ত করছেন এভাবে :

শতদলে অন্তপুরী
আলীপুরে তাঁর কাচারী
রঙমহলে ঝলক সদা
দেখে সেই কারিগরী
হয় মহাশয় ॥

▌আলে মিম

'আল' অর্থ নূরের বংশধর। 'মিম' অর্থ মোহাম্মদ। মোহাম্মদ তাঁর 'আল' সহকারে সৃষ্টির মধ্যে জাহেরে এবং বাতেনে অর্থাৎ প্রকাশ্যে এবং গুপ্তরূপে চিরন্তন হয়ে বিরাজমান। আদিতে মোহাম্মদ, অন্তে মোহাম্মদ, মধ্যে মোহাম্মদ, তাঁদের সকলেই মোহাম্মদ। সৃষ্টির আদি অন্তে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সর্বত্র তাঁরাই কর্তা ব্যক্তি। 'আলে মিম' সংকেতটি আল-কোরানের ছয়টি সূরার উদ্‌ঘাটিকা রূপে বা প্রারম্ভিক সঙ্কেত রূপে বর্ণিত হয়েছে। যথা : সূরা আল বাকারা, আলে ইমরান, আনকাবুদ, রুম, লুকমান এবং সিজদা।

অনুবাদ ২ : ১-৩ :'আলে মোহাম্মদ, তা আল কেতাব, নেই তাঁতে সন্দেহের কোনো অবকাশ'–তা একটি হেদায়েত সে সব মোত্তাকির জন্যে যাঁরা গায়েবের সাথে ইমানের কাজ করে এবং সালাত খাড়া করে এবং আমরা যে রেজেক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।'

ব্যাখ্যা : স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানকে 'কেতাব' বলে। স্রষ্টার সকল প্রকার বিকাশ বিজ্ঞানের মধ্যে অর্থাৎ তাঁর কেতাবসমূহের মধ্যে মোহাম্মদ (সা)-এর বংশধরগণ হলেন বিশিষ্ট একটি মহান কেতাব।

অনুবাদ ৩১ : ১-৩ : 'আলে মোহাম্মদ–তাঁর বিজ্ঞানময় আল কেতাবের পরিচয়, (তাঁরা) সৌন্দর্যের অনুশীলনকারীদের (বা সৎকর্মশীলদের) জন্যে একটি হেদায়েত ও রহমত।

অনুবাদ ৩২ : ১-২ : আলে মোহাম্মদ রাব্বুল আলামিন হতে আল কেতাবের নাজেল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোহাম্মদের নূরের বংশধরগণ সর্বযুগেই ছিলেন এবং আছেন। তাঁরাই হলেন কেতাবের এবং স্পষ্ট কোরানের আয়াত। আয়াত অর্থ পরিচয়, চিহ্ন, নিদর্শন, বিদর্শন অর্থাৎ বিশেষ দর্শন। কোরান স্পষ্ট মানবীয় ভাষায় আল কেতাবকে আংশিকভাবে প্রকাশ করেছে। সব ধর্মগ্রন্থকে কেতাবের অংশ বলা হয়েছে।[১৪] সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার

১৪. *আল কোরান ॥ ৪ : ৫১*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামগ্রিক বিকাশবিজ্ঞানকে বা রহমস্যময় পদ্ধতিকে 'আল কেতাব' বলে। কেতাব থেকে অসংখ্য কেতাব অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার সৃষ্টির জন্যে বিভিন্ন প্রকার বিকাশ পদ্ধতি সৃষ্টিময় বিরাজ করছে।

আল্লাহর ছক মতো চালনা করার একমাত্র ন্যায়সঙ্গত অধিকারী হলেন মোহাম্মদের বংশধরীগণ। তাঁরা ব্যতীত আল্লাহর বিধান অন্য লোকের পরিচালনায় কার্যকরী হতে পারে না। মহাবিজ্ঞানী এবং সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ তাআলার মনোনীত জীবনবিধানের সবদিক সম্বন্ধে সুপরিজ্ঞাত হলেন সর্বযুগের মোহাম্মদের আলোকিত পুত্রগণ। তাঁরা সব সমস্যার সমাধান আল্লাহ তাআলা থেকে হতে জানতে পারেন। তাঁরা শাসনকর্তা নিয়োজিত না থাকলে মানুষ সব বিষয়ে; যথা : অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে মানুষের দাসে পরিণত হয়।

আলে মোহাম্মদগণ হলেন সৃষ্টির রহস্য বিজ্ঞানের স্বয়ং পরিচয়। মোহাম্মদ রসুলের সময় থেকে আলে মোহাম্মদগণ হলেন সবাক বা জ্যান্ত কোরান। আলে মোহাম্মদ ব্যতীত কেউই কেতাব বা কোরানের কোনো পরিচয়জ্ঞানই রাখে না। কথায় কোরান প্রকাশ করা হলেও তা মানুষের কাছে অপরিচিত। একজন আলে মোহাম্মদ জীবন্ত একজন কোরান। তাই তাঁরা মধ্যে সবাই কোরানের পরিচয় প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত দেখতে পায়। তাঁর কর্মকাণ্ড এবং বাক্যালাপ সবই কোরানের মূর্ত প্রকাশ। 'আল কেতাব' অর্থাৎ মানব জীবনরহস্য তাঁর শ্রবণ এবং দর্শনের নিকট সুস্পষ্ট।

আল্লাহ গুপ্ত এবং অব্যক্ত ছিলেন। তখন তাঁর কোনো প্রশংসা ছিল না। তাঁর প্রশংসা প্রকাশ তখনো আরম্ভ হয় নি। তিনি নূর। নূরে মোহাম্মদি যখন আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন তা-ই হলো তাঁর সমস্ত প্রশংসার আঁধার। সব সৃষ্টি নূরে মোহাম্মদি থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং হচ্ছে। নূরে মোহাম্মদি হলেন সব প্রশংসার মূলাধার। নূরে মোহাম্মদি কোনো একটি ব্যক্তি নন, তা অসংখ্য জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্বের মূলাধার। সেই ব্যক্তিত্বের মৌলিক অর্থাৎ সাধারণ নাম হলো 'মোহাম্মদ' অর্থাৎ আল্লাহ্ কর্তৃক প্রশংসিত। 'মোহাম্মদ গোষ্ঠী' সবাই 'মোহাম্মদ'। হোক তা আদিতে অথবা অন্তে-আউয়ালে-আখেরে। এ মোহাম্মদ গোষ্ঠীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ (আ)-এর পুত্র মোহাম্মদ হলেন সৃষ্টির কাছে প্রেরিত প্রধান নেতা এবং স্রষ্টার সর্বপ্রধান প্রতিনিধি। মোহাম্মদ আল্লাহর প্রকাশিত সমূহ প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি হলেন আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সভাপতি। ফকির লালন শাঁই নিজেও একজন আলে মোহাম্মদ তথা মোহাম্মদের বংশীধারী, ধর্মাবতার। মোহাম্মদই অনন্ত মোহাম্মদের পরিচয় ব্যক্ত করেন বাক্য ও কর্মে।

আলো

জগতের প্রতিটি বস্তুকে অণু অণু করে ভেঙে ফেললে তার মূলরূপে আলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। মানুষের মূলসত্তা কোরানের ভাষায় নূরে মোহাম্মদি জ্যোতির্ময় আলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

লালনে তাই পাচ্ছি ; যথা :

নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে
যাবে রে চেনা ॥

▌আশরাফ

প্রচলিত ধারণায় বিত্ত-বেসাতিসম্পন্ন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবে ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি, ভদ্রলোক, সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোককে বোঝানো হয় Elite Class। কিন্তু আধ্যাত্মিক মহাজ্ঞানের চরম ও পরম অধিকারীগণই প্রকৃত বিচারে আশরাফ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধনী। বৈষয়িক সম্পদ বিতরণ করলে ফুরিয়ে যায়। মহাপুরুষ-মহাজ্ঞানীগণের সত্যজ্ঞান যতো বিতরণ করা হয় ততোই বাড়ে বৈ কমে না।

▌আশা তসবিহ

সত্তার মূলকেন্দ্রে নিত্য চলমান আজ্ঞাচক্রে সম্যক গুরুর জ্যোতির্ময় সূক্ষ্মদেহের বৃত্ত। সম্যক গুরুর আভাময় পাক পাঞ্জাতনের আলোকিত জ্যোতির্চক্র।

AMARBOI.COM

▌আশার আশা

বহুজন্মের অর্জন অনুসারে মানব জন্মে আমাদের আগমন হয় চরম-পরম আত্মিক জ্ঞান লাভের জন্যে। দেহের বন্ধন-জ্বালা থেকে মুক্ত হয়ে মহামানব পর্যায়ে উত্তরণের আশাই আমাদের আবার জগতে আনে। কিন্তু জগতে দেহের বন্ধন নানা বস্তুমোহে এতো কঠিনভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে যে, সে আশা অনেক সময় শুধু আশাই থেকে যায়। সম্যক গুরুর আদর্শকে জীবনের পরম লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে আত্মদর্শনের সাধনায় নিয়োজিত হতে না পারলে এ আশা অপূর্ণ থেকে যায়।

অনিত্য দেহেতে বাসা
তাইতে এতো আশার আশা
অধীন লালন বলে
দেহ নিত্য হলে
আমি আর কতো কী করতাম না জানি ॥

▌আশা সিন্ধুকূলে বসে আছি সদাই

প্রেমভক্তি সাধকের কাছে নিজ গুরু হলেন আশাসিন্ধুকূল। তাঁর পাদপদ্মে প্রেমধনের আশায় আশেক ভক্ত সব কিছু ত্যাগ করে কঠিন ধৈর্যের সাথে বসে থাকেন। আশাসিন্ধু অর্থই গুরুর অসীম প্রেমসিন্ধু। সে সিন্ধুর একবিন্দুও যদি কেউ পরশ পায় তাহলে সে জীবন ধন্য ও মহৎজীবন। সাধকগণ প্রেমের আশায় প্রভু গুরুর চরণতলে ভক্তি আনত চিত্তে বসে থাকেন অটল ধ্যানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশেক

মাশুক রূপ গুরুর প্রেমিক ভক্ত হলেন আশেক। প্রথা-রীতি-লৌকিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যে ভক্ত গুরুকে আপনার চেয়ে আপনজন করে নিয়েছেন। আশেক আপন হৃৎকমলে গুরুর মাশুক তথা রাধিকা রূপের আলো জ্বালিয়ে স্বরূপ রূপে সদা সর্বদা দর্শন করেন। আশেক বিষয়কাম ও আসক্তিমুক্ত নিষ্কলুষ হৃদয় মানে শুদ্ধ দেলের অধিকারী। ফকির লালন এ আশেকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যেমন :

ধন্য আশেকি জন্য এ দ্বীন দুনিয়ায়
আশেক জোরে গগনের চাঁদ পাতালে নামায়
নাম জপে না কাম করে না
শুদ্ধ দেল আশোক দেওয়ানা
তাতে আমার শাঁই রাব্বানা
মদদ সদাই ॥
বিনা তেলে জ্বালায় বাতি
সূঁইয়ের ছিদ্রে চালায় হাতি
সদাই থাকে নিষ্ঠারতি
ঠাঁই অধাইয়ে রয় ॥

কিংবা,

মাশুক রূপ হৃৎকমলে
দেখো আশেক বাতি জ্বেলে
কিবা সকাল কি বৈকালে
দায়েমির নাই অবধারী
পড়ো রে দায়েমি নামাজ
এইদিন হলো আখেরি ॥

আশেক বিনে ভেদের কথা কে আর বোঝে

লালনতন্ত্রে ধ্যানযোগ, জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের অনেক উপরে প্রেমসাধনার ডোর। কল্পতরু স্ত্রীগুরুর কৃপাকণা ব্যতীত প্রেমভক্তি কখনো লাভ হয় না। প্রেমভক্তি অহেতুক, সাধু গুরুর কৃপাই তার একমাত্র হেতু। কামের যেখানে বিলয় সেখানেই প্রেমের উদয়। গুরুর দয়া-দাক্ষিণ্য অর্থাৎ প্রেমসিন্ধু দীনবন্ধুর কৃপায় এ মহার্যগুণ লাভ করা যায়।

সাধনভক্তি, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি প্রভৃতি নানা প্রকার ভেদ ভাব থাকলেও ভক্তিতত্ত্ব স্বরূপত একই। ভক্তির সাধন থেকে আরম্ভ করে প্রেমলাভ পর্যন্ত সাধকের ক্রমোন্নত অবস্থার এক একটি স্তরের নামানুসারে ভক্তিও নানা নামে বিভক্ত হয়েছে। প্রেমলাভ ভক্তমাত্রের চরম সার্থকতা। এমন প্রেম সাধক তথা আশেক ছাড়া প্রেমলাভ জগতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রহস্য আর কেউ বোঝে না। মাশুকরূপী গুরুর ভক্তরূপ আশেকের অবিরাম আকিঞ্চন তার দিব্যদৃষ্টি খুলে দেয়। ভক্ত নিজের অন্তরই আল্লাহ ও নবির হৃদয়কে লালন করে।

যে মুর্শিদ সে রসুলাল্লাহ
সাবুদ কোরান কালুল্লাহ
আশেকে বলিলে আল্লাহ
তাও হয় সে ॥

মুর্শিদের হুকুম মানো
দায়েমি নামাজ জানো
রসুলের এই ফরমান
লালন তাই রচে ॥

আশেকে উন্মত্ত যাঁরা

গুরুর প্রেমভক্তিময় সাধক আত্মহারা হয়ে যান সামাজিক-লৌকিক কটাক্ষ-ভর্ৎসনা আশেককে গুরুপ্রেম সুধা থেকে কিছুতেই বিরত পারে না। কাঠ মোল্লাতন্ত্রের শরিয়ত তার কাছে 'এহো বাহ্য' কারণ মাশুকরূপ গুরুকে হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়ে তাঁর চরণপদ্মের মধুপানেই তার অনাবিল আনন্দ। তাই শাঁইজি বলেন:

না মানে সে ধর্মাধর্ম
না মানে সে কর্মাকর্ম।
যার হয়েছে বিকার সাম্য
লালন কয় তার করণ সারা ॥

AMARBOI.COM

আশ্রি

সম্যক গুরুর চরণে অর্থাৎ তাঁর অখণ্ড সত্য দর্শনে মানসিকভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত ভক্ত। গুরুর দ্বারে আশ্রিত সাধক।

আসন শূন্য সিংহাসনে

মস্তিষ্কের দ্বিদল পদ্মের মধ্যে সম্যক গুরু তথা আল্লাহ লা-মোকায় সর্বদা বসবাস করেন। সেখানে দ্রষ্টারূপে তাঁর উপস্থিতি সর্বজীবে জায়মান। কিন্তু বাইরের চোখ দিয়ে তাঁকে দর্শন করা যায় না। সাধকের অন্তর্দৃষ্টিই কেবল আপন রবকে দেখার একমাত্র উপায়।

আসমান জমিন

কোরানে 'মাটি' শব্দটি মানবদেহের রূপক এবং 'আসমান' মনের রূপক শব্দ। দেহজগত বা বস্তুজগত হলো জমিন বা মাটি। মনোলোক বা রহস্যজগত হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসমান। দেহমনের এরূপ ধরা ও অধরা রূপকে কেন্দ্র করেই ফকির লালন শাঁইজির সৃষ্টিলীলা দ্বাপরলীলা চিরকালীন।

আসমানি আইন

গুরুর অসীম মনোজগত তথা প্রেমময় রহস্যলোকের সর্বকালীন বিধান। দেহনির্ভর চিন্তা বা মানবীয় আমিত্ব সমূলে উৎপাটন করে সর্বময় গুরুর গুণরাজি উদ্ধারের জন্যে ভাসমান থাকা। বিষয়মোহ থেকে মনকে ছুটিয়ে লা-মোকামে ঠাঁই গ্রহণের কঠোর সাধনা করা।

আসমানি চোর

রহস্যময় চোর। বাইরের বিষয়রাশির মোহ সঞ্চয় করে মনের ভেতর গোপন রাখার যে অজ্ঞান বা ধ্যানহীন অবস্থা। বিষয়গুলো জ্ঞানের সাথে গ্রহণবর্জন না করে মোহের সাথে গ্রহণ করা মানে চুরি করা। এ আসমানি বা মানসিক চুরির ফলে মানুষ সূক্ষ্মভাবে জন্মমৃত্যুর বন্ধনে বারবার জড়িয়ে যায়। মনের সেই অচেতন অবস্থাই দেহের মধ্যে আসমানি চোরের ভূমিকা। প্রজ্ঞাময় মনকে সব সময় ধরায় জন্য ওঁৎ পেতে আছে আসমানি চোর।

আসল নামাজ

আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজিত। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর নিদর্শন বা পরিচয়। কিন্তু মানুষ ও জিনের জন্যে আল্লাহর পরিচয় এবং সন্ধান মিলবে সেই নিদর্শন থেকে যাঁকে কেবলারূপে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। দুনিয়ার মানুষ ও জিনকে উদ্ধারের জন্যে তাদেরকে এরূপ কেবলা দান করা হয়েছে যেন উপলক্ষরূপে গ্রহণ করে তারা আল্লাহর পথযাত্রী হতে পারে। আল্লাহ্ থাকেন 'লা-মোকামে'। মনের আমিত্ব লা-মোকামের অন্তরায়। আমিত্ব বিনাশের প্রধান একটি ব্যবস্থা হলো কেবলার প্রতি আনুগত্য গ্রহণ করা। কেবলা দুনিয়ায় অবস্থান করেন না। তাঁর অধিষ্ঠান লা-মোকামে। তাঁতে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা করাই আসল নামাজ বা এবাদত। কেবলাকে দুনিয়ায় নিয়ে এলে তা আর কেবলা থাকে না। ধ্বংসাত্মক দুনিয়া থেকে নিরাপত্তার একমাত্র আশ্রয় কেবলা। কামেল মোর্শেদ অর্থাৎ সম্যক গুরুর চেহারা তাঁর বাহ্যরূপ। সম্যক গুরু রক্ত-মাংসের জীবমাত্র নন। কেবলার দিকে তাকিয়ে থাকা আল্লাহরই এবাদত। কেবলার দিকে মনোযোগ দেওয়া এবাদত। তাঁকে ভালোবাসা এবাদত। তাঁর দিকে যে কোনোরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধামূলক আকর্ষণ সবই এবাদতরূপে গণ্য। কেবলার দিকেই আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যায়। এবং তাঁতেই আল্লাহর বিকাশ হয়ে থাকে। আল্লাহকে সোজাসুজি গ্রহণ করা যায় না। এ কারণেই আল্লাহর প্রকৃত অনুসরণের জন্যে নবি-রসুলগণের অনুসরণ একান্ত ভাবে প্রয়োজন হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরূপে কোনো নবি বা রসুল, যাঁকে একান্তভাবে মানুষ গ্রহণ করে থাকে তিনি হলেন সেই মানুষের কেবলা। এরূপে 'নবি কেবলা' 'রসুল কেবলা' 'হুজুর কেবলা' 'মোর্শেদ কেবলা' ইত্যাদি কথাগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। বিপদে পড়ে মানুষ মুক্তির আশায় যেদিকে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে তাকিয়ে থাকে তা-ই কেবলা।

ধর্মের অনুগামী হয়েও আমরা 'দ্বীন'-এর পরিবর্তে 'দুনিয়া'কে গ্রহণ করে ফেলেছি অতি মাত্রায়। এজন্যে আমাদের বাস্তবমুখি কেবলা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারত, সৌদি আরব, চিন বা রাশিয়া। বিপদে তাদের কোনো একটির আশ্রয় না পেলে আমরা যেন মোটেই টিকে থাকতে পারবো না। এমন দুনিয়ামুখি ভাব অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে বিপদের কেবলা হয়েছে দাঁড়িয়েছে বস্তুশক্তি বা বিজ্ঞানপ্রযুক্তি শক্তি। অথচ বস্তুবাদের বিপদ থেকে আল্লাহতে আশ্রয় নেবার উপায় হিসেবেই ধর্ম বিধান অনুযায়ী কেবলা আমাদের গ্রহণীয় হয়ে থাকে।

সমগ্র জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে তথাকথিত নামাজের সময়ের জন্যেই যদি বাহ্যিক কেবলার প্রয়োজন হয়ে থাকে তা আসল কেবলা নয়, আসল নামাজ তো নয়ই, সম্পূর্ণ ভেজাল নামাজ। কারণ, 'কাবার দিকে মুখ ফিরালাম' বলে আনুষ্ঠানিক লোকদেখানো নামাজ পড়তে দাঁড়ালেই তা আদৌ গ্রহণযোগ্য কথা হতে পারে না যদি কাবাকে 'মসজিদুল হারাম' তথা সম্যক গুরু রূপে উল্লেখ করা না হয়। কারণ, কোনো ঘর বা বস্তুকে কেবলা করা যেতে পারে না। কাবার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহিমের যে উক্তিটি কোরানে আছে তাতেও দেখা যায় তিনি নিজেও কাবাকে কেবলা করেন নি।[১৫]

AMARBOI.COM

▌আসল বেনা

বেনা মানে রহস্য। সৃষ্টিবিলয় তথা জন্মমৃত্যুর রহস্য। প্রতিটি শ্বাস গ্রহণের সাথে জন্মের রহস্যের জড়িয়ে আছে এবং প্রতি প্রশ্বাসের ত্যাগের মধ্যে মৃত্যুর দৃষ্টান্ত লুকিয়ে রয়েছে। শাঁইজি সে রহস্য কথা বলেন এভাবে :

কে বানাইলো এমন রঙমহল খানা।
হাওয়া দমে দেখো তার আসল বেনা ॥

▌আসলে মিথ্যে

কামেল মোর্শেদকে কেবলা অর্থাৎ লক্ষ্যরূপে মানসিকভাবে গ্রহণ না করলে বাইরের মক্কা-মদিনা, কাশী, গয়া, বেনারস তথা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে আল্লাহর সন্ধান মিলবে না।

কা'বাঘর মক্কাতেই অবস্থিত। মসজিদুল হারাম মক্কায় অবস্থিত নয়। তাঁর অধিষ্ঠান মানব মনে।[১৬] এ উক্তিতে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে, কেবলা মনের মধ্যে গড়ে নিতে

১৫. কেবলা ও নামাজ ॥ সুফি সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা
১৬. কোরানের ॥ ১০ : ৮৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। তাতে কেবলার হাকিকত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেবলা পূর্ব থেকেই তৈরি করা কোনো বস্তু বা স্থান নয়। এটি বানিয়ে নিতে হয় গুরুমুখি আত্মিক সাধনার দ্বারা। গৃহে মানুষ অবস্থান করে। দুর্ভেদ্য একটি বিশেষ দুর্গ হলো মোমিনের মনের অবস্থান। দুনিয়া তার পশুশক্তিতে যতই শক্তিমান হোক, মোমিন ব্যক্তি তাঁর মনের পরিবেশে গ্রহণ করতে গেলেই কেবলা ভেঙে পড়বে। কাজেই মোমিন কখনো কোনো অন্যায় শক্তির অধীনতা মেনে চলতে পারেন না। এজন্যে মোমিন তাঁর নীতির দুশমনকে কখনো তাঁর নীতিভঙ্গ করে ফেলার অবকাশ দিতে পারেন না।

কোরান বলছেন, 'আমরা মুসা ও তাঁর ভাইয়ের (হারুন) প্রতি অহি করেছিলাম এই বলে যে, মিশরে তোমাদের কওমের জন্যে তোমরা গৃহের (বা বাসস্থানের) ব্যবস্থা কর। এবং তোমাদের গৃহগুলোকে কেবলা বানিয়ে নাও এবং সালাত দাঁড় কর এবং মোমিনগণকে সুসংবাদ দাও।'[১৭]

সারা মিশর দেশের লোকেরা ফারাও রাজশক্তিকেই তাদের কেবলা হিসেবে গ্রহণ করে তার প্রতি নতি স্বীকার করেছিল অর্থাৎ সেজদা করছিল। এজন্যে আল্লাহ হুকুম দিচ্ছেন, মিশরের মধ্যেই মিশরীয় রাজশক্তির ফেরাউনি পরিবেশের বহির্ভূত পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করার জন্যে। যাতে নিজেদের কওম নির্ভিক চিত্তে ইমানের নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতে পারে। যত বড় বিপদই এসে পড়ুক না কেন জীবন দিয়েও মনের নিরাপত্তার পরিবেশ যাতে বিনষ্ট না হয় সেরূপ বাসস্থান তৈরির প্রত্যক্ষ আদেশ দিচ্ছেন। এ আদেশ ইমান সৃষ্টির আদেশ। এ আদেশ সর্বকালীন।

এ রকম অবস্থান বা কেবলা ইমানের দুর্গ। এরূপ একটি অভেদ্য দুর্গ বা অবস্থান রচনা করেছিলেন হযরত হুসাইন (রা.) তাঁর অনুসারীদের জন্যে কারবালার প্রান্তরে। প্রাণের বিনিময়েও তাঁর সেই কেবলা নষ্ট হতে দেন নি। কারণ, কেবলা ব্যতীত সালাত ও জাকাত হয় না।

আমাদের অজ্ঞান অবস্থা এবং হাজার বছর ধরে এজিদি রাজতন্ত্র প্রভাবিত ভাবধারার নামাজ-হজ্বের গড্ডালিকা প্রবাহে ঘোরগ্রস্ত মুসলিম সমাজের বিভ্রান্তিপূর্ণ আচারকে ফকির লালন শাঁইজি তাই এমন করেই বলেন :

লালন ফকির আসলে মিথ্যে
ঘুরে বেড়ায় তীর্থে তীর্থে
সই হলো না এক মন দিতে
আসলে তা প'লো কম ॥

আসলে হলো না করণ

আপন রব তথা গুরুর আদেশ-নির্দেশ চরিতার্থ করাই মানবজীবনের আসল করণ। অথচ আমরা বাহ্য আচরণে আল্লাহ তথা গুরুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ হৃদয় দিয়ে

---

১৭. কোরানের ১০ : ৮৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সত্যকে গ্রহণ করে মুক্তসত্তার বিকাশ ঘটাতে চাই না। ক্ষণস্থায়ী এ জীবন আল্লাহর পরীক্ষাগার। কোরান বলছেন, 'আমরা জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যে।' মৃত্যু সম্বন্ধে জানা ও বোঝার কথা অনেক এবং তা অত্যন্ত গভীর। মৃত্যু আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন। মৃত্যুই কেয়ামত। কেয়ামতের মধ্যেই আল্লাহর ভয় প্রদর্শন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যত রকম বিষয়কে মানুষ ভয় করে থাকে তার মূল কারণ হলো জানের ভয় বা মৃত্যুভয়। ক্ষুধা-তৃষ্ণার ভয়, যুদ্ধ-বিগ্রহের ভয় ইত্যাদি সর্বপ্রকার ভয়ের মূলেই রয়েছে মৃত্যুভয়। আল্লাহ তা'আলা মৃত্যুর ভয় সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে।

সত্যকে বুঝে নেবার পরও মানুষ জীবনের ভয়ে অসত্যকে গ্রহণ করে থাকে। বিশেষ দু একজন ব্যক্তি ছাড়া আমরা সবাই জীবনের মায়ার জন্যেই সত্য ত্যাগ করে অসত্যকে স্বীকৃতি দিয়ে জীবনযাপন করে চলেছি। যে মুহূর্তে মানুষ সত্যকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করবে তখনই তার সামনে হাজির হবে 'কারবালা'। আর তখনই দেখা যায়, আমাদের মধ্যে হাজারে ৯৯৯ জনই এজিদের পক্ষ গ্রহণ করে তথা দুনিয়া সমর্থন করে জীবনযাপন চালিয়ে যাচ্ছি। মৌখিক নয়, কার্যত সত্যের স্বীকৃতি দান করাই হলো 'আল্লাহর দ্বীন' পালন করা। সবার জীবনেই কারবালা আছে। এতে 'হোসাইনের পক্ষ' সমর্থন করে মৃত্যুবরণ করলে সেই মৃত্যু মধুর চেয়েও মিষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন জ্ঞানী পুরুষগণ।

। আস্‌সালাতু মেরাজুল মোমেনিন

এটি হাদিসে রসুল। এ হাদিসের অর্থ হলো, 'সালাত মোমিনের মেরাজ'।

মানুষকে যে সব ইন্দ্রিয়নুভূতি দেয়া হয়েছে সেগুলো বস্তু নির্ভর দেহগত পার্থিবতার সীমা ডিঙিয়ে আধ্যাত্মজগতে বা রহস্যজগতে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত সত্য অনুভবই সম্ভব হবে না। সে পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারলে জান্নাত লাভ হয় না। জান্নাত লাভের সহজতম পথ হলো জেহাদ অর্থাৎ মানবীয়-যৌন প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করে অকাতরে জীবন উৎসর্গ করা তথা পরিশুদ্ধি লাভ করা।

যারা গুরুর নির্দেশিত ধারায় জীবন-যাপন করতে নারাজ, এমন ধরনের সাধারণ মানুষকে কোরানে 'পশুর মতো' বলা হয়েছে। কারণ নিম্নস্তরের মানুষের যে সব ইন্দ্রিয়ানুভূতি রয়েছে তা পশু থেকে অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়ার বাইরের বিষয়ের সঙ্গে নিজ ক্ষমতায় কোনো সম্বন্ধ রাখতে পারে না। কাজেই তাদের ইন্দ্রিয়াদি পশুর ইন্দ্রিয়াদি থেকে অনেক উন্নত। এরাও কার্যত একই ধরনের জৈবিক জীবনযাপন করে। উভয়ই দুনিয়ায় আবদ্ধ জীব।

ব্যতিক্রম শুধু এতোটুকু যে, মানুষ এ ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যক্রমের সীমা গুরুর বিশেষ অনুগ্রহে দুনিয়ার বাইরে রহস্যালোকে বিস্তৃত করতে পারে। আর পশুকে দুনিয়ার বাইরে সম্প্রসারিত করার মতো ব্যবস্থা করা হয় নি। অসীম উৎকর্ষ লাভের এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও যে মানুষ দুনিয়ার সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়েই থেকে যায় তাকে পশু থেকে শ্রেষ্ঠ বলা চলে না। কেননা উভয়ই দুনিয়ার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। মানুষ বুদ্ধিমত্তায় পশু থেকে উন্নতমানের হওয়া সত্ত্বেও তার বুদ্ধিমত্তা গুরুরূপী আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলতে রাজি নয়। কাজেই সে বিভ্রান্ত, কেননা আপন চিন্তার জাল থেকে মুক্ত হতে পারে নি। অন্যদিকে পশুর বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। যেহেতু পশুকে সীমা ডিঙিয়ে যাবার কোনো রকম সম্ভাবনা দেওয়া হয় নি। এজন্যে পশুর নফস বিভ্রান্তির মধ্যে যেতে পারে না।

অপরপক্ষে মানুষ তার নিজের দুর্বল ইন্দ্রিয় নির্ভর দুনিয়ার 'আমিত্বে' বন্দি আবদ্ধ থাকলেই তাকে সাধুশাস্ত্রে বিভ্রান্ত ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয় এবং জান্নাতের অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়। মহাজনের সহায়তায় মানুষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সীমা ডিঙিয়ে যদি উপর উঠতে না পারে তাহলে তাকে জান্নাতে অর্থাৎ গুরুর জ্ঞানবলয়ে দাখেল করে নেওয়া হয় না। এতো বোঝা যায়, কতো অল্প পরিমাণ লোক জান্নাতবাসী হয়ে থাকেন। কোটির মধ্যে গুটি পরিমাণ মাত্র।

গুরুর চরণাশ্রিত সাধক, যারা এ সীমা ডিঙিয়ে যান এবং রহস্যলোকে বিচরণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁরা 'মোমিন' অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। মোমিনের মেরাজ হলো দায়েমি সালাত তথা সার্বক্ষণিক ধ্যান। সালাতের সাহায্যে তাঁরা রহস্যলোকে আত্মিক ভ্রমণ করে থাকেন। তাই হাদিসে রসুল বলছেন 'আসসালাতু মেরাজুল মোমিনিন' অর্থাৎ 'সালাত মোমিনের মেরাজ'। 'মেরাজ' অর্থ দর্শন করা, চেতনার উর্ধ্বলোকে অধিরোহণ করা, অতীন্দ্রিয় রহস্যরাজ্যে প্রবেশ করা।

AMARBOI.COM

আহকাম

গুরুর আদেশ-নির্দেশ অর্থাৎ ধর্মবিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করার প্রক্রিয়া প্রয়োগ করাই আহ্কাম। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে আগত বিষয়রাশির উপর সালাত প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের মোহ ত্যাগ দ্বারা সত্যকে দর্শন করাই গুরুর করণ। দেহমনের মোহত্যাগ করার ভেতর দিয়ে পর্যায়ক্রমে জ্ঞানের বন্ধ দুয়ার ভেতর থেকে খুলে যায়। পরিণামে সাধক গুরুগুণে গুণান্বিত হয়ে মহাপুরুষে উন্নীত হয়ে যান।

আহ্মদ

মহাশক্তিশালী সর্বজননী ও সর্বকালীন একজন মোহাম্মদ। অখণ্ড আহাদ বা প্রকৃতির মধ্যে বিষয়মোহের বন্ধনমুক্ত একজন মুক্তপুরুষ যিনি মনে-মস্তিষ্কে মহাশূন্য তথা মোহশূন্য, নিরপেক্ষ গুরু। আহাদে 'মিম' যুক্ত হলে 'আহ্মদ' হয় । 'মিম' নূরে মোহাম্মদির প্রতীক চিহ্ন। যিনি আহাদ জগতে আত্মদর্শনের ধ্যানশিক্ষা দিয়ে মোহাম্মদ সৃজন করেন তিনিই আহ্মদ। প্রতিষ্ঠিত মোহাম্মদি প্রশংসার মূলাধার। আল্লাহ তথা আপন শক্তিমান গুরুর নামই আহ্মদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহাদ আর আহমদের বিচার হলে যায় জানা

আরবি কোরানে 'আলিফ', 'হে' ও 'দাল' হরফ দিয়ে গঠিত 'আহাদ' শব্দটি গভীর ও ব্যাপক অর্থবোধক। 'আহাদ' অর্থ অখণ্ড প্রকৃতি তথা নারী, অর্থাৎ সৃজনশীল বা বর্ধনশীল জগত। বস্তুজগত, জীবজগত, মনুষ্যজগত এবং মনুষ্যজগতের অন্তর্গত স্বর্গ-নরক সবই আহাদ। অখণ্ড সৃষ্টি জগতই এক কথায় আহাদ জগত।

এ অখণ্ড আহাদের মধ্যে সালাত তথা ধ্যানকর্মের সাহায্যে বিষয়মোহের বা সংস্কাররাশির উপর ভাসমান থেকে জীবদ্দশায় দেহমনের চাহিদামূলক আকর্ষণ জাল ছিঁড়ে যে সাধক মুক্ত মহাপুরুষ হয়ে যান তিনি মোহাম্মদ। 'আলিফ', 'হে', 'দাল'-এর তথা আহাদের মধ্যে যখন 'মিম' তথা 'মোহাম্মদ' সংযুক্ত হন তখন সাধক স্বয়ং আহমদ হয়ে ওঠেন। 'আহমদ' অর্থ আহাদ জগতের বিষয় নির্ভরতা ছেড়ে যিনি বন্ধনমুক্ত পরম পুরুষসত্তা হয়ে গেছেন। এ আহমদ সত্তাই 'মোহাম্মদ' সৃষ্টির গুরুজন। তিনি স্বাধীন, স্বনির্ভর, লা-শরিক। এ জন্যে আহমদসত্তা মনে কোনো বিষয়মোহের জন্ম দেন না, পুনঃজন্ম নেবার মতো মোহ তিনি ধ্বংস করে ফেলেন বিধায় জন্মমৃত্যুর উপর তিনি বিজয়ী মহাবীর। তিনি নূর মোহাম্মদ অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষদের জননী। মানবজীবনের উচ্চতম পর্যায় হলো এ আহ্‌মদ স্তর। তাই তাঁর কাছে অর্থাৎ আল্লাহরূপী আহ্‌মদের কাছেই রয়েছে আল-কেতাবের মা। এ পর্যায় কোনো একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বযুগেই অজ্ঞান মানুষকে পথ দেখাবার জন্যে তিনি উপস্থিত আছেন। তিনি সব সিদ্ধ পুরুষের উৎপত্তি স্থল। এ আহমদি আল্লাহর পরিচয় কোরানে আছে। যা ফকির লালন শাহ রূপক ভাষায় ব্যক্ত করেন।[১৮]

আহাদ ও আহমদের এ সূক্ষ্ম লীলারহস্য আপন রবের তথা গুরুর কাছ থেকে জানতে পারলে আল্লাহর আহাদ পরিচয় তথা আকারগত পরিচয় এবং আল্লাহর নিরাকারগত তথা লা-শরিক পরিচয় পরিপূর্ণভাবে জানা যাবে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার অখণ্ড পরিচয়জ্ঞান লাভ করলে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরত্ব সামগ্রিক সত্য অর্থে প্রতিপাদিত হয়। ফকির লালন জীবন্ত কোরান তথা 'আহ্‌মদ' বলেই এ রহস্য ব্যক্ত করেন আয়াসে। যথা:

আহাদ নামেতে দেখি
মিম হরফ লেখে নফি,
মিম গেলে আহাদ বাকি
আহ্‌মদ নাম থাকে না ॥

খুদিতে বান্দার দেহে
খোদা সে লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসায়ে
আহ্‌মদ হলো সে না ॥

---

১৮. *সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরান দর্শন, ৩য় খণ্ড ॥ সূরা এখলাস ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স, ঢাকা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পদের অর্থ বুঝে
করো জ্ঞান বসবে ধড়ে
কেউ বলবে লালন ভেড়ে
ফ্যাকড়ামো সই বোঝে না ॥

আহাদ আহমদে এক লায়েক

অখণ্ড সৃষ্টি জগতই আহাদ। এ আহাদের সাহায্য-সহযোগিতায় আহ্মদ প্রকাশিত হন। আহাদের অস্তিত্বে একক রূপে বিরাজমান নিত্য স্বরূপ বা চরম পরম চেতনালোক হলেন মোহাম্মদ তথা আহ্মদ। অখণ্ড আহাদের সাথে মোহাম্মদ যখন অখণ্ড স্বরূপে নিমগ্ন হন বা সংযুক্ত হন তখন তিনি আহ্মদ অর্থাৎ মোহাম্মদ সৃষ্টিকারী মহাপুরুষ।

আহা মরি

প্রশংসানীয়। অনিন্দ্য সুন্দর। চমৎকার। আ-মরি। গুরুর প্রতি ভক্তের যে আত্মহারা নিবেদন, গুরু বিনে তার সব বিষয়ে বিরাগ, গুরুর সন্তুষ্টি বিনে তার সব কিছুতে আত্মসংযম, গুরুকে পরম পতিরূপে লাভের বাসনায় সংসার-সমাজের সব প্রথা, কুলাচার ছেড়ে মানসিক ভাবে সর্বহারা হয়ে যাওয়া ভাব। এমন অতি উচ্চ ত্যাগের ধর্ম অর্থাৎ 'ফানা ফিল্লাহ হাল'-একেই কৃষ্ণরাধা সমন্বয়রূপে সর্বকালীন দ্যোতনায় রঞ্জিত করেন ফকির লালন শাঁই। ভোগাসক্ত জগতবাসী এমন অপার্থিব প্রেমোম্মাদনা দেখে বলে আহা মরি। আমিত্ব ত্যাগ করে যিনি পরম শুদ্ধসত্তা লাভ করেন তাঁর ভাব সর্বদা আহা মরি অর্থাৎ অনিন্দ্য সুন্দর হয়েই থাকে।

আহাম্মক সবে

প্রতিদিন পাঁচ বেলা নামাজ পড়ে এবং বছরে একমাস রোজা রেখে বেহেস্তে যাওয়া যাবে–আব্বাসী ও উমাইয়া রাজদরবার প্রবর্তিত এ বিকৃত মতবাদ যাচাই না করে যারা লোক দেখানো নামাজ-রোজা সেরে মনে মনে আনন্দ লাভ করে থাকে ফকির লালন শাহ সরাসরি এদের আহাম্মক তথা নির্বোধ বলছেন :

বেহেস্তের লায়েক আহাম্মক সবে।

কারণ এ বেহেস্তলোভী নামাজিরা সম্যক গুরু তথা মোমিনের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর নির্দেশমত ধর্মকর্ম পালন করে না। নিছক অনুষ্ঠানবাদী ধর্মাচার প্রতারণামূলক ও কপটতাপূর্ণ। এরূপ ধর্মপালন আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। যারা ধর্মপালন বিষয়ে মোমিনের অধীনে পরিচালিত না হয়ে বেতনভোগী কাঠমোল্লাদের দ্বারা চালিত তাদের সব ধর্মকর্মই আল্লাহর প্রতি প্রবঞ্চনামূলক। নফস শুদ্ধ করাই ধর্ম পালনের মূল লক্ষ্য, বেহেস্ত লাভ নয়। মোমিন ব্যতীত কেউ আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থাপত্র দান করলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা আল্লাহর নিকট অগ্রাহ্য। কারণ তাতে দেহের ভেতর গোলযোগ সৃষ্টি হয় এবং পরে তা সমাজ জীবনে সংক্রমিত হয়। উপস্থিত কোনো মোমিনের নেতৃত্ববিহীন অনুষ্ঠানবাদী ধার্মিকদের ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী রূপেই সম্যক জ্ঞানীগণ দেখে থাকেন। যদিও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীরা নিজেদেরকে তেমন মনেই করতে পারে না। দেহের মধ্যেই পাপপূণ্যের অবস্থান। ভালোমন্দ বদ্ধমূল হয়ে বেহেস্ত-দোজখ রচিত হয় মস্তিষ্কের মধ্যে। পরে তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। উপস্থিত সম্যক গুরুর নেতৃত্ব ব্যতীত মানবজীবন জাহান্নাম ডিঙিয়ে জান্নাত বা বেহেস্তের সীমা পার হয়ে অভিপ্রেত লা-মোকামের গন্তব্যে পৌঁছতে পারে না। বেহেস্ত বা জান্নাত মধ্যবর্তী পর্যায়, এটি মানুষের পরম চাহিদা হতে পারে না।

লা-মোকাম মানবজীবনের চরম গন্তব্য এবং সেটাই মুক্তির স্তর। এরূপ চরম পর্যায়প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত অনন্ত ভ্রমণের বিশ্রাম নেই। জান্নাত বা বেহেস্ত পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তির অবস্থান নয়। এমন স্তর গুরুর আশ্রয়ে ইমান ও সৎ আমল অর্জনের উপযুক্ত ও জ্ঞানময় অবস্থান। সুখদুঃখ সম্বন্ধে জাগ্রত অবস্থা। এখানে সুখ অপেক্ষা স্বস্তির আনন্দ বেশি পাওয়া যায়। কাজেই ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তির পরিবর্তে বেহেস্তের ফলভোগের আশা যারা করে তারা বোকা বা আহাম্মক ছাড়া আর কী হতে পারে?

প্রাকৃতিক মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ না করতে পারলে অর্থাৎ লা-মোকাম পর্যন্ত সাধনা দ্বারা পৌঁছাতে না পারলে মানুষ মৃতের জগতে বাস করে। এবং বারবার জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে বন্দি হয়ে পড়ে।

নবি-রসুল-মহাপুরুষদের থেকে আল্লাহর যে সব বাণী প্রকাশ হয় তা সন্দেহের অতীত। সাদেকগণ ছাড়া এ আহ্বানে সাড়া দেবার শক্তি কারো নেই। কাজেই জনগণের উচিত জাহান্নামের আগুনকে ভয় করা। মানবীয় অহম তথা 'আমি ও আমার'—এমন মানসিকতাই জাহান্নাম। এ জাহান্নামের আগুন শেরেক রূপে সঞ্চিত হয়ে মানুষের মধ্যে ভরপুর হয়ে থাকে। এবং বস্তু জগতকে স্তূপীকৃত করে তোলে। বস্তুমোহের শেরেফ সঞ্চিত হয়ে জীবন-জগত ভারাক্রান্ত হয়। সত্যের উপর আবরণ দানকারীই কোরানের ভাষায় কাফের। এ কাফেরদের জন্যেই শেরেকের সংখ্যা বৃদ্ধি হতেই থাকে। কোরান বলছেন,[১৯] 'গুরুর প্রতি বিশ্বাস অর্জন এবং সৎকর্ম করলে মানুষের জন্যে জান্নাত রয়েছে যার তলদেশ থেকে জ্ঞানের উৎস প্রবাহিত হয়। মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যেই জান্নাতের উদয় হয় এবং জান্নাতকে ধরে রাখে।' লা-মোকাম বা মোকামে মাহমুদায় মুক্তির চূড়ান্ত স্তরে উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জান্নাত মধ্যবর্তী স্তর। মুক্তির লক্ষ্যে জান্নাতও ত্যাগ করতে হয় সাধককে। কেননা জান্নাতেও জাহান্নামের দুঃখকষ্ট রয়েছে। জগতবাসীর দুর্ভাগ্য, মধ্যযুগের উমাইয়া রাজারা নিজেদের ধর্মদ্রোহী শাসনকে বৈধতা দেবার জন্যে রাজ দরবারের বেতনভোগী

১৯. সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরান দর্শন ১ম খণ্ড ॥ সূরা বাকারাস ২১-৩০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেম পণ্ডিতদের দিয়ে এমন সব বিধি-বিধান প্রচলন ও শক্তি প্রয়োগের দ্বারা সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে গেছে যা মোহাম্মদি ইসলামের মূলনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ সে রাজারা নেই, কিন্তু আমাদের বাপ-দাদাদের অজ্ঞতা ও বংশ পরম্পরায় তা এখনো চলছে। ফকির লালন শাহ্ এ রাজসিক ধর্মাচারকে অসার জেনেছেন তাই প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করছেন। কোরানের প্রকৃত মোহাম্মদি তফসির দিয়ে সদ্‌গুরু সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী সেই বিদ্রোহকে সত্যায়িত করেন।

আহ্লাদিনী

মহাগুরুর ত্রিশক্তির প্রথমটি এ আহ্লাদিনী শক্তি। সাধনার দ্বারা সাধকদেশ তথা সাধুদেহের প্রকাশ হয়। এমন সালাতি ব্যক্তি শুধু এ গুরুর এমন শক্তি দর্শনই করেন না, নিজেই তাঁর মূর্তিমান প্রকাশ হয়ে ওঠেন। অতি উচ্চাঙ্গ মানের সাত্তিক পুরুষ গুরু জীবাত্মা, ভূতাত্মা, আত্মারাম স্তর অতিক্রম করে যখন আত্মরামেশ্বর অর্থাৎ পরম মোহাম্মদি গুণে গুণান্বিত হন তখন তাঁর শক্তি হ্লাদিনী শক্তি। রসামৃত আস্বাদন তাঁর আহার্য, মধুর ভাব তাঁর ভাবময় জগৎ। মস্তিষ্কের উজ্জ্বল স্থান সহস্র দলপদ্ম থেকে কণ্ঠে ষোড়শ দলপদ্মে তিনি যাতায়াত করেন। ভাষার মাধ্যমে আহ্লাদিনী শক্তি প্রকাশ করা দুঃসাধ্য।

AMARBOI.COM

আহার

শুধু স্থূল খাদ্যগ্রহণকে সাধু শাস্ত্রে 'আহার' বলে না। সাতটি ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে যতো বিষয়াশয় মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তা ভোগ করাকে সাধুগণ আহার বলে থাকেন। গুরুভক্ত উন্নত পর্যায়ের মানুষ, যাদের ভালো-মন্দ জ্ঞান আছে তারা হালাল এবং পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করে। নিষিদ্ধ খাদ্য বাদে অন্য সব খাদ্য বৈধভাবে উপার্জিত বা সংগৃহীত হলে তা হালাল খাদ্য। গুরুভক্ত ইনসান হালাল ভোগ করে থাকে কিন্তু পবিত্র ভোগ করে না।

উপভোগকেই সাধুগণ পবিত্র ভোগ বলেন। একমাত্র আল্লাহর তথা গুরুপথের সাধকগণই 'পবিত্র ভোগ' করে থাকেন। যিনি পবিত্র থেকে সব কিছু ভোগ করে থাকেন তিনি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়ে গেছেন। এমন ব্যক্তিই সত্যদ্রষ্টা তথা মোমিন। 'দায়েমি সালাত' অর্থাৎ সার্বক্ষণিকভাবে সালাতের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা ব্যতীত বা বিষয়াশয় পবিত্র করে উপভোগ করা যায় না। কারণ চঞ্চলমতি শয়তান মন পবিত্র উপভোগ গ্রহণে বিমুখ হয়ে থাকে।

আড়িগুড়ি

সম্যক গুরুর দেখিয়ে দেয়া আত্মশুদ্ধির পথে চলতে অনীহাবোধ। সব সময় বিষয় বা নারীমোহের লোভাতুর আকর্ষণে চিত্তকে জড়িয়ে রাখার স্বভাব ছাড়তে না চাওয়া। চিত্তশুদ্ধির কর্মে অলস ব্যক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়ে পাহাড় লুকায়

দেহের আড়ালে মন ঢাকা পড়ে যায়। বস্তুজগতের বাহুল্যে আধ্যাত্মজগত আড়াল থেকে যায়। মানবীয় আমিত্বের আড়ে গুরুসত্তা ঢাকা পড়ে থাকে। চুলের কারণে যেমন মানুষের মাথা-চেহারা ঢাকা পড়ে তেমনই বিষয়মোহের আকর্ষণে মানুষ সত্যকে চাপা দিয়ে মিথ্যের মধ্যে ডুবে যায়। অথচ সত্য দিয়েই মানবসত্তা গঠিত। কিন্তু অন্তর্মুখি না হয়ে বাইরে বাইরে সে সত্য খুঁজে খুঁজে বিভ্রান্ত হয়। আপন দেহের মধ্যে আল্লাহর অসীম জ্ঞান প্রত্যক্ষ না করে বাইরের অনুষ্ঠানবাদী স্থূলতাকে সে ধর্মসাধনা বলে মনে করে সে কঠিনতর দুঃখে পতিত হয়।

আয় কে যাবি পারে

এ দুঃখ-জ্বালাময় সংসার বেড়ি থেকে বের করে মুক্তির দেশে নিয়ে যেতে দয়াল গুরু তথা আল্লাহ মানুষের রূপ ধরে আমাদের সাহায্য কর্তা ও পরিত্রাতা হয়ে আগমন করেন। তাঁর নামের দোহাই দিয়ে জীব দয়া লাভের যোগ্য হয়। এমন দয়ার অবতার আর কে আছে? ভক্তকে তিনি বিষয়মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন কোনো ফলপ্রাপ্তির লোভে নয়, ভক্তের মুক্তিস্বাদেই তাঁর আনন্দকল্যাণ। পাপী-তাপী অধম মানবসমাজ তবু মুখ ফেরায়, অকৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে। কিন্তু গুরু বড় দয়াল। কাউকেই তিনি ঘৃণা করেন না। মার খেয়েও তিনি দু হাতে প্রেম বিলিয়ে যান। জীব যে দুঃখে আছে তা তিনি জানেন। জীব না বুঝলেও তিনি তো সর্বজ্ঞাতা। তাই তিনি মহাপ্রেমিক গুরু দয়াবান। ভক্ত তাই মানুষকে গুরুর অসীম দয়া লাভের জন্যে আহ্বান জানায় :

আয় কে যাবি পারে।
দয়াল চাঁদ মোর দিচ্ছে খেওয়া
অপার সাগরে ॥

আয় গো যাই নবির দ্বীনে

সর্বকালে নবির বংশধরগণ রসুল, অলি আল্লাহরূপে সশরীরে বিরাজ করছেন। সম্যক গুরুরূপে জীবকে বিষয়মোহ-বন্ধন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশনা দিয়ে চলছেন। ফকির লালন শাঁইজি ডাকছেন আমাদের উদাত্ত স্বরে :

আয় গো যাই নবির দ্বীনে
নবির ডাঙ্কা বাজে শহর মক্কা-মদিনে ॥

মক্কা-মদিনে কোনো স্থানে বা কালে সীমাবদ্ধ নয়। গুরুর দেহটি হলো মক্কা এবং তাঁর মনোজগত হলো মদিনা। অর্থাৎ বস্তুজগত ও রহস্যজগতে তাঁর ডাঙ্কা অবিরাম বেজেই চলছে। আমরা 'গুপ্তপথ' তথা প্রেম ভক্তিযোগে তাঁর মহানগরে যেন সত্যের সন্ধানে প্রবেশ করি সেজন্যে তিনি মাওলা আলীকে তার দরজা অর্থাৎ প্রবেশ পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানিয়ে রেখেছেন। যার যেমন মনের চাহিদা সে তেমনই ধন এখান থেকে লাভ করে থাকে। এ ধারা সর্বকালীন এবং সর্বজনীন।

আয়াত

পরিচয়, চিহ্ন, নিদর্শন, বিদর্শন বা বিশেষ দর্শনকে 'আয়াত' বলে। আরবি 'আয়াত' শব্দ দ্বারা একটি বারের জন্যেও কোরানের কোনো বাক্যকে বোঝানো হয় নি। এ রকম অর্থ রাজতান্ত্রিক পণ্ডিতেরা চালু করে গেছে। দীর্ঘকাল তার প্রভাবে সমাজও কোরানের বাক্যকে 'আয়াত' বলে ধারণা করায় মানুষের বোধগম্যতার স্বার্থের শাঁইজি এ শব্দটি ব্যবহার করেন।

আয় না মনে খাঁটি হয়ে

বিষয়মোহে মন জড়িয়ে রাখাই অপবিত্র বা ভেজাল অবস্থা। মানুষের নিজের ইচ্ছায় কখনো পবিত্র হতে পারে না। এজন্যে কোরান বলছেন, 'সাইদান তাইয়্যিবান' অর্থাৎ পবিত্র মানুষ একজন কামেল মোর্শেদ বা সদগুরুর সংস্পর্শ এসে তাঁর পরশ দ্বারা মাথা ও হাত মুছে ফেলার জন্যে[২০]। একেই কোরানে 'তায়াম্মুম' বলা হয়েছে। 'অজু' কথাটি কোরানে কোথাও নেই, আছে তায়াম্মুম। আমাদের মাথা চিন্তা-চেতনায় প্রতীক এবং হাত আমাদের কর্মশক্তির প্রতীক। আমাদের মানবীয় আমিত্ব বিলোপ করেই সত্যসন্ধানী হবার আহ্বান জানাচ্ছেন গুরু লালন শাঁইজি। মনে গুরুর স্মরণ-সংযোগ করাই 'লা' অর্থাৎ মহাশূন্যতার বিস্তার। রহস্যজগতে অর্থাৎ আধ্যাত্মজগতে প্রবেশ করার প্রথম শর্ত দেহের বন্ধন তথা বস্তুর বন্ধন ত্যাগ করে আসা। বস্তুবাদের মোহে পড়ে থাকাই মনের অপবিত্র অবস্থা। আর গুরুময় ভাবে স্থির থাকাই পবিত্র মনের খাঁটি অবস্থা।

আয়না মহল

দুটো চোখ দিয়ে আমরা বাইরে স্থূলবস্তুর রূপে যা কিছু দেখি ভেতরের মূলসত্তায় তৃতীয় চোখ দিয়ে তার চেয়েও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জগত-মহাজগত দেখার যে স্থান তাকে শাঁইজি রূপক ভাষায় 'আয়না মহল' বলে আখ্যায়িত করেন। সম্যক গুরুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আয়না মহলের দেখা কেউ কখনো পায় নি, পাবেও না। এক কথায় মোমিন ব্যক্তির অন্তর আয়নার মতো স্বচ্ছ মহল অর্থাৎ ঘর। যে কোনো বিষয় অবহিত হতে তাঁর মাত্র আড়াই সেকেণ্ড সময় লাগে।

আয়ু থাকতে আগে মরা

প্রচলিত ভোগবাদী রাষ্ট্রীয় ধর্মাচার দিনে ৫ বার আল্লাহর কাছে আয়ু, অর্থ, যশ, সুখ ও সাচ্ছন্দ্য চায়। অথচ আল্লাহর রসুল যে বিধান রেখে গেছেন তাতে মরার আগে

২০. সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ কোরান দর্শন ১ম খণ্ড ॥ ৪ : ৪৩ এবং ৫ : ৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরা তথা 'মুতু কাবলা আন্তা মউত'ই সত্যলাভের মূলভিত্তি। কোরানে নির্দেশিত সালাতের চরম উদ্দেশ্য হলো, মানবীয় আমিত্ব আল্লাহর ইচ্ছের নিকট পরিপূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দেওয়া, যাকে আমরা 'ফানা' বলে থাকি। ফানা সালাতের তৃতীয় স্তর। ফানা হয়ে গেলে গুরুর স্থায়ী সংযোগ হয়ে যায়। কোরানে বর্ণিত আছে 'আকিমুস সালাতা লি জিক্‌রি' অর্থাৎ 'আমার স্মরণ এবং আমার সঙ্গে সংযোগের জন্যে সালাত দাঁড় কর।'[২১]

প্রথমে স্মরণ, তারপর সংযোগ। প্রথম ধাপই হলো উপস্থিত সম্যক গুরু তথা 'সৎ'-এর প্রতি মনোনিবেশ করা, একাকী অবস্থায়ও গুরুময় ভাবে বিরাজ করা। দ্বিতীয় পর্যায়ে করতে হয় 'আমলে সালেহা' অর্থাৎ আমিত্বের বিনাশনে সৎচিন্তা, সৎকর্ম করা অর্থাৎ গুরুর চেতনা প্রবাহে নিজেকে বিলীয়মান করে তাঁর কর্মকে আত্মকর্মে উত্তীর্ণ করে তোলা। এ দুই পর্যায়ে হলো তৃতীয় পর্যায়ের যোগ্য হয়ে ওঠার জন্যে সত্য সাধকের মহড়া। ধ্যানের তৃতীয় স্তর হলো 'ফানা ফিল্লাহ্' মোকাম হাসিল করা। ইন্দ্রিয় রিপুর শক্ত বন্ধন ভেদ করে অতীন্দ্রিয় চেতনার প্রতিষ্ঠা। এ স্তরে পৌঁছালে মানুষ নিজের আমিত্বের গণ্ডী থেকে মুক্তি লাভ করে। যা কিছু করে তাতেই আল্লাহর ইচ্ছাকৃত রূপ ছাড়া মানবীয় স্বরূপের প্রকাশ তাতে থাকে না। আল্লাহর রাহে নিজেকে নিঃশেষিত করে দিয়ে কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, The Great emptiness condition of mind, The Stage of Higher Mind.

AMARBOI.COM

২১. *সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরান দর্শন ২য় খণ্ড ॥ ২০ : ১৪১*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ই

ইন্তেজারি

কারো উপর নির্ভর করা, কারো মুখাপেক্ষী হওয়া, কারো জন্যে অপেক্ষা করা মানে ইন্তেজারি। গুরু ছাড়া সাধক বস্তুজগতের ইন্তেজার করেন না। বস্তুবাদী ভাবধারার মুখাপেক্ষী তিনি কখনো থাকেন না। সাধক দিনের চব্বিশ ঘণ্টার সব চিন্তা, কর্ম ও অবসরে আপন গুরুর ইন্তেজারে নিয়োজিত থাকেন জাগ্রত তথা প্রজ্ঞাময় প্রহরীর মতো।

AMARBOI.COM

ইন্দ্রিয়

রাজসিক অহঙ্কার থেকে দশ ইন্দ্রিয়ের জন্ম। তার মধ্যে পাঁচটি জ্ঞান ইন্দ্রিয় এবং পাঁচটি কর্ম ইন্দ্রিয়।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা ও চর্ম– এ পাঁচটি জান-ইন্দ্রিয়।

বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ– এ পাঁচটি কর্ম–ইন্দ্রিয়।

চক্ষু অর্থ চোখ, কর্ণ অর্থ কান, নাসিকা অর্থ নাক, জিহ্বা অর্থ জিভ, বাক অর্থ মুখ, পানি অর্থ হাত, পাদ অর্থ পা, পায়ু অর্থ মলদ্বার এবং উপস্থ অর্থ লিঙ্গ।

চক্ষু : দর্শন–ইন্দ্রিয়, ইনি আলো-অন্ধকার দর্শনগুণ জ্ঞান করেন।

কর্ণ : শ্রবণ ইন্দ্রিয়, ইনি ধ্বনি শব্দ, ইত্যাদি শ্রবণ জ্ঞান করেন।

নাসিকা : ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় : ইনি সুগন্ধ-দুর্গন্ধাদি গন্ধ জ্ঞান করেন।

জিহ্বা : স্বাদ ইন্দ্রিয়, ইনি তিক্ত-মিষ্টাদিগুণ জ্ঞান করেন।

চর্ম : স্পর্শ-ইন্দ্রিয়, ইনি শীত গ্রীষ্মাদি স্পর্শগুণ জ্ঞান করেন।

বাক : বাক ইন্দ্রিয় (বাগেন্দ্রিয়), ইনি কথা বা বাক্য উৎপাদন কর্ম করেন।

পানি : ধারণ-ইন্দ্রিয়, ইনি দ্রব্যাদি ধারণ কর্ম করেন।

পাদ : গমন-ইন্দ্রিয়, ইনি গমনাগমন কর্ম করেন।

পায়ু : পয় ইন্দ্রিয়, ইনি মলাদি ত্যাগ কর্ম করেন।

উপস্থ : যৌন ইন্দ্রিয়, ইনি শুক্র-মূত্রাদি ত্যাগ কর্ম করেন।

লিঙ্গ দু পকার। যথা : পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। পুংলিঙ্গ পুরুষের লিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ নারীর যোনি।

যে সব অঙ্গ বা শক্তিদ্বারা পদার্থের বা বিষয়ের উপলব্ধি জন্মায় এবং কর্মসাধন করা যায় তাদের 'ইন্দ্রিয়' বলে। ইন্দ্রিয় মোট চৌদ্দটি। যথা : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, চিহ্বা

ও ত্বক- এ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ- এ পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত- এ চারটি অন্তরেন্দ্রিয়।

মন সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক এবং কেন্দ্র। ইন্দ্রিয়গুলো মনের প্রবেশ পথ বা মনের দরজা। ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে মন-মস্তিষ্কে বিষয়ের মোহ প্রবেশ চঞ্চলতা তৈরি করে। নিম্নাঙ্গের তিনটি ইন্দ্রিয় যথাক্রমে পা, পায়ু ও লিঙ্গ- এ তিনটি বাদে বাকি সাতটি উচ্চাঙ্গের ইন্দ্রিয়কে কোরানে 'সপ্তম মাশানি' বলা হয়েছে। এ সপ্তম মাশানি থেকে কোরান প্রকাশিত হয়ে থাকে। দ্রষ্টব্য ১৫ : ৮৭-৮৮ এবং ৩৯ : ২৩। যেমন :

৮৭. এবং নিশ্চয় আমরা তোমাকে দিয়াছি মাশানি হইতে সাতটি এবং আল-আজমতওয়ালা আল কোরান।

৮৮. তোমরা চক্ষু প্রলম্বিত করিও না তাহার দিকে যাহা আমরা সাময়িক ভোগরূপে উহার (অর্থাৎ চোখের) সঙ্গে তাহাদের নিজ হইতে (সৃষ্ট) তাহাদের সাথী-সঙ্গী করিয়া দিয়াছি এবং তাহাদের উপর দুঃখিত হইও না এবং তোমার ডানা মোমিনদের জন্য সংকুচিত কর। শানি মানে দ্বিতীয় মশানি অর্থ দ্বিতীয়ত্ব প্রাপ্ত।

ব্যাখ্যা : মাশানি হচ্ছে সাতটি, শুদ্ধ মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ। জীবরূপে প্রত্যেক মানুষ সাতটি ইন্দ্রিয় লাভ করেছে। কিন্তু মাশানিরূপে তাদের দ্বিতীয় সংস্করণ লাভ করেনি। ইন্দ্রিয়গুলোর সঠিক ব্যবহার দ্বারা সাধক তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের নব সংস্করণরূপে লাভ করে নি। ইন্দ্রিয়গুলোর সঠিক ব্যবহার দ্বারা সাধক তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের নব সংস্করণ সিদ্ধ গুরু থেকে লাভ করে থাকেন। যেহেতু এ সাতটি ইন্দ্রিয় নবরূপে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে লাভ করে থাকেন তাই একে মাশনি বা দ্বিতীয়ত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। আজমতওয়ালা কোরান সেই ব্যক্তির মধ্য থেকেই নাজেল হয় যাঁর সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বিতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এ শ্রেণীর ব্যক্তিগণই কেবল সম্মানিত এবং গৌরবান্বিত ব্যক্তিত্ব। ফকির লালন শাহর কোরানিক দর্শন অনুযায়ী নফস তথা ইন্দ্রিয় মোটামুটি তিন প্রকার যথা :

ক. নফসে আম্মারা : যে সব অপরিণামদর্শী, অধৈর্য মানুষ তুচ্ছ পার্থিব জীবনে নফসের সাময়িক সুখ শান্তির ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকে।

খ. নফসে লাউয়ামা : যে মানুষ গুরুর আশ্রয়ে থেকে পাপ সম্বন্ধে জাগ্রত, অনুতপ্ত ও আত্মশুদ্ধির জন্যে যুদ্ধরত আছে।

গ. নফসে মোৎমায়েন্না : গুরুর শিক্ষা অনুসারে ধ্যানকর্ম বা সালাত প্রশিক্ষণের দ্বারা যে মানুষ মনের সমস্ত সংস্কাররাশি ও শেরেক থেকে মুক্তি লাভ করেছে। এরূপ নফস আর অশান্ত থাকে না, প্রশান্ত অবস্থায় জ্ঞানীর হালে থাকে।

ইন্দ্রিয়গুলোর পরিচালক মন বা নফস ইন্দ্রিয়সমূহ কী উপায়ে ব্যবহার করে তার উপর মানুষের উত্তম-অধম স্তর নির্ধারিত হয়। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো হলো সৃষ্টির বন্ধন বা গিট। যে সব বিষয় ইন্দ্রিয়পথে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সে সব বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির একান্ত গোপন ব্যাপার। এ বিষয়রাশি সাধারণ মানুষ কৃপণের মতো সঞ্চয় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখে। একেই কোরানের ভাষায় 'কৃপণতা' বলা হয়েছে। আবার বিষয়রাশি মোহ মনে জমিয়ে রাখাকে চুরিও বলা হয়েছে। অন্যদিকে মহামানবগণ ইন্দ্রিয়পথে আগত বিষয়রাশি ধরে না রেখে জাকাত করে ফেলেন। ইন্দ্রিয়পথে আগমনকারী ধর্মরাশির সঙ্গে যে কাল জড়িয়ে থাকে সালাতের সাহায্যে সেই কালজয় করতে না পারলে কালগ্রাসে পতিত হতে হয়। কারণ বিষয়মোহে তাদের অন্তরে জং ধরে যায়। অর্থাৎ উপার্জনের প্রলেপ দ্বারা সত্যের উপলব্ধি মোহে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। ধর্মরাশির মোহ জাকাত না করলে মোহ অর্জিত হয়ে আপন মহান সত্তাকে নিজের মধ্যেই আচ্ছাদিত করে রাখে। পরবর্তী জন্মেও তারা জাহান্নামের জ্বালাময় আগুনে প্রবেশ করবে। মৃত্যুকালে জানিয়ে দেয়া হয় ইন্দ্রিয় দ্বারা অর্জিত ধর্মে মিথ্যারোপ কারীর কর্মফল।

ইবনে আবদুল্লাহ

আল্লাহর দাসের পুত্র। এটি মহানবির একটি বিশেষ নাম। তিনি মক্কার কা'বাঘরের তত্ত্বাবধায়ক আবদুল্লাহ ঔরসজাত পুত্র। 'ইবনে' অর্থ পুত্র। ফকির লালন শাঁইজি আমাদের ভ্রান্তি নিরসনের জন্যে মহাগুরুরূপে তাঁর কীর্তন করতে বলছেন :

পড়ো ইবনে আবদুল্লাহ
পড়লে যাবে জীবের মনের ময়লা ॥

AMARBOI.COM

ইরফানি কেতাব

সাধক আত্মদর্শনের মাধ্যমে নিজের মধ্যেই সৃষ্টি রহস্যের যে অখণ্ড বিকাশ বিজ্ঞান লাভ করেন তাঁকে শাঁইজি লালন ইরফানি কেতাব বলছেন। আল-কোরানের এ শব্দ ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ বিষয়। নূরে মোহাম্মদির মাধ্যমে বিচিত্র সৃষ্টি রূপে স্রষ্টার বিকাশ বিজ্ঞানই ইরফানি কেতাব। উচ্চমানের সাধকের উপর কেতাবজ্ঞান নাজেল হওয়ার বিষয়টি সর্বকালের একটি চিরন্তন ব্যবস্থা। ইরফানি কেতাব হলো বিশ্বপ্রকৃতির সামগ্রিক বিকাশ বিজ্ঞান। মানুষের জন্যে আল্লাহর দেয়া জীবনবিধানও এর অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর অখণ্ড ব্যাপ্ত বিকাশবিজ্ঞানই কেতাব। সাম্রাজ্যবাদী ধারণাতন্ত্র আরোপিত গ্রন্থ বা বই অর্থে কেতাবের যে পরিচয় হাজার বছর ধরে সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত তা আত্মদর্শনহীন ভোগবাদী ধর্মাচারের সৃষ্ট বিকৃত অর্থ। সাধক জগতে এ ধারণা অচল। যে যন্ত্রের মধ্যে বা যে সকল রূপের মধ্যে আল্লাহ তথা মহাগুরুর বিজ্ঞানময় বিকাশ ঘটে মানবদেহ তার মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠতর। এজন্যে কোরানে মানবদেহকে আল কেতাব বলা হয়েছে। আল-কেতাবের জাহের রূপ বা প্রকাশ্য মাধ্যম মানবদেহ এবং বাতেন প্রক্রিয়া বা গুপ্ত রহস্য হলো বিকাশ বিজ্ঞান। আল কেতাবের উভয় প্রকার বিকাশের মূল উৎস নূর মোহাম্মদ তথা জ্যোতির্ময় সত্তা। 'আল কেতাব পাঠ করা' অর্থ আপন দেহ পাঠ করা তথা নিজের দেহের মধ্যে আত্মদর্শনের অনুশীলন করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন দেহই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। সহজ কথায়, কেতাব অর্থ মানবদেহ। আল কেতাব তথা ইরফানি কেতাব অর্থ বিশিষ্ট বা সর্বোত্তম মানবদেহ বা সিদ্ধ মহাপুরুষ। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত একজন মহাপুরুষ, যেখান থেকে মুক্তির ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় এবং পরে তা গ্রন্থরূপে রূপক ভাষায় ব্যক্ত হয়ে থাকে জনমানসে।

▌ইল্লাতে স্বভাব

সম্যক গুরুর প্রতি নিষ্ঠা-প্রেমহীন স্বভাবই ইল্লত স্বভাব। রসবোধশূন্য অর্থাৎ গভীর জ্ঞানশূন্য তামসিক কর্মকর্ম দ্বারা এরা নিজেদের পুন্যবান বলে মনে করে। এমন দুর্বল স্বভাবের লোকেরা গুরুর আদেশ-নির্দেশ কিছু মানে, কিছু মানে না। মুখে সাধুর কীর্তন করে কিন্তু তাদের মন বিষয়মোহে আচ্ছন্ন। নিম্নমানের স্থূল চিন্তায় এদের মস্তিষ্ক ভরপুর থাকে। এদের উদ্দেশ্য সাঁইজির প্রশ্ন :

ইল্লতে স্বভাব হলে
পানিতে যায় রে ধুলে
খাসলতি কিসে ধু'বা?

বাইরের হালকা ময়লার দাগ সামান্য চেষ্টায় পরিষ্কার করা যায়। কিন্তু মনে বিষয়মোহের আবর্জনা থেকে কঠিন যে ছাপ পড়েছে তাতে খাসলত বা চরিত্র সম্পূর্ণ কলুষিত হয়ে পড়েছে। সেটা কী দিয়ে তোলা যাবে।

▌ইল্লিন

ইল্লিন হলো লিখিত বা চিহ্নিত কেতাব বা দেহরহস্য। ইল্লিনবাসীগণ দেহের বন্ধনমুক্ত, বিষয়বাসনার উর্ধ্বে অবস্থান করেন। এ দেহ সুভাব দ্বারা চিহ্নিত থাকে। 'আলী' তথা বিষয়মোহের উপরে অবস্থানরত মহাপুরুষ। তাঁরাই ইল্লিনবাসী। তাঁদের আলীত্ব আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই দেখতে পায় না। দেহের মোহমুক্তি মনের ব্যাপার। সর্বোচ্চ মানের ব্যক্তিগণ ব্যতীত মুক্ত মহাপুরুষকে নিম্নমানের লোকেরা চিনতে পারে না।

▌ইশক

প্রেমকে 'ইশক' বলে। প্রিয় থেকে উদ্ভূত হয় প্রেম। যাকে প্রিয় বলে আকর্ষণ জন্মে অন্তরে তার সাথে অবিরাম মিশে যাবার অন্তর্গত টান তথা মিলনের আকিঞ্চন। সত্তার সাথে মূলসত্তার মিলন প্রচেষ্টাই প্রেম। নূরে মোহাম্মদির মধ্যে আহাদের একীভূত সংযুক্তি। জগতে অর্থ, সম্পদ, নারী, খ্যাতির জন্যে জীব স্বভাবসম্পন্ন-ইন্দ্রিয়পরায়ণ মানুষের যে মোহমাখা তাড়না তাকে বলা হয় 'কাম'। কাম যেখানে শেষ প্রেমের শুরু সেখান থেকেই। 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন[১] মানে' আমরা আল্লাহর

১. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ১ম খণ্ড ॥ ২ : ১৫৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে এবং নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' আল্লাহ থেকে সব কিছু উৎপন্ন হয়ে পুনর্বার তাঁর দিকেই সব কিছুর প্রত্যাবর্তন এবং পরিণামে তাঁতেই নিষ্পন্ন হয়। গুরু রূপে আল্লাহ থেকে উদ্ভূত হয়ে পুনরায় সব কিছু তাঁর সাথে একীভূত, একাকার ও একাত্ম হয়ে যায়। তাঁর সত্তার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আসা-যাওয়া, আগমন-প্রত্যাগমন, আবর্তন-বিবর্তন, জন্ম-মৃত্যু অবিরাম চলতে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি তুলে ধরা যাক। জলের উৎস সমুদ্র। সূর্যতাপে সামুদ্রিক জল বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ রূপ ধারণ করে আকাশে ভেসে বেড়ায়। আবার বাতাসের বেগে মেঘের ঘর্ষণে বৃষ্টিপাত দ্বারা তা আবার ঘুরে সমুদ্রে ফিরে আসে।

আল্লাহ তথা গুরু থেকে সব কিছুর উদয় এবং তাঁর মধ্যেই সবাকার বিলয়। তিনিই সব কিছুর প্রারম্ভ ও পরিণতি, প্রকাশ এবং আড়াল। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় তাঁকে ঘিরেই চলছে। যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিষ্পত্তি। গুরুর মূলসত্তা থেকে যে সত্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহরূপ ধরেছে তাকে গুরুসত্তার সাথে পুনর্মিলন ঘটাতে হবে। নয়তো জন্ম-জন্মান্তরে ঘুরে ঘুরে দুঃখভোগ করতে হবে। তাঁর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা থেকেই যতো বিরহ বেদনা। মনের মানুষের সাথে মিলনের তীব্র আকুলতা, অশেষ বিরহ জ্বালা সাধককে পুড়িয়ে ঝামা করে ফেলে।

দ্বৈতরূপে সৃষ্টি ও স্রষ্টার এ লীলার মূলাধার অদ্বৈত-অখণ্ড মহাগুরু। যেমন : রাধা-কৃষ্ণ, আদি-অনাদি, পুরুষ-প্রকৃতি, গুরু-বৈষ্ণব, কাম-প্রেম, শুক্র-শোণিত। একটি অন্যটির পরিপূরক। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির প্রকাশ-বিকাশ নেই। এভাবে অখণ্ড আহ্লাদ জগতে গুরুরূপে রসে অসীম বৈচিত্র্যে নিত্য নব লীলায় প্রবহমান। এ দ্বিতীয় তত্ত্ব বা যুগলতত্ত্ব হলো প্রেম ও প্রেমীর স্বরূপ রূপ। প্রেমী-প্রেমাস্পদ তথা গুরুর সাথে একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে। দুয়ের মধ্যে ভেদ নেই। প্রেমের তথা ইশকের মোহনায় প্রেমিক বা আশেকের সাথে প্রেমাস্পদ বা মাশুকে মিলে-মিশে একাকার-একীভূত হয়ে যায়। মহাজগতে যা কিছু সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল তার মূলে রয়েছে ইশক তথা প্রেম। সবখানে ইশকেরই জয় জয়কার। সর্বদেশে, সর্বকালে শিল্পে-সাহিত্যে প্রেমের চিরায়ত মহিমাই ঝংকৃত ও বর্ণিত হয়েছে। প্রেমর তাই পরাজয় নেই। প্রেমের লীলায় সমুদয় জগত বিভোর ও মোহিত। প্রেমের আবেশে তন্ময়াবিষ্ট হয়ে আছেন স্বয়ং স্রষ্টা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা আল্লাহ। তিনিই সম্যক গুরু রূপে প্রেমের সফল রূপকার ও প্রবক্তা। প্রেমেই স্বর্গ, স্বর্গই প্রেম। স্বর্গীয় প্রেম আমাদের করে তোলে সৌন্দর্যমণ্ডিত।

অন্তরের গভীর প্রদেশে পুঞ্জিভূত প্রেমাস্পদের সাথে সংযুক্তির বা সংযোগ সাধনের অনিবার্য-অপ্রতিরোধ্য প্রয়াসই ইশক বা মোহব্বত বা প্রেম। এটিই প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের তথা আশেক-মাশুকের মধ্যবর্তী ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার অমোঘ অস্ত্র। প্রেমই সুমধুর উন্মাদনা, সর্ব রোগের মহৌষধ, সর্বসাধন সিদ্ধির উত্তম সহায়ক, পরম প্রজ্ঞা ও শ্রেষ্ঠতর বিজয়। প্রেমের যাদুকরী ক্ষমতা, অপূর্ব মোহিনী শক্তি। প্রেম তাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদ্যাভেদশূন্য, কামনামুক্ত, মহাসাম্য সংস্থাপক। একেই বলা হয়েছে 'তৌহিদ' বা অদ্বৈতবাদ যেখানে প্রেমী ও প্রেমাস্পদের সব দূরত্ব মুছে গেছে।

দেশকালসীমার দূরত্ব ভেঙে মানুষের সাথে মানুষের, ধর্মের সাথে ধর্মের, জাতির সাথে জাতির সব বৈষম্য ও হিংসার দেয়াল চূর্ণ করে দেয় ইশক। এটি মনের চিরন্তন আর্তি। মনের মণিকোঠায় এর অধিষ্ঠান। তাই বাইরের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দৃষ্টিতে একে দেখা যায় না, হৃদয়গভীরে দ্বাদশদল পদ্মে তার স্থিতি। প্রেম শর্তহীন। জ্ঞান ও আইন যেখানে শেষ প্রেম সেখানে শুরু। প্রেম এমনই অন্ধ। প্রেমিকেরা প্রেমঘটিত ভুলও বুঝতে পারে না। প্রেম যে কী চায় প্রেমিকও তা জানে না, পৃথিবীও জানতে পারে না। হাদিসে আছে, "আল ইশ্‌কু আছ্‌লি কুল্লু ইবাদাতিন" অর্থাৎ যার প্রেম নেই তার উপাসনাও নেই। "মান লা ওয়াজাদা লাহু লা হায়াতাল্লাহ" অর্থাৎ যার প্রেম নেই তার জীবনও নেই। আল কোরান বলছেন, "ইন্নাল্‌লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি সাইয়াজালাহু লাহুমুর রাহমানু উদ্দান"[২]। অর্থাৎ যারা ইমানের কাজ করে এবং আমলে সালেহা করে তাদের জন্য রহমান প্রেম বিকশিত করেন।

যারা রহমান অর্থাৎ সম্যক গুরুর কাছে মানবীয় আমিত্বের পরিপূর্ণ সমর্পণের দ্বারা অবিচল আনুগত্যে নিষ্ঠাবান থেকে অর্পিত কর্তব্য সম্পাদন তথা সৎকর্ম করে তাদের অন্তরে গুরু শুদ্ধ প্রেমভক্তি সঞ্চারিত করেন। ফলে তারা প্রেমের অপ্রতিহত চৌম্বক আকর্ষণে 'মালাউল আলা' অর্থাৎ আল্লাহর উচ্চতম পরিষদের সদস্যদের সঙ্গলাভ করেন।

আউলিয়াগণ মৃত্যুর পূর্বেই 'দুন আল্লাহ' অর্থাৎ বিষয়মোহ নির্ভর সব 'দুর্বল আল্লাহ' থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওঠেন। বস্তুর সংশ্রব থেকে মনের একাকী ভাবই তাঁদের পরম গুরুর সাথে একীভূত করে তোলে। দেহত্যাগ করার পর মোমিনব্যক্তি নিঃসঙ্গ থাকেন না বরং অন্য মোমিনগণের সঙ্গলাভ করে থাকেন। তাঁদের অন্তরে দয়াল রহমান প্রেম বিকশিত করে দেন যার মাধ্যমে তাঁরা উচ্চতম ব্যক্তিদের প্রতি প্রেমের আকর্ষণ দ্বারা তাঁদের সঙ্গলাভ করে থাকেন। কোনো অবস্থাতেই একা, অসহায় থাকেন না। সারা সত্তা তাঁদের সহায়ক, সাথী। গুরুর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তাঁদের নৈরাশ্যের অন্ধকারে তাই হাতড়ে ফিরতে হয় না। তাঁরা যা আশা করেন তা কখনো অপূর্ণ থাকে না। তাঁরা গুরুর সাথে প্রেমের বদৌলতে এ মহাপ্রশান্তিময় আশ্রয় অর্জন করেন। প্রেমের পথ তাই কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং তা কণ্টকাকীর্ণ। জগত কাঁটাবনে কাঁটার আঘাতে আঘাতে রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে প্রেমের ফুল ফোটাতে হয়।

সব ধর্মানুষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে আছে প্রেম। যার যেমন পিরিতি তার তেমনই আরতি। যে ইবাদতের মূলে গুরুপ্রেম নেই তা প্রাণহীন নিরস কাষ্ঠধর্মানুষ্ঠান ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেমহীন এবাদতের তাই কোনো মূল্য নেই। প্রেম তাই স্পর্শমণি

---

২. *সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশ্‌তী ॥ কোরানদর্শন ২য় খণ্ড ॥ ১৯ : ৯৬*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুল্য। যে প্রেম করে সে মহারসের রসিক। মাশুকের সন্তুষ্টি ছাড়া আশেক কোনো প্রতিদান চায় না, কোনো প্রতিফল বা প্রতিদানের ধার ধারে না। যে দুনিয়া চায় তার জন্যে আখেরাত নিষিদ্ধ এবং যে গুরু তথা আল্লাহকে পেতে চায় তার তার জন্যে দুটোই নিষিদ্ধ। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, জাহান্নাম কিংবা জান্নাত কোনোখানেই প্রেমিক প্রশান্তি অনুভব করে না। মাশুকের সাথে মিলনই তার পরম ও চরম লক্ষ্য। অন্য যে কোনো চাহিদা বা চাওয়া-পাওয়ার, কামনা-বাসনার মোহ প্রেমিকজনের লক্ষ্যপথে বিশাল অন্তরায় স্বরূপ। ইহকাল বা পরকালের কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করার উত্তম মানসিকতা মানুষকে আল্লাহ্ পর্যন্ত উত্তীর্ণ করে।
গুরুরূপী অখণ্ড আল্লাহর জন্য জীবন-যৌবন-ধন-সম্পদ-জ্ঞান-বুদ্ধি উৎসর্গ করা প্রেমের কঠিনতর পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে। কেননা তিনিই একচ্ছত্র ভালোবাসার হকদার। কোরান মতে 'আল্লাহ্ আওলা'[৩] অর্থাৎ সম্যক গুরু আল্লাহ্ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। তিনি প্রেমের অধিকার একচেটিয়াভাবে সংরক্ষণ করেন। তাঁর জন্যে প্রয়োজন হলে প্রেমিকগণ জান-মাল, জীবন-যৌবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। সর্বোচ্চ ত্যাগ করে তারা তাঁর সন্তোষভাজন হয়ে থাকে। যারা লাভক্ষতির হিসেব কষে, আগপিছ ভেবেচিন্তে প্রেম করে তাদের পক্ষে এমনটি করা কখনো সম্ভব নয়। শুধু প্রেমিকেরাই জীবনের মায়া ছেড়ে, সব কিছু ফেলে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে থাকে। প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় যারা পাশ করতে পারেন তাঁরাই গুরু মোহাম্মদের আপন জন অর্থাৎ নূরের বংশীধরী তথা রসুলবংশ হয়ে সর্বকালীন সত্যের অনুসরণীয় দৃষ্টান্তরূপে জগতে পূজিত হন। ফকির লালনের কথায় "প্রেম করা নয় প্রাণে মরা" আর হাদিসের "মুতু কাবলা আন্তা মউত" একার্থক। মরার আগে অর্থাৎ আয়ু থাকতেই মরে যাওয়া প্রেমের প্রধান লক্ষণ। শাঁইজি বলছেন তাই "জ্যান্ত মরা সে প্রেমসাধন কি পারবি তোরা"। শাঁইজির আসল তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব।

পিরিতি অমূল্য নিধি
বিশ্বাস মতে কারো হয় যদি ॥

এক পিরিতি মুক্তিপদে
মজেছিলো চণ্ডিচাঁদে
জানলে সে ভাব মনকে বেঁধে
ঘুচে যেতো পথের বিবাদি ॥
এক পিরিত ভবানীর সনে
করেছিলো পঞ্চাননে
নাম রহিল ত্রিভুবনে
কিঞ্চিৎ ধ্যানে মহাদেব সিদ্ধি ॥

---
৩. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ১ম খণ্ড ॥ ৪ : ১৩৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক পিরিতে রাধার অঙ্গ
পরিতিয়ে শ্যাম-গৌরাঙ্গ
করো লালন এমন সঙ্গ
সিরাজ শাঁই কয় নিরবধি ॥

তাই তিনি বলছেন না জেনে অর্থাৎ মহাপুরুষ গুরুর মধ্যে আল্লাহকে না দেখে কোনো প্রেম হয় না। যেমন :

না জেনে মজো না পিরিতে
জেনে শুনে করো পিরিত
শেষ ভালো হয় যাতে ॥

যদি পিরিত করার হয় বাসনা
সাধুর কাছে জ্ঞান গে বেনা
লোহা যেমন পরশে সোনা
হবে সেই মতে ॥

ভবের পিরিত ভূতের কীর্তন
ক্ষণেক বিচ্ছেদ ক্ষণেক মিলন
অবশেষে হয়রে মরণ
তেমাথা পথে ॥

এক পিরিতের বিভাগ চলন
কেউ স্বর্গে কেউ নরকে গমন
বিনয় করে বলছে লালন
এই জগতে ॥

বিষয়মোহের আসক্তিই ভবের পিরিত। বস্তুমোহ-নারীমোহে ডুবে থাকাই ভূতের কীর্তন। হাজারে নয়শ নিরানব্বই জন ধার্মিক পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে এ দুরাচারে লিপ্ত। অপমৃত্যুই এদের পরিণতি।

শুদ্ধপ্রেম রসিক বিনে কে তাঁরে পায়।
যাঁর নাম আলক মানুষ আলকে রয় ॥

রসিক রস অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে মূল খণ্ড হয় ॥

অন্যত্র তিনি জানাচ্ছেন শুদ্ধ প্রেমভক্তির রহস্যসূত্র :

'শুদ্ধ প্রেম না দিলে ভজে কে তাঁরে পায়।
ও সে না মানে আচার, না মানে
বিচার প্রেমরসের রসিক সে দয়াময়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্যক গুরু বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ কোনো আচার, অনুষ্ঠান, প্রথা, লৌকিকতার কোনো পরোয়া করেন না। অন্তরের শুদ্ধ ভক্তিযোগ ছাড়া আর কোনো কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হন না :

তুলসী গঙ্গাজলে
উজাবে কোন কালে
মন তুলসী হলে
অবশ্য ধায় ॥

প্রেমের ঘাটে বসি
ভাসও মন তুলসী
লালন কয় তারে দাসী
লেখে খাতায় ॥

অথচ জগতবাসী 'প্রেম প্রেম' রব তুলে প্রতিনিয়ত বস্তুমোহ-নারীমোহ অর্থাৎ কামসমুদ্রের ঘোলত জলে ডুবে মরছে। ধর্ম-বর্ণের দেয়াল তুলে তারা শাঁইজি লালনের প্রেমবিশ্ব প্রতিষ্ঠার পথে নিজেরাই বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধর্মের নামেই কুধর্মের ছড়াছড়ি তাই চারদিক :

প্রেম জানে না প্রেমের হাটের বোল বলা।
কথায় করে ব্রহ্ম আলাপ মনে মনে খায় মন কলা ॥

বেশ করে সে বৈষ্ণবগিরী
রস নাহি তার ফষ্টি ভারি
হরি নামের ঢু ঢু তারই
তিন গাছি জপের মালা ॥

খাদা বাদা ভূত চালানি
সে যে বটে গণ্য জানি
সাধুর হাটে ঘুস ঘুসানি
কি বলিতে কী বলা ॥

মন মাতোয়ারা মদনরসে
সদাই থাকে কামাবেশে
লালন বলে তার সকল মিছে
লব্‌লবানি প্রেমতালা ॥

মনের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ কামাসক্তি অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত কখনো প্রেমভাবের উদয় হতে পারে না। গুরুর মধ্যে আমিত্বের সম্পূর্ণ বিলোপন না হওয়া পর্যন্ত বোল-বুলি ঠোটস্থ করে লোকদেখানো লাফালাফি করা বৃথা। নফসানিয়াতের এক কণা খাদও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে রেখে প্রেম হয় না। লবলবানি অর্থ লোভ-লালসা। 'প্রেমতালা' প্রেমের তালকে কাম দিয়ে আবেষ্টন করে রাখা তথা সত্যকে শেরেক দিয়ে ঢেকে রাখা।

প্রেম নহরে ভাসছে যারা
বেদবিধি শাস্ত্র অগণ্য, মানে না আইন তারা ॥

চার বেদ চৌদ্দ শাস্ত্রের
কাজ কি রে তার সে সব খবর
জানে কেবল নুকতার খবর নুকতা হয় না হারা ॥

প্রেমের রসিক হয় যে জনে
মন থাকে তার রূপের পানে
অন্য রূপ সে নাহি জানে
আশেকে পাগলপারা ॥

বলে গেছেন আপে বারি
রূপের কাছে আজ্ঞাকারি
লালন তাই কয় ফকিরি
সিরাজ শাঁইয়ের ধারা ॥

প্রেম মহাসমুদ্র। তার উপর যাঁরা সন্তরণশীল তাঁরা গুরুর রূপধ্যানেই নিমগ্ন। ললাটের আজ্ঞাচক্রে তারা বিন্দুর মধ্যে মহাসিন্ধু দয়াল বন্ধু আপন গুরুকে স্থির বসিয়ে তাঁর ভজন-পূজনে এমন মাতোয়ারা থাকেন যে, বাইরের প্রথাগত ধর্মাচার তাঁদের কাছে এহো বাহ্য। গুরুপ্রেমি আত্মহারা শিষ্য গুরু ভিন্ন আর কোনো তন্ত্র মন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অবকাশই পান না। চব্বিশ ঘণ্টাই দায়েমি সালাতকর্মে গুরুকে সমস্ত চিন্তা কর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখাই ভক্তের ধর্মকর্ম। গুরু বিনে সামাজিক লোকেরা এ গুপ্ত সাধনার কিছুই বুঝতে পারে না। কেবল গুরুই জানেন ভক্তের মনের গোপন ভক্তিলতা। আর ভক্তই জানে গুরুর মনের ব্যথা। গুরু জানেন ভক্তের মনের কথা।

প্রেমের দাগরাগ বাঁধা যার মনে।
সে প্রেম ঐহিকে জানে না, জানে রসিক জনে ॥

যার শতদল কমলে
ত্রিবেণীতে তুফান খেলে
ভাটায় চলে না সে
চলে উজান কোণে ॥

সে প্রেম করিতে আশা করো মনে
আবার সাধ্য করো গোপীগণে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লালন কয় লীলা নাই সেখানে
সে চলে নিত্যভুবনে ॥

প্রকৃত গুরু তথা আল্লাহ প্রেমিকই রসিক ব্যক্তি। ঐহিক অর্থাৎ বিষয়মোহে আচ্ছন্ন জাগতিক ধর্মের পূজারীরা অরসিক। গুরুর সাথে ভক্তের প্রেমের সম্বন্ধ সংসারী লোকের অতীত বিষয়। গুরুভক্তের প্রেমপুজো রহস্যলোকের ধারণার তথা মনেজগতের লেনদেন। গুরু মনোরাজ্যের মহারাজা। তিনি ছাড়া ভক্তের মনের খবর বস্তুবাদী জনগণের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। মস্তিষ্কে ললাটের উপরিভাগে গুরুতত্ত্বের স্থানে সাধকের শতদল কমল। অর্থাৎ শতদলযুক্ত উজ্জ্বল পদ্ম থেকে দুই ভ্রূর উপর স্থিত দ্বিদল পদ্মের মধ্যে ত্রিবেণী অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ির সংযোগ স্থলে ত্রিনয়ন সাধনা দ্বারা ভক্ত দেহের তেজধারা উর্ধ্বমুখে প্রবাহিত করেন। সেখানেই তুফান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশধারা উদ্ভাসিত হয়ে সাধকের চেতনা গুরুর চেতনায় একীভূত হয়। মহাজগতের সব অদৃশ্য-অজ্ঞাত জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র এখানেই। একেই বলা হয় উচ্চাঙ্গ সাধনা। উচ্চাঙ্গের সাধক কখনো নিম্নাঙ্গের সাধনা অর্থাৎ বীর্যক্ষয় করেন না। বীর্যকে সাধকগণ দেহের মূলজ্ঞান ও প্রাণশক্তিরূপে সংরক্ষণ করেন বলেই সর্বকালের জ্ঞান তাঁদের স্মৃতিপটে সঞ্চিত থেকে যায়। ফকির লালন ভক্তসংঘকে এমন উচ্চাঙ্গির প্রেমের ধর্মে সার্বক্ষণিক ভাবে সংলগ্ন থাকার নির্দেশ দেন। সাধ্য অর্থ যার পক্ষে যা সাধনীয়। গোপী বা সখি দেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় অতি সূক্ষ্ম অঙ্গসমূহ। যা বাইরে থেকে দেখানোর বা বোঝানোর বিষয় নয়। গুরুর রূপধ্যানে নিয়োজিত সাধকজনকে এ তত্ত্ব শুধু গুরুই অবহিত করান, যা লোক সমাজে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ।

সোজা কথায়, যে সাধক আত্মদর্শন দ্বারা আপন বর তথা গুরুর অন্বেষণে দেহের ষটচক্র ভেদ করে মস্তিষ্কের উর্ধ্বলোকে গুরুর পরম স্বরূপ প্রাপ্ত হন তাঁর লীলা নেই। তিনি নিত্য ভুবনে উত্তীর্ণ হয়ে যান। লীলা মানে সৃষ্টিলীলা, দ্বাপরলীলা। আর নিত্য ভুবনজ্ঞানে যিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরমুক্ত হয়ে যান আত্মদর্শনের সাফল্যে। সম্যক গুরু আত্মদর্শনের শিক্ষাদান করতে পারেন সেই প্রেমিক ভক্তকে যিনি মানবীয় আমিত্ব হারিয়ে অখণ্ড গুরুসত্তায় মূলীভূত হয়ে যান। কোরানের পরিভাষায় ফানা ফিল্লাহ্ পার হয়ে বাকা বিল্লাহ অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী স্তরে গমন করা। শ্রীগুরুর কৃপাকণা ব্যতীত ঐ স্তরে পৌঁছানো কোনো মতেই সম্ভব নয়। প্রেমভক্তি নিহেতু অর্থাৎ ফলভোগের আকাঙ্ক্ষাশূন্য সাধনা। সাধু গুরুর কৃপাই একমাত্র হেতু। জ্ঞান-কর্ম ভুলে, কামনা-বাসনা ভুলে, ধর্মাধর্ম ভুলে, ধনৈশ্বর্য ভুলে, স্ত্রী-পুত্র, এমনকী নিজেকেও ভুলে নূরে মোহাম্মদ রূপী গুরুর প্রতি সর্বস্ব নিবেদন সম্যক যিনি করতে পারেন তার জন্যেই প্রেমভক্তি সাধনা। ফকির লালন তাই জানান :

মোহাম্মদ মোস্তফা নবি প্রেমের রসুল।
যাঁরে দেখলে সবাই পাগলিনী, জগত হয় আকুল ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইশকে আল্লাহ্ ইশকে রসুল
ইশকে ভাই জগতের মূল
ইশক বিনা ভজন সাধন সব কিছু হয় ভুল ॥

গরিবে নেওয়াজ মঈন উদ্দিন
আবদুল কাদের মহিউদ্দিন
শাহ্ জালাল, শাহ্ মাদার সবাই নেয় তাঁর চরণের ধূল ॥

কেয়ামত হাসরের দিনে
মোমিন নেবে আল্লাহ্ চিনে
সিরাজ শাঁইয়ের প্রেমের গুণে লালন পায় অকূলের কূল ॥

❙ ইসা

বিশ্বময় কোনো মহান ধর্মজ্ঞানী, সম্যক গুরু যখনই সৃষ্টি রহস্যের সত্য মানুষের কাছে প্রকাশ করে তাদের সত্যপথের নির্দেশনা দিয়েছেন তখনই তাঁদের বিরুদ্ধে সমাজ ও রাষ্ট্র চক্রান্তমূলক-হিংসাত্মক আচরণ করেছে। ইসা নবির যে জীবনী ও বাণী সংকলন গ্রন্থ 'বাইবেল' বাজারে চালু আছে তা রাজতান্ত্রিক ও সাম্রাজবাদী হস্তক্ষেপে বিকৃতরূপে উপস্থাপিত ও প্রচলিত।

নবি ইসা (আ:) সম্পর্কে কোরানদর্শনে[৪] সূরা মরিয়মের ৩০-৩৪ নং বাক্যে রয়েছে :

৩০. সে বলিল, "নিশ্চয়, আমি আল্লাহর দাস। আমাকে কেতাব দেওয়া হয়েছে এবং আমাকে একজন নবি বানিয়েছেন।"

৩১. এবং যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বানিয়েছেন বরকতওয়ালা এবং আমাকে অসিয়ত করা হয়েছে (বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে) সালাত ও জাকাত (শিক্ষাদানের), যতকাল আমি জীবিত থাকব।

৩২. এবং আমার মাতার প্রতি সদাচারী করেছেন এবং আমাকে উদ্ধত হতভাগ্য করেন নি।

৩৩. এবং আমার উপর শান্তি : আমার জন্মের সময়ে, আমার মৃত্যুর সময়ে এবং যে সময়ে আমি জীবিত উত্থিত হবো।

৩৪. ওটাই মরিয়ম তনয় ইসার স্বরূপ। (এটিই) সত্য কথা যার প্রতি তারা সন্দেহ করে।

ব্যাখ্যা : সদ্যোজাত পুত্রকে নিয়ে মাতা মরিয়ম জেরুসালেম নগরীতে ফিরে এলে স্বজাতির লোকেরা তাঁকে ভ্রষ্টচরিত্রা মনে করে নানা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকে। তিনি দোলনায় শায়িত শিশু ইশার দিকে ইশারা করলে লোকেরা বললো, "দোলনার শিশুর সাথে আমরা কেমন করে কথা বলবো"!

৪. সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী সূরা মরিয়ম কোরান দর্শন দ্বিতীয় খণ্ড ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ের ইঙ্গিতে তিনদিনের শিশুপুত্র জবাব দিলেন যে, তিনি আল্লাহর একজন দাস। আল্লাহ তাঁকে 'কেতাব' অর্থাৎ বস্তুরহস্যের জ্ঞানদান করেছেন এবং তাঁকে নবি করে পাঠিয়েছেন। যেখানেই তিনি থাকুন না কেন তাঁকে আল্লাহ বরকতওয়ালা বানিয়েছেন এবং তিনি সালাত ও জাকাত সঙ্গে নিয়ে এসেছেন জনগণকে তা শিক্ষা দেবার জন্যে। সালাত ও জাকাতের স্বভাবপ্রাপ্ত মূর্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেন। আপন স্বভাবে-চরিত্রে মূর্ত না থাকলে কেউ ধ্যান ও প্রেম শিক্ষা দিতে পারেন না। মহাপুরুষগণ বরকতওয়ালা অর্থাৎ বর্ধিষ্ণু। কারণ মানুষ তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষার সংস্পর্শে এসে নিজেরাও মহাপুরুষ হয়ে ওঠে। নবি ও রসুল তথা সম্যক গুরুগণ ব্যতীত মহাপুরুষ বানানোর শক্তি অন্য কারো নেই। এজন্যে তাঁরা বর্ধিষ্ণু, কারণ নূরে মোহাম্মদি চিরবর্ধিষ্ণু। তা থেকে শুধু জড় ও স্থূল সত্তাই উৎপাদিত হয়ে আসে না, আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষও তৈরি হয়ে থাকেন। বস্তুবিজ্ঞানী অন্যকেও বস্তুবিজ্ঞানী বানিয়ে দিতে পারেন। মহাবিজ্ঞানীগণ তাঁদের অনুসারী ব্যক্তিদেরও মহাপুরুষ বানিয়ে দিতে পারেন। মহাপুরুষগণ এ পাপ কলুষিত পৃথিবীতে ব্রতরূপে যুগে যুগে এসে থাকেন। এরূপেই তাঁদের 'চিরবর্ধিষ্ণু' বলা হয়।

যতোদিন পৃথিবীতে থাকেন তাঁরা এ কর্তব্যই পালন করেন সালাত ও জাকাত শিক্ষাদানের মাধ্যেমে। ধর্মশিক্ষার মূল উৎস হলো সালাত ও জাকাত। এজন্যে তাঁরা মৌলিক এ সত্যটিকে প্রচার করার অধিকার নিয়ে মানবকুলে এসে থাকেন। সালাত অর্থ আপন রবের সঙ্গে সংযোগ প্রচেষ্টা এবং জাকাত অর্থ আমিত্বের পরিপূর্ণ উৎসর্গ করা। ইমান ও আমলে সালেহা অর্জন করে মানুষ জান্নাতবাসী হয়ে পরিণামে মুক্তি অর্জন করে থাকে।

রবের সঙ্গে জাগ্রতভাবে সংলগ্ন ব্যক্তিকে 'মাসুম' বলে। তিনি যে মাসুম হয়ে জন্মলাভ করেছেন তা তিনি জন্মের তৃতীয় দিনেই ঘোষণা করলেন। যেহেতু তিনি মাসুম এজন্যে জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে কখনো তাঁর মায়ের প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ পাবে না। মাসুম ব্যক্তির দিক থেকে ভুলক্রমেও শিশুসুলভ একটি অবাধ্যতা প্রকাশ পাবে না বরং মায়ের প্রতি সুশীল ও সদাচারী ভাব সদা অক্ষুণ্ন থাকবে বলে তিনি জন্মের পরই ঘোষণা করছেন। মাসুমগণ সালামত সহকারে জন্ম নেন, সালামত নিয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং সালামতসহ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ এবং অক্ষয় জীবনলাভ করে মরজগত থেকে উত্থিত হয়ে ওঠেন। উক্ত রূপই হলো মরিয়ম নন্দন ইসার প্রকৃত পরিচয়, যাঁর উপর মানুষ নানা রকম বির্তক ও সন্দেহ পোষণ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে রোমান সাম্রাজ্যবাদ তাদের জাগতিক ক্ষমতা খোয়ানোর ভয়ে ইসা নবিকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করে। আবার তারাই তাঁকে 'ঈশ্বরপুত্র' বলে, গির্জা বানিয়ে স্থূল পূজাচারের যে সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে সেটাই এখন রোমান ক্যাথলিক চার্চ রক্ষা করে চলেছে। খ্রিস্টধর্ম নামে যে ধর্ম জগতে চলছে তা রোমান সাম্রাজ্যবাদের বানানো ধর্ম। কোনো মহাপুরুষ একটি খণ্ডিত ধর্মের অনুসারীদের জন্যে আসেন না। তাঁরা সমগ্র মানবজাতির জন্যে হেদায়েত। অথচ রাজশক্তি তাঁদের নাম দিয়ে মানুষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষে বিভেদ আর রক্তারক্তি ছড়ায়। ইসা নবি নিজে যা কখনো বলেন নি সেখানে রাজশক্তির হস্তক্ষেপে নানা স্ববিরোধী কথা ঢুকিয়ে 'বাইবেল' নামক প্রচলিত পুস্তক গত দু হাজার বছর প্রচারের মাধ্যমে দিনকে রাত করা হয়েছে। মোল্লা দিয়ে যেমন নবি মোহাম্মদ ও তাঁর কোরানকে জানা যায় না, চিন্তা-চেতনায় উল্টো বিভ্রান্তিই বিস্তার লাভ করে, তদ্রূপ রোমান রাজাদের বেতনভোগী সাম্প্রদায়িক পাদ্রিদের কথায় ও তাদের বিকৃত ভাবধারায় গ্রন্থিত 'বাইবেল' দিয়ে ইসা নবির সম্যক পরিচয় লাভ অসম্ভব।

❙ ইষ্ট গোঁসাই'র ফষ্টামি

ইষ্ট গোঁসাই তথা নিরাকার আল্লাহর নামে প্রশংসা-স্তুতিমূলক দুটো মুখের মন্ত্র বা দোয়া পড়ে জাগতিক ভোগসুখ, সাংসারিক আয়-উন্নতি এক কথায় স্থূল দৈহিক চাহিদাকে যারা বাড়ায়, মহামানবের মাধ্যম গ্রহণ না করে সরাসরি আল্লাহকে পাবার লোভে আনুষ্ঠানিক তথা রাজসিক ধর্মাচার করে ফকির লালন এমন ভ্রান্ত ভাবধারাকে বলছেন ইষ্ট গোঁসাইর ফষ্টামি।

❙ ইহকালে ভোগ করে সুখ

মানুষ পৃথিবীতে এসে প্রচলিত বস্তুবাদী ধারণার বশবর্তী হয়ে মনে করে এই বুঝি জীবন। আগে পরে আর কিছু নেই। যে কদিন আছি যতো পারি সুখভোগ করে নিই। এ ভ্রান্ত বিশ্বাস তাকে ইন্দ্রিয় সুখ-বিলাসে এত মত্ত করে তোলে যে, সে তার কর্মফল এবং পরবর্তী জীবনের কঠিন পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। মানবীয় আমিত্বের মোহে দেহবন্দি হয়ে এমন লোক জন্ম-জন্মান্তরের কঠিন বিপাকে পড়ে। এ জীবনে বৈষয়িক ধন-সম্পদের লোভে সে হত্যা, চক্রান্ত, মিথ্যাচারের এমন অতল গহ্বরে তলিয়ে পড়ে যে, পরবর্তী জীবনে তার মানব জনমও রদ হয়ে যায়। এ জীবনে সদগুরুর আশ্রয় না নিয়ে আপন খেয়ালে বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর বিধান যারা লঙ্ঘন করে পরজন্মে তাদের জন্ম নিতে হয় বিষ্ঠার কীট কিংবা তার চেয়ে অপমানজনক জীবদেহে। সে জন্যে ফকির লালনের প্রশ্ন :

ইহকালে ভোগ করে সুখ
পরে যদি হলো অসুখ।

❙ ইড়া

মানবদেহের ধারক মেরুদণ্ডের মধ্যে তিনটি সূক্ষ্ম ছিদ্র সমন্বিত নাড়ি আছে। মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করে মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে সেগুলো কপালে এসে যে স্থানে সাধকগণ ত্রিনয়ন সাধনা করেন সেই আজ্ঞাচক্রে সংযুক্ত হয়। ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নামক তিন নাড়ির মধ্যে ইড়া নাড়ি মেরুদণ্ডের বামপাশের নাড়ি,। সাধকগণ একে 'সূর্যনাড়ি'ও বলেন। এটি ভোগের নাড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ঈ ॥

॥ ঈশান কোণ

শিব। মহাদেব। উত্তর পূর্বকোণ ইত্যাদি রূপে ব্যক্ত করা হলেও সাধুশাস্ত্রে এর অর্থ ভিন্নতর। দেহের কেন্দ্রবিন্দু মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ অংশ, যাকে আমরা ললাট কিংবা কপাল বলি সেটিই ধর্ম মন্দির তথা ঈশান বা ঈশাণ কোণ। মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা, ভালোমন্দ ইত্যাদি সব গুণাগুণের ভাণ্ডার হলো মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগের এ অংশটি। যতো রকমের আসক্তি বা শেরেক তা এখানেই জমা হয়ে থাকে। এর দ্বারাই সৃষ্টির বন্ধনে মানুষ ধরা খেয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আবার তাকে শেরেকের সঞ্চয় অনুযায়ী আর একটি তকদির দেওয়া হয়, যাতে শেরেক সংশোধনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

কর্ম যখন মোহশূন্য বা শেরেকমুক্ত হয়ে যায় তখনই কেবল মাথার সম্মুখ ভাগের এ ধর্মকেন্দ্রে আর কোনো সঞ্চয় থাকে না। তাই সৃষ্টির মোহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম মহত্ত্ব লাভ করে। একেই বলে লা-মোকাম তথা মোকামে মাহমুদা। এটি মহাশক্তিশালী এবং জান্নাতের মর্যাদা থেকেও উন্নত মর্যাদাপূর্ণ। একে ফকির লালন শাঁইজি অনেক নামে উল্লেখ করেন তাঁর অমর পদাবলি সাহিত্যে। যেমন : ত্রিবণী, ত্রিপুরা, তেহাটা, দ্বিদল পদ্ম, আজ্ঞাচক্র ইত্যাদি। এখানেই জ্ঞানতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্ব ও গুরুতত্ত্বের স্থান। দু নয়নকে এখানে কেন্দ্রীভূত রাখতে পারলে গুরুকৃপায় আত্মজ্ঞানের বন্ধ দরজা খুলে যায়। এটি সম্যক গুরুর বিশেষ ফজল অর্থাৎ আল্লাহর তথা আল্লাহর অপার্থিব দান। ফজল তাঁর আপন গুণাবলি। আপন উপাস্য গুরু থেকে ফজল প্রাপ্ত হয়েই এ স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব। বান্দার প্রতি এটি আল্লাহর পরম অনুগ্রহ।

ঈশ্বর গোপাল

ঈশ্+বর = ঈশ্বর। ভক্তের গুরু তথা ভগবানই ঈশ্বর। সম্যক গুরু। শিব। আলী সৃষ্টি কারক পালক ও সংহারক। গো + পাল = গোপাল। 'গো' অর্থ ইন্দ্রিয়। গোপাল ইন্দ্রিয়ের যিনি পালন কর্তা। জগত স্রষ্টা; প্রভুগুরু; স্বামী বা শাঁই; অধিপতি, রাজা; শ্রেষ্ঠ বা প্রধান। জ্ঞানহীন নরপশু তথা অসুরদের জীবন-জগৎ সম্বন্ধে চেতনা দানের জন্যে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্যে আল্লাহ সম্যক গুরু হয়ে মানবের রূপ ধরে পৃথিবীতে আসেন। যুগে যুগে দেশ-ভাষা ভেদে বিভিন্ন নামে আবির্ভূত হলেও তিনি একক মূলসত্তারূপে সর্বকালে বিরাজ করেন। মানুষকে সত্যপথ প্রদর্শনের জন্যেই তিনি মর্ত্যের মানুষের সাথে মানুষ হয়েই অসীম লীলা বিলাস করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

। উ ।

। উজানে চালায় তরী

তরী অর্থাৎ নৌকা মানবদেহের প্রতীক। লালন সাধক বাইরের বিষয়মোহ দ্বারা রমিত হয়ে মনকে তথা চেতনাকে কখনো নিচের দিকে ধাবিত হতে দেন না। প্রতিটি বিষয়কে ধ্যান প্রয়োগ দ্বারা মোহমুক্তভাবে গ্রহণ-বর্জন করার কারণে সাধকের চেতনা সর্বদা উপরমুখো থাকে। এখানে ধ্যানরত সাধকের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। অভ্যন্তরস্থ মূলাধারচক্র থেকে আজ্ঞাচক্রের দিকে জ্ঞানবিন্দুকে উঠিয়ে আবার অবতরণের প্রক্রিয়াকে শাঁইজি রূপক কথায় ব্যক্ত করছেন। 'উজান-ভেটেন দুটো পথ দেখ নয়ন করে খাঁটি' মানুষের যেমন বাইরের দুটো দৃষ্টি আছে তেমনই আছে ভেতরের জ্ঞানদৃষ্টি। সাধক বহির্মুখি দৃষ্টিকে গুটিয়ে এনে অন্তর্মুখি দৃষ্টি প্রয়োগ দ্বারা দেহের ভেতর মনের গতাগতি অবলোকন করেন। নাভিমূলের কেন্দ্রে মণিপুর চক্রে মেরুদণ্ডের গভীরে আড়াই প্যাঁচে সাপের মতো কুণ্ডলী আকারে প্যাঁচিয়ে থাকা কুল কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রাণায়াম দ্বারা পর্যায়ক্রমে বুকে স্বাধিষ্ঠান চক্র, কণ্ঠে অনাহত চক্র দিয়ে প্রবাহিত করিয়ে মস্তিষ্কে দ্বিদলচক্র হয়ে শতদল ও সহস্রদল পদ্মে স্থিত করে তার মধ্যে থেকে উজ্জ্বল রস রূপে লুকানো ব্রহ্মজ্যোতি তথা নূরে মোহাম্মদি দ্বারা সত্তাকে জাগ্রত করে পুনরায় কুণ্ডলিনী চক্রে প্রত্যাবর্তন করান। সাধনার এ বিশেষ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে গুরুর কাছ থেকে শিখে না নিলে উজান-ভেটেন তাৎপর্য অর্থাৎ চেতনার আরোহণ-অবরোহণ প্রক্রিয়া কাউকে বুঝিয়ে বলা অত্যন্ত কঠিন বিষয়।

। উজালা

নূরে মোহাম্মদির জ্যোতির্ময় বিকাশ দেহের ঊর্ধ্বলোকে উজ্জ্বল আলোর ফোয়ারা ধারা প্রবাহিত করে সম্যক গুরুর চরণ সেবার মাধ্যমে। শাঁইজি জানাচ্ছেন :

> চার পেয়ালা হৃৎ কমলা ক্রমে হবে উজালা।
> ভজ মুর্শিদের কদম এই বেলা ॥

। উঠাইলে সরপোষখানি

'সরপোষ' অর্থ আবরণ। সত্তার সরপোষ হলো দেহ। গুরুর নির্দেশিত ধারায় অবিরাম সালাত-জাকাত দাঁড় করলে বিশ্বরবের বিকাশ নূরে মোহাম্মদি সত্তা রূপে মানবদেহেই প্রকাশ পায়। গুরু তাঁর শিষ্যকে আত্মপরিচয় দান করে অলি আল্লাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানান। দেহনির্ভর শেরেক তথা সংস্কারের কালিমা থেকে মনকে মুক্ত করতে পারলে মানুষ অলি আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়ে যান। শেরেক যে কত সূক্ষ্মভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে থাকে গুরুর ধারায় ধ্যানের মাধ্যমে তার পরিচয় সূক্ষ্মভাবে উদ্‌ঘাটিত করে তার নফস পরিচয় তাকে বিস্তারিতভাবে দান করেন। আপন নফসকে চিনলে মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় বিচারক মহাপ্রভুকে নিজের মধ্যে চিনে নেয়া যায়। শেরেক বর্জন করে নফসের শুদ্ধিকরণ তার একমাত্র উপায়। এটাই সর্বজনীন সাধনা।

▌উতারিল তাঁরে কোন পেয়ালা

'উতারিল' অর্থ অবতীর্ণ করা বা নাজেল করা। মানবদেহের মধ্যেই আল্লাহর জ্যোতির্ময় সত্তা তথা নূর অবতরণ করার প্রক্রিয়াকে শাঁইজি লালন এখানে রূপক ভাষায় হাজির করেছেন। সাধকের চিত্তাকাশে মোহাম্মদি নূরের একটি বিকাশকে অবতীর্ণ করানো সম্যক গুরুর কাজ। এ অবতরণকে বলা হয় 'রুহ'। এ আলোকিত মূর্তি রুহ রূপে নাজেল হলে তা মনের কর্তা হয়ে যায়। রুহ সৃষ্টির বা দেহের অন্তর্গত নয়। এটি প্রভুত সৃজনীশক্তির অধিকারী। রুহ অতি রহস্যময়। ভাষায় এর পরিচয় বলে বোঝানো যায় না। সোজা করে বললে, প্রভু গুরুর ভাবমূর্তি সাধকের আপন চিত্তের উপর অধিষ্ঠানকে 'নূর পেয়ালা উতারানো' বা 'রুহ নাজেল' বলা হয়।

AMARBOI.COM

▌উত্তম লীলা

মানুষের চেহারা মূলত আল্লাহরই চেহারা। এর সাথে নফসানি খাদ মিশে দুর্বল আল্লাহর চেহারা হয়ে রয়েছে। একত্রে মিশে আছে বিষের সাথে অমৃত। আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ ও যৌনলোভ- এ পাঁচটি হলো মায়াধর্মের ভোগাচার বা ভোগবাদ। দেহ নির্ভর সাধারণ মানুষ এসব ভোগের লোভে জীবনযাপন করে বারবার জন্ম-মৃত্যুর অধীন থেকে যায়। এ চক্র ভেঙে বেরিয়ে আসার অসীম ইচ্ছেশক্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণপূর্বক ভোগ-বাসনা বর্জনের সাধনায় অবিরাম দৃঢ় থাকলে অধম পশু পর্যায় থেকে গুরু মুক্তিপথের দিকে উত্থান ঘটিয়ে থাকেন। মন-মানসিকতা থেকে হিংসা, নিন্দা ও তামসিক স্বভাবের অবসান ঘটলে মহাশক্তিমান গুরু অধম ভক্তের মনের মধ্যে উত্তম লীলা অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষু ফুটিয়ে তার আত্মিক ক্রমোন্নতি দান করেন। ফকির লালন শাঁই তাই জানান দেন :

বিষামৃতে আছে রে মাখাজোখা
কেউ জানে না
কেউ শোনে না
যায় না জীবের দেলের ধোকা ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিংসা নিন্দা তম গেলে
আলো হয় তার হৃৎকমলে
অধমে উত্তম লীলে
গুরু যার যার হয় রে সখা ॥

উদ্ধার

জগতবাসী কাম, ক্রোধ, লোভ ও হিংসার ঘোরে আছে। তারা মোহ পাপকর্মের কারণে জন্ম-জন্মান্তরে দেহ কারাগারে বন্দি। তাদের মস্তিষ্ক শূন্য নয় বরং তারা নারীমোহে অর্থাৎ বস্তুমোহে আবদ্ধ হয়ে নরকের ঘোলাপানি তথা বীর্যকে তোয়াফ করে। একজন সম্যক গুরুর কাছে আশ্রয় নেবার মাধ্যমে তাঁর চরণে মানবীয় আমিত্ব তথা অহঙ্কার পরিপূর্ণ সমর্পণ দ্বারা সৎকর্ম না করা পর্যন্ত চক্রাকারে নরকের জ্বালা-যন্ত্রণার চারদিকে তারা ঘুরতেই থাকে। এদেরকেই কোরানে বলা হয়েছে 'জিন'। জাতি হিসেবে এরা মানুষ থেকে নিম্নমানের। এরা সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তিবিশিষ্ট আগুনের তৈরি জীব। আদমের সন্তান হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে জিন ভাব প্রবল।

এ জিন ভাবসম্পন্ন মানুষ নিজের ত্রুটি থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে একজন সম্যক গুরু তথা আল্লাহর গুণসম্পন্ন মহাপুরুষের কাছে মানসিক ভাবে আশ্রয় গ্রহণ করলে গুরু তাঁকে জীবন বিধান দান করে উদ্ধারের পথে তিনি এগিয়ে নেন। আল-কোরানে এদেরকেই বলা হয়েছে 'ইনসান'। গুরুর প্রদত্ত জীবন বিধান অনুসরণের মাধ্যমে তাদের আত্মিক ক্রমোন্নতি ঘটে। ইনসান তার ত্রুটি সম্বন্ধে সজাগ এবং একটি বাস্তব এবং সত্য মনোভাবের উপর দাঁড়ায়। অলীক কোনো আল্লাহকে সে গুরুত্ব দেয় না। তাই তার উদ্ধারপ্রাপ্তি তথা মুক্তি পাবার সম্ভাবনা আছে, যা অন্যের নেই। ইনসান গুরুর গুরুত্ব বিষয়ে সচেতন এবং কম-বেশি গুরুর সাহচর্যে থাকে। রহমান গুরু রূপে জিনকে আল কোরান শিক্ষা দিয়ে ইনসানে রূপান্তরিত করেন। তারপর তাকে সর্ববিষয়ের ব্যাখ্যা দান করেন (আল কোরান ৫৫ : ১-৪)। গুরু ও ইনসানের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গুরুর বাইরে সে কোনো আপন অস্তিত্ব মানে না। যদিও অতীত কর্মের কারণে গুরুকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় না। গুরু উদ্ধার না করলে কোনো ইনসানই তৈরি হয় না। গুরুর বাইরে কোনো ইনসান নেই। ইনসান জান্নাতের প্রথম পর্যায়ে উন্নীত হলে তাঁকে 'আদম'ও বলা যেতে পারে। সুতরাং আদম পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব সর্বযুগেই বিদ্যমান।[১]

উদয় কলিকাল রে ভাই আমি দেখি তাই

লালনতত্ত্বে দেহ বা দেশ চার স্তরে বিভক্ত। সংসারের মায়াপাশে আবদ্ধ দেহ স্থূলদেহ। স্থূলদেশের কাল হলো কলিকাল অর্থাৎ অনিত্যকাল। সম্যক গুরুর চরণ

সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্রয়ে নিবেদিত হলে প্রবর্তদেহ লাভ হয়। প্রবর্তদেশের কাল ত্রেতা যুগ। এরপর সাধকদেশে উত্তরণ ঘটলে সাধকের কাল হয় দ্বাপর বা দ্বৈতকাল তথা গুরু-শিষ্যের প্রাক্‌মিলন মুহূর্ত। চূড়ান্ত দেশে তথা সিদ্ধদেশের কাল হয় সত্যযুগ।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষ গুরুমুখি না হয়ে আজীবন বস্তুমোহে-পণ্যলোভে অন্ধভাবে আসক্ত। তাই এদের কলিকাল যেন ফুরায় না। তাই শাঁইজি বলেন, সত্যযুগ, দ্বাপরযুগ, ত্রেতাযুগ অনেক দূরে। এখন ঘোর কলিকাল। মানব জাতি মহাপুরুষ নবি-অবতারদের প্রদর্শিত পথ ছেড়ে নিজেদের মনগড়া ভোগবাদের বেনোজলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দলে দলে। যান্ত্রিক সভ্যতা তাদের হাজার বছরের জীবন ধারা রাতারাতি উল্টে পাল্টে দিচ্ছে। মানুষ মনুষ্যত্ব হারিয়ে যান্ত্রিক-প্রেমহীন হয়ে পড়েছে। ব্যক্তি মানুষ প্রতিষ্ঠান নামক বিরাট দানবের পদতলে পিষ্ট হয়ে মরছে।

অতি উৎপাদনের নামে কলির যন্ত্র সভ্যতা পৃথিবীর বায়ু, জল, মাটি ও মানুষের দেহ-মনে যে ভয়াবহ দূষণ বাড়িয়ে তুলেছে তা জীব-জন্তুসহ সমগ্র প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত করতে করতে এখন প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। গণতন্ত্র, স্বৈরাচার, সাম্রাজ্যবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে প্রাকৃতিক শান্তির সব ধর্মকে।

বিচারের নামে, আইনের কাচকলা দেখিয়ে দেখিয়ে অসহায় মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, ক্ষমতাবানেরা সবকিছু নিজেদের পকেটে পুরছে। মানুষে মানুষে অসাম্য, বঞ্চনা, শোষণ, জুলুম বেড়েছে হাজার গুণে। ধর্মের নামে হিংসা-হানাহানির এতো রেকর্ড ভাঙা বিস্তার ঘটেছে যে, এক আল্লাহ, এক রসুলের উম্মত দাবিদার মুসলমানেরা তেহাত্তর কাতার-চুয়াত্তর ফেরকায় বিভক্ত। এক দল আরেক দলের উপর আত্মঘাতি বোমা হামলা– হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে আনন্দোল্লাস করছে। দুর্বলের উপর সবলের জুলুম 'মাৎস্যনায়'কেও হার মানিয়েছে।

মানবসমাজ আধ্যাত্মবিজ্ঞানের অনুশীলন, গুরুবাদে বিশ্বাস ভুলে স্থূল বস্তুবিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে শয়তান শাসকদের অর্থাৎ সমরতন্ত্রের পায়ে মাথা ঠুকছে। কলির এ আকালে সব শুভ চেতনা, কল্যাণ চিন্তা, এক কথায় মহাপুরুষদের আদর্শ মানুষ ত্যাগ করে সবাই এতো বেশি বিষয়মোহে অজ্ঞান আচ্ছন্ন ও পতনমুখি হয়ে পড়েছে- কেউ এদের সত্যপথ দেখালেও তা সহজে গ্রহণ করতে নারাজ।

এ যুগের ইন্দ্রিয়পরায়ণ–পাপাসক্ত মানুষ সাময়িক লাভের মোহে অনন্ত আনন্দ–কল্যাণকে ত্যাগ করতে একটু দ্বিধাবোধ করে না। লালন শাঁইজির মতো মহাশক্তিশালী কোনো মহাপুরুষ পুনরায় মর্ত্যে অবতরণ করা ছাড়া মানবজাতিকে এমন অধোগতি থেকে রক্ষার আর কোনো আশা ভরসা নেই।

আজকের এ দর্শনশূন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীর চিত্র দেড়শো বছর আগে ফকির লালন দেখেছেন। এর পরিণতিও তাঁর অজানা নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌উদয়াস্ত

'উদয়' অর্থে জ্ঞানের উদয় প্রজ্ঞাময় অবস্থা। অন্ধকার 'অস্ত' মানে জ্ঞানহীন অবস্থা। মোহময় কালো অন্ধকার। বাইরের বস্তুবিশ্বে সূর্য উদয়ের সাথে সাথে রাতের অন্ধকার অমানিশার অবসান হয়। সব বিষয় মানুষের চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার সূর্য অস্ত যাওয়ার মধ্য দিয়ে অন্ধকার নেমে আসে। তেমনই আত্মিক অর্থাৎ মানসিক জগতে সপ্ত ইন্দ্রিয় দুয়ার দিয়ে আগত প্রত্যেকটি দৃশ্য, শব্দ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও ভাব সালাত তথা প্রজ্ঞার সাথে গ্রহণ-বর্জন করতে পারলে জ্ঞানের অর্থাৎ আলোর উদয় ঘটে। আর মোহ আকর্ষণ দিয়ে বিষয়কে গ্রহণ করলে তা চেতনাকে নিম্নমুখি করে দেহমনে অজ্ঞানতার পর্দা বাড়িয়ে তোলে অর্থাৎ রাতের অন্ধকার নামিয়ে আনে।

রাত মনের মোহ-অন্ধকারের প্রতীক। মনের জাগ্রত প্রজ্ঞার প্রতীক দিন। মনের মোহ-অন্ধকারে আবদ্ধ মানুষ কখনো আধ্যাত্মিক আলোয় উদ্ভাসিত হতে পারে না। গুরুর দর্শনে দৃঢ় অধ্যবসায় ও সালাত প্রশিক্ষণ দ্বারা ধীরে ধীরে মনের অন্ধকার দূরীভূত করে জ্ঞান সূর্যের উদয় ঘটায়। অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদির জাগরণ ঘটায়। নূরে মোহাম্মদির জাগরণ ঘটলেই গুরুসত্তার গভীর জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। ধীরে ধীরে তা সম্পন্ন হয়।

AMARBOI.COM

▌উদান

বাইরে থেকে গ্রহণ করা ভেতরমুখি শ্বাসকে 'উদান' বায়ু বলা হয় সাধু শাস্ত্রে। মানবদেহে অবস্থিত পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবায়ুর অন্যতম উদান কণ্ঠস্থিত বায়ু। পঞ্চবায়ু হলো যথাক্রমে চাণ, অপান, সমান, বান ও উদান।

▌উদাসী

প্রকৃত সাধক বহির্মুখি মনকে ঘুরিয়ে ধরেন ভেতরের দিকে। অন্তর্মুখি সাধনার দ্বারা তিনি প্রতিনিয়ত দর্শন করেন বাইরের এবং ভেতরের কী কী বিষয় সত্তায় প্রবেশ করছে। তিনি প্রজ্ঞার হালে প্রতিটি বিষয়ের মোহ দূরীভূত করে তা থেকে নির্যাস রূপে শুধু জ্ঞানটুকু আহরণ করেন। এর মাধ্যমে সত্তার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থিত পরম গুরুসত্তাকে জাগ্রত ও আনন্দময় রাখেন। সংসারী লোকের মতো নির্বিচারে বিষয়রাশির মোহে আপ্লুত থাকেন না বলে সাধককে 'উদাসী' বা 'বৈরাগী' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

▌উপরওয়ালা সদর বাড়ি

দেহের উপর তথা সর্বোচ্চ স্থান মাথা। এখানেই মানুষের সদর অর্থাৎ মনের কেন্দ্র বা বসতি। কারণ মস্তিষ্কেই মানুষের ভালোমন্দ, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার ও বিবেচনার স্থান। জান্নাতের শেষ স্তরও এখানে স্থিত। মনের সাধনা যে যেমন করে তেমন ফলই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়। উচ্চাঙ্গের সাধক দেহ-মন ত্যাগ করে এ সদর বাড়ির উপর লা-মোকামে নূরে মোহাম্মদি তথা জ্যোতির্ময় সত্তাকে সন্ধানের সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। গুরুর কৃপা হলে তবেই চূড়ান্ত স্তর মহাশূন্যলোক তথা মনের লা-মোকামে উত্তীর্ণ হয়ে জন্ম-মৃত্যুর চক্র ও চক্রান্ত ভেদ করে চিরমুক্ত হয়ে ওঠেন।

উপরে আল্লাহ গোপন পীরের নিশানী

সৃষ্টি ও স্রষ্টা দুই নয়, এক দেহ। আল্লাহ গুপ্তরূপে সৃষ্টি বা দেহরূপ পর্দার অন্তরালে বিরাজ করেন পরম চৈতন্য বা স্বরূপশক্তি হয়ে। কিন্তু ভেতরের এ অতি শক্তিমান সূক্ষ্ম আল্লাহকে কখনো কোনো মানুষ দেখার দৃষ্টি অর্জন করতে পারে না যতক্ষণ আল্লাহর প্রকাশ্য চেহারা একজন সম্যক গুরু তথা পীরের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রদর্শিত পথে আত্মদর্শনের সালাত-জাকাতে নিয়োজিত হয়। গুরু বা পীর আল্লাহর জাহেরি রূপ। আকার-সাকারধারী সম্যক গুরুতে আল্লাহর চেহারা যে উদ্ধার করে না সে নিজের ভেতরগত জ্যোতির্ময় আল্লাহর চেহারা বা অভিব্যক্তি কখনো দর্শন করতে পারে না। আল্লাহ মানুষের রহস্য। মানুষ আল্লাহর রহস্য। পীর নিছক রক্তমাংসের পার্থিব জীব বা মানুষ নন। বাইরে মানব কিন্তু অন্তরে তিনি পরম রূপের অসীম প্রকাশের সঙ্গে নিজেকে প্রেম দ্বারা এমনভাবে যুক্ত করে নিয়েছেন যে, বাইরের প্রতি রূপের মধ্যেও সেই অরূপ তিনি অনুভব করেন। শুধু অনুভব নয়, কেউ বা দর্শনও করেন। অসীম লীলাময়ের মুখমণ্ডল এই যে বিচিত্র বিশ্বরূপ, অনন্ত রূপে রসে আপনাতে আপনি বিকশিত। অথচ কোনো রূপের মধ্যেই তিনি নিজেকে স্থায়ী বা সীমাবদ্ধ রাখেন না। সেই পরম সূক্ষ্ম বিচিত্র রূপী যিনি তাঁরই মুখমণ্ডলের খণ্ড অভিব্যক্তি হলেন পীর। আবার পীরকে খণ্ড একটি অভিব্যক্তি বললেও ভুল হয়। কারণ অখণ্ড সত্তা তাঁকে গ্রাস করে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এক প্রকার মুছে নিয়ে অখণ্ড রূপের মধ্যে লীন করে রেখেছেন। স্রষ্টার বিশ্ব রূপী এ অখণ্ড মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি এবং অনুভূতিকে গ্রাস করে আপন মহিমার রূপ দর্শন করিয়ে তাঁর মধ্যে নিজেকেই নিজে বিকশিত করিয়েছেন তিনিই পীর বা গুরু।

দেহের মধ্যে গুরু নেই। দেহাতীত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এক অপরূপ অনুভূতির মধ্যে তিনি বিরাজমান। সীমার মধ্যে তিনিই অসীমের প্রকাশ। ফলত বাহ্য দেহের গণ্ডীর অতীত আর একটি অক্ষয় 'সূক্ষ্মদেহ' তাঁর আছে যা অবিনশ্বর। সূক্ষ্ম মানে বায়বীয় নয়। 'সূক্ষ্মদেহ' বলার কারণ তাঁর স্থায়িত্ব চর্মচোখে দেখা যায় না।

বিশ্ব প্রকৃতির অসীম রূপ তাঁর প্রকাশের দ্বারা সৃষ্টি চির গতিশীল-চঞ্চল রূপ ধারণ করেছে। তিনি সর্বত্র নিজেকে বিকশিত করে কোথাও স্থির হয়ে নেই। যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার অতীত, যাঁকে বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা ধরা যায় না, নিজেই প্রকাশ হয়ে আবার স্বেচ্ছায় কোথায় মিলিয়ে যান অতীন্দ্রিয় কোনো অজ্ঞাতলোকে। এ রূপে তিনি নিজে অন্তর্ধান হন না বরং তাঁর বিশিষ্ট একটি শান বা অবস্থান অন্তর্ধান করে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অবস্থার সৃষ্টি তিনিই সেখানে করে থাকেন। তিনি অরূপ তাই রূপে রূপে তাঁর লীলা বিলাস। সেই পরম বিচিত্র রূপী যিনি, তিনি কে? সুফি এ প্রশ্নের জবাবে বা এ চিন্তারাজ্যে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন। তাঁর মতে, আল্লাহ যে রূপ বা নূর তা নূরে মোহাম্মদির রূপায়ণ করে অর্থাৎ এক অখণ্ড নূরকে দুনিয়ার খণ্ডদৃষ্টির কাছে স্থান ও কালের গণ্ডী সীমায় খণ্ড সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

কাজেই এই যে প্রকাশ তা পীর বা গুরু রূপে নূরে মোহাম্মদিরই প্রকাশ। তথা পরম প্রেমাস্পদ নিজেই ঐ নূরে মোহাম্মদির আবরণে সৃষ্টিময় নিজেকেই প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর এ অখণ্ড প্রকাশ খণ্ড মোর্শেদের মধ্যে ধরা দিয়েছে। খণ্ড মানব তখন অখণ্ডের গুণপ্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টিময় সর্বত্র বিরাজ করার অধিকার রাখেন। অবশ্য দুনিয়ার দৃষ্টির কাছে তা গুপ্ত ও সুপ্ত থাকে। তাই সুফির কাছে তাঁর প্রেমাস্পদ কোনো দেহের গণ্ডী দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। গুরু দেহের আবরণে থেকেও হৃদয় দ্বারা সর্ব প্রকৃতিময়। তাঁর হৃদয় রুহের সাহায্যে বিস্তারিত করে অসীম অখণ্ড প্রেমাস্পদের লীলার রঙে আপনাকে রঙিন করে রাখেন।

বিশেষ হিসেবে বলা প্রয়োজন, পরম সত্যদ্রষ্টা কামেল ব্যক্তি ছাড়া কেউ পীর হতে পারে না। কামেল পীরের মনোনীত কোনো লোক যখন পীরের অনুমোদিত প্রতিনিধি রূপে লোকদের মুরিদ করেন তখন আপন পীরের হাতেই তাদের তুলে দেন। তাদের জন্যে পীরের পক্ষ হয়ে দোয়া করেন এবং তাদের নির্দেশ ও উৎসাহ দিয়ে সাহায্য করেন মাত্র। এমন ব্যক্তি নিজে কিন্তু প্রকৃত পীর নন, যদিও তার হাত ধরে প্রকৃত যিনি পীর তাঁর ফয়েজ লাভ করা যেতে পারে। প্রকৃত পীর হওয়া খুব কঠিন বিষয়। জগতে তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। তাঁদের ভক্ত-খলিফার দলই কামেল পীরের স্থান সমাজে অধিকার করে থাকেন। এ জন্যে পীরপ্রথার মধ্যে নানা রূপ দোষ-ত্রুটি এসে হাজির হয়। কারণ, অন্ধ মানুষ কখনো সত্যের মাপকাঠি হতে পারে না। অতএব পীর প্রথা কোথাও কলুষিত হলে তার সংশোধন করা যেতে পারে কিন্তু উচ্ছেদের চেষ্টা ঘোর অন্যায়।[১]

উপরোধের কাজ দেখ রে ভাই ঢেঁকি গেলার মতো

প্রতিটি মানুষ আল্লাহর মেহমান। তিনি প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছে শক্তি ও পছন্দ দিয়েই জগতে প্রেরণ করেন। কারো উপর জোর-জবরদস্তি কোনো ধর্ম আল্লাহ চাপিয়ে দেন না। ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত বোঝা তিনি কাউকেই তুলে দেন না। সম্যক গুরু হেদায়েতের জন্যে মানুষের কাছে মানুষ রূপ ধরে একই সমতলে এসে দাঁড়ান। তাঁর ধর্ম দয়ার ধর্ম, প্রেমের ধর্ম। মানুষ না চাইলে কাউকে হেদায়েত করতে তিনি পারেন না। তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে তিনি সাধনার পথও দেখান না কাউকে। যারা তাঁর কাছে সমর্পিত হয় তিনি তাদেরই মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন।

---

১. সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ মসজিদ দর্শন ॥ র‍্যামন পাবলিশার্স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ তা গ্রহণ না করলে তার উপর তিনি কোনো প্রভাবই খাটান না। এটাই আল্লাহ তথা গুরুর সূক্ষ্ম রহস্য।

অথচ মধ্যযুগীয় রাজাদের হিংসাত্মক-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও জোরপূর্বক প্রভাব দ্বারা বিকৃত কোরানের অপপ্রভাবে গড়ে ওঠা 'আলেম' নামক জালেম সমাজ মানুষের উপর জোর করে ইসলাম চাপিয়ে দেওয়া, নইলে কঠিন শাস্তি বা হত্যার জঘন্য পীড়নমূলক ব্যবস্থা চালু করে। ফকির লালন শাহ আদি মোহাম্মদি কোরানের দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সে সব ভ্রান্ত মত নাকচ করে দিচ্ছেন। সম্যক গুরু দয়াল। প্রেম ও করুণা দ্বারা মানব মন জয় করতে চান। সর্বযুগের মহাপুরুষগণ সত্যধর্ম প্রচারে অসীম ধৈর্য ধরে, অনেক বাধা-প্রতিকূলতা, চড়াই– উৎরাই পার হয়ে প্রেমধর্ম দিয়েই মানুষের মন জয় করেছেন। কিন্তু ওমর, আবু বকর, ওসমান, মোয়াবিয়া, এজিদের অনুসারী সুন্নী-অহাবিরা তলোয়ারের ভয় দেখিয়ে মানুষকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের যে জঘন্য পদ্ধতি চালু করে গেছে তাতে মানুষ শুদ্ধ তো হয়ই নি, বরং উপদলীয় হানাহানি, অশান্তি, রক্তপাতই শুধু বেড়েছে। আজ ইসলামের নামে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদ খেলাফতি, সাম্রাজ্যবাদী ও এজিদি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারই ফলাফল। প্রচলিত জবরদস্তিমূলক আরোপিত রাজকীয় ধর্মাচারের বিপক্ষে প্রকৃত মোহাম্মদি ইসলামের মাহাত্ম্য তাই অকপটে ফকির লালন তুলে ধরেন এভাবে :

উপরোধের কাজ দেখ রে ভাই ঢেঁকি গেলার মতো।
সে তো যায় না গেলা তলাগলা ছিঁড়ে হয় ক্ষত ॥
মনটা যাতে রাজি হয়
প্রাণটা তাতে আপনিই যায়
পাথর দেখে শোলার মতো ॥
বেগার ঠেলা ঢেঁকি গেলা
টাকশালে সই না তো ॥

মুচিরামের কেটোয় গঙ্গা মা
কোনো গুণে যায় না দেখা
কেউ ফুল দিয়েও পায় না তো।
মন যাতে নেই পূজলে কী হয়
ফুল দিয়ে শত শত ॥

যার মনে যা লাগে ভাই
সে করুক সদাই
গোল কেন আর এতো।
ফকির লালন কয় লাথিয়ে পাকায়
সে ফল কভু হয় না মিঠে তো ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপলক্ষ

সাধনার জগতে সম্যক গুরুই চরম-পরম লক্ষ্য। গুরুর চরম স্তরে পৌঁছানোর জন্যে যত ধ্যানপথ বা জ্ঞান-পদ্ধতি সে সবই উপলক্ষ। ধ্যান কখনো লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। লক্ষ্যে পৌঁছানো অর্থাৎ গুরুর মহাভাবলোকে বা শিবলোকে প্রবেশ করে তাঁর সেবা করার মাধ্যমে তাঁতে 'ফানা ফিল্লাহ' অর্থাৎ আমিত্বহারা হয়ে স্থায়ী দাসত্বের অধিকার অর্জন দ্বারা 'বাকা বিল্লাহ' অর্থাৎ মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়াই সাধকের লক্ষ্য।

উপাসনা

উপ+আসন + আ (প্রত্যয়) = উপাসনা। কারো উপর নির্ভরের আসন গ্রহণ করার নাম তার 'উপাসনা'। যেহেতু গুরু অর্থাৎ আল্লাহর উপরই আজীবন নির্ভরের আসন গ্রহণ করা উচিত। নয়তো ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, তাই আজীবন নির্ভরযোগ্য উপাস্য আল্লাহ তথা সম্যক গুরু ব্যতীত আর কেউ নেই। আল্লাহতালা মনোজগতের সম্যক গুরু রূপে বিশ্বময় বিরাজিত। তাই মনুষ্য জগতে তিনি ছাড়া আজীবন উপাসনা যোগ্য আর কেউ নেই। শিরিক যেমন অপরিহার্য, কিন্তু আজীবন শিরিক করা মানুষের জন্যে মানসিক জুলুম। তেমনিভাবে আজীবন নারী উপাস্য গ্রহণ করা মানবজীবনের জন্যে মহাঅপরাধ এবং ব্যর্থতা। নারী উপাস্য জন্ম-মৃত্যুর অধীন এবং অনিত্য। মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলে মা-বাবা, প্রকৃতি এবং পরিবেশকে ইলাহ তথা নির্ভরের উপাস্যরূপে গ্রহণ করতেই হয়। কিন্তু কেউ এসব অস্থায়ী এবং প্রয়োজনীয় উপাস্যগুলোকে আজীবন উপাসনা করলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। অপর দিকে গুরু হলেন পুরুষ আল্লাহ রূপে মৃত্যুঞ্জয়ী এবং চিরস্থায়ী। তাঁর অনুসরণ মুক্তিলাভের দিশারী।

পুরুষ গুরু ব্যতীত চিরস্থায়ী উপাস্য আহাদ তথা নারী জগতে কেউ নেই। কারণ আহাদ জগত মানে বিষয় জগত বা প্রকৃতি জগত যা ধ্বংসশীল।

সম্যক গুরু রূপী উপাস্য মৃত্যুঞ্জয়ী, চিরঞ্জীব এবং নিত্য বিরাজমান। তন্দ্রা এবং নিদ্রা তাঁকে অভিভূত করতে পারে না। এমন মহত্তম সত্তার মধ্যে তিনি সদা জাগ্রত থাকেন। তাঁদের দেহ শ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলেও সত্তার মধ্যে তাঁরা জাগ্রতই থাকে। আলীত্ব অর্থাৎ সর্বোচ্চ মানপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের দেহের শ্রান্তি আসতে পারে কিন্তু তাঁদের সত্তার কোনো শ্রান্তি ভ্রান্তি নেই। দেহমন একত্রে একটি জীবসত্তা। সব জীবসত্তার মধ্যে যা কিছু আছে অর্থাৎ জীব জগতে যে সব কর্মকাণ্ড আছে সবই তাঁর জন্যে অর্থাৎ সম্যক গুরুর দিকে অগ্রসর হবার জন্যে।

গুরুর অনুমোদন ব্যতীত কেউই তাঁর সমকক্ষতায় আসতে পার না। রাব্বুল আলামিন রূপে তথা বিশ্বরব রূপে সম্যক গুরু বিশ্বময় বিরাজমান। কেউই তাঁর অনুমোদন বা ইচ্ছে বা কৃপা ছাড়া তাঁর পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তিনি লোকের সামনে ও পেছনে উপস্থিত অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানে যা কিছু আছে তা সবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানেন। মানুষের কিছুই তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূর্ত নয়। তাঁর জ্ঞান এতো সুবিস্তৃত যে, মহাবিশ্বের কোনো বিষয়ই তাঁর জ্ঞানের বহির্ভূত নেই। তাঁর জ্ঞান এতো সুবিস্তৃত যে, তাঁর জ্ঞানের কোনো একটি অংশকেও পরিব্যাপ্ত করা বা আয়ত্ত করা যায় না, যদি তা অর্জনের জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টা না থাকে।

❙ উপশক্য

উপশক্য অর্থাৎ দানব তুল্য। বাইরে দৃশ্যমান দৈহিক আকার-আকৃতিতে মানুষ হলেও স্বভাব-প্রকৃতিতে দানব বা অসুরের মতো। মানুষের বেশধারী আহার, নিদ্রা ও যৌনলিপ্সা কাতর নরপশু এরা। নিজের অপরিমিত ভোগের লোভে মানুষকে ন্যায্য ও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখে। জ্ঞানীকে গায়ের জোরে কোণঠাসা করে। ভোগবাদী সমাজের প্রভু চরিত্র এর সংখ্যাধিক্যের জোরে সত্যসন্ধানী সাধকদের সত্য প্রচারে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। এমনকি জ্ঞানীদের হত্যা পর্যন্ত করে থাকে। এরাই চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপশক্যতুল্য পরিচালক। গণতন্ত্রমানে উপশক্যতন্ত্র। 'Democracy' ফরাসি শব্দ। Demon অর্থ 'দানব' আর Cracy মানে 'তন্ত্র'। 'গণতন্ত্র' আর 'উপশক্যতন্ত্র' একাকার।

AMARBOI.COM

❙ উপায়

একজন সম্যক গুরুর কাছে পরিপূর্ণভাবে মানবীয় আমিত্বের উৎসর্গ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত সত্য লাভের আর কোনো মাধ্যম বা উপায় নেই। নিরুপায় অজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে সম্যক গুরু তাঁর আপন জ্ঞান ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী রূপে গড়ে তোলেন। কোরানের পরিভাষায় একজন কামেল মোর্শেদকে 'উছিলা' বলা হয়েছে। এমন উপায় অর্থাৎ মহাপুরুষের মাধ্যম গ্রহণ করেই জ্ঞানের চরম ও পরম স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। উপায় ও উদ্দেশ্য এক হলে তবেই ভক্তি সাধনার সাফল্য।

উপায় গ্রহণ না করে লৌকিক নামাজ-পুজোর প্রথাগত ধারায় জড়িয়ে গেলে কেউ সত্য অর্থাৎ সৃষ্টি রহস্যের জ্ঞানলাভের কোনো সুযোগ পায় না। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হতে পারে না। ফলে মিথ্যে ও ভ্রান্তিকর ধারণায় বশীভূত হয়ে আত্মিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এরা জন্ম-জন্মান্তরে সৃষ্টির অধীন জাহান্নামের মধ্যেই পড়ে থাকে।

কেবল গুরুকে ধ্যান-জ্ঞান-প্রেমের একেশ্বর মাধ্যমরূপে গ্রহণের মাধ্যমে নিম্নস্তরের মানুষ পর্যায়ক্রমে জীবস্তর থেকে ইনসানে উন্নীত হয়। জাহান্নাম থেকে উদ্ধার পেয়ে গুরুর জান্নাতে অবস্থান নেয়। সত্য লাভের উপায় ও উৎস তাই একজন কামেল মোর্শেদ যিনি 'জাহেরি' বা প্রকাশ্য আল্লাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উব্দ গাছে ফুল ফুটেছে প্রেম নদীর ঘাটে

প্রেম নদীর ঘাট মানবদেহের ভেতরে অর্থাৎ মনোলোকে। মস্তিষ্কের ললাট থেকে শুরু করে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত প্রকাষ্ঠসমূহে জ্ঞান-বুদ্ধি-গুরু-অহঙ্কার তত্ত্ব ও ব্রহ্মের স্থিতি। নিজে নিজে সন্ধান করে বা বইপত্র ঘেঁটে অলৌকিক ফুল কেউ দেখতে পায় না। জীবন্ত এমন ফুল হয়ে ওঠার উপায় হলো সফল একজন সম্যক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ। গুরু ভক্তকে প্রেমশিক্ষা দিয়ে গাছের অনুরূপ মানবদেহে নানা দলে বিন্যস্ত কমল বা পদ্ম বা চক্রের সন্ধান দান করেন। মন ও দেহের মোহ-কালিমা দূর করার দীর্ঘকালীন সাধনা দ্বারা নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে গুরুর প্রেমোদ্যানে উন্নীত করতে হয়। গুরু প্রদত্ত ধ্যান সাধনা দ্বারাই পর্যায়ক্রমিক পদ্ম বা জ্ঞান বিকাশ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে মন-মস্তিষ্ক মোহশূন্য তথা পরিশুদ্ধ হলে তাতে ফুল ফোটার বসন্তকাল আসে। সাধকের মনের কেন্দ্রই হয়ে ওঠে প্রেমনদীর ঘাট, যেখানে গুরু আপন স্বরূপে প্রকাশিত হন সূক্ষ্মরূপে। মন সংস্কারশূন্য হয়ে গেলে তার গুরু দেহবৃক্ষের ভেতর জ্ঞানের প্রতীক পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়ে সাধককে জন্মমৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি দান করে।

উব্দ মানুষ জগতের মূল গোড়া হয়

মানবদেহ সাকারে বস্তুত উল্টানো গাছ। গাছের মূল কাণ্ড থাকে নিচের দিকে মাটিতে ঢাকা। আর মানবদেহের মূলকাণ্ড উপরের দিকে থাকে মস্তিষ্কে। মানব মেরুদণ্ডটি কাণ্ড এবং হাত পা ইত্যাদি তার শাখা-প্রশাখার মতো।

আল কোরানেও মানবদেহকে তিন প্রকার গাছের রূপকে ব্যক্ত করা হয়েছে। যথা : জাককুম গাছ, তুয়া গাছ এবং সিদরাতুল মোন্তাহা ইত্যাদি। জাককুম জাহান্নামের গাছ, তুয়া জান্নাতের গাছ এবং সিদরাতুল মোন্তাহা প্রান্তবর্তী কুল গাছ অর্থাৎ লা-মোকামের গাছ। মানবীয় আমিত্ব তথা শয়তানির মানসিকতা সম্পন্ন- ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির দেহই জাককুম গাছ।

সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি তুয়া বৃক্ষের তলে আশ্রিত। সম্যক গুরু নিজেই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুশীতল ছায়াদানকারী তুয়া গাছ স্বরূপ। কামেল গুরুই জাহান্নাম-জান্নাত ত্যাগ করে মনের মোহশূন্য অবস্থা তথা লা-মোকামে সিদরাতুল মোন্তাহা হয়ে যান।

লালনদর্শনে 'জগত' অর্থ দেহ। এ দেহের মূলকাণ্ড তার মস্তিষ্ক যা চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানের কেন্দ্র। এক এক ধরনের মানুষ পূর্বজন্মের কর্ম অনুসারে এক এক রকম মন-মানসিকতা লাভ করে। মনের কারণেই মানুষের দেহ কর্ম অনুসারে কোনোটি জাহান্নামের, কোনোটি জান্নাতের আবার কোনোটি লা-মোকামের অধিকারী হয়।

বাইরের মানুষটি মনের বহির্প্রকাশ মাত্র। মনই অদৃশ্য মূল মানুষ। কারণ মনই দেহ সৃষ্টি করে আবার দেহের মধ্যে মন বিচিত্র রূপে বিকশিত হয়ে থাকে। মনোলোক বা রহস্যলোকই অদৃশ্য রূপে দেহের পরিচালক উব্দ মানুষ। বইপত্র পড়ে, ধরা-বাঁধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতি দ্বারা একে জানার উপায় নেই। সম্যক গুরুর নির্দেশমত দেহের মধ্যে মনের ভ্রমণ সম্পন্ন করে অর্থাৎ অন্তর্মুখি হেরাগুহা বা কাহাফের ধ্যানযোগে উব্দ মানুষ অন্বেষণ করতে হয়। দেহশুদ্ধির মাধ্যমে উব্দ গাছের মূল উৎস খুঁজে পায় সাধক।

আপন দেহের বাইরে স্বরূপ তথা উব্দ গাছের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই বইপত্রের ধারণামূলক জ্ঞান এখানে বরং নতুন নতুন সংস্কার দাঁড় করায়, যার নিচে স্বরূপ আড়াল হয়ে পড়ে। দেহের ষটচক্র বা ছয় লতিফার সাধনা করে, স্থুল দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নফির তথা লা-এর সাধনায় সার্থকতা অর্জন করতে পারলে উব্দ গাছের পবর হয়।

❙ উভয় নিহার উর্ধ্বতলা

গুরু তথা আল্লাহর দুটি রূপ। আহাদ আল্লাহ্ তথা প্রকৃতি এবং সামাদ আল্লাহ্ তথা পুরুষ। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে তথা নিম্নমুখি এ সত্য উপলব্ধি হয় না। সম্যক গুরুর আশ্রয়ে পর্যায়ক্রমিক সাধনার মাধ্যমে তা উদ্ধার করা যায়। দেহের উর্ধ্বতলা অর্থা মস্তিষ্কে মন দ্বারা ধ্যান করলে ত্রিনয়নে আহাদ ও সামাদ আল্লাহর যুগল মিলন সাধক দ্বৈত রূপের একীভূত অখণ্ড সত্তা হয়ে যায়। প্রকৃতি ও পুরুষসত্তার এ যোগ উর্ধতলা অর্থাৎ মস্তিষ্কের ত্রিবেণীস্থলে নিহার অর্থাৎ নিরীক্ষণ ছাড়া কেউ সত্য দ্রষ্টা হতে পারে না।

AMARBOI.COM

❙ উল

উল অর্থ হলো সন্ধান। লালন প্রেমের অনুসন্ধানী পথিক-সাধক গুরুর চরণে আশ্রয় গ্রহণের সাথে সাথে ভক্তকে সাধন পদ্ধতি দান করেন তিনি। সাধনা মানেই 'উল' বা সন্ধানকর্ম। সালাত-জাকাতের মাধ্যমে সেই সন্ধানের মূল লক্ষ্য আত্মতত্ত্ব সন্ধান। গুরু কে, আমি কে, আমার করণ কী, কিসে আমার মুক্তি—এ রকম অনেক প্রশ্নবোধক তাড়না থাকে আত্মানুসন্ধানের প্রাথমিক পর্বে। সাধন এবং সন্ধান লালন জগতে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং একার্থবোধক।

সৃষ্টির রহস্যময় পর্দার মধ্যে স্রষ্টার একক স্বরূপ লাভ 'উল' বিনে হয় না।

❙ উল্টো তালা

মানবদেহ অতি রহস্যময়। ভোগবাদী মানুষ সে রহস্য কখনো জানতে বা বুঝতে চায় না। শুধু পশুর মতো মুখ বুজে ভোগসুখে অজ্ঞান দশায় ডুবে থাকে। কেবল অতি অল্প সংখ্যক মানুষ সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। তাঁর নির্দেশ-উপদেশ অনুসারে সালাত-জাকাত শিক্ষার মাধ্যমে দেহের নানা প্রকোষ্ঠে মন দিয়ে ভ্রমণ করে।

মানবদেহ আল্লাহর ঘর। এ দেহকে বিষয়মোহের কলুষ-কালিমা থেকে ধীরে ধীরে পরিচ্ছিন্ন ও পবিত্র করতে হয়। বিষয়মোহ তথা নারীমোহ মানুষের চেতনাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিম্নমুখি করে অধোঃপতনের চরমে নিয়ে যায়। কিন্তু সাধক গুরুর দেয়া পদ্ধতি অনুসরণ করার মাধ্যমে দেহ ও মনের মধ্যে একটি খাদ তৈরি করেন। ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে প্রতিনিয়ত আগত ধর্মরাশিকে কপালের আজ্ঞাচক্র থেকে নাভিমূলের উপরিভাগে মণিপুর চক্র পর্যন্ত এনে আবার তাকে উর্ধ্বমুখি করেন, চেতনাকে নিম্নগতিতে ধাবিত হতে দেন না। একেই বলা হয়েছে 'উল্টো তালা'। সাধারণ মানুষ প্রতিটি বিষয়কে মোহ দিয়ে ধরে মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ড দিয়ে লিঙ্গমূল হয়ে পায়ের পাতার মাধ্যমে মাটিতে ছড়িয়ে দেয়। এরা দেহের মধ্যেকার পাপ মাটিতে অর্থাৎ বহির্জগতে ছড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে সাধক বিষয়কে প্রজ্ঞার সাথে গ্রহণ দ্বারা উর্ধ্বমুখি করার মাধ্যমে মাটির বন্ধন তথা মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জয় করে বিষয়বিশ্বের মোহরাশির উপর বীরের মতন স্থিতপ্রাজ্ঞ থাকেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

। উ ।

। উর্ধ্ব

উপরের দিক। উচ্চ। জিতেন্দ্রিয়। সংযত ইন্দ্রিত। মহাশূন্য। উপরের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টি। যোগদৃষ্টি। সম্যক গুরুর উচ্চতর মন চেতনার উর্ধ্বলোকে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অটল এ জন্যে বেহেস্তের উর্ধ্বে লা-মোকাম বা মোকামে মাহমুদার তাঁর কেন্দ্রবিন্দু। সম্যক গুরুর উচ্চাঙ্গিক শান মান নিত্যে বিকাশমান। তাঁর চিন্তা ও কর্ম তাই উন্নত, শুদ্ধ এবং অতুলনীয়। তাঁর চরিত্রই ভক্তের জন্যে অনুসরণীয়। তাঁর দিকে দেহের উর্ধ্বদেশে তাকিয়ে থাকা ভক্তের জন্যে প্রার্থিত। কামেল মোর্শেদ কখনো মাটির উপর অর্থাৎ বস্তুবাদের মোহজগতে পা ফেলেন না। তিনি মনের অবিরাম লা অনুশীলনের বাস্তব পথ ও পদ্ধতি, শিক্ষা এবং শিক্ষক। কোরানে সম্যক গুরুর এ উর্ধ্বতনকে 'সিদরাতুল মোন্তাহা' অর্থাৎ 'শিরোদেশের প্রান্তবর্তী কুলগাছ' নামে রূপকায়িত করা হয়েছে। শাঁইজির কালামেও একই উল্লেখ মেলে।

বস্তুমোহ আচ্ছন্ন জ্ঞানহীন মানুষের মন নিম্নস্তরের। এদের দৃষ্টি নিম্নমুখি কেননা আহার, মৈথুন সুখের তাড়নায় এরা বিষয়বস্তু সংগ্রহ ও সঞ্চয়ে অতি ব্যস্ত। দৈহিক প্রয়োজন ছাড়া জীবনের আর কোনো উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে না। বস্তু মোহের প্রতীক হলো মাটি। বিষয়াসক্ত লোকেরা দেহ তথা মাটির মাধ্যাকর্ষণে আবদ্ধ। মানুষের দেহে এরা পশুর মতো মাটিতে চরে অপর দিকে সম্যক গুরুর দেওয়া ধ্যান পদ্ধতি আপন আপন দেহে প্রয়োগ করে ভক্ত সাধাকগণ দেহের অর্থাৎ মাটির বন্ধন। ছিন্ন করে বিষয়মোহের উপর ভাসমান থাকেনা কোরানে 'আকাশ' মনোজগতকে রূপক শব্দ। সাধকগণ মুক্ত পাখির মতো চিন্তাকাশে মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্যে ব্যাপ্ত বিহার করে সদানন্দ হালে থাকেন। জাগতিক দুঃখ, খেদ, ক্লেদ এ সব তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন মহাপুরুষের তাঁদের উর্ধ্বমুখি দৃষ্টির সাহায্যে যে কোনো তথ্য নিমেষে জেনে নিতে পারেন। তাঁরা মনোজগতের রাজা এবং সৃষ্টি কাজে তাঁরাই 'আল্লাহর উচ্চতম পরিচয়'এর সদস্য। তাঁরাই উর্ধ্বলোক থেকে যুগে যুগে অবতার হয়ে অধম মানব উর্ধ্বলোকে আরোহণের জন্যে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসেন। মানুষকে প্রেমশিক্ষা দান করেন।

। উনকোটি দেবতা

বহুসংখ্যক, সংখ্যাতীত, অন্তহীন, প্রায় কোটি খানেক দেবতা প্রতিটি মানবদেহের কুল কুণ্ডলিনী চক্রের সাথে সংযুক্ত অতি সূক্ষ্ম নাড়ির মধ্যে জড়িয়ে আছে। মূলাধার

~ www.amarboi.com ~

ও স্বাধিষ্ঠান চক্রে সাধনকালে এর প্রকাশ ঘটে। উচ্চাঙ্গের ধ্যানীগণ আপন দেহের অনুদর্শনের কালে সমগ্র সৃষ্টির রহস্যজ্ঞান অর্জন করেন, যার প্রকাশ অংকের সংখ্যায়, মুখের কথায় গুণে-মেপে শেষ করা যায় না।

❙ উর্ধ্বপানে রয়

সাধক স্বভাব চাতক পাখির মতো উর্ধ্বপানে অর্থাৎ বস্তুজগতের উর্ধ্বে অসীম আধ্যাত্মজগতে বিহার করেন। চাতক যেমন তৃষ্ণা নিবারণের আশায় মেঘের পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। একজন সাধকও তেমনই দেহের উর্ধ্বে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে ত্রিনয়নের গভীরে গুরুর মহাজাগতিক রূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষায় অটল হয়ে থাকেন। মাটির তথা দেহের বন্ধন ছিন্ন করে আকাশের তথা অসীম মনোলোকের চালক আপন গুরুর প্রতি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। কারণ, মানবদেহের জ্ঞানকেন্দ্র তথা আরাফাত ময়দান কপালের বিশেষ অংশে স্থিত। উচ্চমুখি মনই গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করে সাধনায় সিদ্ধি অর্জন করে থাকেন।

❙ উনপঞ্চাশ বায়ু

নাভিমূলের উপরে স্বাধিষ্ঠানচক্রে সাধক প্রাণায়াম তথা বায়ুক্রিয়াযোগে দশদল বিশিষ্ট পদ্মে উনপঞ্চাশ বায়ুকে স্থির করে নিয়ন্ত্রণ করেন সাধক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ এ ॥

॥ এই গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী

ভক্তের দুয়ারে বাঁধা থাকেন গুরু। যিনি গুরু তিনি গৌর। যিনি গৌর তিনিই কৃষ্ণ। গুরুর একদেহে অনেক দেহের লীলা বিলাস চলে। জন্ম-জন্মান্তরে যতোবার গুরু আসেন ততবার ভক্তকেও জগতে নিয়ে আসেন। আবার ভক্তকে উদ্ধার করতে যুগে যুগে তিনিও দ্বাপরলীলা করেন বলেই ভক্তজন বারবার বিস্মিত হয়ে একথা বলে। গুরুর রূপমাধুরী মাথার চুলের মতো, গাছের পাতার মতো, আকাশের তারাপুঞ্জের মতো গণনার অতীত অর্থাৎ সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। তাই ভক্তের বেশ ধরে গুরু লালন ভক্তির দর্শন তুলে ধরেন অতি প্রেমে :

না জানি কোন ভাব লয়ে
এসেছে গৌর শ্যাম হয়ে
কয়দিন বা রাখবে ঢাকিয়ে
নিজ মাধুরী ॥

যে হোক সে হোক না গোরা
করবে কুলের কুলহারা
লালন বলে দেখবে যারা
সৌভাগ্য তারই ॥

AMARBOI.COM

॥ এই দেশেতে এই সুখ হলো আবার কোথা যাই না জানি

প্রচলিত রাজতান্ত্রিক-সামাজ্যবাদী ধর্ম প্রভাবিত সমাজের শিক্ষাদীক্ষায় বেড়ে উঠার পর মানুষ যখন সম্যক গুরুর সন্ধান লাভ করে তখন বুঝতে পারে এতোদিন ধর্মের নামে যে পরিবেশে সে বড় হয়েছে তাতে মুক্তির সহজ পথ অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক পরিবেশ-সংস্কৃতির প্রভাব এদেশে অর্থাৎ এদেহে এতো প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জনম যেন সেই অপপ্রভাব থেকে মুক্ত হবার যুদ্ধে যুদ্ধে শেষ হয়ে যাবে। এ যুদ্ধ নিজের ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে আগত নানা মোহময় বিষয়ের সাথে মনের বিষম যুদ্ধ। কেননা :

আমি বা কার কে বা আমার
প্রাপ্ত বস্তু ঠিক নাহি যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈদিক মেঘে ঘোর অন্ধকার
উদয় হয় না দিনমনি ॥

আর কী রে এই পাপীর ভাগ্যে
দয়াল চাঁদের দয়া হবে
কতোদিন এই হালে যাবে
বহিতে পাপের তরণী ॥

সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি তাড়িত সমাজে জন্ম নিলে সম্যক গুরুর সত্যদর্শন লাভে পরিবার-সমাজ যেমন সাহায্যকারী হয় না, তেমনই নানা মিথ্যাচারের আড়ালে ঢেকে যাওয়া মোহাম্মদি ধর্মদর্শন তথা মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে চলা মানুষের পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। তাই শাঁইজি আমাদের দুর্গতির চিত্র তুলে ধরেন :

কার দোষ দেব এ ভুবনে
হীন হয়েছি ভজল বিনে
লালন বলে, কতো দিনে
পাবো শাঁইয়ের চরণ দু খানি ॥

এই দেহে রয়

আল্লাহ ইট-রড-সিমেন্টে গড়া মসজিদ-মন্দিরে বন্দি নন, অখণ্ড পরম চৈতন্যের আধার মানবদেহেই বিরাজমান। নিজের মধ্যে যিনি পরম গুরুকে পেয়ে যান তাঁর কোনো লোকাচারের পরোয়া থাকে না। গুরুর একেশ্বরবাদী তথা সর্বেশ্বরবাদী সত্যধর্মে এ মানবদেহ রূপ ভাণ্ডে মাবুদত্ব ও অজুদত্বের অধিবাস। তাই লালনের মূলকথা :

কী বস্তু কী আকার,
কে করে তাঁর নির্ণয় ॥

এই দেহের মালেক রাব্বানা

আল্লাহ তথা সম্যক গুরু এ দেহের অধিকারী, কর্তা ও নেতা। তিনিই দেহের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা এবং পরম চেতনা মূল নূরে মোহাম্মদি।

কোন মোকামে তাঁর বারামখানা
তার সঙ্গে নাই দেখাশোনা
থাকি এক জায়গায় ॥

সৃষ্টির মূলাধার স্বরূপ নূরে মোহাম্মদি বাইরে থেকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে বোঝানোর বস্তু নয়। দেহমনের কেন্দ্রস্থলে লা-মোকামে তথা দু'ভ্রূর উপর কপালে স্থিত। নিরাকারে সমস্ত আকার-সাকারের মূলসত্তা দ্রষ্টারূপে সব সময় উপস্থিত। দেহের গভীরে মন দিয়েই কেবল তাঁর সন্ধান মেলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বেলা তোর মনের মানুষ চিনে সাধন কর

মানুষের এ জীবনকাল অর্থে শাঁইজি প্রয়োগ করেন 'এই বেলা'। আদর্শ গুরুর কাছে গিয়ে শুধু বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি করলে আসল লক্ষ্য অর্জন করা হয় না। আপন দেহের মধ্যেই গুরুর সূক্ষ্ম পরম ব্রহ্ম স্বরূপ তথা মনের মানুষ গোপন আছেন। দেহের মোকাম বা চক্রগুলোর কোথায় গুরুর কী কারিগরী সেটা যেমন সাধকের দ্রষ্টব্য তেমনই মূলাধার চক্র থেকে সপ্তম চক্রে অর্থাৎ মস্তিষ্কের সহস্র দল পর্যন্ত মানসিক ভ্রমণের দ্বারা স্বরূপ সাধনার উৎসাহ দিয়ে ফকির লালন শোনাচ্ছেন :

ডুবে থাক গা রূপসাগরে
লালন বলে মনের মানুষ
চেনা হলো ভার ॥

এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন

দেহ ধারণ করে মানুষ পৃথিবীতে আসে বটে। কিন্তু মনই দেহ গঠনের মূল। মনকে বিকশিত করার জন্যে দেহ সৃষ্টি। দেহসর্বস্ব বুদ্ধি দিয়ে তাই আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ক্রোধ নিয়ে মানুষমত্ত হয়। এসব পরিত্যাজ্য ভোগাচার ছেড়ে মুক্ত হবার মাধ্যমে গুরুর দর্শন, শ্রবণ, মননের মাধ্যমে মধুর প্রেম লীলায় যুক্ত হবার জন্যেই যে আমাদের জনম হয়েছে–সে মহাসত্য সবাই বেমালুম ভুলে বসি। হিংসা, হানাহানি, কাড়াকাড়ি, খেয়োখেয়ির মধ্যে জীবনের অমিত সম্ভাবনা নস্যাৎ করে ফেলি। মানুষকে পশুকুলের ঊর্ধ্বে উত্তরণ করে মহাপুরুষে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বিকশিত হবার পথ পদ্ধতি লালন ফকির তাই জানাতে চান, বোঝাতে চান। তাঁর পরম প্রেমের মাধুর্য ভজন করতে না পারলে এ মানব জনম ব্যর্থতার বোঝা হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত।

এই মানুষে হবে মাধুর্য ভজন
তাইতে মানব রূপ গঠলেন নিরঞ্জন ॥

এবার গেলে আর না দেখি কিনার
অধীন লালন কয় কাতরভাবে ॥

এই মানুষে সেই মানুষ আছে

প্রতিটি মানুষের ভেতর তার সূক্ষ্ম মূলসত্তা তথা পরম গুরুসত্তা ঢাকা পড়ে আছেন। এ সূক্ষ্ম আলোকিত রূপ বাইরের চোখ দিয়ে দেখা যায় না। বস্তুবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে গবেষণা করেও তাঁর সন্ধান মেলে না। সেই মানুষ বস্তুশক্তি বা বহির্মুখি দৃষ্টিশক্তির ধারণার অতীত। প্রত্যেককে আপন রব বা গুরুসত্তা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হবার আগে একজন সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে দেহমন পরিশুদ্ধির নিরলস সাধনা করা চাই। বহির্মুখি দৃষ্টি ও মনকে অন্তর্মুখি করার মাধ্যমে দেহের ভেতর মন দিয়ে ভ্রমণের আত্মিক অনুশীলন অর্থাৎ আত্মদর্শনে নিয়োজিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে হয়। সঠিক ধারায় সাধনা না হলে আপন স্বরূপ দেখার বিরল সৌভাগ্য কারো হয় না। জন্ম-জন্মান্তরে কতো মুনি ঋষি তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। পূর্বজন্মের অর্জন না থাকলে এ জন্মেও তার দর্শন পাওয়া যায় না। এ মানুষের নাম শাঁইজি'র ভাষায় কখনো সোনার মানুষ, কখনো মনের মানুষ, কখনো আলক্ষ মানুষ, কখনো পড়শী, কখনো আধর কালা। শব্দ দিয়ে কি সেই আলোকিত স্বরূপকে বোঝানো যায় সম্পূর্ণ? এ মানুষই ভেতরে বসে দেহমনের পরিচালক বা কর্তা হয়ে আছেন। জলে যেমন চাঁদের প্রতিফলন দেখা যায় কিন্তু হাত দিয়ে ধরাত গেলে আর নাগাল পাওয়া যায় না, তেমনই স্থূলদেহ বা অঙ্গ দিয়ে তাঁকে ধরা ছোঁয়া যায় না।

সম্যক গুরু প্রদর্শিত সালাত তথা আত্মদর্শন দ্বারা তাঁকে ধরতে হলে অবশ্যই বিষয়মোহ থেকে মন নিবৃত্ত করতে হয়। বাইরের বিষয়রাশি বা ধর্মরাশি থেকে দেহমনকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তর্মুখি সাধনার মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে শক্তিকেন্দ্রগুলোর মধ্যে মনকে নিয়োজিত করলে কেউ কেউ তাঁর দেখা পায়। সে কথাই শাঁইজি বলেন :

অচিন দলে বসতি ঘর
দ্বিদল পদ্মে বারাম যে তাঁর
দল নিরূপণ হবে যাহার
সে রূপ দেখবে অনাসে ॥

আমার হলো কী ভ্রান্ত মন
আমি বাইরে খুঁজি ঘরেরই ধন
সিরাজ শাঁই কয় ঘুরবি লালন
আত্মতত্ত্ব না বুঝে ॥

AMARBOI.COM

❚ এই সুখে কি দিন যাবে

বিপুল বিত্ত বেসাতের মধ্যে থেকে মনে করি, এ মুহূর্তে আমি খুব আরামে আছি। এ স্থূলদেহ সাময়িক সুখভোগ করলেও একদিন কিন্তু আমার এ নশ্বর দেহের মৃত্যু অনিবার্য। এ জন্মে অতি ভোগে আসক্ত হয়ে গুরুর ভজন থেকে দূরে পড়ে থাকি, সে কর্মফলের জন্যে যদি বর্তমান দেহাবসানের পরবর্তী জীবনে কুকুর-বিড়ালের মতো স্থূলদেহে শাস্তিভোগ করতে ভবসংসারে ফিরে আসি তাহলে ক্ষণস্থায়ী এ আরাম-সুখদায়ক জীবনের সার্থকতা কোথায়? আরামে থেকেও যদি গুরুর স্মরণ-সংযোগ না করি, গুরুভজনহীন আমার মন যদি কুকুরের মতো লোভী মনোবৃত্তি পোষণ করে তবে পরবর্তী জন্মে আমাকে কুকুর হয়েই আসতে হবে।

দেহবুদ্ধিতে আবদ্ধ মানুষ ভাবে, আমার বিপুল বৈষয়িক সম্পদ-তেজারতি সঞ্চিত আছে। সুখভোগের বিচিত্র উপাদানে আমার ভাঁড়ার পরিপূর্ণ। এ দেহত্যাগের পর আর ভবসংসারে আসবো না। কাজেই যে কদিন বাঁচি জীবনটা কানায় কানায় ভোগ করে নিই। বর্তমান যান্ত্রিক কালের এ সুখ-ভোগবাদী জীবন অতি সাময়িক এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিথ্যে। এ সুখে দিন যাবে না। যখন আমি গুরুর বিধান মতো দেহত্যাগে বাধ্য হবো তখন যদি কুকুর-বিড়াল হয়ে ফিরে আসি তবে তো এ সুখ আমার জন্য মহাবিপদ হয়ে দাঁড়াবে। তাই এ সুখভোগে নিমজ্জিত না হয়ে গুরুর আশ্রয়ে, তাঁর নির্দেশিত ধারায় জীবনযাপন করা সুখের চেয়ে অধিক স্বস্তিদায়ক।

▌এ কী অনন্ত ভাব হায় গো ধনী

অনন্ত অসীম প্রকাশ বিকাশ গুরুর। সৃষ্টির বিচিত্র রূপের মধ্যে রূপ-রসের কী অনন্ত ভাব সমুদ্র তিনি প্রবহমান রেখেছেন। সে রহস্য খোলা চোখে দেখার উপায় কই। আহাদ জগতে তিনি অসীম প্রকৃতির মধ্যে চন্দ্র-সূর্য, বৃক্ষলতা, পাতা, ফুল, ফল, পাখি, মাছ, কীট, পতঙ্গ, জীব, জন্তু, মানব, মানবী ইত্যাদি হয়ে আকার-সাকারে ব্যাপ্ত আছেন। এ আহাদ বা প্রকৃতি জগত থেকে তিনি দেহ তথা সাকার অস্তিত্ব থেকে ছুটে গিয়ে ক্রমোন্নতির মাধ্যমে সামাদ আল্লাহর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়ে আহাদ জগতের পরিচালক তথা কর্তা হয়ে রয়েছেন। আবার সেই সামাদ বা পুরুষসত্তার মধ্যে 'লা' অর্থাৎ না রূপে, অটল নূর মোহাম্মদ রূপে স্থিত থেকে সবকিছুর দ্রষ্টা-শ্রোতা। সব কিছু তাই তিনিই তিনিময় অর্থাৎ একা একেশ্বর হয়ে সব ঘটে পটে স্থিতমান আছেন। সাঁইজি সে রহস্য ব্যক্ত করেন :

ক্ষণেক পুরুষ ক্ষণেক নারী
ক্ষণেক ক্ষণেক হও নিরাকার ॥

আছিল সাঁই নিরাকারে
ছিলো কুদরতেরই জোরে
সংসার সৃজনকালে ধরিল প্রকৃতিকার ॥

▌এ কী আইন নবি করলেন জারি

মহানবির আইন তথা সাধনার বিধানগুলো গত প্রায় দেড় হাজার বছরে আরবীয় সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবী থেকে উচ্ছেদ করেছে নিজেদের মনগড়া দলিল তৈরি করে। পৃথিবীতে এখন যে ইসলাম চর্চিত হচ্ছে সেটি মহানবির দর্শনের সম্পূর্ণ বৈরীপক্ষীয় কালচার। একে 'রাজকীয়' সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বলা চলে।
জগত গুরু ফকির লালন শাহ উমাইয়া-আব্বাসীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজতন্ত্রের তৈরি মিথ্যা ইসলামের মুখোশ উন্মোচনের জন্যেই নবির আদি বিধান তুলে ধরছেন প্রশ্নের ঢঙে। সে আইন পাছে মারা যেন না যায় তাই বলেন : "পাছে মারা যায় আইন সাধ ভাষা ভারি" অর্থাৎ রহস্যে মোড়া রূপক ভাষার সে আইন পালন শুধু উচ্চমানের সাধকগণের অনুসরণের মধ্যে সংরক্ষিত :

শরিয়ত আর মারফত আদায়
নবির আইনে এই হুকুম সদাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরা নবুয়ত বেলায়েত মারেফত
জানতে হয় রে গভীরী ॥

নবুয়ত আদেখা ধেয়ান
আছে বেলায়েত রূপের নিশান
নজর একদিকে যায়
আর একদিক অন্ধকার হয়
দুইরূপ কী রূপে ঠিক করি ॥

শরাকে সরপোষ লেখা যায়
বস্তু মারফত ঢাকা আছে তায়
সরপোষ থুই, তুলে কি ফেলে দিই
লালন বস্তু ভিখারী ॥

হাজার বছর ধরে রাজতন্ত্রের আক্রমণ ও অনাচারে সৃষ্ট তথাকথিত শরিয়তের দোহাই তুলে রাজ দরবারের দালাল—আলেমদের ভণ্ডামিকে ফকির লালন এখানে চ্যালেঞ্জ শুধু নয়, একেবারে নাকচ করে দেন। শরিয়ত বা পরিবর্তনশীল বিধান কেবল মারেফত অর্থাৎ জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের প্রাথমিক ব্যবস্থা। আল্লাহর তথা নবির জ্ঞানের রহস্যরাজ্যে প্রবেশ করাই লক্ষ্য। কিন্তু রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ মানুষকে জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশ করতে বাধা দেয়ার জন্যে শরিয়তকে মারফতের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে অপব্যবহার করে আসছে। তাদের পোষা কাঠমোল্লারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, টাকার মূল্যে তথাকথিত জাকাত আদায়, হজের নামে সৌদি রাজতন্ত্রের চাপানো আনুষ্ঠানিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভ্রমণ এবং কোরবানি বলতে পশুহত্যার অনাচারকে শরিয়ত বলে প্রচার করে মানুষকে রাজতন্ত্রের দাস বানিয়ে রেখেছে।

নবির নবুয়ত তাঁর উত্তরাধিকারী মাওলা আলীর মাধ্যমে যুগে যুগে বেলায়েতের ধারাবাহিকতায় অর্থাৎ উত্তরসুরীদের মাধ্যমে এখনো জারি আছে। বেলায়েত নবুয়তের প্রতিনিধিত্ব করে। কামেল মোর্শেদের ইমামত তথা নেতৃত্বের মাধ্যমে সেই রূপের নিশান তথা সম্যক গুরুর চেহারায় নবুয়তের নৌকা সর্বকালে চলমান রয়েছে। সম্যক গুরু নবির প্রতিনিধি রূপে যখন আমাদের সামনে উপস্থিত তখন চৌদ্দশ বছর পূর্বের নবি তাঁর স্থানকালসীমা অতিক্রম করে কামেল মোর্শেদ রূপে প্রতিভাত ও মূর্ত হয়ে ওঠেন। সে জন্যে শাঁইজি ইঙ্গিত দিচ্ছেন, "জানতে হয়ে গভীরী"।

শরিয়ত বা বিধান লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। অথচ কাঠমোল্লারা শরিয়ত রক্ষার কথা বলে মারেফতে তথা জ্ঞানতত্ত্বে প্রবেশের পথটাই অবরুদ্ধ রাখার চেষ্টায় কোনো কসুর করে না। গুরু লালন পরিষ্কার ভাষায় বলছেন, শরা তথা শরিয়ত হলো মারেফতের বাহ্য আবরণ। মারেফতের গভীরতর সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হলে বাইরের পোশাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরিয়ত ছুঁড়ে ফেলে দিতেই হয়। তাই লালন মারেফতের তথা জ্ঞানবস্তুর ভিখারী বলেই শরিয়ত নামক সরপোষ বা খোলস ফেলে দেন। নবির বেলায়েত-রেসালত ফকির লালন শাহ্ যথার্থই তুলে ধরেন এ পদে। আমরা লালনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তাঁর মধ্যে প্রকৃত কোরানের দর্শন খুঁজে পাই। তাই লালনই জীবন্ত কোরান (কোরানে নাতেক)। নবির বেলায়েতের প্রতীক তিনি। হাজার বছরের রাজতান্ত্রিক মিথ্যাচারের মুখে তাঁর অমিয় বাণীসম্ভার কঠিন চপেটাঘাত তুল্য। মানুষ মোহাম্মদি ইসলামের ধারা তাঁর মাধ্যমেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে। তথাকথিত শরিয়তের বস্তাপঁচা অসার কল্প-কাহিনী ডাস্টবিন ছুঁড়ে দেবার প্রেরণা পায়। আমাদের সামনে নবুয়ত-রেসালতের প্রতীক শাঁইজি।

এ কী আজগুবি এক ফুল

দেহের কোনো স্থূলতায় আবদ্ধ থাকেন না গুরু। শিষ্য যখন প্রেমরতি সাধনার মাধ্যমে ভক্তিমার্গে উন্নীত হন তখন তিনি মন সরোবরে হৃদয়পদ্মে অর্থাৎ বক্ষস্থলে স্থিত অনাহত চক্রের দ্বাদশ দলপদ্মে চরণ রাখেন। অতি সূক্ষ্ম, অনুপম অনুভূতিময় এ হৃদয় স্থানে প্রেমভক্তির বিকাশ সাধিত হয়। লালন বলেন :

তাঁর কোথায় বৃক্ষ কোথায় আছে মূল ॥
ফুটেছে ফুল মন সরোবরে
স্বর্ণ গুচ্ছে ভ্রমরা তারে
কখন মিলন হয় রে দোহার
রসিক হলে জানা যায় স্থূল ॥

এ কী আজব কারিগরী

দেহ ও মন নিয়েই মানবসত্তার অস্তিত্ব। রক্ত-মাংসের স্থূলদেহ আবরণের মধ্যে মন নামক অদৃশ্য চিৎশক্তি বা রহস্যজগত অতি আজব সৃষ্টি। গুরুর সালাতের অনুশীলন একাগ্র চিত্তে চব্বিশ ঘণ্টা তথা সার্বক্ষণিক হয়ে গেলে এক পর্যায়ে দেহের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে নূরে মোহাম্মদির অক্ষয় জ্যাতি নিজের মধ্যে দর্শন করা যায়। মাটির দেহে সূক্ষ্ম মন এবং মনের মধ্যে সূক্ষ্ম নূরের উদয়-এ কারিগরী সত্যিই আজব। এ রহস্য শাব্দিক ভাষিক ব্যাখ্যার অতীত।

এ গোকুলে শ্যামের প্রেমে কে বা না মজেছো সখি

গুরুর যে মহৎ ধাম বা দেহ তার নামই গোকুল। গোকুল সহস্রদল পদ্মের আসন বিশিষ্ট স্নায়ুকেন্দ্র তথা শক্তিকেন্দ্র। দেহের উর্ধ্বলোকে তথা মস্তিষ্কের শীর্ষদেশে তাঁর আসন। ভক্তিপ্রেমে অন্ধপ্রায় সাধক উচ্চাঙ্গের সাধনায় নিবেদিত হলে নানা রকম বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়েন। মূলত এসব বাধা-বিঘ্নই সাধককে আরো গভীরভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনায় সংলগ্ন করে। কিন্তু সাধনাকালে সেগুলোই সাধকের কাছে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার চেয়ে বেশি দুর্ভার বলে মনে হয়।

শ্যামরূপ গুরুপদে মনের দৃষ্টি স্থির রাখা অতিশয় কঠিন কাজ। তবুও প্রেমিক ভক্ত সব বাধা উজিয়ে গুরুর কৃপালাভ করেন অনেক দুঃখ-কষ্টকে হাসিমুখে মেনে নিয়েই। অনেকেই গুরু শ্যাম শ্রীহরির প্রেমে হাবুডবু খায়। তাদের মধ্যে যে দু চারজন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাদের দুঃখ-দৈন্য সাধারণ ভক্তদের চেয়ে হাজারো গুণ কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে দেখা দেয়।

প্রকৃত প্রেমভক্তি মার্গের সাধকের পথ সর্বযুগেই দুর্গম, বন্ধুর হয়ে থাকে। কারণ তারা গুরুর পরম প্রেমের পাত্র। রাষ্ট্র, সমাজ, সংসারের বাধায় তারা যতো না বাধাগ্রস্ত হন। তারচেয়ে বেশি পরিমাণে গুরুর ভক্ত নামধারী লোকদের দ্বারাই লাঞ্ছিত হন। তথাপি, গুরুগতপ্রাণ শিষ্য ওসব বিপর্যয়ে ভীত হন না :

অনুরাগী রসিক হলে
সে কী ডরায় কুলশীলে
লালন বেড়ায় ফুচকি খেলে
ঘোমটা দিয়ে চায় আড় আঁখি ॥

❙ এ চারের করণ ভারি আছে অতি গোপনে

সাধক সিদ্ধির মোকামে উত্তরিত হলে নূরে মোহাম্মদির বিচিত্র বর্ণময় বিভা উদ্ভাসনে পরম রহস্যালোকে প্রবেশ করেন। সম্যক গুরু এ স্তরে স্থিত থাকেন। সেজন্যে এ করণ বা সাধনা অত্যন্ত কঠিন। সর্বযুগে খুব কম সংখ্যক সাধক এ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন। চার পেয়ালা মস্তিষ্ক থেকে হৃদয়দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দেহসাধনায় এ চার বিভূতি সাধক দর্শন করেন। মূলত পরম আলোক জ্যোতির বিকাশকে চার স্তর অনুসারে সুফিগণ উল্লেখ করেন। যথা : সত্তরি, জব্বুরি, জহুরি ও নূরি। আলো সম্পর্কে শব্দ দিয়ে বলে বোঝানো যায়? না আত্মদর্শনের চরম সাধকগণ এ চার করণ জানেন।

❙ এ ছার কুল

কুলাচার পরিত্যাজ্য। দুদিনের ভবে মিথ্যে ধারণার দেয়াল তুলে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরির কুলীনতার দেয়াল ভাঙতে না পারলে মনের আঁধার কাটবে না। মনের আঁধার না গেলে কৃষ্ণ দরর্শন মিলে না। কৃষ্ণ ও গৌর যেখানে অভেদ সেখানে কুলের ঘোমটা ছিন্ন করে কুলের কুলবালা সব মান ভুলে কাঁধে তুলে নয় আঁচলা ঝোলা আর বুকে হরিনামের প্রেমমালা।

❙ এ দশা ঘটতো না আমারে

গুরুর পদে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সব সমর্পণ করতে পারলে দেহের কারাগার তথা কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও দ্বেষ থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধসত্তা লাভ করা যায়। এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথায়, 'আমি ও আমার–এ অহঙ্কার থেকে উদ্ধার পেতে হলে গুরু-উপদেশ বা গুরুবাক্যকে শিরোধার্য করে তাঁর গুণরাজি আপন স্বভাব-চরিত্রে প্রতিষ্ঠা করাই সাধনা। কিন্তু ইন্দ্রিয়পরায়ণ চঞ্চল মন গুরুর কিছু উপদেশ মানে এবং কিছু উপদেশ মানে না। এমন দোনামনা অনুসারী শেষ পর্যন্ত নানা বিপদ-আপদে পতিত হয়। এমন দুর্দশা এক প্রকার আপন কর্মদোষে অর্জিত শাস্তি। তেমন ভোগান্তির মধ্যে পড়ে যাওয়া মানুষের অনুতাপই শাঁইজি উপরোক্ত ভঙ্গিমায় তুলে ধরেন যেন আমরা সে রকম না করি।

❚ এ দিনে সেদিন ভাবলে না

আমাদের বর্তমান জীবন বিগত মানস জীবনের কর্মের ফসল। এ জীবন যেমন মানসিকতা ও কর্ম দ্বারা চালিত হবো পরবর্তী জীবন তার ভিত্তিতেই গঠিত হবে। ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে মানুষের কাছে অবিরাম ধর্মরাশির আগমন পরীক্ষামূলক ভাবে প্রেরিত বিরামহীন দুঃখ বিপদ ব্যতীত আর কিছু নয়। অথচ মানুষ এগুলোকে সুখকর অবলম্বন রূপেই গ্রহণ করতে ভালোবাসে। বীরের মতো এ সব বিপদের সাথে যুদ্ধ করে তথা সালাত প্রয়োগ করে মহাশক্তির অধিকারী হতে চায় না। এই অবস্থায় :

এ দিনে সেদিন ভাবলে না,
কী ভেবে কী করো মনা।
লালন বলে যাবে না,
হারলে বাজি কাঁদলে কী আর সারিবে ॥

বর্তমান ভোগসুখে দেহমন বিজড়িত জ্ঞানান্ধ মানুষ তার চিন্তা-কর্মের পরিণাম অর্থাৎ আগামী জীবনের অধোগতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। কিন্তু মৃত্যুকালে গুরু তার অর্জিত কর্মফললব্ধ ভবিষ্যত জীবনের চিত্র দেখিয়ে থাকেন। তখন কান্না বা আক্ষেপ করে কোনো ফল হবে না। বাজিতে তখন পরাস্ত হতেই হবে। এ জীবনে সম্যক গুরুর পথে আত্মসাধন করে দেহ বন্ধন থেকে মুক্ত হবার সাধনা না করলে পরজন্মের রূপান্তর সৃষ্টির অপকার থেকে কারো রেহাই নেই।

❚ এ দোকানে বোঝাই করে

'দোকান' বলতে এখানে আপন দেহের কথা বলা হচ্ছে। পূর্বজন্মের সদ্‌কর্মের ফল হিসেবে যার যার আত্মিক অর্জন অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই গুরুর অমূল্য ধনভাণ্ডার গোপন রয়েছে। এতে কতো মুক্তোমণি লুকিয়ে আছে তা সাধু সওদাগরেরা আহরণ করেন আত্মদর্শনের সাহায্যে। তাঁরা গুরুর দেয়া পদ্ধতি অনুসারে প্রেমভক্তির-জ্ঞান-কর্মের সাধনা মূল্যে জেনে নেন রহস্য। কেননা অসৎ-অভক্ত জনেরা সে ধন চিনতে জানে না। এ মহাধন লাভের মোক্ষম পথ হলো মনকে বিষয়মোহের আবর্জনা—কালিমা থেকে সাফ করে সুফি হবার সাধনায় সার্বক্ষণিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাত-জাকাত মহড়া দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি করা। নয়তো কী দশা হয় ভেতরের গুপ্ত ভাণ্ডার থেকে অমূল্য রত্নাবলি উদ্ধার করতে না জানলে শাঁইজি তা পরিজ্ঞাত :

মাকাল ফলের রূপ দেখে
কাগা যেমন বেড়ায় নেচে
তেমনই আমার মন
চটকে বিমন
তুই দিন ফুরালি দিনে দিনে ॥

মন তোমার গুণ গেলো জানা
পিতল কিনে বলো সোনা
অধীন লালন বলে মন
চিনলি না সে ধন
তুই কুল হারালি দিনে দিনে ॥

এ ধন কোথায় রয়

জগতে দেহ এ নশ্বর দান করা হয়েছে একটি পরীক্ষা রূপে। সাময়িক সুখের এদেহ ত্যাগ করে যেতে হয়ে। সব সঞ্চয়-সম্পদ ফেলে চলে যেতে হবে। কিছুই আখেরে সাথে যাবে না। মনেরই প্রকাশ এ দেহ। মনই দেহের মূল আকার। যৌবনে শক্তি-সামর্থ থাকতে একজন মহাপুরুষকে অবলম্বন করে দেহের কারাগার থেকে সাধনা দ্বারা মনকে মুক্ত করার জন্যে মানব রূপে এ ধরায় আমাদের আগমন। কিন্তু আমরা দেহের আরাম-আয়েশ-ভোগাচারেই লিপ্ত হয়ে পড়ি। দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গুরুর অসীম মনোলোকে প্রবেশ করতে চাই না। বিষয়মোহের ফাঁদে পড়ে দেহসর্বস্ব নরপশুর জীবন যাপন করলে তার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারাত্মক হয় পরের জন্মে। চিন্তা-চেতনায় নিম্নগতি হয়ে যেতে হয়। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধন না করলে প্রবৃত্তিপরায়ণতার আরো কঠিন বন্ধন তৈরি হয়। আল্লাহ্ তথা গুরু এ স্বাধীনতা প্রত্যেককে দিয়েছেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে তার শাস্তিভোগ করতেই হবে জন্ম-জন্মান্তরে। তাই সাইজি বলেন:

এ ধন কোথা রয়
আখেরে খালি হাতে সবাই যায় ॥

এ পারেতে বসে দেখি ও পারেতে কূল

দেহের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখা যায় মনই সব সৃষ্টির মূল কারণ। বস্তুজগতের উর্ধ্বে আসন নিয়ে দৃষ্ট হয় রহস্যজগত বা আধ্যাত্মজগতই সব কিছুর উৎস। ভক্তরূপে সাধনা করলে দেখা যায় গুরুর হাতেই সব কলকাঠি। সংসারে পতিত হয়ে বৈরাগ্য সাধন দ্বারাই মুক্তি অর্জন করতে হয়। বাইরে থেকে এ দ্বান্দ্বিকতার মধ্যে অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরত্ব অনুমিত হলেও আসলে দুয়ে মিলে মূলত এক। সব দেহমনে এ লীলাই গুরুর সৃষ্টিলীলা অর্থাৎ দ্বাপর বা দ্বৈতলীলা। চরম গিয়ে দুইরূপ একটি বিন্দুতে এসে যুক্ত হয়। যেমন : গ্রহণ ও বর্জন, বস্তু ও মন, ভোগ ও ত্যাগ, প্রকৃতি ও পুরুষ, রাধা ও কৃষ্ণ। এরা বাহ্যত দুই হলেও স্বরূপত এক, অখণ্ড।

❙ এ বড় আজব কুদরতি

কুদরত মানে গুরুর দেয়া কর্মবৃত্তি। দেহের আঠোরটি ধাম তথা মোকাম সাধনা করেন সুফি ও বৈষ্ণব সাধকগণ। সাধকদেহই বৃন্দাবন। এ দেহব্রহ্মাণ্ডে গুরুকৃপায় সাধক গূঢ় সেই মোকামগুলো আত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে পরিভ্রমণ করে দেহশুদ্ধি সাধন করেন। চুরাশি আঙুল তথা চুরাশি ক্রোশ এ বৃন্দাবনের তথা দেহের, আয়তন। এর অন্তর্গত বৃন্দাবন নিত্যানন্দময়। বুকে মথুরা ধাম, মুখে শ্রীরাধিকার বসতি। ব্রহ্মরন্ধ্র তথা মাথার তালুতে গোলোক ধাম। কান দুটো গোকুল ধাম। চোখ দুটো রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। নাসিকায় দুই নদী গঙ্গা ও যমুনা। জিহবায় গোবর্ধন কুঠরি।
মাথার চূড়ায় ব্রহ্মের স্থিতি। মুখমণ্ডলে মহাবিষ্ণুর বাস। চোখের মধ্যে কালাচাঁদ ধ্যানমগ্ন। নাকে নিত্যানন্দ মধু পান করেন। কর্ণে শ্রীচৈতন্য গোঁসাই সজাগ হয়ে থাকেন। মুখে ভদ্রাক্ষ বত্রিশ যোগাসনে স্থিত থাকেন। জিহ্বায় নারদ মুনি বাকযন্ত্র চালান। জিহ্বার নিচে বসে আছেন গঙ্গাধর। আলজিহ্বায় স্বরস্বতী, বামে শ্রীদাম। কণ্ঠে শ্রীকানাই, বাহুতে বাহুতে বলাম, হাতে দানের অধিপতি শ্রী গোবিন্দ। হৃদয় থেকে নাভির উপর পর্যন্ত সাত জান্নাত বা সপ্তদ্বীপে জগন্নাথের বসতি। নাভিমূলে আছেন ব্রহ্মা বা আব্রাহাম তথা ইব্রাহিম। লিঙ্গে মহাদেব চন্দ্রকলা নিয়ে উপবিষ্ট। গুহ্যদেশে বসে নাড়ুয়া গোপাল কামিনীর সাথে রাসলীলাময়। হাঁটুতে শক্তির স্থানে বসুমতির ঠাঁই।
এ নাম বা স্থান সবই রূপকময় সুফি-বৈষ্ণব সাধকগণের ভাষা। যে ব্যক্তি সম্যক গুরুর চরণাশ্রয় করে এর তাৎপর্য আপন দেহে দর্শন করতে পারেন তিনি দেবলোক, নরলোক তুচ্ছজ্ঞান করেন। অর্থাৎ আঠারো মোকামে সাধনা সিদ্ধি দ্বারা তিনি সৃষ্টির দাসত্ব ছিন্ন করে সৃষ্টির রাজা হয়ে যান। সেজন্যে শাঁইজির ভাষায় এ বড় আজব কুদরতি। সমস্ত সৃষ্টির মূলকেন্দ্রে নূরে মোহাম্মদির বাতি সদাই জ্বলছে। সত্যদ্রষ্টাগণই কেবল এ অপরূপ লীলা মাধুরী দর্শন করে জীবন-মন সার্থক করে তোলেন।

❙ এ বড়ো নিগূঢ় মর্ম

গুরুর চরণ আশ্রয় না করলে মানুষ অদৃশ্যের বা রহস্যলোকের কোনো জ্ঞানের নাগাল পায় না। গুরুমুখি ধ্যানের গভীরতায় প্রবেশ করতে পারলে সৃষ্টি রহস্য তথা জন্মমৃত্যুর নিগূঢ় মর্ম জানা যায়। পিতার বীজে কেমন করে পুত্র জন্মে সেটা অনুমানে জানা যায়। কিন্তু মেয়ের পেটে মায়ের জন্ম কেমন করে হয় সেটা জানার পথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মদর্শনমূলক ধ্যান। শোণিত শুক্রের বিচারজ্ঞান ছাড়া দেহের মধ্যে কে জীব আর কে ঈশ্বর সে সত্য জানার কোনো উপায় নেই।

এ ভব কারাগার

দেহ কারাগার মানেই ভব কারাগার। জীব সাধারণ যা কিছু কর্ম করে সবই দেহের নিরাপত্তার আশায়। আহার, কাপড়, বসত বাড়ি সবই দেহকে কেন্দ্র করে। কিন্তু এ দেহ নশ্বর ও সাময়িক। সে কথা তারা বুঝবার ফুসরতও পায় না। সম্যক গুরু এ সত্য দেখিয়ে না দিলে তা বোঝার সাধ্য পর্যন্ত জগতের নেই। মনই দেহের কারণ। দেহের কারাগারে বন্দি হয়ে থাকলে মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকে না। বিশ্বরব মানুষকে পশুর অন্তর্গত করে বানিয়েছেন। তারপর নফসে ওয়াহেদ অর্থাৎ কামেল মোর্শেদ বা সিদ্ধ মহাপুরুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে তাদেরকে ইনসানে রূপান্তরিত করেন। ইনসান পশু হলেও অনেক উন্নতমানের পশু। এ পর্যায়ের একজন পশু নবি-রসুলেগণের আদর্শ গ্রহণ করে তার পশুত্ব ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম।

ইনসানের নিজের মধ্যে যে কল্যাণ লুকিয়ে আছে তা সালাতের তথা ধ্যানের দ্বারা উদ্ঘাটিত হয়ে থাকে। আপন পশুত্ব থেকে নেয়ামতপূর্ণ জ্ঞান তথা রেজেক উদ্ধার করে নিতে হয়। তাতে সার্থকতা অর্জনের জন্যে ধর্মরাশি বা ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে আগত বিষয়রাশির দর্শনের যে শিক্ষা গুরুগণ দান করে থাকেন তার দ্বারাই কেবল পশুত্ব চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করা যেতে পারে। নয়তো পাশব জনমের অবসান হবে না এবং গুরুর অসীম জ্ঞানরাজ্যে স্থান গ্রহণ করাও সম্ভব হবে না।

AMARBOI.COM

এ ভব তরঙ্গে আমায় দাও এসে চরণ তরী

সম্যক গুরুর চরণের দাস ছাড়া সংসারের সব লোক বিষয় বাসনার অবিরাম মোহ-মায়ায় টলছে। মোহপাপে অনেক দেহ রূপ নৌকা জীবন সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সদগুরুর নিষ্ঠাপ্রাণ পূজারীরা গুরুর নামের দোহাই দিয়ে শত ঝড় তুফানেও তরী বেয়ে যায়। সদগুরুর এমনই মহাশক্তি তিনি ভক্তেদের তাতে ডুবে মরতে দেন না। সেজন্যে তাঁর কীর্তন-ভজন হচ্ছে ভাসমান থাকার উপায় ও কৌশল। গুরুগত প্রাণ ভক্ত, যারা সাধন সিদ্ধির কিছুই এখনো রপ্ত করতে পারেনি কিন্তু সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বদা তাঁর কৃপার উপর মানসিকভাবে নির্ভরশীল এবং যারা তাঁর উপাসক তাদের তিনি অলৌকিকভাবে সব বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করে তীরে পৌছে দেন। গুরুর ভজন-পূজনই তাদের পারাপারের কড়ি। গুরুই তাদের অকূলের কূল, জীবনতরীর একমাত্র কাণ্ডারী। তাঁর চরণাশ্রয়ে অনুগত দাস হতে, অর্থাৎ মুক্তিপথে মানুষকে টেনে নেবার উদ্দেশ্যে ফকির লালন একাধারে গুরু ও ভক্ত উভয়ই হয়ে ওঠেন দুঃখ নির্বাণের নিদানে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাপীকে করিতে তারণ
নাম ধরেছো পতিত পাবন
ঐ ভরসায় আছি, যেমন
চাতক মেঘ নিহারী ॥

যতোই করি অপরাধ
তথাপি হে তুমি নাথ
মারিলে মারি নিতান্ত
বাঁচালে বাঁচতে পারি ॥

এ মতো কথার হিসাবে বেহেস্তের গৌরব কিসে জানতে পাই

প্রচলিত রাজকীয় তফসিরসমূহ কোরানের ভুল ব্যাখ্যার কারণে জগতে ধর্মের নামে আগাগোড়া মিথ্যের প্রবাহে সব সয়লাব করে ফেলেছে। ফকির লালন শাহ প্রশ্নের পর প্রশ্নবাণে এসব মিথ্যে ধর্মাচারকে জর্জরিত করছেন।

মানুষকে মৃত্যুর পর বেহেস্তের লোভ দেখিয়ে নামাজ-রোজা করতে প্রলুব্ধ করা হয়। অথচ মোহাম্মদি কোরানমতে বেহেস্ত-দোজখ মানুষের বাস্তব। জীবনচর্চার মধ্যেই নিহিত। জীব বা জিন পর্যায়ের মানুষ যারা কামেল মোর্শেদ তথা সম্যক জ্ঞানীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে বস্তুমোহের কলুষতায় আচ্ছন্ন তারাই দুনিয়াবাসী অর্থাৎ মানবীয় আমিত্ব বা অহঙ্কারে নিমজ্জিত। আকর্ষণীয় বস্তুর লোভে মনে যে মোহ এরা সঞ্চয় করে, জাগতিক প্রাপ্তির জন্যে হাঙ্গামায় লিপ্ত হয়, তাদের মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণাই জাহান্নাম। অপর পক্ষে যারা বৈষয়িক মোহ-কালিমা থেকে মনকে সরিয়ে কামেল মোর্শেদের কাছে আমিত্ব সমর্পণ করে সালাত-জাকাতের মাধ্যমে বিষয়মোহ ত্যাগের শিক্ষাদীক্ষা করেন তারাই জান্নাতি বা বেহেস্তবাসী।

জাহান্নাম ও জান্নাত আল্লাহর পরীক্ষামূলক সৃষ্টি। এ দুটো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর, চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো লা-মোকাম বা মোকামে মাহমুদা। এটাই মোহাম্মদি মোকাম। এখানে না পৌছানো পর্যন্ত মুক্তিলাভের কোনো সুযোগ নেই। জাহান্নামের সাতটি স্তর পেরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে হয় গুরুর ভাবরাজ্য আশ্রয় গ্রহণের দ্বারা। জান্নাতের সাতটি স্তর রয়েছে। সেগুলো পার না হলে লা-মোকামে অর্থাৎ মোহশূন্য পরম আধ্যাত্মিক রাজ্যে কেউ পৌছাতে পারে না, আল্লাহিয়াত অর্জন করে জন্মমৃত্যুর উর্ধ্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। সে জন্যে ফকির লালন বলেন :

ঠকলে বলে আহাম্মক বোকা
সেই আহাম্মক পায় বেহেস্তে জায়গা
এতো বড় পূর্ণ ধোঁকা
কে ঘুচাবে কোথা যাই ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোজা-নামাজ বেহেস্তের ভজন
তাই করে আহাম্মক যে জন
বিনয় করে বলছে লালন
থাকতে পারে ভেদ মুর্শিদের ঠাঁই ॥

এ সংসার ভোজবাজি প্রকার

বদ্ধ প্রকৃতির মানুষ সংসার আসক্ত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মায়াপাশে সে আবদ্ধ। স্বল্পকালের সুখভোগের লোভে সংসারী লোক টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ি, আত্মীয়-স্বজন কতো কিছুকে আশ্রয় রূপে গ্রহণ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভোজবাজির মতো কোথায় উবে যায় তা মানুষ উপলব্ধি করতেও চায় না। সংসারের মোহ-জেলখানায় মন আবদ্ধ রেখে পরিণতি চিন্তা তাদের মাথায় আসে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভালো খাবার যেমন ভোজনের পর সুস্বাদু থাকে না তেমনই সংসারও জীবনের এক পর্যায়ে অসার হয়ে আসে। তাই দেহ কারাগারে আজীবন বন্দি হয়ে থাকাটাই জাহান্নাম। আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া মানুষের এ জীবনের কর্ম সব কঠিন মোহপাশি তৈরি করে জন্ম চক্রে নিপতিত করে। এ জীবনে যতো ভোগ তার চেয়ে বড় হয় পরবর্তী জীবনসমূহের যন্ত্রণাদায়ক ভোগান্তি।

এও সম্ভব তাঁরই

খণ্ডরূপে গুরুই প্রকৃতি, আবার অখণ্ডরূপে তিনিই পুরুষ। প্রকৃতিতে তিনি সামান্য। পুরুষে তিনি বিশেষ দর্শন বা বিদর্শন। দেহরূপে তিনি অবতার। আবার মনরূপ তিনি অবতারী। তিনিই প্রকৃতি ও পুরুষে মিলনের মাধ্যম, বিশ্বরূপের প্রকাশ। প্রকৃতিও পুরুষের উর্ধে উঠে তিনি পরম ব্রহ্ম, লা-মোকাম। লালন শাঁইজি তাই তো ভজনা রচেন 'অবতার-অবতারী সেও সম্ভবে তাঁরাই'। সবই গুরুশক্তির লোকোত্তর সামর্থে বিকাশমান। অণু পরিমাণ বিন্দু থেকে অসীম মহাবিশ্বলোক সবই তাঁর দ্বৈত-অদ্বৈতের দ্বন্দ্বময় ছন্দ বিলাস। প্রভুর প্রেমময় লীলানৃত্যের অলৌকিক বিলাস।

এক কানা কয় আর এক কানারে

প্রচলিত রাজতান্ত্রিক প্রভাবদুষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতাকে তুলোধুনো করেন শাঁইজি। জগতে আর কোনো ধর্ম শিক্ষার জন্যে এতো মক্তব-মাদরাসা খোলা হয় নি। মুসলমান নামধারী কাঠমোল্লারা মানুষকে ধর্মের পথে হেদায়েতের নামে লাখো মাদ্রাসা খুলে বসলেও কোনো উচ্চস্তরের ধর্মজ্ঞানী তৈরি তো করতেই পারে নি বরং মোহাম্মদি ধর্মদর্শনের বিরোধিতার জন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে কাঠমোল্লার বংশ বিস্তার করে জঙ্গিবাদী বোমাবাজ যোগান দিচ্ছে। এরা সব জন্ম কানা। এক কানা আর এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কানাকে কানে কানে ডাকে :

এক কানা কয় আর এক কানারে
চলো যাই ভবপারে
নিজে কানা পথ চেনে না
পরকে ডাকে বারেবার ॥

জ্ঞানান্ধ কাঠমোল্লার দল কিংবা একাডেমিক শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম-পণ্ডিত কেউই প্রকৃত জ্ঞানী নয়। এরা বাইরের ইন্দ্রিয় নির্ভর শিক্ষাদীক্ষার জোরে কখনো আত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারে না। আমিত্বের তথা শয়তানির খপ্পরে আটকে থেকে। এদের চোখ আছে দেখে না। কান আছে শোনে না। হৃদয় আছে কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করে না। কারণ তারা সবাই বস্তুমোহে-কামলোভে অন্ধ ও দিশেহারা। এদের নেতৃত্বেই আজকের বিশ্ব চলছে অধোপতনের উষর পথে।

সম্যক গুরুর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত কারো পক্ষে আত্মিক দৃষ্টিশক্তি ও সূক্ষ্ম শ্রবণশক্তি অর্জন করার দ্বিতীয় কোনো পথ অতীতে ছিল না, এখনো নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না।

▌এক গোর মানুষের মউত নাই

গোর অর্থ কবর। কোরানে জ্যান্ত দেহকেই কবর বলা হয়েছে। কেয়ামতের অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নফস বা মন এতেই আশ্রয় নিয়ে থাকে। কবরের জ্বালা অর্থাৎ দেহের জ্বালাযন্ত্রণা থেকে অধিক জ্বালা-যন্ত্রণা আর কোথাও নেই। প্রকৃতপক্ষে সালাতের গভীর অবস্থাই কবর, তথা সমাধি। যে সত্তা দেহের বন্ধন অর্থাৎ বস্তুমোহ শূন্য হয়ে মাটির মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে জয় করেছেন তিনি মরার আগে মরে গিয়েছেন। অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়ম জয় করে মহাবীর-কামেল গুরু হয়ে গেছেন। কোরানের ভাষায় এরাঁই সামাদ আল্লাহ্ তথা প্রকৃতি জগতের পরিচালক, পরম পুরুষসত্তা।

দেহের স্থূল বন্ধন থেকে কঠোর সাধনার মাধ্যমে আয়ু থাকতে যারা আগাম মৃত্যুকে বরণ করে নেন প্রাকৃতিক মৃত্যু তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। এমন অতি উচ্চমানের মহাপুরুষগণের দেহ নূরে মোহাম্মদির আধার বা উৎস হয়ে যায়। স্থূলদেহ তাঁরা ত্যাগ করলেও তা পচে না। হাজার বছর ভূগর্ভে রেখে দিলেও তা অক্ষতই থেকে যায়। এ মহাপুরুষগণকেই বলা হয়েছে স্থানকালজয়ী। মহাপুরুষ ফকির লালন শাঁইজি তেমনই এক বিরল মহাপুরুষ। তিনি যে কোনো সময় যে কারো মধ্যে প্রবেশ করতে পারেন। যখন যেখানে খুশি তিনি যে কোনো রূপধারণ করে প্রকাশ হতে পারেন। আবার আকার থেকে থেকে ছুটে লা-মোকামে চলে যেতে পারেন। আত্মতত্ত্বের সাধনা যাঁরা করেছেন তাঁরাই একথা বুঝতে পারেন। কালগ্রস্ত, দেহমোহে আবদ্ধ সাধারণ মানুষ অবশ্য তা বুঝবার ক্ষমতাই রাখে না। শিবের ভাব জীব কখনো বুঝতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাপুরুষগণ জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করে মুক্ত, স্বাধীন সামাদ হয়ে যান বলে তাঁদের দেহ যে স্থানে থাকে সে স্থানও পবিত্র হয়ে যায়। এ জন্যে মহাপুরুষের সমাধিকে 'রওজা' অর্থাৎ বাগান বলা হয়। তাঁদের দেহমনের আধ্যাত্মিক মহাশক্তি পরাক্রমশালী, অতি শক্তিধর মহাচৌম্বক ক্ষেত্র। মানুষ সেই মহাচৌম্বক ক্ষেত্রের চারদিক শুদ্ধমনে তোয়াফ অর্থাৎ প্রদক্ষিণ করলে অনেক সম্মুখস্থ দুঃখ-বিপদ থেকে রক্ষা পায় এবং তাতে আত্মিক কল্যাণ সাধিত হয়। মৃত্যুকে জয় করেন বলেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষগণ সাধারণ মানুষকে কল্যাণের দিকে আকর্ষণ করার জন্যে সর্বকালে দয়াল দাতা হয়ে আছেন। তাই কোনো মহাপুরুষের সমাধিতে গেলে মনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করে সেখানে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণত হওয়া অতি কল্যাণকর এবং তা সর্বকালীন-সর্বজনীনভাবে সত্য।

❙ একঘর পড়শী বসত করে

দেহকে ফকির লালন বলেন বাড়ি। দেহের ঊর্ধ্বে অর্থাৎ মস্তিষ্কে একঘর পড়শী অর্থাৎ মোহাম্মদি নূরের জ্যোতিস্বরূপ পাক পাঞ্জাতন; যথা : মহানবি মোহাম্মদ, মাওলা আলী, জগজ্জননী ফাতেমা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন বসত করেন। সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রদর্শিত ধারায় আত্মদর্শনে নিয়োজিত হলে এ মহান পড়শীগণকে দেহের পঞ্চতত্ত্ব বা মূলসত্তা রূপে শুদ্ধমনা সাধক দর্শন করে থাকেন।

AMARBOI.COM

❙ এক ঘরে জল আর আগুন

ঘর এখানে দেহের প্রতীক। এ মাটির ঘর মানবদেহের গঠন হয়েছে পঞ্চভূত থেকে। পঞ্চভূত অর্থ মাটি, পানি, আলো, বাতাস ও আকাশ। এ পাঁচ মূল উপাদানের একীভূত সমষ্টিই চৈতন্য। পঞ্চভূতই সৃষ্টির মূল, মধ্য ও শেষ। এগুলো গুরু বিভূতি। এদের সংযোগেই চেতনা আর বিয়োগে মৃত্যু। দেহঘরে জল ও আগুন এক সাথে আছে। আগুনের তাপে জল বাষ্প হয়ে যায় না। আবার জল এসে আগুনকে নিভিয়েও দেয় না।

অপরপক্ষে জল হলো রসগুণ, যার স্থান জিহ্বায়। আগুন হলো রূপগুণ, যার স্থিতি চোখে। শাঁইজি লালন মানবদেহের দর্শন ও শ্রবণশক্তির মধ্যে মূলরূপে নিহিত আল্লাহ তথা গুরুর গুণগ্রাম বোঝাতে কঠিন জিনিসকে খুব সোজা করে এখানে এ জন্যে হাজির করেন যে, আমরা যা দেখি তা যেন গুরুর গুণ দিয়ে দেখি এবং যা শুনি তা গুরুগুণে গুণান্বিত করে শুনি– সেই ইঙ্গিতকে প্রচ্ছন্ন রেখে সালাত-জাকাতের মাধ্যমে দেহ ও চিত্তশুদ্ধির এ অভিনব পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

❙ এক চন্দ্র লক্ষ লক্ষ তারা আসমান ছেয়ে বয় :

আসমান বা আকাশ মনোজগত বা রহস্যজগত অর্থাৎ আধ্যাত্মজগতের রূপক। নূরে মোহাম্মদির অর্থাৎ মহানবির জ্ঞানসূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে মাওলা আলীর প্রতীক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো চন্দ্র। চন্দ্র পুরুষ গুরুর পরিচায়ক। সূর্যালোক সৃজনশীল কিন্তু চন্দ্রের স্নিগ্ধ আলো প্রকৃতি থেকে ছুটে গিয়ে সৃষ্টির বন্ধনমুক্ত হয়েছে। আধ্যাত্মজগতে মহানবির পর তাঁর আধ্যাত্মিক রাজত্ব পরিচালনার অর্থাৎ বেলায়েত-রেসালাতের যোগ্য কর্ণধার পুরুষোত্তম মাওলা আলীকে ঘিরে যুগে যুগে সত্যধর্মের পথ প্রদর্শক আলে রসুলগণ মানে রসুলের সর্বকালীন-সার্বজনীন পুত্র অলি-আউলিয়া-মহাপুরুষগণ তাঁকে ঘিরে আধ্যাত্মিক শাহেনশাহী শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছেন। সামাজিক স্বীকৃতি কিংবা জনসমর্থনহীন অবস্থানও এ রাজত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় চলমান। ফকির লালন শাঁইজি সেই আসমানের বাসিন্দা বলেই রূপক কথায় উচ্চতম আধ্যাত্মিক রহস্য ব্যক্ত করছেন এভাবে। আত্মদর্শনকালে চিত্তাকাশে চন্দ্র তারকারূপে মহাপুরুষগণ উদিত হন।

এক চাঁদে হয় জগত আলো এক বীজে সব জন্মাইল

পৃথিবীতে ধর্ম-বর্ণ-জাত-পাত নিয়ে মিথ্যে কলহে মানব সমাজ হিংসা-বিদ্বেষ-হানাহানিতে লিপ্ত রয়েছে। সবই যে কুধর্ম-কুসংস্কার সে সত্য কথাই শাঁইজি বলেন সব বিভেদ-সংকীর্ণতার উর্ধ্বে আল্লাহ তথা গুরুসত্তা ঐ চাঁদের মতো, যিনি হিন্দুর ঘরে যেমন আলো দেন তেমনই মুসলমান বা খ্রিস্টানের বাড়িকেও আলোকিত করেন। প্রকৃত মুক্তির ধর্ম ঐ চাঁদের মতো সার্বজনীন। সব ধর্মের উৎস মহাপুরুষ সম্যক গুরু। তিনি সর্বকালনী-সর্বজনীন। সব ভেদ বিভক্তির উপর তিনি অখণ্ড একক মূলসত্তা। সম্যক গুরুগণ তাঁরই প্রেম-অবতার হয়ে সর্বকালে সর্ব জাতির জন্যে মুক্তির বার্তাবাহক। তিনি শুধু শুধু ভক্তিতেই লভ্য। কবীর মুসলিম জোলার ঘরে জন্মেও সনাতনী রামদাস মুচির কাছে ভক্তির বিনিময়ে প্রেমধন লাভ করেন। শুধু মানব গুরুকে ভক্তির জোরেই তাঁর গুরুসেবায় স্বর্গে ঘণ্টা পড়ে।

প্রচলিত হানাহানি হিংসার রাজসিক ধর্মাচার ছেড়ে মনকে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত করার জন্যে শাঁইজি লালন আমাদেরকে একজন সম্যক গুরুর কাছে পূর্ণ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ করতে বলেছেন। গুরুগণই ধর্মের প্রকৃত পথ প্রদর্শক এবং অজ্ঞান মানুষের মুক্তিপথে সঠিক প্রদর্শক। তাঁদের কেবল শুধু ভক্তির জোরেই আত্মস্থ করতে হবে আমাদের। তা তিনি যেখানেই জন্ম নেন না কেন। সর্বধর্মের জন্যে তাঁরাই আদর্শ মহামানব।

এক ঠাঁই

সকল মানুষ আল্লাহ তথা গুরুর অতিথি। যেদিন ধর্ম-বর্ণ-গোত্রভেদের দেয়াল চূর্ণ করে জগতবাসী লালনদর্শনের অখণ্ড সত্যের আলোকে মুক্ত মানবধর্মরাজ্যে প্রবেশ করবে পৃথিবীতে সেদিন সব মানুষ স্বাধীন হবার পথ পাবে। শুধু কথা বা কাগজে নয়, বাস্তবে। ফকির লালন শাহ এমন সুদিনের অপেক্ষায় আছেন। তিনি অবশ্যই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনরায় আত্মপ্রকাশ করবেন। অত্যাচারী শাসক-শোষকদের ধ্বংস করতে এবং আপন ভক্তদের উদ্ধারের জন্যে তিনি যুগে যুগে অবতার হয়ে।

▌একতার হলে একবার রাধা বলে ডাক

প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা সাথে এ রাধার কোনো মিলই নেই। ফকির লালন শাহী ঘরানায় দেশ, কাল, পাত্র, আশ্রয়, অলম্বন ও উদ্দীপন ভেদ আছে। সাধকের সাধনার জীবনে প্রবর্তদেশে যিনি পাত্র তথা গুরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, তিনিই সাধকদেশে হয়ে যান শ্রীনন্দের নন্দন এবং চরম পর্যায়ে সিদ্ধির দেশে পাত্র হয়ে যান শ্রীরাধিকা জিউ। সোজা কথায় বললে 'রাধা' অর্থ যিনি আরাধনা করেন।

আপন দেহের মধ্যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধকের মাশুক তথা পরম ব্রহ্মস্বরূপ রাধা বা রাধিকা যিনি সৃজনীশক্তির প্রতীক। একবার রাধা বলে ডাকার অর্থ দেহের ঊর্ধ্বলোকে মস্তিষ্কের সহস্রারচক্রে গুরুর পরম আলোকিত রূপের সাথে ত্রিনয়ন যোগে সন্দর্শন করা। চরম সাধক আপন দেহের মধ্যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্থ করেন। গুরুসত্তাকে তিনি প্রেয়সী বা মাশুক বা রাধা বলেই আরাধনা করেন। নূরে মোহাম্মদির অতি সূক্ষ্মতম রূপ এ রাধা বা মাশুক।

AMARBOI.COM

▌এক দমের ভরসা নাই

সাধারণ মানুষ ভোগবাদে আসক্ত হয়ে মনে করে এভাবেই বুঝি জীবন অতিবাহিত হবে। কিন্তু এ পরীক্ষামূলক জীবন ক্ষণস্থায়ী, এদেহ নশ্বর। কখন যে মৃত্যুর শীতল স্পর্শে তার শ্বাসক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে পড়বে তাও তার জানার বাইরে। একদমেরও নিশ্চয়তা নেই। সময় থাকতে একজন সম্যক গুরুর পদপ্রান্তে নিজের আমিত্ব উৎসর্গ করে তাঁর আদেশ-নির্দেশমত কর্তব্যপরায়ণ না হলে বারবার জীবন-মৃত্যুর কঠিন ঘূর্ণিপাকে পড়ে মানব জনমের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। যৌবনের শক্তি-সামর্থ অক্ষুণ্ন থাকতে তাই আমাদের গুরুমুখি হয়ে, নিষ্ঠামনে তাঁর ধ্যানকর্মে যুক্ত হতে হবে। তাহলে তাঁর বিশেষ কৃপায় আমরা এ স্থূলদেহ থেকে মুক্ত হয়ে মরার আগে মরে দেহ কারাগার থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ পাবো। অর্থাৎ অমরত্বপ্রাপ্ত মহাপুরুষে পরিণত হতে পারবো।

▌একদিনও তুই পারের ভাবনা ভাবলি না রে

এ ভব সংসারে এসে বদ্ধজীব স্বভাবের মানুষেরা বিষয়মোহে চঞ্চল ও কামাসক্ত হয়ে দিন কাটায়। বস্তু জগতের মনোমুগ্ধকর আকর্ষণে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় যে, কিছুতেই সম্যক গুরুর সঠিক ধর্মজ্ঞান তার মনে প্রবেশ করে না। সময় থাকতে আত্মশুদ্ধির জন্যে মানুষ গুরুমুখি না হয়ে বিষয়মোহে মাতাল হয়ে পড়ে। এ জীবন যে ক্ষণস্থায়ী, এ সুযোগ যে পরীক্ষামূলক–সেই সত্যই সে ভুলে বসে। শক্তি-সামর্থ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকতে পারের ভাবনা তথা বিষয়মোহের বন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করে গুরুর দাসত্ব করার গুরুত্ব সে কখনো উপলব্ধি করে না। এ ধরনের মানুষ পরবর্তী জীবনসমূহে কঠিন শাস্তির মধ্যে পড়ে। নরপশুর দেহ নিয়ে বারবার জগতে এসে বলদের মতো দুঃখের ঘানি টানে।

চুরাশি লক্ষ যোনি পার হয়ে মানব রূপে আবার জন্ম হয়। দেহ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর মধ্যে একীভূত হয়ে যাবার জন্যে বারবার এখানে আনা হয়। এটাই পারাপার। কিন্তু মোহগ্রস্ত মানুষ ভোগাসক্তির কবলে পড়ে সে ভাবনা করতেই চায় না। বারবার জন্মমৃত্যুর আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে।

❙ একদিনও পারের ভাবনা ভাবলি নার

সংসারের আকর্ষণীয় ভোগ বিলাস, মায়ামোহে ইন্দ্রিয় আসক্ত হয়ে মানুষ এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ের ভ্রমণে এতো মত্ত থাকে যে, এ দেহমন সমন্বিত জীবন একদিন শেষ হবে সে ভাবনারও অবকাশও থাকে না। মানবজীবনের এসব ভোগাচার খুব সাময়িক।

এ পৃথিবীতে মানব জীবনের আগমন ঘটে দেহের বন্ধন পার হয়ে পরম সত্যরাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা লাভের জন্যে। সে কথাই লালন শাহ্ বেভুল মানব সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেন। সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ না করলে পারের গন্তব্য অভিমুখ যেমন চেনা যায় না, তেমনই সর্বক্ষণ গুরুময় হয়ে থাকতে না পারলে এ ভব সংসার পার হয়ে গুরুর আধ্যাত্মিক রহস্যলোকে প্রবেশের পথ পাওয়া যাবে না।

AMARBOI.COM

❙ একদিন শাঁই নিরাকারে ভেসেছিলেন ডিম্বভরে

গত জনমে দেহাবসানের পর গুরু আমার আকার-সাকার অস্তিত্ব বিলীন করে দিয়েছিলেন। আবার গতজন্মের মন-মানসিকতা অনুসারে তিনি আমার আলোকিত মূলসত্তা হয়ে মায়ের গর্ভে ডিম্বাণু হয়ে বিরাজ করছিলেন। পিতৃবীর্য শুক্রাণুর সংযোগে তিনিই মাতৃ ডিম্বাণুর মধ্যে বিন্দুরূপে দেহের প্রাথমিক ভ্রূণ গঠিত হবার পূর্ব থেকে থেকেই ভাসমান ছিলেন। একদিন অর্থ যখন আমার দেখাত কোনো আকার-সাকার রূপ ছিলো না। ছিলো শুধু মোহাম্মদি নূর তথা মহাজাগতিক আলোর বিন্দুরূপ। সেই অনুকণাকে শাঁইজি নিরাকার আখ্যায়িত করেন।

❙ একদিন হুজুরে হিসাব দিতে যে হবে

এ জীবন অবসান হবার অন্তিম মুহূর্তে গুরু হুজুর বেশে আসেন হিসেব বুঝে নিতে। কিন্তু মানুষ গুরুর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ না হয়ে জীবনভর মুক্তিলাভের পরিবর্তে অলস গল্প তামাশা করে সময় অপচয় করে। অথচ তাদের মুক্তিলাভের জন্যে পরিমিত আয়ু দেয়া হয়ে তাকে। এ বিষয়ে সজাগ করার জন্যে সর্বযুগেই গুরু মানবরূপ ধারণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন 'হুজুর' হয়ে। তাঁর সাথে সংযুক্ত হয়ে সৎকর্ম না করলে তথা সালাত না করলে নফস বা মনের উপর জুলুম করা হয়। দেহত্যাগ করার আগে গুরু তাদের কর্মফলসমূহ দেখিয়ে থাকেন। তখন ধ্যানে অনাগ্রহী-অলস ব্যক্তিরা কোনো অজুহাতে পরবর্তী জীবনের কঠোর পরিণতি থেকে রেহাই পায় না। পরজন্মে এরা আর কোনো সাহায্যকারী অলি তথা গুরু আর পায় না।

❚ এক দেল যাঁর জেয়ারত হয়, হাজার হাজি তাঁর তুল্য নয়

বহির্জগতে কাবাঘর মানবদেহের প্রতীক। বাইরের হজ্ব ভেতরের হজ্ব অনুষ্ঠানের সার্বজনীন অনুষ্ঠান মাত্র। আসল হজ্ব আপন দেহমনের ভেতরেই সম্পন্ন করতে হয়। একেই হেরাগুহার সাধনা বা কাহাফের সমাধি ধ্যান বলেছেন আল-কোরান।

ভক্ত যখন বাইরের জগতের সব সংশ্লিষ্টতা থেকে নিজের মনকে সরিয়ে এনে নীরবে-নির্জনে গুরুর মূলসত্তায় আপন দেহমন ত্যাগের দ্বারা অখণ্ড আত্মদর্শন করে লা-মোকামে উত্থিত হন, সেটাই কোরান তথা লালনের দৃষ্টিতে প্রকৃত হজ্ব। এমন একজন আত্মদ্রষ্টা যে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করেন। তা দেহের বাইরে, স্থানকালে মনকে ছড়িয়ে দিয়ে লোকদেখানো হাজার হাজার হাজির আনুষ্ঠানিক হজ্ব করার চেয়ে কোটিগুণ উন্নত এবং শ্রেষ্ঠতর। মনের হজ্বই আসল। দেহের হজ্ব তার প্রতীক মাত্র। যেমন কাজী নজরুল ইসলাম গাহেন :

নহে একটি হৃদয় সমান
হাজার কাবা হাজার মসজিদ ॥

একথা লালন-নজরুলের মনগড়া কথা নয়। স্বয়ং কোরানই তা বলছেন ছত্রে ছত্রে।

AMARBOI.COM

❚ এক নাচাড়ি

একজন সম্যক গুরুই এক নাচাড়ি যিনি খণ্ডজ্ঞানের উর্ধ্বে অখণ্ড সত্যের উপর সর্বাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নাচ থেকে নাচাড়ি কথাটি এসেছে। সিদ্ধ মহাপুরুষগণ জৈবিক তথা পঞ্চভৌতিক ক্ষুদ্র দেহসীমা অতিক্রম করে মহাজাগতিক ভাব দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে মহাপ্রভুর একই গীত, বাদ্য, নৃত্যে লীন হয়ে থাকেন। সর্বস্থলে এক মূলসত্তা মোহাম্মদের অভেদ অস্তিত্ব অনুভব করেন, এক ছাড়া কোথায়ও দুই দেখেন না এবং দ্বৈতভাবের বশবর্তী হয়ে কখনো স্ববিরোধিতা প্রকাশ করেন না। জাহের-বাতেন তথা দেহ-মন, সৃষ্টি-স্রষ্টা, বস্তু-চেতনা, দৃশ্য-অদৃশ্যকে মহাচৈতন্যের একতারে বেঁধে যিনি ত্রিকালজ্ঞ, মহৎ সাধু তাঁকেই ফকির লালন এক নৃত্যকারী অর্থাৎ এক নাচাড়ি বা এক লাচাড়ি বলে আখ্যায়িত করেন।

ফকির ছিলো এক নাচাড়ি
অধর ধরে দিতাম পাড়ি
পাস্তানি খোলা দুয়ারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই দেখে রেখেছি পেতে।
ফের প'লো তোর ফকিরিতে ॥

▌এক নিরিখে চেয়ে থাকে পালক না ফিরায়

সাধক কোনো অবস্থায় গুরুর ধ্যান তথা রূপ দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন না। সদা সর্বদা গুরুময় ভাবে বিগলিত থাকেন। গুরুর মধ্যে তন্ময় হয়ে প্রেমিক মোস্তান বাস করেন। তিনি যা দেখেন তা গুরুকেই দেখেন। যা শোনেন তা গুরুকেই শোনেন। যা ধরেন তা গুরুকেই ধরেন। গুরু বিনে সাধক মুহূর্তকালও স্বস্তিবোধ করেন না। এর বাইরে যতো কিছু, হোক তা জগতের শ্রেষ্ঠ অমূল্য রতন তার মোহ সাধককে স্পর্শ করতে পারে না। বরং সাধক সব বিষয়মোহ জয় করে জাগতিক বস্তমোহের উপর বাঘের মতো বসে থাকেন গুরুর মুখোমুখি হয়ে।

দেহ ও মনের মধ্যে ছবি, ভাব, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদি রূপে যা কিছু উদয়বিলয় হয় সে সবই ধর্ম। দেহমনের মধ্যে উদয়-বিলয়ের সব বিষয়বস্তুর প্রতি যিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন তিনিই হয়ে ওঠেন আত্মদ্রষ্টা এবং প্রশংসার অধিকারী। যিনিই এরূপ প্রশংসার মধ্যে তন্ময় হয়ে রয়েছেন তিনিই মোহাম্মদ হতে পেরেছেন। সর্বযুগে আগত মোহাম্মদের প্রশংসা অন্তহীন। তিনিই ধর্মের কালের রাজা। সম্যক গুরু।

একে বয় অনন্ত ধারা তুমি
আমি নাম বেওয়ারা ভবের পরে ॥

সব মানুষই আল্লাহর একই অখণ্ড মূলসত্তা থেকে আগত। নূরে মোহাম্মদি সব দেহের কেন্দ্রে বিরাজমান। দেহের বাহ্য আকার-আকৃতির বৈচিত্রের মধ্যে অখণ্ড একের লীলাই চলছে। বাইরের ভিন্নতা হলো ক্ষণিকের অস্থায়ী আবর্তন মাত্র। এক মহাসত্তার বিভূতি রূপে বহুর প্রকাশ। বহুর মধ্যে এক লুকিয়ে আছেন সুপ্ত রূপে। সে কারণে আমি-তুমি-সে বলে আসলে কিছু নেই। সব আমিই আমি।

নাম, পদবী, বংশ, ধর্ম, গোত্র ইত্যাদি নানা খণ্ডিত পরিচয়ে জগতবাসী মানুষে মানুষে নানা বিভাজনের যে দেয়াল খাড়া করেছে তা একেশ্বরবাদের তথা আল্লাহ তৌহিদ ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংকীর্ণ চিন্তা ও অজ্ঞানতাপ্রসূত দৃষ্টির বিভ্রম ছাড়া এ আর কিছু নয়। সম্যক গুরুর প্রদর্শিত পথে ধ্যান সাধনার মাধ্যমে সাধকই শুধু অখণ্ড একেশ্বরের মহালীলা দেখে থাকেন সর্ব ঘটেপটে। এটাই সাধনার চরম ও পরম লক্ষ্য। একের মধ্যে অনেক এবং অনেক বৈচিত্র্যের মধ্যেও একের উপলব্ধিই মানব জীবনের চূড়ান্ত সাধনা। মহাপুরুষগণ ছাড়া এ সত্য ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দেহসর্বস্ব, সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক লোকেরা বুঝতেই পারে না। ফকির লালন এ অখণ্ড সত্যকে নানা পদে ব্যক্ত করেন :

আপন সুরতে আদম গড়লেন দয়াময়
নইলে কি ফেরেশতারে সেজদা দিতে কয় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষভক্তি ছাড়া মুক্তি নেই। মানুষ ছাড়া আল্লাহর কোনো চেহারা বা অভিব্যক্তি নেই। তাই মানব সত্তার মধ্যে ঈশ্বরত্ব তথা আল্লাহিয়াত অর্জন করাই হোক আমাদের মূল লক্ষ্য। সাঁইজি সে জন্যে বলেন :

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি।
মানুষ ছাড়া ক্ষ্যাপা রে তুই মূল হারাবি
মানুষ ছাড়া মন রে আমার
পড়বি রে তুই শূন্যকার
মানুষ গুরু নিষ্ঠা হলে জানতে পারবি ॥

এক নিরিখ যার যেতে ভবপার

জীবনের বহুমুখি বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও যে সাধক আপন গুরুর দিকে মন স্থির রেখে সব কর্ম সমাপন করেন অর্থাৎ সম্যক গুরুর সালাত ও জাকাত (স্মরণ ও সংযোগ) করেন তিনি এক নিরিখের মধ্যে জান্নাতে অধিবাস করেন। এমন সাধক জীবনের অন্তিমলগ্নে দেহত্যাগের সময়েও গুরুর রূপধ্যানে নিবেদিত থাকেন। জীবদ্দশায় এ সাধক দেহমনের বন্ধনমুক্ত হয়ে সহজ গুরুর কৃপায় পরম সত্য লাভ করেন। তাঁর দেহ জাগতিক কোনো মোহবন্ধনে আর আবদ্ধ হয়ে দুঃখজ্বালা ভোগ করে না। 'তরী' দেহের রূপক; এবং টাল খাওয়া অর্থাৎ বিষয়মোহ দ্বারা আক্রান্ত হওয়া। নিষ্ঠাবান গুরুভক্ত মরার আগে মরে দৈহিকভাবে সচল থাকলেও মানসিকভাবে জন্মমৃত্যুর সীমা অতিক্রম দ্বারা অমরলোকে প্রবেশ করেন।

AMARBOI.COM

এক নিরূপণ

বিশ্বময় যত আকার-সাকার প্রকাশ-বিকাশ পরিদৃশ্যমান সাধারণ মানুষ তাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখে বাইরের দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু আত্মদর্শনে সিদ্ধ সাধক সব রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, স্পর্শ ও ভাবের মধ্যে অখণ্ড একক পরম গুরুর একরূপেরই বিচিত্র বিকাশ দর্শন করে 'সবই তিনি' অর্থাৎ সর্বস্থলে আপন গুরুকে দর্শন করেন। প্রেম এক ব্যতীত সর্বধ্বংসী। সাধুশাস্ত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গিকেই বলা হয় এক নিরূপণ।

এক প্রেমেতে হয় উপাসনা

আল্লাহ ও নবিকে যারা দুই বলে জানে তারাই কাফের। 'কাফের' অর্থ যারা সত্যকে মিথ্যে দিয়ে সত্যকে আবৃত করে জাগতিক ভোগসুখের ফায়দা লোটে। মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্র অর্থাৎ আব্বাসীয়-উমাইয়া রাজারা নিজেদের অবৈধ শোষণ-শাসনকে জনমনে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রয়োজনে সমগ্র কোরানকে কেটে ছেঁটে ভাড়াটে আলেমদের দিয়ে তাদের মনগড়া তফসির লিখিয়ে প্রচারণা চালিয়েছে। হাদিস নিয়ে বিতর্কের কথা আর নাই বা বললাম। সবাই কম-বেশি জানেন সহি হাদিস-ভেজাল হাদিসের নানা মতভেদ সম্পর্কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ রাজকীয় মুসলমানেরাই আজকের পৃথিবীর সব দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কারণ। মহানবির কোরানদর্শনকে এতো কাটাছেঁড়া করা হয়েছে যার ফলে প্রকৃত কোরান আর খুঁজে পাওয়াই কঠিন করে তুলেছিল। জীবন্ত কোরান মাওলা আলী, মাওলা হোসাইনসহ নবিবংশের চৌদ্দজন ইমামকে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে পূর্ব। কারবালার পর পৃথিবীতে নবির ইসলাম আর নেই। আছে রাজাদের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধতা দেবার রদ্দি মার্কা ইসলাম। ফকির লালন শাহ এ কালামে তার মুখোশ খুলে দিয়েছেন :

নবিজির অর্থ বিনা
ও দিনকানা
কর্ম জোটে না
আল্লাহ-নবি এক প্রেমেতে হয় উপাসনা ॥
চেতন হলে জানতে পারে
আল্লাহ-নবি কতো দূরে
কে বা নবি কে বা বিবি করা গা ঠিকানা ॥

প্রকৃত চেতনায় আল্লাহ-নবি একাকার। মহানবিকে সাধারণ মানুষের কাতারে নামিয়ে এনে নিজেদের বৈষয়িক বাদশাহিত্ব টিকিয়ে রাখতে মধ্যযুগের আরবীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজারা এ অপকর্ম সূচিত করেছিলো। আজ সে রাজারা নেই কিন্তু জগতবাসী রাজাদের চালিয়ে যাওয়া ধর্মের বোঝা কলুর বলদের মতো এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে। আসল কথা হলো, নবির মনটিই আল্লাহ এবং তাঁর দেহটি নবি। নবি ছাড়া আল্লাহ নেই। পৃথিবীর কোনো ধর্মের অনুসারীরা তাদের প্রতিষ্ঠাতাকে সাধারণ মানুষ বলে অপমানিত করে নি। সেটা করে আসছে এজিদি-সুন্নি মুসলমানেরাই।

www.amarboi.com

সনাতন ধর্মানুসারীরা শ্রীকৃষ্ণকে 'ভগবান' বলে আখ্যায়িত করে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ গৌতমকে 'ভগবান বুদ্ধ' বলে ভক্তি করে। জগতে কেবল মুসলিম নামধারী কাফেরেরাই তাদের ধর্মের অবতার মহাপুরুষকে নিজেদের মতো সাধারণ মানুষ বলে বেয়াদপি করছে। এদের বিকৃত মানসিকতার কারণেই বিশ্বময় আজ 'মুসলমান ম্যানেই জঙ্গি-সন্ত্রাসী-বোমারু' হয়ে সব জাতির ঘৃণা কুড়াচ্ছে। এদের রাজতান্ত্রিক বিকৃতি এবং মিথ্যাচারের কারণে 'কোরান ইজ দ্য বুক অব টেরোরিস্ট' আখ্যা পায়। ফকির লালন শাহ দেড়শ বছর আগেই এ বিভ্রান্তি থেকে আমাদের মুক্ত হবার জন্যে আল্লাহ ও নবির অভেদত্ব বা একত্ব প্রকাশ করেন। গুরু বিনে আল্লাহ-নবির কোনো রজ্জু নেই।

❚ একু ফুলে চার রঙ ধরেছে

মানবদেহ অসীম রহস্যময়। এখানেই সমগ্র জগত সৃষ্টির সূক্ষ্ম রহস্য লুকিয়ে আছে। সুফি ও বৈষ্ণব সাধকগণ দেহের বাইরে সত্য না খুঁজে আপন দেহের অভ্যন্তরে মনোনিবেশ করেন। দেহ ছয়টি চক্রে বিভক্ত। প্রথম চক্রটি হলো গুহ্যদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরিভাগে যেখানে মেরুদণ্ডের ভিত। এ চক্রকে বলা হয় মূলাধার চক্র। এখানে অধোমুখে একটি পদ্ম আছে। সেটি চারদল বিশিষ্ট। এখানেই শক্তির উৎস কুলকুণ্ডলিনী জড়িয়ে থাকে। সাধক এখান থেকে শক্তি বা বিদ্যুৎ আহরণ করে উপরে অর্থাৎ মস্তিষ্ক পর্যন্ত প্রবাহিত করেন মেরুদণ্ডের ভেতরকার অতি সূক্ষ্ম নাড়িপথের মাধ্যমে। শক্তি মানে আলো, আলো বহু রঙে-রশ্মিতে খেলে। আত্মতত্ত্ব সাধনার এটাই সর্বকালীন বিধি। গুরু পদাশ্রয় নির্ভর করে তাঁর কাছ থেকে এ বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ না করে সাধনা শুরু করা অসম্ভব। ফকির লালন শাহ অত্যন্ত রূপকময় ভাষায় এ নিগূঢ় তত্ত্বকথা পরিবেশন করেন :

এক ফুলে চার রঙ ধরেছে।
ও সে ভাবনগরে ফুলে কী আজব শোভা করেছে ॥

মূল ছাড়া সে ফুলের লতা
ফুল ছাড়া তার আছে পাতা
এ বড়ো অকৈতব কথা
কে তা পারে কই কার কাছে ॥

কারণ বাড়ির মধ্যে সে ফুল
ভেসে বেড়ায় একুল ওকুল
শ্বেতবরণ এক ভ্রমর ব্যাকুল
সেই ফুলের মধুর আশে ॥

ডুবে দেখ দেখি মন দেল দরিয়ায়
সে ফুলে নবির জন্ম হয়
সে ফুল তো সামান্য ফুল নয়
লালন কয় যার মূল নয়দেশে ॥

একবার চাঁদ বদনে বল রে শাঁই

জগতের মানুষ বিষয়-বিষে জর্জরিত হয়ে সঞ্চিত বিষয়মোহের ভ্রান্তিতে পড়ে আছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ প্রায় সবাই অপরিণামদর্শী জীবনধারণে এতো আসক্ত হয়ে আছে, তারা কেউ সম্যক জ্ঞানী একজন গুরুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে না। অথচ কাল শমন পিছে পিছে ঘুরছে। যে কোনো সময়ে অপমৃত্যুর আঘাতে এ জীবনের অবসান ঘটতে পারে।

'আমার টাকা কড়ি-বাড়ি-ঘর'-এভাবে জীবন কাটিয়ে তারা ক্ষণিক স্বাধীনতার সুযোগকে দীর্ঘকালীন দুর্যোগে পরিণত করে। সম্যক গুরুর পদে আমিত্বের অবসান ঘটিয়ে গুরুগুণে গুণান্বিত হবার মধ্য দিয়ে জন্মমৃত্যুকে জয় করার সাধনায় নিয়োজিত হয় না। তাই শাঁইজি তাদের আহ্বান জানাচ্ছেন, মানবীয় আমিত্ব উৎসর্গ করে গুরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহে বিলীন হবার মাধ্যমে আপন মূলসত্তাকে সাধনা দ্বারা জাগিয়ে তুলতে, যাতে মুক্তির মঞ্জিলে গিয়ে মানুষ প্রশান্তি লাভ করতে পারে।

❙ একবার জগন্নাথে যেয়ে

জাতপাতের বিভক্তি ও মানুষে মানুষে ধর্মবর্ণ-গোত্রের বিভেদ মোচনের বাস্তব দৃষ্টান্ত পুরীতে অবস্থিত জগন্নাথ দেব। জগন্নাথ দেব দারুমন্দিরে সবধর্মের দর্শনার্থীদের ভক্তির সমারোহ যেমন উদ্দীপনামূলক, তেমনই আপন দেহের মধ্যে ধ্যানযোগে দেহের পালন কর্তা গুরুর স্বরূপ দর্শন দ্বারা মন থেকে সব সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ভ্রান্ত ধারণা সহজে দূর হয়। লালন শাহ এ উভয় অর্থে বলছেন :

একবার দেখ নারে জগন্নাথে যেয়ে
জাত কেমনে রাখো বাঁচিয়ে ॥

❙ একবার দেখ না প্রেম নয়ন খুলে

সব বিষয়মোহ ছেড়ে আপন গুরুর প্রতি প্রেমদৃষ্টিতে মন কেন্দ্রীভূত রাখাই প্রেমনয়ন খুলে দেখা। জগতের মানুষ বিষয়মোহে আপ্লুত হয়ে থাকে। বিষয়মোহের আসক্তিই কাম। আগুন যেমন ধোঁয়া দ্বারা, যেমন নারী গর্ভ জরায়ু দ্বারা আবৃত তেমনই কামশক্তি দ্বারা মানুষের জ্ঞান ঢাকা পড়ে থাকে। কাম দমন করলে অর্থাৎ কামাসক্তি মন থেকে ধ্বংস করতে পারলেই প্রেমের উদয় হয়। কাম দমন করাই প্রেমরসের সাধ্য সাধনা। বীজের অঙ্কুর থেকে ফল, ফুল, পাতাযুক্ত গাছের মতো কামিনীসঙ্গ থেকে পুত্র, গৃহ ইত্যাদি বিষয়রাশি দ্বারা পুরুষদের সংসারে আসক্তি জন্মে। কেননা রমণী প্রকৃতির কঠিন শৃঙ্খল, মায়ার মোহিনী শক্তি। এ রমণীকে আত্মশক্তিতে মিশিয়ে নিতে পারলে যে শক্তি আত্মগত হয়, জীব তাতে সম্পূর্ণতা লাভ করে। তার দ্বারা ভোগের যে বাসনা রমণীর মধ্যে বর্তমান সেই বাসনা নিবারণ করার জন্যেই সম্যক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রেমরসের সাধককে প্রথমে প্রেমিক গুরুর কৃপালাভের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে রসতত্ত্ব বা প্রকৃতি-পুরুষের যুগল মন্ত্র তথা আহাদ ও সামাদের মিলনতত্ত্ব শিক্ষা করতে হয়। সাধক গুরুকে কৃষ্ণরূপে মানসনেত্রে প্রতিষ্ঠা করে সখি ভাবে বিভোর হয়ে আপন হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা করে থাকে। মনোময় দেহে আশ্রিত নিত্যসখির মতো তাঁদের চরণ সেবা দ্বারা মিলন সাধন করে। সর্বদা সেবা-পরিচর্যায় সাধক নিয়োজিত থাকে। প্রতিদিন, মাস ও তিথি অনুসারে ব্রজলীলার অনুকরণে লীলারত থাকে। এ কেবল মন দ্বারা ধ্যেয় নয়, মনের চেষ্টা এবং ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা—এ উভয়বিধ গোপন ভক্তি দ্বারা করাই সাধকের কর্তব্য। এ কারণে গুরুকৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত, গোপীজনোচিত ভাব ও ইন্দ্রিয় চেষ্টা দ্বারা রাধাকৃষ্ণের যুগলসেবা করে। এমন সাধনায় ক্রমশ সাধকের মনোময় সিদ্ধদেহ পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মায়ামুক্ত অর্থাৎ শক্তিজয়ী ফকির-বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ সহজ সাধন রহস্য সাধ্যায়ত্ত নয়। বাইরের বিষয়াশিয়ে আকর্ষণ থাকলে আন্তরিক অভিনিবেশে পূর্ণ সিদ্ধদেহের বিকাশ হয় না। বাইরের বিষয়ে মন বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ফলে অন্তরে গোপীমূর্তির নিরন্তর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে। কাজেই নিত্যসিদ্ধ ব্রজলোকে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সখিদের মতো সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণসেবা কখনো সম্ভব হয় না। আবার অন্য রূপে সাধনভক্তির সাহায্যে প্রেমময় স্বভাবপ্রাপ্তির উপায় নেই। আগেই উল্লেখ করেছি, কাম থেকেই বাইরের বিষয়ে জীবের আকর্ষণ জন্মে। সেই কামের আকর্ষণ কামিনী তথা নারীদেহেই বেশি হয়ে থাকে। যদিও সাধুশাস্ত্রে বলে, মন স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসক নয়। যখন যে রূপ শরীর আশ্রয় করে সেই অনুসারে স্ত্রী বা পুরুষরূপে উল্লিখিত হয়।

বাস্তবিক স্ত্রী ও পুরুষ একই চেতনার বিকাশ। আকারভেদে গুণভেদে বিভিন্ন মাত্র। তাহলে পরস্পরের এমন প্রবল আকর্ষণ কেন? নর ও নারীর মন এক হলে নরে চিৎশক্তির এবং নারীতে আনন্দশক্তির বিকাশ আধিক্যবশতঃ নর-নারীর প্রতি এবং নারী নরের প্রতি স্বভাব দ্বারা আকৃষ্ট হয়। উদ্দেশ্য হলো, উভয়েই মনকে মিলিয়ে আপন আপন অভাব পূরণের দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ করবে। তাই সর্বাগ্রে কামিনীতে কামের আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি। সুতরাং কামিনীর প্রতি মনের মিলন করতে পারলে জীব আত্মতৃপ্তি লাভ করে জগতের প্রধান আকর্ষণ বিলুপ্ত করে সহজে অন্তররাজ্যে প্রবেশ করতে পারে। তাই তন্ত্রশাস্ত্রে এমন ব্যবস্থা।

ভারতের আদি সাধকগণ বুঝেছিলেন, বেদ-পুরাণের উপদেশমত রমণীর আসঙ্গ লিপ্সা পরিত্যাগ করা জীবের দুঃসাধ্য। প্রবৃত্তিপূর্ণ মানব স্থূল রূপ রসাদির অল্পবিস্তর ভোগ করবেই করবে। কিন্তু যদি কোনোরূপে তার প্রিয় ভোগ্যবস্তুর ভিতর ঠিক ঠিক আন্তরিক শ্রদ্ধা উদয় করে দেয়া যায়, তবে সে কতো ভোগ করবে করুক না– ঐ তীব্র শ্রদ্ধার বলে অতি অল্পকালেই সংযমাদি আধ্যাত্মিক ভাবের অধিকারী হয়ে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। এ কারণে গোপীভাবলুব্ধ ভক্ত সর্বাবস্থায় কৃষ্ণের উপাসনা করেন। তারা কামমুক্ত হয়ে ভাররাজ্যে প্রবেশ করেন এবং গোপী অনুগতময়ী ভক্তি লাভ করে শ্রীবৃন্দাবনে মনোময় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমল সুধাপ্রাপ্ত হন।

অতএব, গোপীভাবলিপ্সু প্রবর্তক ভক্ত অর্থাৎ বাহ্যানুরক্ত সাধক বাইরে শাক্ত ভাবে এবং অন্তরে বৈষ্ণব ভাবে গুরুর উপাসনা করতে পারেন। সাধক রামানন্দ, চণ্ডীদাসসহ অনেকে এরূপ সহজ সাধনা করেছেন।

সখিভাবলুব্ধ সাধক শ্রীগুরুকে বৃন্দাবনেশ্বর, অভিলষিত যে কোনো রমণীকে বৃন্দাবনেশ্বরী এবং যথাবিহিত স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন মনে করে, সখিরূপে প্রাকৃত দেহ দ্বারা সাক্ষাৎ ভজন করতে পারেন। আপন বিবাহিত স্ত্রীকে রাধারূপে কল্পনা করা যায়। কিন্তু স্বকীয়া রমণীতে উচ্চ-নীচ জ্ঞান থাকে বলে এবং লোকধর্মের প্রভাবে সে প্রেম তরল। আর সমাজ বিরুদ্ধ বলে পরকীয়া নারীতে প্রেমের উদ্দাম উচ্ছ্বাস সহজেই বিকশিত হয় এবং লোকলজ্জা, ভয়, ঘৃণা, বেদবিধি দ্রুত বিনষ্ট হয়। সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেমিকাতে গোপী ভাবপ্রাপ্তির একান্ত অনুরাগ থাকা চাই। তাই সাধিকা রমণীর প্রয়োজন কখনো কখনো দেখা দেয় সাধক জীবনে। নয়তো জৈবিক কামাসক্ত নারীর সাথে সাথে পুরুষের আধাগতি হয়ে থাকে। সাধক চণ্ডীদাস বলেন :

রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায় ॥

এমন গুণবিশিষ্ট, সৎ লক্ষণাক্রান্ত সাধিকা-রমণীকে শ্রীরাধারূপে আশ্রয় করলে সাধকের কী হবে :

যে জন যুবতী ফুলবতী সতী
সুশীল সুমতি তার।
হৃদয় মাঝারে নায়ক লুকায়ে
ভবনদী হয় পার ॥

এরূপ গোপানুগতা রমণী ব্যতিরেকে পুরুষ পাল্টানো সব রমণীই ব্যভিচারিণী। ব্যভিচারদুষ্টা রমণী স্বয়ং ঘোরতর কুধর্মের কালিমায় নিমগ্ন হয় এবং নিজের সঙ্গিকেইও নিজের মতো কলুষিত করে। এ কারণে তেমন রমণীর স্বভাবে রঙ্গে পুরুষের মুক্তি অর্জিত না হয়ে নরকের পথই প্রশস্ত হয়। চণ্ডীদাস আরো বলেন :

ব্যভিচারী নারী না হয় কাণ্ডারী
নায়িকা বাছিয়া লবে।
তার আবছায়া পরশ করিলে
পুরুষ-প্রকৃতি যাবে ॥

সম্যক গুরুর করণ তথা ধ্যানকার্য ছাড়া যে রমণীর দেহেন্দ্রিয়ের আর অন্য কার্য সাধনের অবসর নেই, কৃষ্ণলীলা-চিন্তা ব্যতিরেকে যে রমণীর হৃদয়ে আর কোনো বিষয়-বিষয়ান্তর চিন্তা নেই, যে রমণীর দেহমনপ্রাণ শ্যামসুন্দরের পরম প্রেমে বিভাবিত সে রমণী গোপীভাব লাভেচ্ছু সাধনের উপযুক্তা সহচরী। সুতরাং গোপীত্ব লাভ করতে হলে ঐ রূপ রমণীকে যে রূপ গোপীজনোচিত ভাব ও আচরণের অনুকরণ করতে হবে, পুরুষদেরও সেরূপ ভাবাদির অবলম্বন করতে হবে। এ প্রেমভাব সাধনা বাঙলার প্রাচীন ঐতিহ্য। লালন পূর্ব চণ্ডীদাস, রামানন্দ সেই ঐতিহ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

গুরুকৃপাপাত্র নায়ক-নায়িকা পরস্পর অনুরক্ত হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অনুধ্যানে এবং তাঁদের মধুর লীলা কথোপকথনে রত থেকে নিয়ত আনন্দ সাগরে ভাসমান থাকেন। স্ব স্ব হৃদয়ে অভীষ্ট গোপী-স্বরূপের কল্পনা করে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ব্রজদেবীর ন্যায় পরস্পরের মধুর সেবা-পরিচর্যাও করেন। কিন্তু সর্বদা রমণীনিষ্ঠ হয়ে থাকলে আসঙ্গলিপ্সা অবশ্যম্ভাবী।

সামাজিক তথা প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কাম কলুষিত আসক্তির পরিণাম দৈহিক ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করা। সুতরাং এমন ইন্দ্রিয়পরায়ণ মোহগ্রস্ত কামাসক্তি কখনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধ্যাত্মিক প্রেমে পরিণত হতে পারে না। এরূপ নায়ক-নায়িকা ইন্দ্রিয়ভোগের লোভে কেবল ব্যভিচার-দুরাচারের আশায় পরস্পর আসক্ত হয়ে কামানলে আত্মাহুতি দেয়-নরকজ্বালার পথ প্রসারিত করে। এতে জীবনের সর্বনাশ ঘটে, আধ্যাত্মিক শ্রী বিনষ্ট হয়, দেহমন অকর্মন্য হয় এবং ভক্তি নিষ্ট হয়। অতএব নায়িকনিষ্ঠ ভক্তকে সংযত হয়ে সাধকগোপীর সেবা করতে হয়। কীভাবে সেবা করতে হবে?

স্নান যে করিব জল না ছুঁইব এলাইয়া মাথার কেশ।
সমুদ্রে পশিব নীরে না ভিজিব নাহি দুঃখ ক্লেশ ॥
রজনী দিবসে তব পরবসে স্বপনে রাখিব লেহা।
একত্রে থাকিব নাহি পরশিব ভাবিনী ভাবের দেহা ॥

এভাবে যাঁরা রামানন্দ রায়ের মতো সংযত, প্রেমের সাধনায় কাম ভস্মীভূত করেছেন তাঁরা নায়িকার সঙ্গে যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। কেননা রামানন্দ রায় কহেন :

একে দেবদাসী, আরো সুন্দরী তরুণী।
তার সব অঙ্গসেবা করেন আপনি ॥

স্নানাদি করায়, পরায় বাস বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গের হয় তাহা দর্শন স্পর্শণ ॥

তবু নির্বিকার রায় রামানন্দের মন।
নানা ভাবোদ্‌গম তারে করায় শিক্ষণ ॥

নির্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য তরুণী স্পর্শে নির্বিকার মন ॥

AMARBOI.COM

কাজেই 'সহজ মানুষ' এর-লক্ষণ হলো, তিনি সব সময় অটল থাকেন। অর্থাৎ রমণীর সঙ্গে সর্বদা থাকলেও তাঁর কামভাবে কখনো ধৈর্যচ্যুতি ঘটে না। তাঁর অটল শুক্র কখনো রমণীর ভাব-তরঙ্গে টলে পড়ে না। তাই বলা হয় :

রমণীর সঙ্গে থাকে, করে না রমণ।

সংসারে কাম-কাঞ্চনের ভেতর অনাসক্ত হয়ে না থাকতে পারলে সাধক আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কলির ভোগপরায়ণ জীব কামের মোহনিদ্রা থেকে একবার প্রেম নয়ন খুলে গুরুকে না দেখলে কী করে সাধু লালনের প্রেমধর্মরাজ্যে প্রবেশ করবে? প্রকৃত লালনভক্ত কামমুক্ত হয়ে এবং প্রেমযুক্ত হৃদয়ে তাঁর ভাবরাজ্যে প্রবেশের অধিকার পায়।

এক মন হলে

গুরু শিষ্য জন্ম-জন্মান্তরে দুই রূপে ধরে এলেও দুই মনকে এক মন করে তোলাই প্রেমভক্তিযোগ। না হলে বিরহ দহনে প্রাণ পোড়ানো কান্না :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক হাতে যদি বাজতো তালি
তবে কেন দু হাত লাগায়।
যে জন শিষ্য হয়
গুরুর মনের খবর লয় ॥

সেজন্যে লালন শাঁইজির ধর্ম মহব্বতের ধর্ম, প্রেমধর্ম। সৃষ্টি ও স্রষ্টার দ্বৈতভাবই অহঙ্কার। গুরু পর, আমি অপর। এখানেই রেখা টানে বিচ্ছেদ। সৃষ্টি-স্রষ্টার একীভূত প্রেমঘন মুহূর্তেই মিলন। শিষ্যের ভাবনা-সাধনা-বাসনাই হলো গুরুময় হওয়া। প্রথমে স্থূল ভ্রান্তি থাকে, তাঁকে রক্তমাংসের দেহ বলে ভুল হয়। সে ভুল ক্ষণস্থায়ী। তিনি দেহ নন, মন নন শুধু অন্য কিছু, অনন্য প্রতিভু। যখন তাঁর প্রেম ভাব অনুভূত হতে থাকে, সেই আকর্ষণ হৃদয় কন্দরে ঝলক দিয়ে ওঠে। এ অনুভব করতে পারাই লাভ। অনুভবেই গুরুর ঈশ্বরত্ব ঔজ্জ্বল্য পায়। অনুভবই ঈশ্বর দর্শন। অনুভবই চেতনা। অনুভবই জ্ঞান। অর্থাৎ গুরু আকার থেকে বিষয়ে-বিষয়ান্তরে অজস্র রূপ অভিব্যক্তি, সর্বময় তিনি। তিনি বিষয় নন, বিষয়াতীত পরম চেতনা। অনুভব ও চেতনা তাই এতো অঙ্গাঙ্গী। অনুভবের বা জ্ঞানের আবার চাররূপ। যথা : জাগ্রত চেতনা, স্বপ্ন চেতনা, সুষুপ্ত চেতনা ও তুরীয় চেতনা। ভক্তের অন্তরেই গুরু বাস করেন। তিনি দেহাতীত এক অতীন্দ্রিয় আনন্দময় অনুপম অনুভূতি তিনি তিনি। সীমার মধ্যে অসীমান্তিক রাসলীলা।

আসল কথা হলো, শিষ্য যতটুকু গুরু অভিজ্ঞা আপন চরিত্রে অর্জন করে নেয় ঠিক ততটুকুই সে গুরু, বাকিটুকু শিষ্য। গুরু ভক্তের মনচোরা। গুরু চিন্তামণি–যে মনি অভীষ্ঠ সিদ্ধ করতে পারে। গুরু দয়াময়। ত্রিভুবনে প্রেমিক সদ্‌গুরুর কোনো তুলনা খুঁজে না পাই। পরশ পাথর অত্যাশ্চর্য তবে সে শুধু লোহাকে সোনায় পরিণত করতে পারে। এটুকুই। লোহাকে কখনো সে পরশ পাথরে উন্নীত করতে পারবে না। এখানেই বস্তুবিজ্ঞানের সাথে আধ্যাত্মবিজ্ঞানের মূল পার্থক্য। সম্যক গুরু তাঁর চরণাশ্রিত শিষ্যকে নিজের সমকক্ষ করে গড়ে তোলেন। পরশ পাথর চেতন গুরুর পরশে ভক্ত পরশ পাথরই হয়ে যায়। গুরুশিষ্যের প্রেমলীলায় সম্যক গুরুর ভূমিকা অতুলনীয়, অতীন্দ্রিয়। সেজন্যেই তিনি লোকোত্তর শাহেন শাহ। মানে শাঁইজি লালন। তাঁর মনের সাথে একমন না হলে সত্যিকার শান্তি বিশ্বে আসবে না।

▌এক রব আয়াতে আছে বান্দার কলবে

দেহের মধ্যে প্রভুসত্তা মূলবস্তু নূরে মোহাম্মদি এক রব। আয়াত অর্থ চিহ্ন, পরিচয়, নিদর্শন তথা বিশেষ দর্শন বা বিদর্শন রূপে মহাআলোকপিণ্ডের সূক্ষ্ম জ্যোতিস্বরূপ আজ্ঞাচক্রে সদা বিদ্যমান। আজ্ঞাচক্রে আত্মিক দৃষ্টি দ্বারাই তাঁকে দেখা যায়। এখানেই কলব বা আরশ কেন্দ্র। বাইরের সব আড়ম্বরই বৃথা। আত্মদর্শন প্রয়াস সম্যক গুরুর বিশেষ সহযোগিতা ছাড়া নিজের চেষ্টায় সাধক ভাবলোকের উর্ধ্বদেশে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❙ এক রূপে করে ভাবনা, এড়াইবে সেহি শমন দায়

দৃশ্য, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাব ইত্যাদি ইন্দ্রিয়লব্ধ ধর্মগুলোর মোহ থেকে দেহমনকে মুক্ত করতে হলে গুরুর রূপধ্যানে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর পর্যায়ে যেতে হয়। সমস্ত জগতটাকে গুরুর একদেহে বিলীন না করা পর্যন্ত মনের মোহশূন্য পরিবেশ তৈরি হয় না। নিজের দেহমন তছনছ করে সাধক গুরুদেহে নিজেকে একীভূত না করতে পারলে অধোগতি থেকে অর্থাৎ অপমৃত্যু থেকে রক্ষার আর কোনো ঢাল নেই।

❙ এক হাতে যদি বাজতো তালি তবে কেন দু হাত লাগায়

গুরুর কাছে সমর্পিত না হয়ে একা একা কেউ সাধনা করে পরম সত্যলোকে প্রবেশ করতে পারে না। সাংসারিক-সামাজিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত চঞ্চল মন কখনো ধ্যানে ধীরস্থির হয়ে থাকতে পারে না। গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করলে ধ্যানের জগতে প্রবেশ অনেক সহজ হয়ে যায়। সবার জন্যে এক রকম ধ্যান প্রযোজ্য নয়। এক এক জনের পূর্বজন্মের অর্জন অনুসারে জ্ঞান ও ধ্যানের স্তরগত তারতম্য ঘটে থাকে। ত্রিকাল দ্রষ্টা গুরুই জানেন কার জন্যে কোন পদ্ধতি সুফলদায়ক। ভক্তের মনমানসিক তার স্তর অনুসারে সাধনার পথ-পদ্ধতি তথা শরিয়ত দানের অধিকার কেবল গুরুই সংরক্ষণ করেন। ধ্যানসাধনা করে যিনি দেহবন্ধন থেকে নিজে মুক্ত হতে পেরেছেন তেমন একজন সম্যক গুরুকে গাইড তথা প্রশিক্ষক হিসেবে গ্রহণ না করলে সাধন জগতে প্রবেশাধিকারই লাভ করা যায় না। তাই একহাতে যেমন তালি বাজে না তেমনই গুরুবিহীন সাধনাও কখনো ফলপ্রসূ হয় না।

সাধনা সব সময় গুরুমুখি বিদ্যা। সাধনার পথে অবাঞ্ছিত বিড়ম্বনা থেকে সাধক সিদ্ধির স্তরে উত্তীর্ণ হলে গুরু নিজেকে তখন প্রত্যাহার করে নেন। ভক্ত তখন নিজেই গুরুর সমকক্ষ হয়ে উঠতে থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক ভক্ত কখনো গুরুর ছত্রচ্ছায়া ত্যাগ করেন না। এমনকী সিদ্ধি লাভের পরও গুরুকেই সবার উপর তুলে ধরেন। যেমন ফকির লালনের ক্ষেত্রেও আমরা এমন দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করি। কানু বিনে যেমন গীত নাই তেমনই সিরাজ শাহ ছাড়া লালন শাহও যেন অস্তিত্বহীন।

❙ একটা মীন ভাসছে রসে

মূলাধার চক্রে শ্বাস প্রশ্বাসের স্পন্দনে কুল কুণ্ডলিনীর শক্তির বিদ্যুৎ তরঙ্গকে এখানে সাঁইজি মীন বা মাছের রূপকে বুঝিয়েছেন। আত্মদর্শনে দেহের ভেতর মন দিয়ে অবিরাম সাধনায় যুক্ত হলে প্রথমে গুহ্যমূলের উর্ধ্বে মেরুদণ্ডের সূচনা স্থানে মন স্থির করে ক্রমে উপরের দিকে বিন্দু শক্তিকে টেনে তুলতে শুরু করলে লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রে উজ্জ্বল আলোক বিচ্ছুরণ পরিদৃশ্যমান হয় যখন কুণ্ডলিনী শক্তির মুখ খুলে যায়। মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছালে বিন্দু থেকে সিন্ধু প্রবাহিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❙ একটা নরকেলের মালা তাতে জল তোলা ফেলা

সাধক যে বিষয়রাশি গ্রহণ-বর্জন করেন তা রূপক কথায় জল। আর মস্তিষ্ক হলো নারকেলের মালার রূপক। তাতে জল তোলা ফেলা। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মহিমা ব্যক্ত করতে শাঁইজি সর্বজনীন সাধকের সকল বিষয়মোহ ত্যাগ করে তথা মস্তিষ্কে ধরে না রেখে ত্যাগের মহিমাকে সূক্ষ্ম রূপক ভাষায় তুলে ধরছেন।

একটা নারকেলের মালা
তাতে জল তোলা ফেলা
করঙ্গ সে ॥

❙ একটা পাগলামি করে জাত দেয় সে অজাতেরে

বর্ণপ্রথার নিগড়ে সনাতন ধর্মকে প্রাণহীন কাষ্ঠধর্মে পরিণত করে রাখে কট্টর সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণেরা। নিমাই সন্ন্যাসী তথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হরিনাম কীর্তনযোগে নদীয়ায় ভাবান্দোলনের প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন জাত-পাত-বর্ণ বিভেদের দেয়ালগুলো। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ সবাইকে তিনি হরিনামের প্রেমের বন্ধনে বেঁধে এতকালের অজাত-অস্পৃশ্যদের বৈষ্ণব ধর্মের ছায়ায় আশ্রয় দেন। এটাই তাঁর পাগলামি এবং অজাতকে জাত দেয়ার মাহাত্ম্য।

❙ একটা বদ হাওয়া লেগে খাঁচায়, পাখি কখন যেন উড়ে যায়

বিষয়মোহ তথা বস্তুমোহের কলুষে অবিরাম দেহমন রমিত থাকলে, অস্তিত্বের মূলকেন্দ্রে পাখির রূপক নূর মোহাম্মদির আলো রুহ রূপে প্রকাশিত হবার পথ না পেয়ে আড়াল হয়ে যায়। খাঁচা দেহের রূপক। এবং বদ হাওয়া বিষয় বা নারীমোহের কালিমা মস্তিষ্কের গোপন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ আল্লাহর জাতি নূর, নূরে মোহাম্মদির প্রচ্ছন্ন আলোক মূর্তি জাগ্রত না হয়ে অজ্ঞাত থেকে অন্ধকারে বিদায় নেওয়াকে পাখি উড়ে যাবার রূপকে বোঝাতে চেয়েছেন। দৈহিক মৃত্যুও পাখি উড়ে যাবার নামান্তর।

❙ একতেদা

আমরা কী করছি তা না বুঝেই নেতার প্রতি আনুগত্য করাই একতেদা। আপন গুরুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস। চরম সুফি কবি হাফিজ বলেন, "তোমার গুরু যদি তোমাকে তোমার নামাজের পাটি মদ দিয়ে ধুয়ে নিতে বলেন তবে তুমি তাই করো। মুক্তির লক্ষ্যস্থলে কেমন করে পৌঁছাবে তা তোমার জানা নেই।" নেতা বা অধিকারী অর্থাৎ গুরুর প্রতি ভক্তি ও অটল বিশ্বাস রেখে কাজ করে গেলেই অনুসারী মুক্তি পাবে।
ইমান ও সৎ আমলের সাহায্যে আপন নফসের উপর জয়যুক্ত হওয়া তথা ক্ষমা ও মুক্তি লাভ করা অত্যন্ত কঠিন এবং জীবদ্দশায় তা এক প্রকার কঠিন বিষয়। তাহলে সর্বসাধারণের মুক্তির উপায় কোথায় এবং কী ভাবে? এক্ষেত্রে তরিকা অগ্রসর হয়েছে একটি সম্ভাবনা নিয়ে। মহব্বতের দ্বারা কোনো 'আহলুল্লাহ' অর্থাৎ রসুলাল্লাহর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরপ্রাপ্ত কোনো আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে তিনি সেই মহব্বতকারীকে শাফায়াত করবেন। "যার সঙ্গে যে মহব্বত রাখে তার সঙ্গে সে পরকালে মিলিত হবার সুযোগ লাভ করবে"—এটি কোরান-হাসিদের বিশেষ বক্তব্য। পাপীতাপী সর্বসাধারণ শুধু এর সাহায্যে ক্রমোন্নতি লাভের আশা করতে পারে। নয়তো নিজে এবাদত করে কোরান হাদিসের অনুমোদন লাভ করার মতো এবাদত নিয়ে পরকালে যেতে পারবে—এমন আশা করা কঠিন। রসুলের (আ) প্রতিনিধিস্থানীয় যত অলিয়ে কামেল যুগে যুগে বিকশিত হয়ে আসছেন তাঁদের সঙ্গে আনুগত্য ও প্রেমের সম্পর্ক যারা রাখবেন তারা সবাই নূরে মোহাম্মদির শাফায়াত লাভ করবেন। অহাবি কাঠমোল্লারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত। ওরা বলে, "আমরা রসুলাল্লাহর (আ.) সরাসরি অনুসরণ করবো। মধ্যস্থ কোনো লোকের অনুসরণ করবো না।" অথচ চৌদ্দশ বছর পর, বাইরের ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে হুজুরকে (আ) সরাসরি চেনা সহজ নয় এবং তাঁর অনুসরণ করাও সহজ নয়। কোনো আহলুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর আপন লোকের তথা মহাপুরুষের সাথে সংশ্রব না রেখে শুধু আপন এবাদতের দ্বারা লক্ষ লোকের মধ্যে একজনের পক্ষেও সম্ভব কিনা সন্দেহ। সাংসারিক জীবনে আমিত্বের বিস্তারিত জালকে গুটিয়ে এনে একের দিকে সকল চিন্তাধারা নিবদ্ধ করে একের প্রতিষ্ঠা নিজ মনে স্থির করে রাখা মোটেই সহজ বিষয় নয়। সূক্ষ্ম সত্যের পথে পা রাখা কারো পক্ষে একক ভাবে মোটেই সহজ নয়। অথচ কামেল মহাপুরুষদের থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে কাঠমোল্লা অহাবিরা মানুষকে ফেলে দেয় নিতান্ত একা ও অসহায় অবস্থায়। বাহ্যিক এবাদত এবং আত্মগরিমার পাপ-পঙ্কিলে আবদ্ধ করে তাদের মনকে।

কোনো মহামানবের 'ফয়েজ' অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাহায্য ব্যতীত ক্ষমা লাভ করা এবং জীবদ্দশায় আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ লাভ করা যায় না। এদিকে আল্লাহ ছাড়া কারো দ্বারস্থ হওয়া অহাবি কাষ্ঠধর্মমতে শেরেক। অথচ নূরে মোহাম্মদির দ্বারস্থ না হয়ে আল্লাহর দ্বারস্থ হওয়া যায় না।

রসুলে করিম (আ.) বলেছেন : 'আউলিয়াগণ আমার জুব্বার আড়ালে। আমি ব্যতীত অন্য কেউ তাদেরকে চিনতে পারে না।' অর্থাৎ আল্লাহ যখন যার নফসের মধ্যে নূরে মোহাম্মদি প্রদান করেন অর্থাৎ নূরে মোহাম্মদি জাগ্রত করে তোলেন তখন সেই ব্যক্তি তাঁর দ্বারা আউলিয়াগণকে চিনতে পারেন।

খাজা গরিবে নেওয়াজ আজমেরী এমনও বলেছেন, "যার পীর নেই তার জন্যে রসুলের শাফায়াত নেই। যার জন্যে রসুলাল্লাহ (আ.) নেই তার জন্যে আল্লাহর ক্ষমা ও মুক্তি নেই। যার পীর নেই, শয়তানই তার পীর।২

▌একরা বিসমে রাব্বিকা

হেরাগুহায় মহানবির কাছে প্রথম এ বাক্য আল্লাহর কাছ থেকে অহি হয়। এটি আদি কোরানোর প্রথম সূরা আলক্বের প্রথম বাক্য। 'একরা বিসমে রাব্বিকা' এর অর্থ :

১. *খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী ॥ মকতুবাতে খাজা*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(আল্লাহর কাফশক্তি অর্জনে রাজি থেকে) ক্বাফশক্তির অনুশীলন কারো তোমার রবের পর্দার সাথে, যে পর্দা তোমাকে রূপান্তর সৃষ্টি করে।" অথবা, "পড়ো পর্দার সহিত যা তোমার প্রভু রূপে আছে এবং যা রূপান্তর সৃষ্টি করে"।

বিষয়ের উর্ধ্বে ওঠার শক্তিকে ক্বাফশক্তি বলে। আল্লাহর ছয়টি শক্তিশালী গুণের সমষ্টি হলো কাফশক্তি। লোকেরা সম্যক গুরু রূপী আল্লাহকে রব তথা প্রভু রূপে নেয় না, নেয় বস্তুজগতকে। শিরিক পাঠের নামই সালাত।

লা-এর জ্ঞান অর্জনের অভ্যেস দ্বারা যে ক্বাফশক্তি অর্জিত হয় তা-ই আলক্ব। ক্বাফশক্তি আত্মিক বা মানসিক শক্তি। এটি বস্তুগত শক্তি নয়। লা-এর ক্বাফশক্তি থেকে ইনসান সৃষ্টি হয়ে থাকে। অর্থাৎ ক্বাফশক্তি সম্পন্ন গুরুগণ জিন পর্যায়ের ভক্তগণকে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে ইনসান বানিয়ে থাকেন। লা অর্থাৎ না-শক্তির জ্ঞান তথা ত্যাগের জ্ঞানকে 'আলাক্ব' বলে। লা অনুশীলন থেকে অর্জিত ক্বাফশক্তি দ্বারা মণ্ডিত আত্মিক শক্তিকে 'কলম' বলে। সম্যক গুরুগণই এ মহাশক্তির অধিকারী। 'কলম' অর্থ কালি দ্বারা কথা লিখে রাখার যন্ত্র বিশেষ নয়, কলম অর্থ নির্বাণশক্তি।

'একরা' কথাটি আদেশমূলক ক্রিয়াপদে ব্যবহার করা হয়েছে। ভাবার্থে এখানে মানুষের আপন সত্তাকে বলা হচ্ছে, সে যেন আপন সম্যক গুরুর ক্বাফশক্তির সাথে রাজি থেকে তাঁর এ মহাশক্তি অর্জন করার অনুশীলনে ব্রতী হয়। এ রূপ অনুশীলন করার অবলম্বন বা বিষয় হলো গুরুর 'এসম' যার গভীর অর্থ গুরুর পর্দা। সপ্ত ইন্দ্রিয় দ্বার দিয়ে আগমনকারী অজস্র ধর্মরাশি হলো রবের আবরণ বা পর্দা। এ পর্দাগুলোর মধ্যেই রবের পরিচয় পূর্ণচন্দ্ররূপে বিরাজ করে। গুরুর শিক্ষা অনুযায়ী পর্দাগুলোর তথা আগমনকারী ধর্মরাশির সঠিক অনুশীলন না করলে সেটাই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে অর্থাৎ জন্মচক্রে ফেলে দেয়।

এ পর্দাই প্রভু রূপে শক্তিশালী হয়ে সমস্ত সৃষ্টিকাণ্ড ঘটিয়ে চলছে। এবং সমস্ত সৃষ্টিকাণ্ডই আবার পর্দা রূপে দাঁড়িয়ে যায়। অর্থাৎ পর্দা বা বিষয় আরো পর্দা তথা বিষয়রাশি সৃষ্টি করে। এভাবেই শেরেকের বা সংস্কারের বৃদ্ধিকর্ম চলছে।

'একরা' কথার মধ্যে ঘোষণা করার যে ভাব আছে তা আপন রবের বা আপন মোর্শেদের ক্বাফশক্তি অর্জনের কর্মে রাজি থেকে নিজের মধ্যে তাঁর অনুশীলন করাকে বোঝায়। এর দ্বারা মোর্শেদের ক্বাফশক্তি তথা মোর্শেদের সূক্ষ্ম গুণাবলির সাথে সন্তোষভাজন হয়ে নিজের মধ্যে তাঁর অনুশীলন তথা অভ্যেসগত করে তোলা বোঝায়।

প্রথম বাক্যে সমগ্র সূরাটির সার কথা এটিই : পড়ো পর্দার সহিত যা তোমার প্রভু রূপে আছে এবং যা সৃষ্টি করে।

সূরাটি আল-কোরানের সর্বপ্রথম সূরা যা হেরাগুহায় নাজেল হয়েছে। সূরাটির মৌলিক কথা আত্মদর্শন বা সালাত। আপন দেহের গভীরে ধ্যান করাই ছিলো হেরাগুহার ধ্যান। দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করার অপর নাম 'সালাত'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেরাগুহায় ধ্যান করা রসুলাল্লাহর সর্বপ্রথম সুন্নত। সুতরাং যে কোনো সত্য প্রকাশের উৎস হতে হবে হেরাগুহার ধ্যান তথা আত্মদর্শন বা সালাত। সালাত সকল মৌলিক জ্ঞানের মূল উৎস। সালাতের ফলশ্রুতি হলো : জাকাত, কোরবানি, সদক্বা, সিয়াম, এফতার, তালাক ইত্যাদি।

আল-কোরান তথা লালনভাষার রূপকাশ্রিত জটিলতা থেকে কথা উদ্ধার করা দুরূহ একটি বিষয়। হেরাগুহায় ধ্যান করা ব্যতীত অর্থাৎ আত্মদর্শনে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত জীবন রহস্য এবং এর অর্থ উদ্ধার করা কঠিন বিষয়।

সালাত না করার কারণেই সৃষ্টির মধ্যে জন্মচক্রে আবদ্ধ হয়ে মানুষ বন্দিদশার লাঞ্ছনায় ভুগছে। সালাতি ব্যক্তির কাছে তথা মুসল্লি ব্যক্তির কাছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেহেতু মুসল্লি একজন মুক্তপুরুষ।

হেরাগুহার ধ্যান থেকে আত্মদর্শনের সম্যক জ্ঞান অর্জনের পর তার দ্বারা ধ্যান শিক্ষার্থী ব্যক্তিদের ধ্যান বিষয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা মুসল্লির ব্যক্তির নৈতিক কর্তব্য। কিন্তু প্রবৃত্তিপরায়ণ মানুষ সালাতে নিমগ্ন হতে চায় না।

লা-মোকামে উত্তরণের জন্যে তথা মুক্তিকামী সাধকের জন্যে বা খাস করে ইনসানের জন্যে জ্ঞানবাদী সালাত যথাযোগ্য। এবং ইনসান হবার পূর্ব পর্যন্ত তথা রহমান রূপী সম্যক গুরুর কাছ থেকে কোরানজ্ঞান বা গুরুজ্ঞান অর্জন পর্যন্ত গুরুবাদী বা ভক্তিবাদী সালাতই যথাযোগ্য। মানুষ স্বভাবতই সালাতবিরোধী। সালাত মস্তিষ্কের মধ্যে মহাশূন্যতা আনয়ন করে। বিপরীত দিকে শেরেক আনে প্রাচুর্য এবং মনের বহুমুখি ধন-সম্ভার, যা আপাতদৃষ্টিতে অধিক সুন্দর এবং আকর্ষণীয়। এজন্যে ইনসান জান্নাতমুখি হতে ভালোবাসে। এবং আপন গুণগ্রাম সহকারে নিজেকে জান্নাতের ধনে ধনী রূপে দেখে, মুক্তিলাভের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। বিশ্বের সুসভ্য গুরুবাদী ইনসানগণ কল্যাণমুখি কিন্তু মুক্তিমুখি নয় তথা জান্নাতমুখি নয়।

জগতের সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জন্যে সাবধান বাণী এ সূরা। বস্তুজ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং গুরুভক্ত সব ইনসানকে এ সূরা মুক্তির আহ্বান জানায়। তারা মুক্তিলাভে অনীহা প্রকাশ করে থাকে এ কারণে যে, ভদ্রতা, নীতিবোধ ও সংযম ইত্যাদি যে সব গুণ তারা আয়ত্ত করেছে তা মানবজাতির কল্যাণের জন্যে যথেষ্ট।

স্বভাবতই এমন ব্যক্তির মুক্তির পিপাসা কম থাকা বা না থাকাই স্বাভাবিক। জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারণে এবং জীবন যে দুঃখময় এ বোধের অভাবে তারা আপন আপন সম্পদে নিজেকে সম্পদশালী মনে করে। এমন চিন্তাধারাই তাদেরকে সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। জীবনচক্রকে প্রলম্বিত করা নেহাত বোকামির। কাজেই কাল বিলম্ব না করে, গুরুর সহযোগিতায় মুক্তির প্রচেষ্টা গ্রহণ করাই তাদের জন্যে বাঞ্ছনীয়। এ কর্তব্য সুসম্পদন করার একমাত্র ক্ষেত্র হেরাগুহার ধ্যান তথা আত্মদর্শনের ধ্যান বা সালাতকর্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

▌একা এলি রে মন, যেতে একা যাবি তখন

প্রচলিত ধার্মিক-সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা নাকচ করে ফকির লালন শাহ্ নির্বোধ জনগণকে জন্মকালের এবং মৃত্যুকালের একাকীত্ব সম্পর্কে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। আত্মপরিচয়ের মূলবস্তু অনুসন্ধান না করে সংসার-সমাজ-বন্ধু-বান্ধবের মায়ার পড়ে ভ্রান্ত জীবনের মধ্যে ডুবে থাকা কী মর্মান্তিক তা আমরা সময় থাকতে ধারণাও করতে পারি না। গুরুর মহাশক্তির সন্ধান না করে জীবনকাল অপচয় করলে দুঃখময় পরিণতি আমাদের নিচে টেনে নামাবে। মানুষ পৃথিবীতে জন্মকালে একা আসে। বুদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে সে আত্মীয়-স্বজন, সঙ্গি-সাথীরূপে অনেকের সাথে সম্বন্ধ করে তাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাতে সে নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করে থাকে। তাদের নাচায় সে পুতুলের মতো নাচে। এ বন্ধন থেকে মুক্তির মহান শিক্ষাদাতা গুরু রূপী কোনো মহামানবের শরণ নেয় না। এমন মায়াবদ্ধ মানুষকে তার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হতে জন্ম ও মৃত্যুকালীন একাকীত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শাঁইজি বলছেন, যে কোনো মুহূর্তে এ ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে। কখন শমন আসবে জানো না মৃত্যুকালে দেহ থেকে যখন নফস বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যে দুর্বল সঙ্গি-সাথীদের আশ্রয় করেছো তারা সব নিমিষেই তছনছ হয়ে যাবে। শক্তি-সামর্থ থাকতে সম্যক গুরুর কাছে নিরাপত্তার আশ্রয় গ্রহণ করো। তাঁর দেখানো পথে সাধন ভজনের মাধ্যমে পরিশুদ্ধি তথা নির্বাণ লাভ না করতে পারলে অপমৃত্যু পরবর্তী জন্মে পশুকুলে নামিয়ে আনবে। তাই সাধুর সাবধান বাণী :

আসতে একা এলি রে মন।
যেতে একা যাবি তখন।
সিরাজ শাঁই বলে রে লালন।
কার নাচার নাচো মিছে ॥

▌একাকী

জন্মকালে ও মৃত্যুকালে মানুষ একাকী। প্রতিটি সত্তার মধ্যে স্থিত মূলসত্তা গুরুও একাকী থাকেন। তিনি দেহমনের দ্রষ্টা। দৃশ্য বদলে যায় কিন্তু দ্রষ্টা সর্বদা একই ভাবে অটল।

গুরুবাদী সাধনায় সালাতের দুটো রূপ। যথা : মোরাকাবা ও মোশাহেদা। মোরাকাবা মানে আকারের ধ্যান এবং মোশাহেদা মানে বিষয়ের ধ্যান। প্রথমটি গুরুসত্তা, দ্বিতীয়টি গুরুজ্ঞান একটি মনের, অন্যটি দেহের। সাধনার গভীরে গেলে সাধককে মরার আগে মরে যাবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হয়। এমন অবস্থায় সাধককে মৌনব্রত অবলম্বন করে পাহাড়ের মতো একা মুনী হয়ে যেতে হয়। এমনকী নিজের দেহমন বিলোপন করে সম্পূর্ণ গুরুর মোরাকাবা-মোশাহেদায় মশগুল মোদাম থাকতে হয়। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সৃষ্টিরহস্যের ধ্যানেও তাঁর একাকীত্ব স্বীকার্য। অন্তর্গত দৃষ্টি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রুতিশক্তির দুয়ার খুলে ভেতর থেকে গুরুর বাণী আহরণ তথা 'এলহাম' লাভ করতেও তাঁকে নির্জন থাকতে হয়। একাকীত্ব অর্থাৎ সব বিষয়মোহ থেকে মুক্ত হয়ে মরার আগে মরা। এভাবে সাধক অমরত্বের মহারত্ন উদ্ধার করেন।

❙ এ কী লীলে ব্রজলীলে কৃষ্ণগোপী কারে জানাইলে

সৃষ্টি ছাড়া স্রষ্টার লীলাক্ষেত্র নেই। দেহ ছাড়া মনের প্রকাশ-বিকাশ অসম্ভব। লালন শাহী সাধনার ক্ষেত্রে মানবদেহই বৃন্দাবন। এ দেহ বৃন্দাবনের আর এক নাম ব্রজ, যেখানে গুরুরূপে শ্রী কৃষ্ণের অধিষ্ঠান। গুরু তাঁর প্রিয় কোনো ভক্তকে দেহের এ গোপন লীলে দর্শন করিয়ে নিজের মধ্যে বিলীন তথা একীভূত করে নেন। বহুজন্মের অর্জিত সৎকর্ম তথা গুরুমুখি সাধনায় পর্যাক্রমে উন্নীত হয়ে এসে গুরুকৃপায় ভাগ্যবান কোনো ভক্ত দেহে গুপ্তলীলার মাধ্যমে বিশ্বসৃষ্টি লীলার অপার আনন্দ অনুভব ও দর্শন করেন।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিচ্ছেদ ও মিলন মেলাই ব্রজলীলে বা দেহমনসত্তার অখণ্ড অভিসার।

❙ একুল রাখি কী ওকুল রাখি

AMARBOI.COM

দেহ একুল। মন এ ওকুল। দেহ সসীম। মন অসীম। গুরু দেহরূপ ধরে যেমন আমাদের সামনে মানবরূপে মহামানবিক মুক্তির শিক্ষাদাতা হয়ে আছেন তেমনই মনোজগতের শাহেন শাহ তথা শাঁইজি হয়ে নূরে মোহাম্মদির একচ্ছটা বিকাশের মাধ্যমে অখণ্ড পরম স্বরূপ রূপে বিরাজ করেন। সাকারে আকারের এমন অপূর্ব লীলা বিলাসের দ্বারা ভক্তের প্রাণমন হরণ করেন। সাধক যখন আত্মদর্শনে গুরুর অপরূপ মনোহর লীলায় তাঁর গুণরাজি প্রত্যক্ষ করে তখন এমন দ্বন্দ্বে নিপতিত হন যে, প্রভুকে দেহের সাকারে দেখি না মনের আকারে ধরি। শ্যাম রাখি না গৌর রাখি- এমন ধন্দে তার ত্রাহিদশা হাজির হয়।

আসতে কাটা যেতে কাটা গৌর হেরে
প্রাণ আমার যাবে দোধারে
লালন এখন কারে বলবে কী!

❙ একে একে জেনে বেনা, করতে হয় চার ফানা

আধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে নিজের মনের আমিত্ব গুরুর চরণে সমর্পণের মাধ্যমে ফানা অর্থাৎ বিলীন করে দিতে হয়। এটাই প্রথম বেনা বা রহস্য। তারপর গুরু ফানা ফিল্লাহ থেকে বাকা বিল্লাহ পর্যন্ত অবিরাম নিহীকর্মের তথা ত্যাগকর্মের স্তরগুলো পেরোবার বাস্তব পদ্ধতিগুলো একে একে ভক্তকে হাতে কলমে দেখিয়ে দেন। কোরানুল করিম অনুসারে চার ফানা, যথাক্রমে : ১. ফানা ফিশ শেখ ২. ফানা ফির রসুল ৩. ফানা ফিল্লাহ ৪. বাকা বিল্লাহ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❚ একের ঘরে

মোর্শেদ কেবলার দেহই একের ঘর। তিনিই ভক্তের কেবলা ও কাবা। কোরানে এরূপ পরিশুদ্ধ দেহকে 'মসজিদুল হারাম' বলা হয়েছে। যেখানে আমিত্ব অর্থাৎ দুনিয়া প্রবেশ করতে পারে না। আবার তিনিই 'মসজিদুল আকস' যেহেতু তিনি মহানবির একই নূরে নূরান্বিত তাই তিনি অনুসারীদের জন্যে 'মসজিদুল আকস' অর্থাৎ জীবন্ত একটি বাস্তব কেবলা; জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ একজন মসজিদুল আকস। এরূপে 'মোর্শেদ কেবলা' কথাটি সমাজে প্রচলিত আছে। জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ একটি মসজিদুল আকসা অর্থাৎ সম্যক গুরুর প্রতি প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হলে অবশ্য সব গায়রাল্লাহ তথা দুর্বল আল্লাহ বা নির্ভরের বিষয় আপনাআপনি মন থেকে ঝরে পড়ে। কারণ, প্রেম এক ব্যতীত সর্বধ্বংসী।

বিচিত্র চিন্তা ও বহুমুখি কর্মে যুক্ত হয়েও মনকে গুরুর প্রতি 'একমেবদ্বিতীয়ম ভাব' নিয়ে তদগত হয়ে থাকাই 'একের ঘরে' থাকা। মনের নির্লিপ্ততার দ্বারা বৈরাগ্য ভাব সংরক্ষণ, গুরুর গুণরাজি ব্যতীত আর সব অনিত্য বিষয় ছেড়ে প্রাণে-মনে সর্বহারা (The School of Great No) হয়ে যাওয়াই 'একের ঘরে' আশ্রয় নেয়া। জীবনের সব রকম বিরোধ-বৈচিত্রের মধ্যেও গুরুভাবে দৃঢ়চিত্ত থাকা 'একের ঘর'এর আসল মাহাত্ম্য।

AMARBOI.COM

❚ একেলা

সবার মধ্যে একক-অদ্বৈত মূল স্বরূপ হয়ে শাঁই অর্থাৎ জগত গুরু বিরাজ করছেন। কিন্তু রূপ বৈচিত্র্যে তিনি অনেক বা বহু সেজে আছেন। 'অনন্তরূপ করে ধারণ, কে বোঝে তাঁর লীলার কারণ।' সে কারণে তিনি লা-শরিক আল্লাহর মধ্যে সুপ্ত-গুপ্ত। সবার মধ্যে তিনি আছেন কিন্তু তাঁর মধ্যে কেউ নেই। প্রকৃতির মোহ আকর্ষণে বন্দি ভোগবাদী জনগণ লা-শরিক তথা স্বরূপ শক্তিকে দেখে না। গুরুর সাধন পদ্ধতি অনুসরণ দ্বারা যে ধ্যানী ব্যক্তি দেহ কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছেন অর্থাৎ আহাদ জগত থেকে সামাদ আল্লাহর মুক্তজগতে উন্নীত হতে পেরেছেন তিনিই অখণ্ড মূলসত্তা মোহাম্মদের মধ্যে একীভূত হয়ে তাঁর একলা রূপদর্শন করে নয়ন মন সার্থক করতে পেরেছেন। সবই তিনি এবং তাঁর, তোমার-আমার এ কেবল বিভ্রম মায়ার। জগত-সংসার এ মায়ামদে মাতাল হয়ে নিজের অন্তর্গত প্রভুসত্তার নিকটবর্তী হতে পারে না। তাই শাঁইজি বেশি কথা কইতে চান না :

আপনি চোর সে আপন বাড়ি
আপনি সে লয় আপন বেড়ি
লালন বলে এ নাচাড়ি
কই না থাকি চুপচাপে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

❚ একেশ্বর

তৌহিদ বা অদ্বৈতবাদ। কোরানোর ভাষায় অহদাতুল অজুদ। বহু বৈচিত্রের মধ্যে মূলসত্তা মোহাম্মদের অদ্বৈত একক রূপকে সম্যক দর্শন করাই 'একেশ্বর'। দেহ ও মন অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে পৃথক বলে ভাবলে বা দেখলে তাকে দ্বৈতদৃষ্টি বা দুই রূপ বলে। মন সে অবস্থায় সৃষ্টির একজন অদৃশ্য স্রষ্টাকে অলীক কল্পনা করে দুয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ধারণা গ্রহণ করে। সব শেরেকের মূল এখানেই।

মনের ভ্রান্ত এ দ্বৈতভাবকে একাঙ্গীভূত করাই একেশ্বরবাদের সাধনা। বহুরূপের মাঝে মূলসত্তার একক স্বরূপই একেশ্বর। স্রষ্টা থেকে সৃষ্টি স্বতন্ত্র বা আলাদা কিছুই নয়। এটি সৃষ্টির বা দেহের এক একটি বিচিত্র রূপধারার ক্ষণিক আবর্ত মাত্র।

সমগ্র মহাবিশ্ব এক দেহ। এক ছাড়া দুই কোথাও নেই। শিরিক বলতে জগতে কিছু নেই। এটা জিন ও মনুষ্যমনের ভ্রান্ত একটি দ্বৈতবাদী ধারণা মাত্র। সৃষ্টি-স্রষ্টাকে 'দ্বৈত' বলে ভাবনাই সব ধর্মীয় অপরাধের মূল। ফকির লালন ঘটে পটে সর্বত্র একেশ্বরকে অখণ্ডভাবেই দেখেন এবং আমাদেরও তাঁর সাধুভাব আশ্রয় করে দেখতে বলেন :

নদী কিংবা বিল বাওড় খাল
সর্বস্থলে একই এক জল।
একা মোরে শাঁই
ফিরছে সর্ব ঠাঁই
মানুষ মিশে হয় বেদান্তর ॥

সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার
ভবে মানুষ গুরু নিষ্ঠা যার ॥

AMARBOI.COM

❚ এখন আর কাঁদলে কী হবে

যখন বীর্যবত্তায় মানবদেহ সবল থাকে, সে অবস্থায় বস্তুমোহ ও নারীমোহে সব শক্তি নিঃশেষিত করে মৃত্যুমুখে পতিত হলে কান্নাকাটি করে গুরুর ক্ষমা লাভ হয় না। আসক্তিপূর্ণ প্রতিটি চিন্তা ও কর্ম যে কর্মফল তৈরি করে সেই অনুযায়ী পরবর্তী শাস্তিমূলক জন্মমৃত্যু অবধারিত হয়ে যায়।

যৌবনের প্রারম্ভে সম্যক গুরুর চরণ দাশ হয়ে বিষয় আশয়ের আসক্তি থেকে মনকে মোহ-কালিমা শূন্য করে তোলার ভেতরই জীবনের সার্থকতা। ঠিক সময়ে সাধনা শুরু করতে না পারলে শেষ জীবনে নামাজ-রোজা-হজের নামে ভূতের বোঝা টেনে বেড়িয়ে পরিণামে দুঃখই বাড়ে। তাতে গুরুর কৃপা লাভের সম্ভাবনা আরো কমে যায়। বারবার জন্মমৃত্যুর আবর্তে পড়ে জীবন দুঃখময় হয়ে ওঠে।

❚ এখন বলো শুনি

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে বিষয়াসক্ত, কৃপণ অর্থাৎ ধ্যানহীন পাপী ব্যক্তির করুণ পরিণতির চিত্র উঠে এসেছে এ বাক্যে। কোরান বলছেন: নশ্বর দেহমনের মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠাকল্পে অজ্ঞান মানুষ যে ভাবে মোহ বা শেরেক অর্জন করে তার ফলাফল যদি সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হতো তবে পৃথিবীর বুকে মানুষ কেন, কোনো জীবজন্তুই থাকতো না। সবাই নিম্নগতি হয়ে ধ্বংস হয়ে যেতো। এক্ষেত্রে সম্যক গুরু মানুষকে নির্দিষ্ট অবকাশকাল দিয়ে থাকেন যাতে সে আত্মসংশোধনের সুযোগ পায়। নির্দিষ্ট কর্মজীবন শেষ হবার পর 'আজল' অর্থাৎ নির্দিষ্ট কাল এসে যায় অর্থাৎ এক আজল শেষ হবার পর যখন কর্মফল হিসেবে আর এক আজল এসে পড়ে মানে মৃত্যু এসে পড়ে তখন গুরু তাঁর বান্দার সঙ্গে দ্রষ্টা হয়ে যান। বান্দার মৃত্যুর আগে আল্লাহ তথা সম্যক গুরু বান্দা সম্বন্ধে একাই দ্রষ্টা ছিলেন কিন্তু অন্তিমে তিনি বান্দাকে সাথে নিয়ে দ্রষ্টা হয়েছেন। শক্তি-সামর্থ থাকতে সালাতহীন অবস্থায় যা সে দেখতে পায় নি।

❚ এখনো এলো না কালা মন কেন হলো উদাসী

গুরুর আরাধনায় নিয়োজিত সাধক গভীরভাবে অপেক্ষারত থাকে কখন গুরু আসবেন। কবে তাঁর সাথে মিলিত হয়ে নয়নপ্রাণ সার্থক হবে। গুরুর বিরহে দীর্ণ হৃদয় গৃহকাজ-সুখসাজ ভুলে যায়। কেবল প্রাণ প্রিয়ের আগমনের অপেক্ষায় তার হা হুতাশ দিন দিন বেড়ে চলে। পল, দণ্ড, অনুপল দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস, বছর চলে যায়। তবু অপেক্ষার প্রহর যেন আর ফুরোতে চায় না। বাইরে সাকার রূপে দৃশ্যমান গুরু অন্তরে সূক্ষ্ম আকার রূপে জেগে না ওঠা পর্যন্ত সাধকের অন্তর্জ্বালার নিবারণ হয় না।

না জেনে প্রেম করেছিলাম
দুই হাতে বুলিয়ে নিলাম
    শ্যামকলঙ্কের প্রেম ফাঁসি ॥
একবার এসে হৃদয় মাঝে
    বাঁশি বাজাও কালো শশী ॥

প্রেমমার্গের সাধক হৃদয়পদ্মে গুরুর জ্যোতির্ময় জাগরণ ছাড়া গভীরতর সাধন ভজনের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে না। গুরু দয়া না করলে অন্তরে যেমন তাঁর বিকাশ হয় না তেমনই সাধক ভক্ত গুরুরূপের আকাঙ্ক্ষায় আকুল-ব্যাকুল হয়ে সর্ব বিষয় মোহবন্ধন ত্যাগী না হওয়া পর্যন্ত গুরুও তার হৃদয়ে জেগে উঠতে পারেন না।

❚ এতোই ভারি

সম্যক গুরু রূপে যিনি ত্রিভুবনের ভার হরণ করেন সেই হরির চরণে অধীন ভক্ত প্রার্থনা করছে, গুরু তুমি পতিত পাবন হয়ে, জীবের পাপ মোচন করতে মর্ত্যে নেমে এসেছো। আমায় যেন ফেলে রেখে যেও না। আমি পাপী সত্য কিন্তু তোমার মহত্বের গুণে কতো পাপী তাপী ভব কারাগার অর্থাৎ দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হলো। আমার পাপ কি এতো ভারি যে তুমি আমার ভার নেবে না। প্রেমের সাথে গুরুকে ভক্ত নিজের আমিত্বজনিত সব ভার তুলে দিয়ে এমন অনুনয় প্রকাশ করে থাকে। শাঁইজির এর নাম দৈন্য ভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদে বলে বংশীধারী।
ভক্তের ভার কী এতোই ভারি ॥

এনে মহাজনের ধন বিনাশ করলি ক্ষ্যাপা

দেহরূপে মানুষ জগতে যতো কিছু নিয়ে অহঙ্কার করুক, কিছুই তার নিজের নয়। সবই আল্লাহর সেফাত বা সাময়িক দান। সে শুধু কিছুদিনের জন্যে দেহের জিম্মাদার মাত্র। দেহসুখে মুগ্ধ হয়ে বেশিদিন থাকা যাবে না। একদিন এরও অবসান আছে। মহাজন গুরু তাঁকে পরীক্ষার জন্যে এদেহ দান করেছেন যেন গুরুর প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার মধ্য দিয়ে সে দেহ কারাগার থেকে মুক্ত হতে পারে। অথচ মানুষ সহজে এ সত্য মানতে চায় না। সে অহঙ্কার করে যেমন করেছিল আজাজিল।

মহাজনের ধন এ দেহমনকে সে নিজের বলে অহংকার করে বেড়ায়। অহঙ্কার মানেই দ্বৈতবাদ। সৃষ্টিরূপ মানবদেহ স্রষ্টারূপ গুরুর সাথে বিভেদ তৈরি করে। এ অহঙ্কারই তাকে মায়া তথা দেহমোহের অধীন করে ফেলে। বিষয়ই (অহম) তার কাছে বস্তু বলে মনে হয়। নিজেকে সে বস্তুর মালিক বলে মনে করে গুরু থেকে সে অনেক দূরে সরে যায়। মহাজন গুরুর সম্পদ সে অন্যায়ভাবে ভোগ করে। এতে তার বিপদ বাড়তে থাকে। গুরুর কর্তৃত্ব স্বীকার না করলে সব চিন্তা ও কাজ পরবর্তী জীবনের জন্যে কঠিন শাস্তি জমা করে।

গুরু মহাজন সবাইকে বুদ্ধি-বিচারজ্ঞান দিয়েছেন। দিয়েছেন স্বাধীনতাও। এ স্বাধীনতা গুরুর চরণে সমর্পণ না করা পর্যন্ত যা কিছু করা হয় সবই মহাজনের আমানত খেয়ানতের নামান্তর। বাকির দায় অর্থাৎ ভক্তিহীন ঔদ্ধত্য তাকে জন্মে জন্মান্তরে অধোগামী করতে থাকবে। সে যা খায় সবই জাহান্নামের আগুন। আগুন খেলে বাহ্য হিসেবে অঙ্গার বের হবে। কার্যকারণ সূত্রের এটিই নীতি। বিশ্ববিধান বড়ই কঠিন। সম্যক গুরুকে স্মরণ-সংযোগ না করে মানবীয় আমিত্বের খেয়ালে দেহভোগ মানুষকে জন্মে-জন্মান্তরে অসীম পশুকুলে অবনমিত করে।

গুরুর মহাধন অপচয় করা মানে সালাত না করা।

এবাদত উল্লাহ

গুরুরূপে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি মনের সততাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করাই 'এবাদত' এবং যিনি এ এবাদত করেন তিনিই এবাদত উল্লাহ। বহু প্রকার দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং বিপর্যয়ের মধ্যেও মনকে অপরিবর্তিত ভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের দিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখার নাম 'এবাদত'। কোরান মজিদ মানুষকে এরূপ বলতে শিক্ষা দিচ্ছেন : 'ইন্না সালাতি অনুসুকি অ মাহইয়াইয়া অমামাতি লিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, লা শারিকালাহু।[২]

২. *সদর উদ্দিন আহ্‌মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ১ম খণ্ড ॥ ৬ : ১৬২-১৬৩*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই আমার যোগাযোগ এবং আমার বিচ্ছিন্নতা, এবং আমার জীবনের কোরবানি, সকলই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই।' দুনিয়াতে আসা যেমন নিজ ইচ্ছেয় হয় না, রবের কাছে পাল্টা ফিরে যাওয়ায়ও নিজের ইচ্ছেয় হয় না। অতএব আমাদের জীবন যেমন বিশ্বপালক রবের জন্যে, আমাদের জীবনের কোরবানিও পরিণামে রাব্বুল আলামিনের জন্যে হতে হবে। জীবনের কোরবানি এড়িয়ে গেলে জাহান্নাম ব্যতীত তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। যদিও বাধ্যতামূলক মৃত্যুবরণ করতেই হয়। "ইন্নাল আউলিয়া লা খাওফুন আলাইহিম অলাহুম ইয়াহজানুন"। অর্থ, 'দুঃখ এবং আক্ষেপ আউলিয়াদের নাগাল পায় না এ জন্যেই যে, তাঁরা এ সত্য প্রত্যক্ষ অনুভব করে থাকেন বলেই মৃত্যুভয়কে জয় করেন।' জীবনের কোরবানি করে শাহাদাত বরণ করতে কোনো রকম দুঃখ অথবা আক্ষেপ করেন না। সাধারণে তা পারে না।

এবার গেলে আর না দেখি কিনার

বহুজন্মের সাধুসাধ পূরণের জন্যেই এ জীবনে আমরা আগমন করেছি। এটিই গুরুর বিশেষ কৃপা। মহাগুরু মানুষ রূপে আমাদের সৃষ্টি করেছেন মানবীয় স্থূল অহমিকা ত্যাগ করে যেন তাঁর অখণ্ড জ্ঞানলোকে উত্তরিত হতে পারি। তিনি আমাদের রূপান্তর সৃষ্টি করেছেন তাঁর দাসত্ব তথা সেবা-ভজন-কীর্তন করে সৃষ্টির দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টির রাজা যেন হতে পারি, তাঁর সাথে একীভূত হয়ে মহামানবের সিদ্ধিপ্রাপ্ত যাতে হতে পারি। সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব অর্জন করাই 'কিনার' পাওয়া অর্থাৎ বন্ধনমুক্ত ধর্মবীর হয়ে ওঠা।

অথচ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির কবলে পড়ে সংসারী মানুষ কখনোই নবি, রসুল, অবতার ও মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে চলতে রাজি থাকে না। সেজন্যে বারবার জন্মমৃত্যুর চক্করে পড়ে জীবনের ভরাডুবি ঘটে। পশুর মতো বারবার দেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। নরক-জ্বালা ভোগের জন্যে জগতে পুনরায় ভ্রমণে ভ্রমে।

এবার গেলে আর হবে না পড়বি কয় যুগের ফ্যারে

ভব সংসারের মিছে মায়ার মদ খেয়ে জগতবাসী অজ্ঞানতার অতলে মজে আছে। মানুষ যে বহুজন্মের আবর্তনে বিবর্তিত হতে হতে এ জীবনকাল পর্যন্ত এসে পৌছেছে এবং দেহ ও মনের মধ্যবর্তী বাঁধ হিসেবে গুরুরূপে নূরে মোহাম্মদি তার মধ্যে লীলারত সে সত্য বুঝতেই চায় না। আত্মদর্শন দ্বারা প্রাপ্ত ধন ভাণ্ডার উন্মুক্ত না করলে বস্তুমোহে তা চাপা পড়ে যায়। তাই ফকির লালন শাহ মহাগুরু রূপে মানব সমাজকে সজাগ করতে বলছেন : যদি এ জীবনে বিকার ও বিভ্রান্তির মাঝে কাল কাটিয়ে গুরুর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ না হও তার পরিণাম হবে অকৃতকার্য মৃত্যু বা অপমৃত্যু। তার ফল দাঁড়াবে খুবই দুঃখময় কঠিন জন্মচক্রে পতিত হবার মাধ্যমে শাস্তিপূর্ণ পুনর্জন্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে লক্ষ লক্ষ জীবকুলে তথা ইতর প্রাণীকুলে বহুকাল শাস্তিভোগ করে নিম্নস্তরে আবদ্ধ হয়ে ফ্যারে পড়তে হবে।

এবার মানুষের করণ হবে কিসে

আল্লাহ অর্থাৎ সম্যক গুরু মানুষের সাতটি ইন্দ্রিয়পথে রাতদিন অবিরাম ভাবে বিষয়রাশি বা ধর্মরাশি পাঠিয়ে থাকেন। মানুষের উপর এটাই গুরুর পরীক্ষা। তিনি এসব বিষয়ের মোহ সংহার করার জন্যেই 'সালাত' নামক মানুষের করণ বা কর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সালাত মোহমুক্তির একমাত্র উপায়। ইন্দ্রিয় অর্থাৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, মননশক্তিকে গুরুজ্ঞানে বশীভূত করতে হলে তাদের স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে কঠিন প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা সজ্ঞানে করতে হয়। এটাই মানুষের করণ। এখানেই মানুষের প্রকৃত সার্থকতা। এবং এতেই নিহিত রয়েছে আত্মিক শক্তি। মানুষের প্রতি ধর্মরাশির অবিরাম আগমন পরীক্ষামূলক ভাবে প্রেরিত অবিরাম দুঃখ-বিপদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অথচ মানুষ এগুলোকে সুখকর অবলম্বন রূপে গ্রহণ করে। মানুষের জয়-পরাজয় এ পরীক্ষার ভেতর লুকিয়ে রয়েছে। এ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা দান করাই সম্যক গুরুর কাজ। কিন্তু মানুষ অলসভাবে বিষয়ের বিশ্রামে অবিরাম থাকতে ভালোবাসে। বীরের মতো বিপদের সাথে যুদ্ধ করে মহাশক্তির অধিকারী হতে চায় না। তাই ফকির লালন প্রশ্ন তুলছেন :

এবার মানুষের করণ হবে কিসে?

এবার যদি না পাই চরণ আবার কী পড়ি ফ্যারে

মন পূর্বজন্মে যে কর্মফল তৈরি করে তা এ জন্মে এসে বর্তায়। প্রতিটি মানুষই তার আপন পূর্ব অর্জন মতো পৃথিবীতে এসে থাকে। কেউ প্রথম শ্রেণীর গুরু পায়। কেউ পায় মাঝারি বা নিম্নমানের গুরু। বেশির ভাগ মানুষ আত্মিক গুরু না পেয়ে জন্মের পর জন্ম শুধু ঘুরতে থাকে ইতর অবস্থায়। যারা এ জন্মে সম্যক গুরু পায় না তাদের পরজন্মও জ্ঞানময় গুরুপদ পায় না। আবার সম্যক গুরু পেয়েও তাঁর সম্যক করণ না করলে পরবর্তী জন্মে উচ্চমানের গুরু তাদের ভাগ্যে জোটে না। তাই অনুরাগী ভক্ত নিজের হীন অবস্থা উপলব্ধি করে গুরুর পাদপদ্মে এমন আরজি জানান ভজনের ছলে :

আমায় রাখলেন শাঁই কূপজল
করে আঁধেলা পুকুরে ॥
কবে হবে সজল বরষা
ঐ ভরসা আমার এ ভগ্নদশা
মিটবে কতোদিন পরে
এবার যদি না পাই চরণ
আবার কী পড়ি ফ্যারে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীর জল কূপজল হয়
বিল বাওড় খালে রয়
সাধ্য কী তার গঙ্গাতে যায়
গঙ্গা না এলে পরে।
তেমনই জীবের ভজন বৃথা
তোমার দয়া নাই যারে ॥

যন্তরে পড়িয়ে অন্তর
রয় যদি সে লক্ষ বছর
যন্ত্রিক বিহনে যন্তর
কভু না বাজিতে পারে।
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী
সুবোল বলাও অমারে ॥

পতিত পাবন নামটি
শাস্ত্রেতে শুনেছি খাঁটি
পতিতকে না তরাও যদি
কে ডাকবে ঐ নাম ধরে।
ফকির লালন বলে তরাও গো সাঁই
এ ভব কারাগারে ॥

AMARBOI.COM

▌এবার যেন অলস করি সে নাম ভুলো না

অরিবাম নানা বিষয়রাশি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে মোহের ভেতর বুঁদ করে রাখে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এসব বিষয় আমাদের সামনে পরীক্ষারূপে গুরুই পাঠান। এসবের সঙ্গে মানসিক যুদ্ধ অর্থাৎ সালাতের মাধ্যমে বিষয়মোহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আমরা যাতে ইন্দ্রিয়জিৎ বা জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ হতে পারি। কিন্তু সে পর্যন্ত পৌঁছানো খুব কঠিন। কয়েক কোটিতে এরকম সাধক মেলে দু একজন। আর বাদ বাকি কোটি কোটি মানুষ সংসারের জোয়াল টানতে টানতে প্রাণান্ত অবস্থা। তাদের কি রক্ষা করেন না গুরু? অবশ্যই করেন। তাঁদের কঠিন সাধনা সহ্য হবে না। এ জন্যে শাঁইজি যান্ত্রিক যুগের মানুষকে মুক্তিপথে অগ্রসর হবার জন্যে রেখেছেন সদগুরুর প্রতি মানসিক নিষ্ঠাচার রক্ষার উপায়স্বরূপ ভজন-কীর্তন। এক কথায় গুরুর নাম কীর্তন তথা তাঁর গুণরাজি স্মরণ ও সংযোগ সম্প্রসারণের কর্ম। সংসারের সব কাজ করেও যাতে গুরুর নাম কীর্তন তথা সত্য দ্বারা মনকে মণ্ডিত রাখা যায় সেজন্যে গুরু ভজনার বিশেষ সুযোগ রাখা হয়েছে। কেন না গুরু অতি দয়াল। তিনিই সবার পালন কর্তা। মাওলা আলী বলেন : অনুতাপে পাপ ক্ষয় হয় অহঙ্কারে পাপ বাড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর নাম স্মরণে জীবের পাপ খণ্ডন হয় :

ভবের ভাই বন্ধু জনা
সাথের সাথী কেউ হবে না
লালন বলে মুর্শিদ রতি করো সাধনা ॥

▌এমন জনম গেলো রে অসার ভেবে

সংসার-সমাজ-বিশ্ব মহাপ্রভু লালন শাঁইজির ভজন-পূজন না করে বস্তুপুজো-নারীপুজোয় মেতে আছে। রাতদিন প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে আগত ধর্মরাশির মোহের সাথে নিরলস হয়ে যুদ্ধ করে মহান মর্যাদা লাভের জন্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আপন ইন্দ্রিয় জয় না করে মহান হওয়া যায় না। অবিরামভাবে আল্লাহ থেকে যুদ্ধের আদেশ অর্থাৎ সালাতের আদেশ আমাদের কাছে আসছে। আল্লাহ অর্থাৎ সম্যক গুরুর সঙ্গি হয়ে, বন্ধু হয়ে থাকতে চাইলে ইন্দ্রিয়পথে আগমনকারী সব বিষয়ের মোহের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে। এ বড়ো কঠোর যুদ্ধ। এ অবিরাম যুদ্ধই দায়েমি সালাত বা জেহাদ বা কোরবানি।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলো কি এমনি এমনি হয়। আল কোরানে গুরুজি বলছেন : "সকল যুগের সকল জনপদ হইতে অসংখ্য লোককে ধ্বংস করিয়া ফেলা হয় পর্যাপ্ত সালাতের অভাবে। সালাত মনের একটি কর্মতৎপর অবস্থা। অবিরাম সালাতের বিপরীত অবস্থা অবিরাম বিশ্রাম। মানবমন বিষয়মোহে আকৃষ্ট হইয়া কল্পনায় উহার সঙ্গে রমিত হয় এবং এক প্রকার আকর্ষণের বিশ্রামভাব অনুভব করে। এবং উহার সঙ্গে লাগিয়া থাকে। ইহাই অসালাত অবস্থা।

সম্যক গুরু অবিরাম ভাবে ইন্দ্রিয়পথে ধর্মরাশি পাঠাইয়া থাকেন। জনপদবাসীর উপর ইহাই আল্লাহর প্রেরিত অবিরাম যুদ্ধ। ধর্মরাশির মোহ সংহার করার জন্যই সালাত নামক এ যুদ্ধের শিক্ষা গুরু দিয়া থাকেন। সালাত মোহমুক্তির পথ। ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করতে গেলে তার স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে কঠোর প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এখানেই মানুষের প্রকৃত বীরত্ব ও পৌরুষ।" এটাই মানব জনমের সার, সার্থকতা। আর সবই অসার।

▌এমনই হালে গুরুর দয়া হয়েছে

রূপ সনাতন সম্রাট হোসেন শাহ'র প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব ছেড়ে, দেহের অতি মূল্যবান পোশাক পরিচ্ছদ ছেড়ে, কোপনি কাঁথা সম্বল করেন। মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য ত্যাগ কবে শুধু শাক খেয়ে উদর জ্বালা নিভিয়েছেন। রাজপদ-লোকালয় ছেয়ে বনপথে গিয়ে ব্রজপথ সন্ধান করেছেন। গুরুকে মরমে মননে সন্ধান করে 'হা প্রভু হা প্রভু' বলে উন্মাতাল নৃত্যে বন-বনান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ঘর-সংসার ছেড়ে কত-অঘাটে অপথে পড়ে পড়ে কাটিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু গুরু দর্শন, গুরু সন্তুষ্টির আশায় চরম। পাগল-মোস্তানের বেশে সন্ন্যাসী হয়ে মাস্তি হালে সর্বহারা ভক্তের প্রেমোন্মাদনায় একদিন গুরুর কৃপাপ্রাপ্ত হয়েছেন। একদিন পরম শুদ্ধি লাভ করে জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিড়ে মহাজীবনের উত্থান ঘটিয়েছেন। সে ত্যাগ তিতিক্ষা চরিত্রগত করার জন্যেই লালন ফকির শাঁইজি দৃষ্টান্ত রূপে আমাদের জন্যে উপস্থিত করেন। প্রেমধর্ম এমনই বাঁধন ছেড়া, আত্মহারা। সার্বিক লা, পরম সত্য অর্জন করার পথে এ ধারা সার্বজনীন, প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি। গুরুধন পাবার জন্যে জাগতিক সব আশ্রয় বা নির্ভরতা ত্যাগ করে যিনি সর্বহারা হতে পারেন- নিশ্চিত ভাবে জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ হন তিনিই। সর্বকালের সকল মহাপুরুষের প্রেমভক্তি মার্গের এটাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

এমন মানব সমাজ করে গো সৃজন হবে

জগতে কোনো মহাপুরুষই শুধু একটি বিশেষ গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের জন্যে অবতীর্ণ হন নি। তাঁরা সব মানুষের, সব জাতির, সব কালের জন্যে একই সত্য তুলে ধরেন। অথচ তাঁদের বিশেষ সম্প্রদায়ের-গোত্রের খণ্ডিত ঘেরাটোপে আটকে ফেলেছে ভোগবাদী রাষ্ট্র ও সমাজ। মুসা নবি কখনো বলেন নি আমি শুধু ইহুদিদের অবতার, যিশু কেবল খ্রিস্টানদের গুরু নন, মহানবি তো পূর্বেকার সব নবির গুণকীর্তনে সমগ্র কোরানে পঞ্চমুখ বরং তাঁর নিজের প্রশংসা তেমন নেই বললেই চলে। আল-কোরান লুত নবি, নুহ নবি, দাউদ নবি, ইব্রাহিম নবি, ইসমাইল নবি, মুসা নবি, ইসা নবির আখ্যান ও প্রশংসায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন সর্বকালীন-সার্বজনীন সব ধর্মাবতারের মহিমা প্রচারে।

AMARBOI.COM

গত দু হাজার বছর ধরে প্রকৃত মানবধর্মকে জগত থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে রোমান সাম্রাজ্যবাদ অপচেষ্টার কোনো কসুর করে নি। ইসা নবিকে যারা খুন করেছিল তারাই চার্চ বানিয়ে যিশুর নামে খ্রিস্টানি পূজাপ্রথা শুরু করে। ইসা কোথাও বলেন নি আমি খ্রিস্টান। তাঁকে খ্রিস্টান সাজিয়েছে রোমান সাম্রাজ্যবাদ। মুসাকেও ইহুদি বলে আলাদা করেছে সাম্রাজ্যবাদী ধারা।

আর সর্বশেষ আসমানি ধর্ম ইসলাম? সারা জীবন কঠিন সংগ্রাম করে যে ফিতরতি অর্থাৎ প্রাকৃতিক ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যে মহানবি মিশন পরিচালনা করলেন তাঁর দেহত্যাগের পরপরই আপন দলের লোকদের দ্বারা অগ্রাহ্য হলো। জীবনের অন্তিমপর্বে মহানবি তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী মাওলা আলীকে 'গাদিরে খুমে' অভিষেক দ্বারা প্রতিনিধি ঘোষণা করলেও ওমর, আবু বকর, ওসমানের চক্রান্তে তা উপেক্ষিত হয়। হাদিসে রসুল ও ইতিহাস তার স্বাক্ষ্য। আলীকে (আ.) মাওলা রূপে গ্রহণের পরিবর্তে অমান্য করায় পরবর্তী কালের সব বিবাদ ও রাষ্ট্রীয় বিবাদের মূল উৎস হয়ে রইলো ঐতিহাসিক 'গাদিরে খুম' অভিষেক ক্রিয়া। সেই থেকেই মুসলমান ধর্মমত ও পথ শতধা ধারায় বিভক্ত হতে লাগলো। গাদিরে খুমের ঘটনা এমন এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনা, ধর্মীয় ইতিহাসে যার গুরুত্ব ব্যাখ্যার কোনো অপেক্ষা রাখে না। তিন খলিফার খেলাফতি জুলুমের শাসনকালের রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র ও কোরান বিকৃতকরণের ধারাবাহিকতা এবং পরবর্তী রাষ্ট্রীয় প্রচার চক্রান্ত তথা উমাইয়া-আব্বাসীয় চক্রান্তে এ বিষয়টির উল্লেখ সমাজের বৃহৎ অংশের স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। যদিও তা একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়া যায় নি।

রসুলাল্লাহর প্রচারিত ইসলামের উপর সাম্রাজ্যবাদী রাজাদের অত্যধিক অস্ত্রোপাচারের ফলে কোরানের প্রায় পাঁচশ বাক্য রদবদলের ফলে ইসলাম ছিন্নভিন্ন হয়ে ক্রমে বহু রূপ ধারণ করেছে। যার ফলে এর সত্য উদ্ধার করা বর্তমান কালে বিষম কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে এ কারণে অত্যধিক মাদরসা শিক্ষার বিস্তার হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মবিজ্ঞানী পাওয়া যায় না বললেই চলে। ধর্মের নামে যে সব বিধান এখন চলছে তা মহানবির নির্দেশিত আল্লাহর ধর্ম নয়, উমাইয়া-আব্বাসীর সাম্রাজ্যবাদের রাজকীয় ধর্ম, আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সৌদি অহাবিবাদ প্রচারিত রাজ দরবারের চালানো 'বকধর্ম'। আরবে মূর্তিপুজো পরিত্যক্ত হয়েছিল কিন্তু মানুষ স্বাধীন হতে পারে নি। মানুষ আল্লাহর দাস না হয়ে আরব সাম্রাজবাদের দাসে পরিণত হয়েছিলো। আরব জাতি রসুলের আনীত মুক্তির বাণী ব্যর্থ করে দিলো। রাজ্যজয়ের মধ্যে ইসলামের জয় ছিলো না।

যদিও মোহাম্মদি ইসলামের জন্ম মক্কায়, কিন্তু সেখান থেকে ইসলাম বিতাড়িত ও লাঞ্ছিত হলো। মদিনায় আশ্রিত হয়ে অতি কষ্টে বড়ো হলো। উমাইয়া রাজশক্তির কবলে পড়ে তা দামেস্কে পচে গেল এবং আব্বাসী রাজশক্তির কবলে পড়ে বাগদাদে তা মারা গেল। মুসলমানগণ মহানবি ও তাঁর উত্তরসুরীদের প্রকৃত ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ তেয়াত্তর কাতার চুয়াত্তর ফেরকায় ছিন্নভিন্ন।

ভারতের সনাতন ধর্ম পৃথিবীর প্রাচীন ধর্ম। সে ধর্মও জাতপাত, বর্ণপ্রথা, ব্রাহ্মণ্যবাদের কবলে পড়ে বহু ধারায় ক্ষত বিক্ষত। বৌদ্ধধর্মও নানা বিভাজনে টুকরো টুকরো। অথচ কৃষ্ণ বা বুদ্ধ কখনো বলেন নি শুধু কুপমুণ্ডুক কিছু ক্ষুদ্রচিন্তার হিংসুটের জন্যে আমি হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করলাম।

ফকির লালন শাহ পৃথিবীর ধর্মে ধর্মে এসব বিভেদ-হিংসার উৎস সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের সৃষ্ট কুধর্মাচারের মুখোশ খুলে ফেলেন। কারণ, সব মহাপুরুষ যেখানে সৃষ্টি ও স্রষ্টার এককত্বের নিয়ামক সেখানে জ্ঞানহীন-প্রেমহীন ধর্মকে কুপোৎকাৎ করে দেন। সর্বজীব যখন একই পরম চৈতন্য প্রবাহের অখণ্ড ধারা তাই হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান বলে মানুষকে বিভক্ত করার 'রাজকীয় ধর্মদর্শন'কে তিনি নাকচ করে দেন। সত্যই যদি সাম্প্রদায়িক-হিংসা হানাহানি মুক্ত মানবধর্ম বিশ্বধর্মে প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে ধর্মের নামে আরোপিত মিথ্যে ভাঙতেই সংস্কার হবে। নয়তো মানববিশ্বের অস্তিত্ব কঠিন বিপর্যয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই শোষণ-বঞ্চনামূলক আরোপিত সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে সবধর্মকে এক এক প্রেমধর্মে উন্নীত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার প্রেরণা শাঁইজির এ পদের মূল অভীষ্ঠ। অবশ্যই ফয়সালা হতে হবে ॥ লালন ফকির যে দিকে মোড় নেন, বিশ্বধর্মকে সে দিকেই মোড় নিতে হবে। আসন্ন কালে কালে তার ফয়সালা না করে কারো রক্ষে নেই। সামনে সুন্দর সময় আসছে। মানুষ সত্য খুঁজবে। সত্য গ্রহণ করবে। পৃথিবীতে অবশ্যই শান্তি আসবে :

শুনাইয়ে লোভের বুলি
নেবে না কেউ কাঁধের ঝুলি
ইতর-আতরাফ বলি
দূরে ঠেলে নাহি দেবে ॥

এমন মানব সমাজ করে গো সৃজন হবে।
যেদিন হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান
জাতিগোত্রভেদ নাহি রবে ॥

এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে

জীব প্রকৃতির কোনো লোক নিজের ইচ্ছায় গুরুর কৃপা লাভ করে সংসারের অসার বন্ধন থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না। অবশ্যই পূর্বজন্মের অর্জিত সুকৃতির ফলে এ জনমে গুরুর কাছে কেউ আশ্রয় পায়। গুরু অতি দয়াল। জগতে তাঁর দয়ার তুলনা আর কিছু দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সে জন্যে সম্যক গুরুর আর এক নাম হলো 'পতিত পাবন'। অর্থাৎ পাপী তাপীর উদ্ধারকর্তা। তিনি নিজে এসে হাত ধরে ভক্তকে পার করে নেন, হোক সে অধম। ফকির লালন শাহ্ সেই ভূমিকায় নিজেকে নামিয়ে আনেন :

আমার সাধনের বল কিছুই নাই
কূলে বসে দিচ্ছি দোহাই
অপার ভেবে ॥
এমন সৌভাগ্য আমার কবে হবে ॥

যেদিন দয়াল চাঁদ আসিয়ে আমার
পার করে নেবে ॥

এলাহি

উপাস্য গুরু। 'ইলাহ' শব্দ থেকে এলাহির উদ্ভব। সৃষ্টি ও মনোজগতের কেন্দ্র বিন্দু রূপে একজন সম্যক গুরু হলেন ভক্ত-সাধকের এলাহি। তিনি ভক্তের দেহমনের মালিক, পথ প্রদর্শক গুরু। বিশ্বময় বিশিষ্ট মনোজগতের জন্যে তিনি বিশ্বগুরু রূপে বিরাজমান। একজন মুক্তিপ্রাপ্ত মহাপুরুষ যিনি সম্মুখস্থ বাধা বিপত্তি থেকে ভক্তকে উদ্ধারে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। কামেল মোর্শেদকে এলাহি রূপে গ্রহণ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায় না। এলাহির সাহায্য ছাড়া কেউ মুক্তি অর্জনও করতে পারে না।

▌এলাহি আলামিন গো আল্লাহ বাদশা আলমপানা তুমি

সম্যক গুরুই জগতসমূহের সার্বভৌম শাহেন শাহ। তিনি সকল জগতের অধিকারী অর্থাৎ কর্তাব্যক্তি, মহাপ্রভূ। মূলত এলাহি 'আলামিন' তিনি অর্থাৎ বিশেষ প্রকার মনোজগতসমূহের জন্যে পথ প্রদর্শক, জগত গুরু। তাই চির প্রতিষ্ঠিত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে যিনি বিশ্বময় বিশিষ্ট মনোজগতের বিশ্বরব বা গুরুরূপে বিরাজমান। সাধারণ মানুষের প্রশংসা প্রতিষ্ঠিত নয়, সাময়িক। মৃত্যু দ্বারা জীব সাধারণের ক্ষণস্থায়ী প্রতিষ্ঠা চরিত্র থেকে বিলীন হয়ে যায়। দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সম্যক গুরু থেকে তাঁরই সহায়তায় সেই স্থায়ী প্রশংসা মানুষকে অর্জন করে নিতে হয়। গুরুর গুণে গুণান্বিত হওয়া ছাড়া সৃষ্টির দুঃখদায়ক বন্ধন থেকে নিস্তার লাভের কোনো পন্থা নেই।

সম্যক গুরুর দুটি রূপ। যথা: একটি রহমান, অপরটি রহিম। যদিও উভয় শব্দের অর্থ হলো 'দয়াল দাতা'। কিন্তু গুরুভক্ত শিষ্যের কাছে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বজনীন ভাবে পরোক্ষ মুক্তি শিক্ষাদাতা রহমান। রহমানের শিক্ষা দ্বারাই ইনসান তৈরি হয়ে থাকে।[৩]

রহমান রূপে তিনি অসুর প্রকৃতির জীব বা জীবকে কামাসক্তি থেকে মুক্ত করার মাধ্যমে প্রেমশিক্ষা, ভক্তিভাব বিতরণ করেন।

গুরুভক্ত সাধারণ শিষ্যের কাছে তিনি রহমান হলেও, গুরুর শিক্ষা পালন করে বিশেষ বিশেষ শিষ্য যখন কামালিয়াত অর্জন করেন এবং তাঁর মাধ্যমে মোমিন তথা সত্যদ্রষ্টা হয়ে উঠেন তখন তিনি এলাহি রূপী সম্যক গুরুকে পরম প্রত্যক্ষ রহিম রূপে লাভ করেন অর্থাৎ মুক্তিদাতা রূপে লাভ করেন এবং বিশ্বময় সেই এলাহির মহান শান উপলব্ধি করতে পারেন। তাই কোরানে বলা হয়েছে 'বিল মোমেনিনা রাউফুর রহিম' অর্থাৎ মোমিনের সঙ্গে তিনি "দয়া বিগলিত রহিম"[৪]

মোমিন অবস্থায় গুরুভক্ত শিষ্যের কাছে তাঁর সম্যক গুরু শুধু রহমান রূপে থাকেন না বরং প্রত্যক্ষ রহিম রূপে তিনি সৃষ্টির সর্বত্র ব্যক্ত হয়ে পড়েন। তখন শিষ্যও কেবল শিষ্য থাকেন না, নিজে গুরু পর্যায়ে উন্নীত হন তথা মুক্তির দেশের চরম স্বাদ আস্বাদন করে মোকামে মাহমুদা বা লা-মোকামে স্থান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন তিনি বিশ্বরব রূপী নূর মোহাম্মদের আর একটি আরশে পরিণত হয়ে যান এবং আলে মোহাম্মদ রূপে সৃষ্টিতে বিরাজ করেন। 'কুলুবুল মোমেনিনা আরশাল্লাহ' অর্থাৎ মোমিনের কলব আল্লাহর আরশ।

---

৩. সদরউদ্দিন আহমদ চিশতী। কোরান দর্শন ১ম খণ্ড ॥ সূরা ফাতেহা

৪. সদর উদ্দিন আহ্মদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ২য় খণ্ড ॥ ৯ : ১২৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুরূপে শিক্ষাদীক্ষা দানের এ প্রক্রিয়ায় সকল প্রশংসা একমাত্র এলাহির তথা আল্লাহর মানে সম্যক গুরুর যিনি রহমান রূপে গুরুভক্ত শিষ্যের কাছে পরোক্ষ মুক্তির শিক্ষাদাতা এবং রহিম রূপে শেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ মুক্তিদাতা দয়াল।

এলেন ঘুরে

নবি ঘুরে এলেন মেরাজ থেকে। রহস্যজগত বা মনোজগত থেকে দেহজগতে অর্থাৎ বস্তু জগতে ফিরে এলেন। তাঁকে যিনিই মেরাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তাকেই তিনি বলেন, যার যার আপন দেহের ভেতর ভ্রমণ দ্বারা মেরাজের তাৎপর্য অনুধাবন করতে। 'মেরাজ' অর্থ আত্মদর্শন, উর্ধ্বগমন। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতি। নবির মেরাজ করার কোনো প্রয়োজন নেই। শুধু আপন অনুসারীদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্যে তিনি একথা প্রকাশ করেন। যার মেরাজ হবে না অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতি হবে না শাস্তি অবশ্যই তার উপর এসে পৌঁছাবে। কারো শক্তি নেই এ শাস্তি ঠেকানোর। এটাই আল্লাহর সৃজিত বিধান।

মানুষ যদি তার আমিত্ব দ্বারা নিজের রচিত দুনিয়ায় আবদ্ধ থাকলে তাকে বিভ্রান্ত বলা হয়েছে কোরানে। এবং তাকে জান্নাতের অযোগ্য বলে উল্লিখিত হয়েছে। সম্যক গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সালাত-জাকাত দ্বারা মানুষ প্রকৃত জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পেয়ে থাকে। মহৎজনের সহায়তায় মানুষ তার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সীমা ডিঙিয়ে যেতে না পারে তবে তাকে জান্নাতে দাখিল করে নেয়া হয় না। এতে বোঝা যায় কতো অল্পজন মানুষ জান্নাতবাসী হয়ে থাকে। যাঁরা এ সীমা ডিঙ্গিয়ে যান এবং রহস্যালোকে বিচরণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তাঁরাই 'মোমিন' নামে আখ্যায়িত হয়ে থাকেন। মোমিনগণের মেরাজ হলো সালাত। সালাতের সাহায্যে তারা রহস্যালোকে আত্মিক ভ্রমণ করে থাকেন। তাই হাদিসে রসুল বলছেন, 'আসসালাতু মেরাজুল মোমিনিন'। শাঁইজির কালামেও এ উদ্ধৃতি লক্ষণীয়।

আস সালাতুল মেরাজুল মোমেনিনা
জানতে হয় না মাঝের বেনা
বিশ্বাসীদের দেখাশোনা
লালন কয় এই ভুবনে ॥

এলমে লাদুন্নি

আল্লাহর মহাজ্ঞানশক্তি। এ শক্তি আল্লাহ্ নিজ থেকে সাধককে দান করেন। মনের সমস্ত বিষয়ের উপর 'লা'-এর বিস্তার সাধন করে তথা সালাত প্রয়োগের মাধ্যমে 'কাফশক্তি' অর্জন করতে হয়। এর দ্বারা গুরু তথা আল্লাহর কৃপায় অনুসারী ভক্ত-প্রেমিক জাগতিক মোহ-কালিমার অবশেষটুকুও আর মনের মধ্যে রাখেন না। মনকে গুরুর জ্ঞান সাবান দিয়ে ধুয়ে একেবারে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে তোলেন। মন গুরুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্যানে মশগুল হয়ে দিনের চব্বিশ ঘন্টা তাঁর স্মরণ-সংযোগ করতে পারলে সেই মন শক্তিশালী হয়ে ওঠে সাধনার এক বিশেষ পর্যায়ে। লা পর্যাচয় প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানই 'এলমে লাদুন্নি'।

সালাত সাধনায় অগ্রবর্তী হলে গুরু নিজ হাতে এ প্রশান্ত মানসিক পুরস্কার দান করেন কদাচিৎ দু চারজন বিশেষ ভক্তকে। এর দ্বারা ভক্ত মানসিক ভাবে শক্তিশালী হয়ে পরিণামে ধীরস্থির, অচঞ্চল, মোহমুক্ত ও দৃঢ়পথের অর্থাৎ সেরাতুম মোস্তাকিমের হেদায়েত লাভ করেন। এলমে লাদুন্নি লাভ হলে সাধককে কোনো আকর্ষণীয় বস্তু বা বিষয় আর চঞ্চল করতে পারে না।

যারা আল্লাহ ও রসুলকে মেনে চলে অর্থাৎ বিষয়রাশি তথা ধর্মরাশির উপর সালাত-জাকাত করে অবিরাম দ্রষ্টা হয়ে ওঠেন এলমে লাদুন্নি তাঁদের অর্জিত জ্ঞানগত স্তর।

❙ এলেম হাসেল

জাগতিক বিষয়রাশির মোহপাশ থেকে মুক্তির আশায় একজন সম্যক গুরুর আদর্শিক প্রভাব বলয়ে আশ্রয় নিলে ভক্তজনকে এলেম তথা জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হতে হয়। গুরু প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে হাতে-কলমে যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। এলেম হাসেলের প্রথম পর্ব হলো এলমুল একিন। এর অর্থ আত্মপ্রত্যয় বা আত্মবিশ্বাসের জ্ঞান। বৃত্তিসমূহের সাক্ষী-প্রমাণের দ্বারা অনুভূত সত্যের জ্ঞানই এলমুল একিন। একিন অর্থ ইমান নয়। এটি সত্যদ্রষ্টা তথা মোমিন হবার পথে অপরিহার্য সহায়ক একটি মনোভাব। এলমুল একিন দুর্বার অর্থাৎ প্রগাঢ় হলে আইক্বান হয়। আইক্বান দুর্বার হলে এলমুল একিন থেকে পর্যায়ক্রমে আইনুল একিন এবং চরমে যেয়ে হাক্কুল একিন পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে তবেই একজন গুরুর প্রদত্ত এলেম হাসেল করে নিজেও গুরু পর্যায়ে উত্তীর্ণ হন।

❙ এসব দেখি কানার হাট বাজার

চোখ থাকলেই দেখা যায় না। কান থাকলেই শোনা যায় না। সম্যক গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর শিক্ষাদীক্ষার অধীন হয়ে দেহমনের শুদ্ধি সাধনা করা অপরিহার্য। তবেই সাধক দু'চোখের ঊর্ধ্বে আরেক অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি পথ এবং দুই কানের অতিরিক্ত আত্মিক শ্রবণ উৎসের সন্ধান লাভ করেন। এ বিশেষ সূক্ষ্ম দর্শন-শ্রবণের গুণ অর্জন ছাড়া সৃষ্টি রহস্যের গূঢ় লীলা দেখা-শোনার অধিকার সাধারণ মানুষের নেই।

প্রচলিত স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বস্তুবাদী বিদ্যাশিক্ষা মানুষকে আধ্যাত্মিক দর্শন-শ্রবণ ক্ষমতা লাভের কোনো যোগ্যতাই দান করতে পারে না। সম্যক গুরুই কেবল এ ক্ষমতাদানের একচ্ছত্র অধিপতি। তাই আল্লাহর গুণগ্রাম নিজের মধ্যে অর্জন করতে চাইলে গুরুর চরণ আশ্রয় করা প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কারণে বাইরের তথ্য ও তত্ত্ব সন্ধানী বস্তুবাদী সমাজের জ্ঞানচর্চাকে ফকির লালন 'কানার হাট বাজার' বলছেন।

এসে কী করিলে

ফকির লালন শাঁইজির অমৃত স্বাদ মধুময় জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম না করে বাইরের তত্ত্ব আর তথ্যের স্তূপে চাপা পড়ে গেছে আমাদের অন্তরতর গুরুসত্তা। মহাপুরুষের সন্ধান পেয়েও তাঁর প্রদত্ত আত্মিক বা মানসিক পরিশুদ্ধির দর্শনকে নিজেরা চরিত্রগত করার কোনো প্রচেষ্টাই গ্রহণ করলাম না। তাঁর অপ্রাকৃত সঙ্গ করে অমৃত সুধা উপভোগ করলাম না। এই তো ভব সংসারী স্বভাব। সোনার মানুষ দূরে থুয়ে অর্থ, বিত্ত, বেসাত, প্রভাব, প্রতিপত্তির জৈবিক চাহিদা পূরণে গুরুর মূলবস্তু খুইয়ে বসেছি। গুরু লালনচরণে ভক্তি না দিয়ে 'সব আমার আমার' বলে আঁকড়ে ধরেছি অসার ভোগাচার, কামাচার, দুরাচারের যতো জ্বালাদায়ক দুঃখ-অশান্তিকে। সম্যক গুরু রূপে ফকির লালনকে ভুলে শাস্তিমূলক পরবর্তী জনমে কালগ্রস্ত হওয়া তথা স্থূলদেহে পুনরায় আবদ্ধ হবার ফাঁদে পড়ে গিয়েছি। তাই আমাদের ভাষায় আমাদের উদ্দেশে শাঁইজি প্রশ্ন করেন :

কতো লক্ষ লক্ষ যোনি
ভ্রমণ করেছো তুমি
মানব কুলে মন রে তুমি
এসে কী করিলে ॥

AMARBOI.COM

প্রশ্নাঘাতে গুরুজি মানুষকে কঠিন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি করান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, রোগ, জরা, ও মৃত্যুকে জয় করার সাধন সিদ্ধি না করলে চুরাশি লক্ষ জন্ম দ্বার পরিগ্রহ করে মানব জন্মে এসেও নিস্তার নেই।

অবতার-মহাপুরুষের কথা ও ভাব বুঝতে পারে না জীব রূপী মানুষ। কারণ, ভোগী মন সর্বদা বিষয়মোহে চঞ্চল থাকে। বিষয়মোহ ছেড়ে ধীরস্থির হয়ে জন্ম-মৃত্যুকে জয় করতে হলে সম্যক গুরুকে সর্বময় কর্তারূপে গ্রহণ করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে তাঁর আশ্রয়ে থেকে আত্মদর্শনে নিয়োজিত হওয়াই এ জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া চাই। নয়তো অনুতাপের অন্ত নেই।

এসেছিলাম করার দিয়ে

ভূমিষ্ঠ হবার আগে মাতৃ জরায়ুতে থাকার সময়ই প্রতিটি মানুষ তার আপন গুরু তথা বিশ্বরবের সাথে এ অঙ্গীকার করে আসে যে, পৃথিবীতে গিয়ে সে সম্যক গুরুর দাসত্ব করবে। কিন্তু জন্মের পর বুদ্ধি-বিবেচনা বাড়ার সাথে সাথে বিষয়মোহের আকর্ষণীয় ফাঁদে পড়ে মানুষ আল্লাহর কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার ভুলে যায়। মানবীয় আমিত্বের স্বেচ্ছাচারী খেয়ালে জীবনকাল অতিবাহিত করে। গুরুর পথে চলতে চায় না। কিন্তু অন্তিমে তার কী করুণ পরিণতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলাম বসে খেলাম, উপার্জন কই কী করিলাম

পূর্বজন্মের সৎকর্মের জোরে এবারও মানবদেহ নিয়ে পৃথিবীতে আসার সুযোগ হয়েছে। দেহের মোহ ফাঁদে পড়ে আমরা এ জীবনের কর্তব্যজ্ঞান ভুলে ভ্রান্তিপূর্ণ জীবন কাটিয়ে দিচ্ছি।

যদি কামেল মোর্শেদের কাছে আশ্রয় না নিয়ে বিষয়মোহের বন্ধনে দেহমন জড়িয়ে পাখি তবে সামনে বিপদ বাড়বে। তা থেকে মুক্ত হতে গুরুভক্তিপ্রেমে যদি দাসরূপে নিয়োজিত না হতে পারি তবে এ জন্মের পরিণাম হবে বিপর্যয়কর বসে খাওয়া মানে সালাতহীনতা। উপার্জন অর্থ ভক্তিপ্রেম। আগামী জীবনের উপার্জনরূপে সালাত-জাকাতের কল্যাণ যদি জীবন পাথেয় রূপে সংগ্রহ না করা হয় তবে সবকিছু অনর্থক হয়ে দাঁড়াবে। আত্মিক উপার্জনহীন মন মৃত্যুকালে আপন রবের কাছে যতো ওজর-আপত্তি হাজির করুক না কেন তাতে পরবর্তী জীবনের শাস্তিপূর্ণ কঠিন বন্ধন এড়ানো যাবে না।

এসে পার করো দয়াল আমায় ভবের ঘাটে

গুরুর কাছে আশ্রয় গ্রহণের পর প্রেমিক ভক্তের অন্তরের আকুতি শাঁইজি তুলে ধরেন মহীয়ান আবেশে। এ ভবের জীবনে নানা বিষয়- আশয়ের একেকটা তুমুল ঢেউ কোমল ভক্তের প্রাণ কাঁপিয়ে তোলে। মনে হয় এ বুঝি ডুবলাম আমি। দেহ এখানে নৌকা আর বিষয়রাশি হলো তুফান তরঙ্গের প্রতীক।

সংসারে থেকে সাধনা করা কঠিন কাজ। তবু প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের উপর গুরুকে কাণ্ডারী রূপে রাখাই ভক্তের ভজন। ভক্ত তাঁর চরণেই ভরসা করেন যাতে মনের ভয়-সংশয় ঘোচে। প্রেমান্ধ ভক্ত গুরুর স্মরণ-সংযোগ করা ছাড়া কর্মের বহুমুখি টানাপোড়েনে ধ্যানের খেয়ালকে এক জায়গায় স্থির রাখতে পারে না। কোরানেও এমন পদ্ধতি বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়। সব কর্মবন্ধনের মধ্যে অর্থাৎ বহুর বৈচিত্রে একের মধ্যে একীভূত থাকার সে পদ্ধতি শাঁইজি তুলে আনেন কলির জীবকে মুক্তিপথে নিয়ে যেতে :

> কোরানে শুনেছি খবর
> পতিত পাবন নামটি তোর
> লালন বলে, আমি পামর
> তাইতে দোহাই দিই বটে ॥

এসেছো হে গৌর জীব তরাতে

আল্লাহর সাকার রূপ কৃষ্ণ তথা করিম এবং আকার রূপ নূরে মোহাম্মদি তথা গৌর। নদীয়ায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কীর্তনে সর্বকালীন সার্বজনীন মোহাম্মদের জগতে অবতীর্ণ হবার মিশন সম্বন্ধে আমাদের সজাগ করে দেন শাঁইজি। বিষয়মোহে অন্ধ জনগণকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্বলতা মুক্ত করে সৎপথের নির্দেশনা দিতে তিনি যুগে যুগে গৌর অবতার। প্রেমশিক্ষা দিয়ে আমাদের কামাসক্তি থেকে উদ্ধার করতে চান। কিন্তু আমরা এমন মূঢ় যে, তাঁর কথা আমরা গ্রহণ তো করতেই চাই না, তাঁকে বিব্রত বিড়ম্বিত করে নিজেদের পাপাচারকে আরো বাড়াতে উদ্যত হই।
ফকির লালন শাহ নররূপে গৌর হরি। কিন্তু তিনি জগতে অবতীর্ণ হন তাঁর সব বিভূতি গোপন করে। ভোগ্য পণ্য উন্মাদনা আক্রান্ত জীবকে বিষয়মোহের তাড়না ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিষম বিপাক থেকে উদ্ধার করে পবিত্র করতেই 'পতিত পাবন অবতার' হয়ে এসেছেন। কলির জীবকে উদ্ধারের জন্যেই তো তিনি পতিদের সাথে একই ভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। তবুও জীব শিবকে চেনে না। তাঁর প্রেমে সাড়া দিতে চায় না। এ কথা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত টেনে তিনি উল্লেখ করলেও সর্বযুগে মহাপুরুষগণের সত্য ভোগবাদী মানুষ অমান্য করে তাই মহাপুরুষদের দয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। সে সত্যেরই প্রকাশ শাঁইজি লালন :

যদি এসেছো হে গৌর জীব তরাতে।
আমি জানবো এ পাপী হতে ॥

নদীয়া নগরে ছিলো যতজন
সবারে বিলালে প্রেম রত্নধন
আমি নরাধম না জানি মরম
তাই চাইলে না গৌর আমা পানেতে ॥

আমরা নরাধম বলে তাঁর প্রেমের ভাষা বুঝি না।
প্রেমভক্তি ছাড়া তাঁর মরমে কেউ পৌঁছাতে পারে না।
প্রেমহীন মন তাই তাঁকে দেখেও চেনে না।
ফলে নিজেরা পাপ সাগরে ডুবে থাকে ॥

AMARBOI.COM

❚ এসো হে অপারের কাণ্ডারী

লালনভক্ত তৃণের চেয়ে দীনহীন, বৃক্ষের চেয়ে সর্বসহা। দৈন্যভাবই তাঁর ভূষণ। গুরুকে তিনি আকারে-সাকারে জীবন্ত আল্লাহ রূপে চেনেন। তিনি কৃপা না করলে অপার মানে দেহবন্দি সংসার সমুদ্র থেকে আর কেউ উদ্ধার করে আধ্যাত্মিক পরম আনন্দের রাজ্যে পার করতে পারেন না। গুরু নিজগুণে ভক্তকে শ্রীচরণ দেন। তিনিই ভক্তের হন মনোরথের সারথী অর্থাৎ মনোজগতের মহারাজা। ভক্তের মনের সব খবর তাঁর জানা। তাঁর কাছেই জীবন রহস্যজ্ঞানের চাবিকাঠি। তিনি জ্ঞানরাজ্যে দয়া করে বরণ করে না নিলে ভবরোগে ভুগে মরতে হয়। তাই লালন শাঁইজি আমাদের ভক্তি শিক্ষাদানের জন্যে নিজেই ভক্তের সাথে একই মাটিতে এসে দাঁড়ান এবং সেই ভূমিকায় ভনিতা করেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পতিত পাবন নাম তোমার হে শাঁই
পাপী তাপী তাইতে দিই দোহাই
অধীন লালন বলে তোমা বিনে ভরসা কারে করি ॥

❙ এসো হে প্রভু নিরঞ্জন

এভব সংসার তরঙ্গে প্রভু গুরুর আধ্যাত্মিক অধিকার ও কর্তৃত্বকে যারা অস্বীকার করে বিষয়মোহের বড় বড় তরঙ্গঘাতে তাদের দেহ নৌকা অতলে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রভু গুরুকে স্বীকার করে তাঁর ভজন করলে তিনি দুর্বল তরীটিকে জগত সমুদ্রের উপর ভাসমান রেখে কিনারে টেনে নেন। তাই ফকির লালন আমাদের উদ্ধার কর্তা হয়ে এ কালামের মাধ্যমে সেই শিক্ষা দেন আমরা যেন ইন্দ্রিয় আসক্তি দ্বারা বিষয়মোহে তলিয়ে না পড়ি। তাঁর নাম কীর্তন যোগে প্রেমভক্তির সন্ধান লাভ করে মুক্তির অভিমুখে এগিয়ে চলি :

এসো হে প্রভু নিরঞ্জন।
এ ভব তরঙ্গ দেখে আতঙ্কে যায় জীবন ॥

তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি
অনাদির হও আদ্যশক্তি
দাও হে আমায় ভক্তির শক্তি
যাতে তৃপ্ত হয় ভব জীবন ॥

ধ্যানযোগে তোমারে দেখি
তুমি সখা আমি সখি
মম হৃদয় মন্দিরে থাকি
ঐ রূপ দাও দরশন ॥

ত্রিগুণে সৃজিলে সংসার
লীলা দেখে কয় লালন তার
সিদরাতুল মোন্তাহার উপর
নূর তাজেল্লার হয় আসন ॥

❙ এরাই পতিসেবার অধিকারী

হস্তিনী নারী ও শাঙ্খিনী নারী কখনো পতিসেবা করতে জানে না। তারা স্বামীর প্রেমসেবাই শেখে নি। বিষয়মোহে এ পুরুষ থেকে ও পুরুষে লোভ করে ঘুরে বেড়ায়। বিনয় ছাড়া, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ছাড়া স্বামী রূপ গুরুর স্ত্রীরূপ ভক্ত হয়ে, অহঙ্কারশূন্য মনে যতোক্ষণ না পূজা করা শিখবে ততক্ষণ তারা ভক্ত বা স্ত্রী রূপে কোনো গুণগ্রামই অর্জন করতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবল চিন্তামনি পদ্মিনী নারীই গুরুসেবা তথা পতিসেবার অধিকারী। তারা স্বামীর রূপধ্যান ছাড়া বাইরের কোনো আকর্ষণে মোহিত হয়ে এক মুহূর্তও সেদিকে মনোনিবেশ করে না। 'চিন্তামনি' অর্থ যে মন অভীষ্ঠ লক্ষ্য সিদ্ধ করতে পারে। পদ্ম ভারতবর্ষের প্রাচীন দিব্যশক্তির প্রতীক চিহ্ন। এর উন্মিলিত দলগুলো জীবাত্মার আধ্যাত্মিক বিকাশের দ্যোতক। পদ্ম থেকে উদ্ভিজ পঙ্কজের অনাবিল সৌন্দর্যের বৃদ্ধিতে আধ্যাত্মিক পূণ্য প্রাসাদের আশ্বাস নিহিত। যিনি গুরুপ্রেমের জ্ঞান দ্বারা দেহমনকে পরিশুদ্ধ করে নিতে পেয়েছেন এমন সাধকই পদ্মিনী নারী।

বাহ্য লিঙ্গ বিচারে নয়, চিন্তা-চেতনা, আচরণ অনুসারী গুরুভক্তের মানসিক স্তরই অত্যন্ত গূঢ়, রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিতে শাঁইজি লালন তুলে ধরেন। ইন্দ্রিয়গ্রস্ত সাধারণ মানুষ সে ভাব ভাষার মর্ম কখনো স্পর্শ করতে পারে না।

এহি ফরজ রূপ নিশানী

ফরজ কাজ হলো সপ্ত ইন্দ্রিয় পথ দিয়ে আগত সার্বক্ষণিক বিষয়রাশিকে আপন গুরুর আলোকিত চেহারা, বাণী, ভাব দ্বারা সত্যায়ন করা। আপন স্বাধীন ইচ্ছেয় বিচিত্র বিষয়কে মোহমুক্ত করতে প্রতিটি বিষয়, কর্ম ও চিন্তার উপর গুরুর রূপধ্যান ও গুণধ্যান করা অর্থাৎ দায়েমি সালাত ও জাকাত অবিরাম জারি রাখা। 'এহি' অর্থ 'এই' আর 'ফরজ' অর্থ 'ঐচ্ছিক বা ইচ্ছে' এবং 'রূপ নিশানী' অর্থাৎ সম্যক গুরুর প্রজ্ঞাময় অভিব্যক্তির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকা। কাঠমোল্লারা যদিও সাজা জিনিস উল্টো বুঝে করণ কারণ কিছু বুঝেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ

ঐক্য হয় যার মনে প্রাণে সে জানতে পায়

আল্লাহ সর্বযুগেই মানুষ রূপ ধরে তথা সম্যক গুরু হয়ে মানুষকে বস্তুমোহ ত্যাগ দ্বারা মুক্তিমুখি হেদায়েতের পথে পৌছে দিতে আসেন। রেসালতের এ ধারা চিরন্তন। সম্যক গুরু আত্মদর্শনের সাহায্যে আল কেতাবপ্রাপ্ত সত্যদ্রষ্টা। তাই মানুষের অন্তরে-বাইরে যা কিছু আছে তার সবই তিনি প্রত্যক্ষ করে থাকেন। এমন পরম সত্যদ্রষ্টা গুরু সব যুগেই উপস্থিত আছেন। কিন্তু সত্যদ্রোহী মানুষ তাঁদের সামাজিক নেতৃত্ব দানে অগ্রবর্তী না রেখে পেছনে ফেলে রাখে। এমনকি তারা তাঁকে চেনেও না। অর্থাৎ যোগ্য নেতা চিনে নেয়ার চেষ্টাও করে না। প্রচলিত ভোগবাদী সমাজের মানুষ এভাবে সম্যক গুরুর সাথে ভক্তিপূর্বক প্রেমের ঐক্য না করে তাঁর প্রতি সব সময় অসদাচরণ করে থাকে। তাই তারা জীবনরহস্য ও আল্লাহর সর্বকালীন সত্যধর্মের কিছুই জানতে পারে না।

এ রকম জুলুমবাজির সমাজে আল্লাহ খুবই কষ্টের মধ্যে থাকেন। 'জুলুম' অর্থ জনগণের আপন মনের বা নফসের উপর ক্ষতিসাধন করা। যারা সম্যক গুরুকে সর্বময় কর্তারূপে স্বীকার করে না তারা মুক্ত মহাপুরুষের সঙ্গ ধরে বা সঙ্গি হয়ে পার্থিব বন্দিশালা থেকে এবং আপন দেহ কারাগার থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে না। অথচ সম্যক গুরু মানুষকে মুক্তিদানের পথে তাদের কর্মের তদারক করছেন। যেহেতু মানুষের আপন আপন কর্মধারাই মুক্তি অথবা বন্ধনের গতি নির্ণয় করে। তাই তিনি সর্বদা কল্যাণকামী হয়ে মানুষের কর্মসমূহ সক্রিয়ভাবে দেখেই চলেছেন।

সামাজিক মানুষের অবাধ্যতা সত্ত্বেও কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ব্যতিক্রম দু চারজন ব্যক্তি সম্যক গুরুর সাথে ইমানের তথা ঐক্যের কাজ করে থাকে। তারা ইন্দ্রিয় দ্বারপথ দিয়ে যা কিছু মস্তিষ্কে প্রবেশ করে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখে শুনে তার মোহত্যাগ দ্বারা সালাতের সাহায্যে জাকাত করে ফেলে। সুখের হোক বা দুঃখের হোক, ভালো হোক বা মন্দ হোক, প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, সব বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়েই জাকাত করে থাকে। সুখ ও দুঃখের আকর্ষণ দিয়ে মনে তা ধরে রাখে না। বিষয়সমূহের প্রতি দৃষ্টিদানকালে গুরুর প্রকৃত অনুসারী অনাসক্ত ভাব দ্বারা বিষয়ের কোনো মোহই আর মনে লাগতে দেন না। এমন ভক্তের উপর কোনো ভয়, ভীতি ও ক্ষোভ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এরাই ইন্দ্রিয়জয় করে ইন্দ্রজিৎ তথা মহাবীর হয়ে যান এবং এ ধারায় গুরুর সাথে মনে প্রাণে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রকার সুখ-দুঃখের উপর মহাবিজয় লাভ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্যক গুরুর মনোলোকের সাথে একীভূত এমন জান্নাতবাসী শিষ্য তাঁর কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি শিক্ষায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুর আগেই মরণ কামনা করে থাকেন। মরার আগে মরতে পারলে মৃত্যুঞ্জয়ী এবং কালজয়ী মহাপুরুষ হয়ে লা-মোকামে উন্নীত হওয়া যায়। কেবল গুরুর সাথে মনেপ্রাণে ঐক্য স্থাপনকারী শিষ্যই মরার আগে মরে যাবার অনুশীলন করে সৃষ্টির দাসত্ব ত্যাগ করে সৃষ্টির রাজা হয়ে ওঠেন অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে চিরমুক্ত হয়ে যান।

ঐ গোরা কি শুধুই গোরা ওগো নাগরী

'গোরা' হলেন গুরুর স্বরূপশক্তি। 'নাগরী' অর্থ যে যারা নগরে বাস করে। লালনভাষায় দেহের অন্য নাম হলো নগর। দেহের মোহে বন্দিত্ব অর্থাৎ আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ক্রোধ ও ভয়—এ পাঁচ পশুত্ব যার জ্ঞানদৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রাখে সে চামড়ার চোখ দিয়ে সম্যক গুরুর স্বরূপ কখনো পরিপূর্ণ দর্শন করতে জানে না। তার দেখার ভেতর ভ্রান্তি তথা মনুষ্যবুদ্ধি কাজ করে। মনুষ্যবুদ্ধি দিয়ে মহাপুরুষ বা অতিমানব মহান গুরুকে প্রকৃতপক্ষে দেখাই যায় না। এমন বদ্ধজীবের জন্যে গুরুকে চিনে ওঠা খুবই বিড়ম্বনাপূর্ণ একটি ব্যাপার। এ প্রশ্নের ঢঙে শাঁইজি জনগণকে সে কথাই জানান দেন। বেচারা মানুষ তার দুর্বল ইন্দ্রিয় ও সীমাবদ্ধ জাগতিক চেতনা দিয়ে কী করে বুঝবে যে, মহাজগতের পরম প্রভু মানুষ রূপ ধরে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। কাজেই এটা হলো মানুষের জন্যে মস্ত বড় এক বিড়ম্বনা। 'নৃলোকস্য বিড়ম্বনায়েৎ'! যাঁর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই, সেই গোরা মানুষ হয়ে কী করে আবির্ভূত হন, বাল্য-কৈশোর ঘটতে পারে ইত্যাদি পরিবর্তনগুলো তাঁর কী করে, যাঁর কোনো পরিণাম নেই। জগত নিয়ন্ত্রক যিনি তিনিই আবার নিয়ন্ত্রিত জগতের মাঝখানে প্রবেশ করলেন কেমন করে। তাঁর আসা-যাওয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি আছে কিন্তু তাতে তাঁর আগমন কেউই আটকাতে পারে না। তিনি যুক্তির অতীত। মনুষ্যজ্ঞানের অনেক উপরে। ধরা দিয়েও অধর গোরা বা গৌরাঙ্গ অর্থাৎ গুরুকে মূল আল্লাহরূপে প্রত্যক্ষ করা এবং তাঁর সাথে যুক্ত হওয়াই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। গুরু বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই মানুষ বুঝতে পারে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মের লীলা বিলাস। জগত-হৃদয় গুরুই ভক্তের একমাত্র পথ প্রদর্শক ঈশ্বর। এজন্যে তিনি জগদীশ্বর ঈশ্বর, পুরুষোত্তম সত্য। তাঁর অপার করুণা ভক্তকে বিপথে যেতে দেয় না। মানবদেহ ধারণ করে যুগে যুগে তিনি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, মুসা, ঈসা, মোহাম্মদ, আলী, হোসাইন, চৈতন্য, লালনরূপে আবির্ভূত হন। জগতের উপযোগী মুক্তির নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে জীবের ধর্মলাভের পথ সুগম করে দেন।

মানুষ রূপ ধারণ করে তিনি মানুষের দুয়ারে এসে দাঁড়ান। মানুষ হয়ে তিনি মানুষের দুঃখভার বহন করেন। দুঃখ মোচনের উপায় দেখান। তাই তো রাজপুত্র হয়ে তাঁকে অরণ্যে নির্বাসনে যেতে হয়। অত্যাচারীর কারাগারে জন্ম নিতে হয়। রাজত্ব ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে পথে ভিক্ষু হয়ে ফিরতে হয়। ভক্তদের শঠতায় ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়। জেনে শুনে হেমলকের পেয়ালা পান করতে হয়। কাঁটাবনে পায়ের রক্ত ঝরিয়ে ঝরিয়ে প্রেমের ফুল ফোটাতে হয়। মার খেয়েও প্রেম বিলাতে হয়। মন্দিরে জুতোর ঠোক্কর খেতে হয়। সইতে হয় মূর্খ ব্রাহ্মণ- কাঠ-মোল্লাদের গঞ্জনা ও বিদ্রূপ। ভক্তের দেহের রোগ-যন্ত্রণা আপন দেহে টেনে নিয়ে তা হজম করতে হয়। তাই তিনি স্বয়ম্ভু হলেও স্বাধীন নন, ভক্তের প্রেমভক্তির অধীন।

সে যেমন ভজনা করে গুরু তথা গৌর হরি তাকে সেভাবে ভজন করেন। কিন্তু যারা গোপী তথা মনে প্রাণে তাঁর হয়ে গেছেন তাদের বেলায় তা খাটে না। গোপীদের যে কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নেই, কিছুই নেই। কিন্তু কৃষ্ণের রয়েছে কর্ষণকর্ম, বিশ্বলোক।

সম্যক গুরু বলেই তিনি গোপীদের কাছে ঋণজালে আবদ্ধ। এ প্রেমের ঋণ থেকে মুক্ত হবার সাধ্য তাঁর নেই। কেবল গোপীরাই কৃপা করে তাঁকে এ ঋণ থেকে মুক্তি দিলে তবে তিনি মুক্ত হন।

অবতার অভয় দেন। 'অভয় দানই আমার ব্রত। আমার ভক্তের বিনাশ নেই'। জন্ম-জন্মান্তরের পথ চলা তাই শেষ হয় গুরুর পাদপদ্মে এসে। অবতারলীলায় মানুষের পরম এক রমণীর মাধুর্যের আস্বাদন ঘটে। নির্গুণ বা সগুণ ঈশ্বর এ লীলার মধ্য দিয়ে মানুষের বড় আপন হয়ে যান। তিনি আর অদূরে থাকেন না। আমাদের পক্ষপাতী হয়ে যান। নিরাসক্ত-নিরপেক্ষ হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা করা যায়। কিন্তু তাঁর প্রতি মমত্ববোধ জাগে না। গুণগ্রাহী ভক্তের সাথে অবতারী ঈশ্বরের একটি আটপৌরে আপন ভাব গড়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

অবতারলীলার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর আবির্ভাবে মানব চেতনার উন্নয়ন ঘটে। খুলে যায় আধ্যাত্মিক অগ্রগতির অভিমুখে সহজ নতুন পথ; অন্তত যারা তা চায় তাদের জন্যে। অবতারের অবতরণ–তাৎপর্য ব্যক্তি জীবনে যেমন আছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আছে। অবতারী ঈশ্বরকে তবে আমাদের জীবনে আনবো কী করে? তিনি এলে আমাদের জীবন যদি মধুময় না হলো, শান্তি ও আনন্দে কানায় কানায় পূর্ণ না হলো, আমার দেহ-মন-প্রাণ যদি অমৃতায়িত না হলো, তবে তাঁর আসা-না আসায় আমার কী? আর যখন তিনি জীবনের হৃদয়পদ্মে এসে অধিষ্ঠিত হন তখন ভক্ত গেয়ে ওঠেন বিস্ময়ানন্দে। যেমন :

জগত তারিলে প্রভু সেহ অল্প কার্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য ॥

কী সৌভাগ্যময় জীবন আমার। একদিন একটু ফ্যান পর্যন্ত পেতাম না। এখন আমি অমৃত দিয়ে আচমন করি অর্থাৎ হাতে ধৌত করি।

ঐ চরণের দাসের যোগ্য নই

দেহের চাহিদার মধ্যে মনকে সারাক্ষণ যারা ডুবিয়ে রাখে তারা গুরুর চরণের দাস হয়ে উঠতে পারে না। গুরু চরণের দাসত্ব করার যোগ্য কেউ ইচ্ছে করে হতে পারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। প্রথমে দেহ-মনের আমিত্ব ত্যাগ করে সব কিছুর মালিকানা ও কর্তৃত্ব মন থেকে গুরুপদে অর্পণ করতে হয়। বিষয়-সম্পদের মোহ আসক্তি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। হিংসা, নিন্দা, তামসিক স্বভাব ত্যাগ করে সাধুভাবের মধ্যে সর্বক্ষণ চিত্তকে সংযত রেখে চলতে হয়। জ্ঞান, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, অহঙ্কার সব ভুলে যেতে হয়। অসীম শক্তি অর্থাৎ বীর্য সংরক্ষণ করা না গেলে ঐ চরণের আশ্রয় লাভের যোগ্য পাত্র হওয়া যায় না কখনোই।

আমরা তাঁর মহৎ চরণের অযোগ্য বলেই সংস্কাররাশির মধ্যে অজ্ঞান অবস্থায় পতিত হয়ছি। তিনি কৃপা না করলে রেহাই নেই।

গুরুচরণের দাসত্ব করা মোটেই সহজ কাজ নয়। দাস যে হাতে চায় তার মনে এ বদ্ধমূল বিশ্বাস রাখতে হয় যে, গুরু রক্তমাংসের জীবমাত্র নন, তিনি অতিমানব। গুরুকে মনুষ্যজ্ঞান যে করে তার দাসত্বের কোনো যোগ্যতাই নেই। গুরুর ভাব জেনেই তাঁর কাছে দাসখত দিতে হয়। নয়তো দাসত্বের অধিকার নেই কারো।

সবার আগে আমিত্বের সামগ্রিক সমর্পণ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করে 'আমি ও আমার'–এ মানবীয় অহঙ্কার গুরুর চরণতলে ভূলুণ্ঠিত করতেই হবে। দেহমন সর্বস্ব তাঁর দাসত্বে নিয়োজিত না করলে গুরুচরণের ধারে কাছেও পৌঁছানো যায় না। গুরু নিজেই শিক্ষাগার এবং জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের সদর দুয়ার।

সম্যক গুরু তাঁর দাসকে মানসিক আশ্রয়ে রাখেন সব সময়। তাই আপন দাসকে এ আশ্রয়ের বাইরে যেতে নিষেধ করেন এবং অসীম রক্তের অর্থাৎ বীর্যের অপচয় করতে বারণ করেন। বীর্যই অসীম শক্তি এবং প্রতিটি মানুষই অসীম শক্তির অধিকারী। গুরুর শিক্ষার বাইরে গেলেই আত্মিক শক্তি বিনষ্ট হয়। দাসগণ তাই গুরুর গুরুত্ব স্বীকার করে আর গুরুকে মান্য করা বা না করা বিষয়ে তারা নিজেরাই তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ বহন করে।

গুরুর দাসগণের দেহকে কোরানে 'আল্লাহর মসজিদ' বলা হয়েছে। অন্যত্র একে 'তাঁর ঘর' বলা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁর নাম কীর্তন করার জন্যেই তিনি দাসদেহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর নাম-কীর্তনে অনীহা প্রকাশ করে যারা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে তারা অসীমভাবে ভীত না হয়ে তাতে প্রবেশ করে না যেখানে দুঃখভোগের এবং ভয়ভীতির পরিমাণ অত্যধিক। তাদেরকে ইহজীবনে যেমন লাঞ্ছনায় ভুগতে হয়, পরবর্তী জীবনকালেও তেমনই বড় একটা মানসিক শাস্তির মধ্যে পতিত হতে হয়। আর যারা ধ্যানের সাহায্যে গুরুর গুণকীর্তন দ্বারা দেহের মধ্যে কল্যাণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তারাই সত্যদর্শী ও নির্ভীক চিত্ত হয়ে ওঠে।

সালাত বা ধ্যান হলো নফস বা চিত্তশুদ্ধির পদ্ধতি। প্রভু গুরুর বিকাশ যে দাসের দেহে প্রকাশ পায় সেটাই 'বিজ্ঞানময় আল-কেতাব'। তিনি আপন দাসদের দেহের মধ্যে মানবসত্তার আত্মপরিচয়জ্ঞান এবং মানবদের মহাবিজ্ঞানের জ্ঞানদান করে তাদের অলি আল্লাহ বানান। শেরেক বা সংস্কাররাশির কালিমা থেকে মনকে শুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে মানুষ অলি আল্লাহ তথা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়। শেরেক বা সংস্কার যে কতো সূক্ষ্মভাবে মানুষের মন-মস্তিষ্কে বদ্ধমূল হয়ে থাকে তার পরিচয় সূক্ষ্মভাবে উদ্‌ঘাটিত করে ভক্তকে নফসের পরিচয় সম্যক গুরু বিস্তারিত ভাবে দান করেন। আপন নফসকে চিনলে মহাপরাক্রমশালী বিজ্ঞানময় বিচারক প্রভু গুরুকে নিজের মধ্যে চিনে নিতে পারা যায়। শেরেক বা বিষয়মোহের সংস্কার বর্জন করে চিত্তের শুদ্ধিকরণ এ দাসত্বের একমাত্র উপায়।

কিন্তু আজকের অতিযান্ত্রিক সভ্যতা-সংস্কৃতির কলিকালে মানুষের মন এতো সব বস্তুমোহের চাঞ্চল্যকর আকর্ষণে রমিত হয়ে থাকে যে, গুরুর দাসত্ব বা এবাদত করা তাদের পক্ষে খুবই কঠিন ব্যাপার।

ভাব জানিনে প্রেম জানিনে
দাসী হতে চাই চরণে
ভাব জেনে ভাব দিলে মনে
সেই সে রাঙা চরণ পায় ॥

এ ভাব কী? সমুদ্র যেমন ঢেউয়ের নয়, ঢেউ সমুদ্রের, তেমনই হে গুরু, আপনি আমার নন, আমিই আপনার এটিই হলো দাসের ভক্তি তথা প্রকৃত দাসত্ব।

জ্ঞান-কর্ম, কামনা-বাসনা, সুখ-দুঃখ, ধর্ম-অধর্ম, ধন-ঐশ্বর্য, স্ত্রী-পুত্র এমনকী নিজেকে ভুলে গুরুর প্রতি একান্ত যে অনুরক্তি, তারই নাম প্রেম। ফল-হেতুর বিচারশূন্য হয়ে গুরুর প্রতি যে ভক্তি সেটাকে বলা হয় 'প্রেম'। এ ভক্তি যিনি লাভ করেছেন তিনিই ভক্ত অর্থাৎ গুরুদাস। তিনি ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে গুরুকে আপন ভেবে সর্বত্র তাঁকেই পরিদর্শন করেন। জলে-স্থলে, চন্দ্রে সূর্যে, গ্রহে-নক্ষত্রে, আগুনে-বাতাসে সবখানে বিশ্বব্যাপী তাঁকে দেখে, তাঁতেই আত্মসমর্পিত হয়ে, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ইত্যাদি সমস্ত তাঁর চরণে অর্পণ করে দাস কৃতার্থ হন। "প্রভু, আমি তোমাকে ছাড়া কিছুই জানি না। আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছুই চাই না। তোমাকে পেলেই আমার সব প্রাপ্তি হয়ে যায়। প্রভু, তুমি দয়া করে আমাকে তোমার চরণেষু করে লও" এটাই হলো ভাব জেনে ভাব দেওয়া।

নিজ গুণে পদারবিন্দু
দেন যদি শাঁই দীনবন্ধু
তবে তরি ভবসিন্ধু
আর তো না দেখি উপায় ॥

অহল্যা পাষাণী ছিল
গুরুর চরণ ধূলায় মানব হলো
লালন পথে পড়ে র'লো
যা করেন সেই দয়াময় ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐটেই নষ্টামী

সাধুবেশ ধারণ করে, সাধুর মধুময় প্রেমের বাণী শুনিয়ে মানুষের মন গলিয়ে যারা প্রশংসা এবং বিনিময় আশা করে, উপরে যোগীর অভিনয়কলা প্রদর্শন করে কিন্তু মনে মনে মোহভোগী থেকে যায়। গুরু লালনের ভাষায় সেটাই 'নষ্টামী'। উপদেশ দিয়ে মানুষকে সৎ হতে বলে নিজে তার বাস্তব দৃষ্টান্ত না হওয়া নষ্টামীরই নামান্তর। আজকের বিশ্ব-সমাজের নেতৃত্ব এ জাতীয় নষ্টলোকদের হাতে কুক্ষিগত। এদের 'মুখে শেখ ফরিদ আর বগলে ইট'। শাঁইজি এদের মুখোশ খুলে দিয়ে গেছেন। আমরা মোহপর্দায় চোখ-মন ঢেকে রেখেছি বলেই কানার মতো দুঃখের সংসারে বাঁধা পড়ে আছি। সংসার প্রবৃত্তিও ঐ নষ্টামীর অংশ। খ্যাতিযশের লোভও মানুষকে নষ্টামির ঘোলাজলে ডুবিয়ে দেয়। সাধু না হয়ে সাধু সাজলে সাজাভোগ আরো বেড়ে যায়।

ঐ নাম তিলে তিলে জপ মন সৃতে

'নাম' অর্থ গুণ। ভক্তের মনকে গুরুর গুণরাজি ধারণের যোগ্য সুতো বানিয়ে তাতে এক এক করে সাধু গুরুর স্বভাব-চরিত্রের বৈশিষ্টগুলো ফুলের মতো গেঁথে গেঁথে ভাবের মালা তৈরি করতে হয় সার্বক্ষণিক সাধনার মাধ্যমে। বিন্দু বিন্দু জলে যেমন অতল সমুদ্র সৃষ্টি হয় তেমনই তিল তিল করে গুরুর অভিব্যক্তি, গুরুর বাণী, গুরুর ভাব থেকে মণি মাণিক্য সংগ্রহ করে প্রেমভক্তির সাধক আপন হৃদয়কে গুরুর অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের মালায় পরিণত করেন। কেউ এক জনমে এ কাজ করতে পারেন। আবার কারো কারো দুই বা তিন জনমও লেগে যায়। গুরুর নামজপ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তিল থেকে তাল হয়। ভক্তি বন্দু মহাপ্রেমসিন্ধুর গভীর ধারায় প্রবহমান হয়।

ঐ নামের দোহাই

সর্ব রকম চিন্তা ও কর্মের ভার যিনি গুরুর নাম অর্থাৎ গুণের উপর উৎসর্গ করেন, সম্যক গুরু তাকেই কৃপা করেন। নামের দোহাই অর্থাৎ সার্বক্ষণিক ভাবে আমিত্বহারা হয়ে যে ভক্ত গুরুর সংযোগে থাকেন প্রেমাবেশে মাতোয়ারা হয়ে তার প্রতিই গুরু প্রসন্ন হন। প্রেমভক্তি লাভ করে স্বরূপে স্থির থেকে গুরুর লীলারস আস্বাদন করাই জীবের চরম সাধ্য। এটাই সার্বভৌম ধর্ম। সাধনা দ্বারা চরম প্রেমধর্মে উন্নীত হতে হয়। সাধনার তিনটি উপায় যথা : কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। কর্ম ও জ্ঞান যেখানে শেষ সেখানেই প্রেমভক্তির উদয়। অন্য বিষয় ছেড়ে আপন গুরুর নাম কীর্তনে ভাসমান থাকাই প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ। অনুরাগের বস্তুতে সর্বদা নিমগ্ন চিত্ত থাকা ভক্তির লক্ষণ। এ উপায়কে সাধুশাস্ত্রে 'চিত্তসমাধান' বা 'সমাধি' বলা হয়। তাই জগত গুরু কল্পতরুর নাম কীর্তনে অনন্য চিত্ততাই হলো গুরু নামের দোহাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ পদে কেউ রাজ্যও যদি দেয় তবু কালার মন নাহি পাওয়া যায়

কালা বা করিম আল্লাহ অর্থাৎ গুরুর গুণবাচক নাম। সম্যক গুরু কলির জীবকে উদ্ধারের জন্যে মর্ত্যভূমিতে অবতরণ করেছেন মানুষকে ধ্যান-ভজন-কীর্তন শিক্ষা দিতে। তাদের বিষয় বা বস্তুমুখি চিন্তাকে মুক্তিমুখি করাই তাঁর মিশন। জাগতিক কোনো বিষয়ে তাঁর বিন্দু পরিমাণও আসক্তি নেই। গৃহী তার গৃহ, সামাজিক লোক তার ঐহিক যশ-খ্যাতি, রাজা তার রাজ্য দিয়েও গুরুর মন টলাতে পারে না। কিন্তু পথের কাঙালও যদি অন্তরের শুদ্ধ প্রেমভক্তি তুলে তাঁকে নিবেদন করে তাহলে তাতেই তিনি তৃপ্ত হন এবং সেই ভক্তের প্রেমঋণে তিনি ঋণী হয়ে যান। তাকেই দান করেন তিনি ভক্তিপদ ও মুক্তিপদ। ভক্তিহীন রাজার রাজ্যপাট-রাজত্বের চেয়ে তাঁর কাছে দীনহীন কাঙালের আন্তরিক শুদ্ধভক্তি অনেক মহার্ঘ। গুরু তাই কোনো বাস্তু সম্পদ আমাদের কাছে চান না, তাঁর প্রত্যাশিত পরম বস্তুটির নাম প্রেমভক্তি। যারা নিজের চেয়ে গুরুর প্রতি কোটিগুণ অধিক প্রেমবিধান করেন তারা নিত্যসিদ্ধ বলে সাধুশাস্ত্রে অতি উচ্চ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

ঐহিকের সুখ কদিনের বলো, ঐ যে দেখতে দেখতে দিন ফুরালো

পৃথিবীর বুকে মানুষের জীবনকাল স্বল্পকালের সীমায় আবদ্ধ। অখণ্ড মহাকালের এক একটি খণ্ড কালে শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্য দ্বারা নিঃশেষ হয়। ইহলোকের খণ্ডিত জীবনকেই শাঁইজি 'ঐহিক' উল্লেখ করে প্রশ্ন তুলছেন এটা ক দিনের। নাটকের মতো ঘটে ইহজীবনের যবনিকা। নশ্বর জীবনের অসারতা সম্বন্ধে মানুষ তবু সজাগ হয় না। খামখেয়ালি আর আলস্যের মধ্যে গুরুর দেয়া এ পরীক্ষামূলক জীবনকে সে ভরিয়ে তোলে নানা বিষয়মোহ ভোগ-সঞ্চয়ের নিরর্থক নির্ভরতায়। কিছুই সে শেষ অব্দি ধরে রাখতে পারে না। আত্মীয়-পরিজন, ধন-সম্পদ, যশ-সুখ্যাতি আমার পড়ে থাকে। সব ছেড়ে চলে যেতে হয়। আল্লাহর প্রকৃতিক বিধানে সে ধরা খায়। অনিত্য-ঐহিক সুখের আশায় মনে যে সব বিষয় সে সঞ্চিত করে রাখে সেগুলোই তাঁকে আবার জন্মচক্রের শাস্তির ফ্যারে টেনে আনে। পুনরায় দুঃখ-জ্বালায় ভরা ভব সংসারে এসে বেগার খেটে মরতে হয়। যেমন :

হলো আসলে ভুল
পাকিল রে চুল
সুখের তরে ঘুরে ঘুরে
বৃথা তোমার জনম গেলো ॥

ভিন্ন ভিন্ন ভাবছো সবে
নিত্য সুখে সুখি হবে
তবে এমন সুখের লেগে
নবির তরিকে এখন চলো ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহজীবনটাকে আমরা পূর্বজীবন এবং পরজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত করে করে দেখতে অভ্যস্ত বলে গুরুর অখণ্ড মহাকাল থেকে এ জীবনকে পৃথক করে ভাবি। এ জীবন হলো পরবর্তী জীবনের মহড়া ক্ষেত্র। সুখ-সম্পদের অনিত্য ভাবনা আমাদের দেহ-মনকে বারবার জন্ম-মৃত্যুময় শাস্তির নিগড়ে বন্দি করে রাখে। আমাদের নিত্যসুখের অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর বাঁধন থেকে মুক্ত হবার পথ প্রদর্শন করছেন ফকির লালন শাঁইজি। নবির তরিক অর্থাৎ সম্যক গুরুর অচঞ্চল, মোহমুক্ত, অটল পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করলে বারবার দুঃখময় জন্ম-মৃত্যুর গ্রাস থেকে মানুষ উদ্ধার লাভ করতে পারে।

আমাদের সাতটি প্রধান ইন্দ্রিয়ের দুয়ার দিয়ে প্রতিনিয়ত ধর্মসমূহের উদয়-বিলয়ের মধ্যে রয়েছে নবির তরিকার তথা আল্লাহর পথের বাস্তব পরিচয়। মানুষের জন্যে এগুলোই আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শন বা চিহ্ন। এগুলোর উদয়-বিলয়ের মূল কারণ ও উদ্দেশ্য হলেন আল্লাহ। আল্লাহপ্রাপ্তির জন্যে জীবকে তার শেষ পর্যায়ে সম্যক গুরু এ ব্যবস্থা দান করেন। এটি হঠাৎ করে দেয়া সম্যক গুরু তথা আল্লাহর কোনো অবদান নয়। বরং দীর্ঘকালের প্রস্তুতির পরই এ অবদান জীবের জন্যে রাখা হয়েছে। এগুলোকে সঠিকভাবে গ্রহণ-বর্জন করতে পারলে মানুষ তার জীব পর্যায় থেকে উত্তরোত্তর মুক্তির দেশে চলে যাবে। এখান থেকেই অর্থাৎ এসব ধর্ম বা সংস্কারের উদয়-বিলয়ের মধ্য থেকে আল্লাহর চেহারা উদ্ধার করে নেবার জন্যেই মানুষকে তৈরি করা হয়েছে। মনুষ্য থেকে নিম্নমানের জীবের পক্ষে এটা সম্ভব নয়। আল্লাহকে লাভ করার জন্যেই এ সব সমাহার। এতে যিনি পরিপক্ক হন তিনি ক্বাফশক্তি তথা মহাশক্তির অধিকারী হয়ে দেহ-মনের তথা জন্ম-মৃত্যুর উপর কর্তা অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের একজন রাজা হয়ে যান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ও ॥

॥ ও কালার কথা কেন বলো আজ আমায়

গুরু শ্যাম কালার প্রেমে ঘর ছাড়া সাধক তাঁর সন্ধানে কত বন-বাদাড় ঘুরে ঘুরে সারা। কত দিন, কত রাত, কত বছর-যুগ, জন্ম-জন্মান্তর বিরহ তাপে অন্তরকে পুড়িয়ে ঝামা বানিয়ে ফেলে। কিন্তু গুরু তথা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ সন্ধান পেয়েও তাকে যখন হারাতে হয় অনিচ্ছায়। বৃন্দাবন ছেড়ে মুথারায় রাজা হয়ে তাঁর প্রবাস লীলা ভক্তের অন্তর্গত আরাধনার আধার শ্রীমতি রাধা কী দারুণ মর্মজ্বালায় আহার-নিদ্রা-সঙ্গহারা শাঁইজি সে আর্তির আকুলতা তাঁর কৃষ্ণলীলায় এমন করেই জানান।
কেউ যখন মুখের কথায় কৃষ্ণের বার্তা বয়ে তার কাছে আনে তখন বিরহের তীব্রতায়, বেদনার প্রগাঢ়তায় ভক্ত আরো বিহ্বল হয়ে ওঠেন। তাতে যেন বিরহজ্বালা আরো বাড়তেই থাকে। তাই এমন ভাষায় অভিমানী বিমুখতা, বাক্য শ্রবণের ইচ্ছেও লোপ পায় তখন।

AMARBOI.COM

॥ ওগো গোঁসাই চাঁদের মজার কথা এলাম আমি শুনে

সম্যক গুরুকে বলা হয় 'গোস্বামী'। গোস্বামী বা গোঁসাই সকল ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বা কর্তা। বিশ্বময় সৃজনশীলা তাঁরই অব্যাহত বিকাশযাত্রা। বিষয়ের উপর যাঁর জ্ঞানের উদয় হয়ে যায় তিনিই দেহমনে চন্দ্রস্বরূপ পরম পুরুষের শ্রীজ্ঞান লাভ করেন। এ রহস্যময় অপ্রাকৃত সত্তা ভক্তের জ্ঞানদাতা, আজব তাঁর ভাব। অবিশ্বাস্য তাঁর কর্মকাণ্ড। গুরুর গুণ ভক্ত যখন কারো কাছে জানতে পায় স্বভাবতই সেটা মধুর প্রেমকথা অর্থাৎ মজার কথা। এ পদের পরের পংক্তি হলো :

> শুনি তার মায়ের পেটে,
> বাবার জন্ম হয় কেমনে ॥

আল কোরানের সুরা নেসার প্রথম বাক্যে বলা হচ্ছে, 'হে কিছু সংখ্যক ইনসান, তোমরা তোমাদের রব সম্বন্ধে সাবধান হও। যিনি তোমাদের উচ্চতর মন (নফসে ওয়াহেদ) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই নফস থেকে সৃষ্টি করেছেন সহচর-সহচরী বা ধর্ম, অনুষ্ঠান ইত্যাদি। এ দুই থেকে বিস্তার করেছেন কিছু পুরুষ এবং অগণিত নারী। আল্লাহ সম্বন্ধে সাবধান হও যাঁর নিকট তোমাদের অফুরন্ত প্রশ্ন এবং (সেগুলোর) কল্যাণকর সমাধান রয়েছে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর সংরক্ষণের প্রহরায় আছেন। সম্যক গুরু পুরুষ ও শক্তিশালী গুরু। কিন্তু তাঁর দলীয়

মাতৃগর্ভে বা আদর্শ বলয়ে যে সকল বন্ধনমুক্ত মুক্ত মহাপুরুষ জন্ম নেন এঁরাই আবার পরবর্তীকালে মহাপুরুষ সৃষ্টি করে সর্বকালীন নবুয়ত ও রেসালাতের ধারা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব ও উত্তরাধিকারী সত্তা সৃষ্টি করেন। এ সূক্ষ্মধারায় মায়ের পেটে বাবার জন্ম যুগ যুগ ধরেই চলছে।

ওগো জ্যান্তে মরা সে প্রেম সাধন

জীবজগত তথা আহাদ জগত মরণশীল। আর সম্যক গুরু, সামাদ আল্লাহর জগত মৃত্যুকে জয় করে স্বাধীন, স্বনির্ভর, মুক্ত এবং বেনেয়াজ। সামাদ আল্লাহগণ তথা উচ্চমানের গুরু। মহাপুরুষগণই কেবল মানুষের মুক্তি লাভের সুযোগ্য উপলক্ষ তথা কেবলা হয়ে যান।

আহাদ জগতের সব শক্তি-সামর্থ অপ্রতিষ্ঠিত। মৃত্যু দ্বারা তা বারবার খণ্ডিত হয়ে যায়। আহাদ জগতে আবদ্ধ থাকাই কঠিন শাস্তি। আত্মিক অনুশীলন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত আহাদ আল্লাহর বন্ধন থেকে চিরমুক্ত হয়ে এবং আল্লাহর শক্তিশালী ক্বাফগুণের বা মহাশক্তির অধিকারী হয়ে শাস্তি থেকে মুক্তিলাভ করা যায় না। সম্যক গুরুর আশ্রয়ে জান্নাতবাসীগণ তাঁর সান্নিধ্যে বসবাস করে এবং তারাই মরার আগে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করে। মনকে বিষয়মোহের কালিমা থেকে মুক্ত করতেই স্থূল রক্ত-মাংসের দেহটি নির্ধারিত সময়কালের আগেই ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। আয়ু থাকতেই তা ত্যাগ করে সম্যক গুরুর সূক্ষ্মদেহ ধারণ করাই মরার আগে মরে যাবার সহজ পথ।

মরার আগে মরে যেতে পারলেই মৃত্যুঞ্জয়ী এবং কালজয়ী মহাপুরুষ হয়ে লা-মোকামে উন্নীত হওয়া। কেবল জান্নাতবাসী গুরুভক্তগণই মরার আগে মরবার অনুশীলন করে থাকেন। পার্থিব বন্দিশালা থেকে এবং আপন দেহ কারাগার থেকে মুক্তির সাধনাকর্মে অতি অবশ্যই মুক্তসত্তা সম্যক গুরুর অভিভাবকত্ব থাকতে হয়। মানুষের মনোদেহের কর্মধারাই তার মুক্তি বা বন্ধনের গতি নির্ণয় করে থাকে।

AMARBOI.COM

ওগো তোমার নিগূঢ় লীলা সবাই জানে না

আল্লাহ মানব রূপ ধারণ করে গুরুরূপে ভক্তদের আত্মমুক্তির যে ধ্যানশিক্ষা দিয়ে আত্মদর্শনে মহাজ্ঞানী করে তোলেন। বাতেনি বা অদৃশ্য মনোজগতের সে রহস্য অন্ধ-বধির জনগণ কখনো বিন্দু-বিসর্গও টের পায় না। মানবদেহের মধ্যে তাঁর যে পরম আনন্দলীলা সে প্রেমলীলা বদ্ধজীব মানুষের কাছ থেকে বহু দূরে আড়াল করে রাখাই তাঁর লীলার আরেক নিগূঢ় বৈশিষ্ট্য।

তিনি কৃপা করে যাকে জানান সে-ই শুধু তাঁর মর্ম জানে। অন্যেরা দলে দলে আচার, অনুষ্ঠান, গোলমালে পড়ে গাধার খাটুনি খেটে মরে। নাকানি-চুবানি খায়, ধর্ম ধর্ম করে। আর জন্ম-জন্মান্তরে লক্ষ লক্ষ বার ঘুরতে থাকে যোনি থেকে যোনিমণ্ডলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওগো রাই সাগরে নামলো শ্যাম রায়

'রাই' অর্থ প্রেমসাগর। সৃষ্টি ও স্রষ্টা নামক দুই সমুদ্রের মিলন মোহনা। এখানে তুমি-আমি-সে বিভ্রম মুছে গেছে। প্রেমিক ভক্তদের অমূল্য প্রেমের রত্নভাণ্ডার লুঠ করে নেবার জন্যে আপন প্রেমিক হৃদয়ের দুয়ার হাট করে খুলে দিয়েছেন মহাপ্রভু। তিনি দয়ার অবতার আর প্রেমের অবতারী। এ কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব। বিষয়মোহে আসক্ত কঠিন বস্তবাদী মনকে প্রেমের আগুনে গলিয়ে দেবার জন্যেই তো তিনি নদীয়ার পথে নেমে এসেছেন। হরি জীবের দুঃখ-গ্লানি হরণ করার প্রেমের দায় মাথায় করে বয়ে এনেছেন অমরলোক থেকে। আল্লাহ স্বয়ং মানবরূপ ধরে ধরাধামে আকারে-সাকারে অবতীর্ণ হয়েছেন। সংসার-সুখ, জ্ঞান-পাণ্ডিত্য, প্রথা-প্রসিদ্ধি, রাজ্যপাট-রাজত্ব ছেড়ে ছিন্ন কাঁথা গলায় পরে উদ্দণ্ড নৃত্যে উন্মাতাল হয়েছেন রাধা রাধা বলে। এমন প্রেমের পাগল কে দেখেছে আর জগতে? এতো মহানুভব যেন আর অঙ্গে ধরে না, তাই অঙ্গ-অপাঙ্গে শাঁই মশগুল। গোপী ছাড়া যেমন কৃষ্ণ নেই তেমনই গোপীদের কৃষ্ণ ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। প্রেমই যেখানে ঋণজাল সেখানে আইন-বিধান এহো বাহ্য, তুচ্ছ। আইন যেখানে বিলীন প্রেম সেখানে মুক্ত রঙিন, নীল। ভক্ত প্রেমিকের হৃদয়পদ্ম সে রঙেই রঞ্জিত।

AMARBOI.COM

ওগো সামান্য কি সে ধন পাবে

আধ্যাত্মদর্শন সামান্য ও বিশেষ বা বৈশেষিক-এ দু স্তরে বিভক্ত। আম জনগণ সামান্য জ্ঞানে সম্যক গুরুকে জানতে চায়। বাইরের রক্ত-মাংসের পঞ্চভৌতিক দেহ ও পার্থিব আশয় বিষয়কে কেন্দ্র করেই সাধারণ সামান্য জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। আর বিশেষ দর্শন বা বিদর্শন হলো বাইরের প্রপঞ্চময় আড়ালটাকে ভেদ করে সম্যক গুরুর অসীম মনোলোক বা রহস্যরাজ্যে প্রবেশ করে তাঁর সার জ্ঞানবস্তু নিষ্ঠাপ্রেমে আপনার করে নেয়া এবং দুঃখ-খেদ ভুলে সত্যের জন্যে জীবন আত্মোৎসর্গ করা। সম্যক গুরুর অতি উচ্চমানের আধ্যাত্মিক ভাবদর্শন এবং গুণগ্রাম আত্মস্থ করার অবিরাম আকাঙ্ক্ষা, উদ্যোগ ও শ্রম ছাড়া অর্জন করা যায় না। গুরুর সাথে নিহেতু প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে আসক্তিমুক্ত, ভালো-মন্দ ফলভোগের কামনাহীন মানসিকতা অর্জন ব্যতীত বিশেষ গুরুর বৈশেষিক দর্শন ধারণ করা সম্ভব নয়।

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা

মহাপ্রভুকে মানুষ বলে সামান্য জ্ঞান করলে তাঁর মহাশক্তি কিছুই অনুভব করা যায় না। তাতে তাঁর প্রেম আর হৃদয়বেদ্য হয় না। জাত-কুলের আচার ছাড়তে না পারলে তাঁর ভাবলোকে প্রবেশই করা যায় না, আবার প্রেম? তাঁর ছাড়া আমার বলতে কিছুই আর মনে ধরে রাখা যাবে না। তিনি সবের সকল, সকলের সব। সেজন্যে সমাজ-সংসারের মায়াপাশ ছেড়ে মরার আগে মরে যেতে পারলে তবেই হলো তাঁর সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেম করা। তাঁর প্রেমভাব গোপীর সখিভাবের আচলে বাঁধা। আর সব বাঁধ তিনি ভেঙে ফেলেন কিন্তু প্রেমের বাঁধন তিনি ছিড়েন না। বরং প্রেমের হাটে তিনি গোপী-সখিদের নিয়ে নিত্য রাসলীলা আস্বাদন করেন। সেখানে নারী-পুরুষ, তুমি-আমি মিলে মিশে এককার। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক মহাবিশ্বদেহ। জীবের দুঃখভার লাঘবের জন্যে, তার চিত্তমুক্তির জন্যে পতিত পাবন মহাপ্রভু সুখের পরম ধাম ছেড়ে মর্ত্যে জীবের সাথে একই সমতলে নেমে এসেছেন। এখানে তাই গৃহের নিয়ম, শাস্ত্রের বিধান, ধর্মাধর্মের ভেদ, লাভক্ষতির হিসেব সবই অসার। যিনি মায়াজাল হরণ করে তিনি হরি, তাঁকে অর্জন করার পথ একটিই—প্রেমভক্তি।

ও তাঁর আচার কী বাহার

সম্যক গুরুর কোনো তুলনা নেই। তিনি অদ্বিতীয় মহাগুণের ভাণ্ডার, মহাপ্রেমের শিক্ষা ও শিক্ষক। জাগতিক তথা দৈহিক বুদ্ধিসীমা ছাড়িয়ে আত্মহারা মহাপ্রেমের এ কৃষ্ণভাব প্রচলিত সব প্রথাবদ্ধ ধর্ম-ধারণাকে পরিত্যক্ত করে দেয়। তিনি যে মোহশূন্য হালে মহাশূন্যের জ্ঞানাধিকারী, তাঁর তুলনা জগতের কোনো উপমা দিয়ে বোঝানো কঠিন। মরার আগে মরে তিনি যে চিন্ময় হরিসত্তাকে আপন চরিত্রভূত করে পতিত পাবন অবতাররূপে আবির্ভাব করেছেন ভক্ত প্রেমিক ছাড়া তাঁর রাধা ভাব, সর্বহারা আকুতি কলির জ্ঞানান্ধ ব্রাহ্মণ, কাঠমোল্লা, পাদ্রি এবং পুরোহিতেরা কল্পনাই করতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরের কাছে কাগুজে সব ঈশ্বরের ধারণাই মিথ্যে-আসার বলে প্রমাণ করলেন নদীয়ায় নিমাই সন্ন্যাসী যিনি একাধারে গৌড়ের গৌরাঙ্গ এবং নিতাই।

ওফাত

জগত লীলা সম্পন্ন করে সম্যক গুরু দৈহিক আড়াল গ্রহণ করেন। তাঁর দেহের অবসান হলেও মনের অবসান নেই। মরার আগে যাঁরা মরে যান দৈহিক আড়ালে তাঁদের অখণ্ড-অসীম মনোলোকের প্রকাশ আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। জাহেরে, বাতেনে, আদিতে এবং অন্তে তিনি সর্বদা বিরাজমান। দেহের বন্ধন অতিক্রম করে স্থানকালজয়ী মহাপুরুষগণ বাহ্যত মৃত্যুবরণ করেছেন—জীবের এরূপ ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হলেও যখন ইচ্ছে তিনি যে কারো মধ্যে সূক্ষ্ম রূপে প্রবেশ করতে পারেন, যে কোনো রূপ ধারণ করে যখন যেখানে খুশি বিচরণ করার ক্ষমতা রাখেন। ফানা ফিল্লাহ থেকে বাকা বিল্লায় যে সাধক উত্তরণ করেন, দেহত্যাগের হাজার হাজার বছর তাঁর দেহে পচন ধরে না।

ও মন তিন পোড়াতে খাঁটি হলে না

বৃক্ষযোনি, পক্ষীযোনি, মৎস্যযোনি, পশুযোনি–এভাবে কোটি কোটি বছর ধরে চুরাশি লক্ষ যোনিমুখ অতিক্রম করে মানবকুলে প্রাণের বিকাশ হয় আমাদের। এ দেহসীমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার হয়ে পরম পরিশুদ্ধ সত্তা অর্জন করে জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে বেরিয়ে যাওয়াই লালন শাঁইজির মতে খাঁটি হওয়া। দেহ-মন মোহের কারাগার। এ কারাগার গুরুর পরীক্ষামূলক সৃষ্টি। প্রকৃতির দেয়া আমাদের দেহ নশ্বর কিন্তু মন অবিনশ্বর। নির্ধারিত নিয়মে নশ্বর দেহ অবসানের আগে তা মানসিকভাবে তা তছনছ করে ফেলা, মাধ্যাকর্ষণ বা প্রাকৃতিক শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া তথা মরার আগে মরে যাওয়াই লালন ফকিরের দৃষ্টিতে খাঁটি হওয়ার। এটাই গুরু লালনের খাঁটি হওয়া বা সত্য-শিব-সুন্দরের অনুশীলন। এ অনুশীলনের মৌলিক কর্তব্য কর্ম হলো সালাত। কিন্তু বিষয়মোহে আপ্লুত মানুষের কাছে তা অপ্রিয়। বিশ্বগুরু মানুষকে পশুর অন্তর্ভুক্ত করে বানিয়েছেন। তারপর তাঁর 'নফসে ওয়াহেদ'-এর আদর্শ থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শিক্ষা-দীক্ষা দান করে তাদের ইনসানে উন্নীত করেন। ইনসান পশু হলেও অনেক উন্নত পশু। এ পর্যায়ের একজন পশু নবি-রসুলের তথা সম্যক গুরুর আদর্শ গ্রহণ করে তার পশুত্বের অবসান ঘটাতে পারে।

ইনসান তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চমানের পশুতে রূপান্তরিত হয়। সেই পশুত্বের ভেতর মহানেয়ামত লুকিয়ে আছে। গুরুর দেয়া সালাত পদ্ধতি প্রয়োগ করে আপন পশুত্বের ভেতর থেকে মহাজ্ঞান উদ্ধার করে নিতে না পারলে পশু জীবনের অবসান হবে না এবং আরাফায় অর্থাৎ গুরুর জ্ঞানকেন্দ্রে স্থান গ্রহণ করাও যাবে না।

খেয়ালী ভক্ত তিন পোড়া বা তিন জন্মেও পশুত্ব জয় করে অমরত্ব অর্জনের চেষ্টা গ্রহণ না করলে তার কী পরিণতি অপেক্ষা করে তা আল-কোরানে বলা হয়েছে এ ভাষায়: 'নিশ্চয় আমাদের পরিচয়ের সাথে যারা মিথ্যে আরোপ করে শীঘ্রই আমরা তাদেরকে সংশোধনের আগুনে জ্বালিয়ে থাকি। যতবার তাদের ত্বক রোদে পুড়ে পক্ক না হবে ততবার তা বদলে তাদেরকে নতুন ত্বক দেব যেন তারা ভোগ করে শাস্তি। নিশ্চয় আল্লাহ শক্তিশালী বিচারক।[১]

AMARBOI.COM

ওমর

রসুলাল্লাহর মক্কা বিজয়ের পর পরিস্থিতির চাপে 'মুসলমান' হওয়া ওমর পূর্বে ছিলো খোরতর নবিবিরোধী। মহানবিকে হত্যা করতে এসে সে ধরা খায়। মহানবির দেহত্যাগের পূর্বে সে প্রকাশ্যে নবির কথায় অবাধ্য হয়ে নবিগৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়। নবির দেহত্যাগের পর ওমর গাদিরে খুমে করা বায়াত ভঙ্গ করে মাওলা আলীর 'মাওলাইয়াত'এর বিরুদ্ধে খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল ক্রীড়নক। খেলাফত কালে তার পরামর্শে আবু বকর ও ওসমান পরিচালিত হতো। কোরানে নসখ ও মনসুখ নামে পরিবর্তন এনে মহানবির প্রদত্ত কোরানের শতাধিক জায়গায় অস্ত্রোপাচার করে জগতের বুক থেকে দ্বীন ইসলামের মূলদর্শনই সে উচ্ছেদ করে। নবি প্রদত্ত মাওলা আলীর সংকলিত কোরান গ্রহণ না করে ওসমানকে দিয়ে কোরান সংকলনের মাধ্যমে আদি কোরানে লিখিত মাওলা আলীর নাম কেটে বাদ দেয়।

১. *সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী ॥ কোরানদর্শন ১ম খণ্ড ॥ সুরা নেসা, কালাম ৫৬*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গীতপিপাসু নবি পরিবারের প্রিয় সঙ্গীতচর্চাকে ওমর ক্ষমতায় বসে তলোয়ারের জোরে বন্ধ করে দিয়েছিলো।
মাওলা আলীর মাওলাইয়াত ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ওমর তলোয়ারের জোরে ইসলামের মূল দর্শনই উচ্ছেদ করে দেয় জগতের বুক থেকে, রাজ্যজয়ের মধ্যে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী চরিত্র প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে ইসলামের বিজয় ছিল না। মহানবির সারাজীবনের সাধনাকেই এ এক ব্যক্তি হাজার বছর পিছিয়ে দেয়।
দ্বিতীয় খলিফার শাসনকালে ওমর বানেয়াট হাদিস তৈরি করায় ভাড়াটে পণ্ডিত দিয়ে। যেগুলোকে এখানো অহাবিরা দলিল হিসেবে ব্যবহার করে।

ওসমান

তৃতীয় খলিফা ওসমান কোরান সংকলনকালে মহানবির আদি কোরান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারীভাবে কাটাকাটি করে সম্পূর্ণ মোহাম্মদি দর্শন ওলটপালট করে দেয়। কোরান নাজেলের ধারাবাহিকতা অদল বদল করে যথেষ্ট বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটায়। যা এখনো সহি কোরান বলে চালানো হচ্ছে।
ওসমান খলিফা থাকাকালে তার শাসনামল ছিলো অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলায় পরিপূর্ণ। আরবের সামাজিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। শোষণ, লুটপাট, জুলুম হয়ে ওঠে তার শাসননীতি। ওসমান আততায়ীর হাতে নিহত হবার পেছনে অত্যন্ত ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মাওলা আলীর নাম জড়িয়ে আয়েশা ও মুয়াবিয়ারা মাওলা আলীর বিরুদ্ধে সিফফিন যুদ্ধ বাঁধায়। আয়েশা মহানবির আদর্শের বংশধর তাঁর আহলে বাইতের নামে মিথ্যাচার ও ষড়যন্ত্র করে মাওলা আলীকে হত্যার ইন্ধন যুগিয়েছিল।

AMARBOI.COM

ওমা যশোদে দে তোর গোপালকে গোষ্ঠে লয়ে যাই

মা যশোদা হলেন ঐহিক মায়াপাশের প্রতীক। সংসারের বন্ধন-সম্বন্ধের আশ্রয়ে গোবিন্দ গোপল শ্রীকৃষ্ণকে জগতবন্দি করে রাখতে মরিয়া। কিন্তু তিনি তো সংসারের জন্যে আসেন নি। এসেছেন জাগতিক মোহবন্ধন থেকে আপন ভক্তদের উদ্ধার করতে মহাজাগতিক ত্রাতা হয়ে। যশোদা মাতা বুকের ধন তবু ছাড়তে নারাজ। স্নেহের আঁচলে জড়িয়ে নন্দ দুলালকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চান। কিন্তু ভক্তেরাই জানেন গৃহসুখে গোপালের বিন্দু পরিমাণ আসক্তি নেই। আবার মায়ের মনে ব্যথা দেবার মতো আবদার করার শক্তিও যেন তাদের নেই। তাই ভক্তেরা তাঁর হয়ে মায়ের প্রতি অতি মাত্রায় অনুনয়ন-বিনয় করে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, গোপালকে গোষ্ঠলীলায় যেতে দিতে, মায়ার গেরো খুলে দিতে।
সমগ্র জগতটিই গোষ্ঠ তথা গোচারণ ক্ষেত্র। জীবমাত্রই 'গো' মানে ইন্দ্রিয়বশে অত্যাচারিত এবং রিপু তাড়িত। এখানে কুধর্মের আসক্তিতে সৃষ্টি জগত সত্য থেকে বহু দূরে পড়ে আছে। এ বিষয় মোহগ্রস্ত পশুদের চারণ ক্ষেত্রে মহাপুরুষের চরণ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লে কলির জীবকে প্রেমের শিক্ষা কে বিলাবে। কে তাদের জ্ঞানচোখ খুলে দেবে। কে বিনাশ করবে অত্যাচারী রাজ্য চালকদের আর উদ্ধার করবে আপন সখাদের? তাই অতি প্রত্যুষে ভক্তদের এ আর্তি, 'মা গোপলকে ছেড়ে দাও। আমরা তাঁকে কাঁধে করে বনে নিয়ে যাই, লীলার অপেক্ষায় অন্য রাখালেরাও বনে গেছে আগে।' গুরু গোপালকে মাথায় করে গোষ্ঠলীলায় নিয়ে যেতে না পারলে সমগ্র সৃষ্টি জগতটাই বিপথে যাবে। কারণ গোষ্ঠলীলা হলো গুরু ও ভক্তের মিলন মোহনা। ভক্ত জানে গুরুর ব্যাথা। গুরু বোঝেন ভক্তের আকুলতা।

অতি ভোরে তাই গুরুকে আহ্বান করতে হয়। তাঁকে কাঁধে নিয়েই কর্মে নামতে হয়। কারণ, গুরুর স্মরণ-সংযোগেই নিত্যসুখ। গোবিন্দ গোপাল গুরু নিত্যবাসী। তাই অনিত্য সংসারবন্ধন আর বিষয়মোহের কলুষ থেকে অন্তর শুদ্ধির জন্যে, কাম ছেড়ে প্রেমসেবায় নিত্যসুখ লাভের জন্যে গোষ্ঠলীলা তথা এ সৃষ্টিলীলা। গুরুই যুগে যুগে এখানে কৃষ্ণশক্তি অর্থাৎ কর্ষণশক্তির অবতার, সেই লীলার মধ্যমণি হয়ে তিনি পরম লীলাবিলাসের আনন্দে এক একবার এক এক রূপ আড়াল রচনা করেন ভক্তদের আকুল করার উদ্দেশ্যে। বিরহ আছে বলেই তো মিলনের এ ব্যাকুলতা, এ আকুল আর্তি। বেদনার মধ্যেই চেতনার বিকাশ। বিশ্বময় জন্ম-জন্মান্তরে এ লীলা কত রূপে রসে চলছে। গুরুশিষ্য জন্ম-জন্মান্তর ফাঁকে ফাঁকে রয়।

❚ ও যার আপন খবর আপনার হয় না

নিজের দেহের মধ্যে আল্লাহর অন্বেষণে মনকে ভেতরমুখি করে হেরাগুহা বা কাহাফের সাধনা যে করে না সে আত্মজ্ঞানও অর্জন করতে পারে না। কেশের অর্থাৎ চুলের নিচে যেমন মুখ-মাথা ঢাকা পড়ে যায় তেমনই মনের ভ্রান্তিকর ধারণার নিচে আল্লাহ প্রত্যেকের ভেতর আড়াল হয়ে আছেন। নিজেকে চিনতে পারলে আল্লাহকেও চেনা যায়। নয়তো বাইরে ঢাকা-দিল্লি তীর্থে-তীর্থে ঘুরেও আল্লাহর সন্ধান মেলে না। আপন মনের অজ্ঞানতার পর্দা না সরালে হাজার মক্কা, কাশী, গয়ায় গিয়েও পরমাত্মার দেখা মিলবে না।

প্রত্যেকের মনের গভীর কন্দরে আল্লাহ বা ঈশ্বর আবৃত হয়ে রয়েছেন। কাম, লোভ, মোহ, বিদ্বেষ-এসবই মানুষের মনের কালো আবরণ যার তলে গুরুসত্তা তথা আল্লাহ আড়াল হয়ে আছেন। ছাপা কাগজের ধর্মগ্রন্থ পড়ে মন আরো ভ্রান্তির খপ্পরে পড়ে যায়।

একজন সম্যক গুরু যিনি স্বরূপে আল্লাহর প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তির প্রকাশ তিনিই আল কোরানের ভাষায় আবহায়াত নদী অর্থাৎ অমৃত সুধার সাগর। মনের দৈন্য থেকে মুক্তির জন্যে যে তাঁর চরণে দেহ-মন-সত্তা পুরোপুরি সমর্পণ করতে পারবে তাকে তিনি সেই সৃষ্টি রহস্যের জ্ঞান অমৃত দিয়ে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে নেন। অথচ মানবরূপ ধরে তিনি আমাদের কাছেই আছেন, অথচ আমরা কেউ তাঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না যেয়ে গোঁড়া মোল্লাদের কাছে যাই আল্লাহর ঠিকানা খুঁজতে। এর চেয়ে আত্মঘাতি ব্যাপার আর কী হতে পারে? আপন খবর আপনার না হয়ে ভ্রান্তির মরীচিকার মধ্যেই খাবি খায় জনগণ।

মহানবির বাণী : 'মান আরাফা নাফসাহু, ফাক্বাদ আরাবা রাব্বাহু' অর্থাৎ 'যে জানলো বা ধ্যান করলো নিজেকে সে চিনলো তার প্রভুকে।' মানব আকারের ভেতরই লুকিয়ে আছেন সম্যক গুরু রূপে আল্লাহ তথা পরম পুরুষসত্তা। যে ধ্যান করলো সে চিনলো আপনার মধ্যে পরমকে। ধ্যান যে করে না সম্যক গুরুর, স্মরণ-সংযোগ করে না গুরুকেন্দ্রিক ভাবধারায়, সে আল্লাহর মধ্যে থেকেও আল্লাহকে আজো চিনে উঠতে পারে নি। তাই জগতে এতো কেলেঙ্কারী ও হাঙ্গামা। আল্লাহর নামে, ধর্মের নামে কতো মসজিদ, মক্তব, মাদরাসা, কত মৌলভি, মোল্লা, কত গ্রন্থ রচনা, কত পড়াশোনা, কত তামাশা। এক আল্লাহর কথা বলে শতধা বিভক্তির ধারা। আত্মদর্শনের ধারায় ফিরে না এলে মানুষ কখনো পরম সত্তাকে নিজের মধ্যে দেখার দৃষ্টি খুঁজে পায় না।

বিচিত্র এ সৃষ্টিলীলা। আমাদের মনের উচ্চমুখি চাহিদাই আমাদের মানুষ আকারে এ পৃথিবীতে এনেছে। এটাই গুরুর প্রাকৃতিক বিধান। এ বিধান খুব রহস্যময়।

AMARBOI.COM

ওরে আলক্ মানুষ আলক্ষে রয়

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মূলসত্তা মোহাম্মদি নূর রূপে লুকানো সূক্ষ্ম পরম সত্তা 'আলক্ মানুষ' হয়ে লীলা করছেন। দেহ-মনের উপর পরম দ্রষ্টা,পরম শ্রোতা হয়ে তিনি সব সময় জাগ্রত। তাঁর আহার-নিদ্রা, ক্লান্তি-শ্রান্তি নেই। সত্তার জ্ঞানসূর্য রূপে তিনিই সম্যক গুরু বা আল্লাহ। তাঁকে পেতে হলে দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হবার মাধ্যমে ধ্যানলোকে প্রবেশ করে অন্তর্মুখি সাধনার দ্বারা আত্মদর্শনে নিয়োজিত হতে হয়। তার আগে সম্যক গুরুর কাছ থেকে সে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় হাতে-কলমে।

ওরে আমার মন

সত্য-সুপথ শুধু কিছু শব্দ বা কথার কথা নয়। এ হলো বাস্তব পথ–পদ্ধতি। সম্যক গুরুর দেখানো সহজ অর্থাৎ নিরাসক্ত সে জীবন, আমিত্বের বন্ধনমুক্ত পরম জ্ঞানলাভের আশ্রমিক ধ্যানলব্ধ মানসিক স্তর। চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যে সত্যের অর্থাৎ গুরুর সাথে সংলগ্ন হয়ে থাকার আসক্তিমুক্ত, নিহেতু করণ-কারণের যোগশিক্ষা। বিষয়বাসনার মোহরাশির উপর ভাসমান থেকে অটল ভক্তি ও মুক্তির সর্বকালীন-সর্বজনীন জীবন ব্যবস্থা। মনই এর মূলধন। যার মন যেমন তার গুরুও তেমন। মনই তো দেহ রূপে প্রকাশ প্রায়। যার মন যতো সুন্দর তার সত্য সুপথ ততোই সমুজ্জ্বল।

সত্য বল সুপথে চলে ওরে আমার মন
সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওরে আমার মন গোয়ালা দুইবেলা তুই দুধ জোগাবি

সাধক দেহমোহ থেকে আলগা হয়ে প্রতিটি ইন্দ্রিয়পথ দিয়ে মনে আগত ধর্মরাশির মোহ কলুষ ঝেড়ে যে জ্ঞান আহরণ করেন তা এখানে 'দুধ' রূপকে বিবৃত। মন গোয়ালা আপন গুরু। দুই বেলা হলো বিষয়রাশির অন্ধকার থেকে ধ্যান প্রয়োগ দ্বারা জ্ঞানের উদয় তথা আলোর উদয়কাল।

মানুষ মোহাম্মদ নূর মোহাম্মদের সাথে স্বগত সংলাপ করছেন এভাবে। আপন দেহের মধ্যে শয়তান এবং আল্লাহ, হোসাইন এবং এজিদ দুটোই লুকিয়ে আছে। যিনি ধ্যানী তিনিই হোসাইনী শক্তির জ্ঞানে জ্ঞানী। বিষয় তাঁর জ্ঞানের জোগানদান। আর এজিদ মানে বিষয়মোহে লোভাতুর হয়ে মন জ্ঞান স্বরূপ দুধকে বিষময় করে তোলে। তাতে জগত হয়ে ওঠে অশান্ত, রক্তাক্ত। দুঃখের যেন আর শেষ থাকে না।

খাবি দাবি পরকে দিবি
খাঁটি দুধ আমাকে দিবি,
বলি আমার মন গোয়ালা
দুই বেলা তুই দুধ জোগাবি ॥

ওরে ও ভাই কেলে সোনা

কৃষ্ণের অপর নাম 'কেলে সোনা'। তার কালো দেহরূপের মধ্যে তিনি অসীম আলোকিত জ্ঞানভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে বৃন্দাবন লীলা করেন। নিজেকে আড়াল করে রাখতে তিনি অনেক কৌশল অবলম্বন করেন। রসিক ভক্তও সেটা জানে না। তাই বিহ্বল ভক্ত গেয়ে ওঠে :

ওরে ও ভাই কেলে সোনা
চরণে নূপুর নেনা,
মাথায় মোহন চূড়ো নে না
ধরা পড় বংশীধারী ॥

ওরে মানুষ মানুষ সবাই বলে

সৃষ্টির সব লীলার মধ্যে গুরু মানবলীলাকেই সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ রহস্য দিয়ে আবৃত করেছেন। 'মানুষ' বা 'মনুষ্য' শব্দটির অর্থ 'মনু'র সন্তান। মন + উ = মনু। মনুষ্যের জন্মের দায় হলো 'শুদ্ধমন' হয়ে ওঠা। মনু যে সে-ই মনোজগতের মহারাজ।

মনের সূক্ষ্মতাকে ঢাকা দিয়ে দেহসর্বস্ব নরপশুর সংখ্যাই অধিক এ ভোগবাদী বস্তুবিশ্বে। এখানে বস্তুমোহের বন্ধনে ধরা খেয়ে বারবার শাস্তির জোয়াল কাঁধে নিয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ঘুরছে। আবার সংস্কার বা শেরেক তথা বিষয়মোহের আকর্ষণকে মন দিয়ে পরাজিত করা ইন্দ্রিয়জয়ী মহাপুরুগণ সংখ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতি অল্প হলেও এ জগত সৃষ্টিকাণ্ডে তাঁরা 'সহজ মানুষ' হয়ে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। সংস্কারচ্ছন্ন-ভ্রান্ত জীবকে মুক্তির প্রেমানন্দ বিলিয়ে আসক্তিমুক্ত করতে। আর সবার উপরে বসে তাঁর আধ্যাত্মিক শাহেনশাহীতে ফকির লালন হলেন অযোনি মানুষ। মুখের কথায় এ গূঢ় রহস্য বোঝা বা বোঝানো কঠিন। পরিশুদ্ধ কামেল মোর্শেদের কাছে আত্মসমর্পণের দ্বারা আত্মদর্শন না করে এ ভেদকথা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আপন দেহের মধ্যে অযোনি, সহজ, সংস্কার—এ তিন মানুষের দল বা চক্র আছে। আপন গুরুর কাছ থেকেই এ রহস্য জেনে নিতে হয়। ভজন-সাধন-প্রেমভক্তি ছাড়া শাঁইজি এ রহস্য উন্মোচনের জ্ঞান কারো অন্তরে সঞ্চার করেন না।

ওসে প্রেম করা কী কথার কথা

মহাপ্রভুর প্রেম বিষয়লোভে অন্ধ-অজ্ঞান মানুষের কঠিন পাষাণ মন কল্পনাও করতে পারে না। এ কী দেহের প্রেম? মন থেকে দেহবুদ্ধির অসারতা, মোহবুদ্ধির স্থূলতা অর্থাৎ জাগতিক আসক্তির চূড়ান্ত বিনাশ ছাড়া উপলব্ধি করা কঠিন। তাই সংসার স্নেহ, মাতৃ আর্তি, পুঁথি-পাণ্ডিত্য ছেড়ে একেবারে সর্বহারা হয়ে ওঠা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উদোম গায়ে গলায় ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে দুহাত উপরে তুলে নাচতে নাচতে নদীয়ায় প্রেমের তুরীয় ভাবের উত্তুঙ্গ প্লাবন বইয়ে দেন। প্রেম ছাড়া সব মিথ্যে। তাঁর প্রেমে মজে কতো রাজা ভিখারী হলো, কতো উজির-নাজির ফকির হলো, সে প্রেমের ক্ষমতা আমার মতো মূঢ় লিখে কোনো দিন বোঝাতে পারে? গৌরপ্রেম অন্তরে সঞ্চয় ছাড়া গৌরকথা বোঝানোর ক্ষমতা পৃথিবীর কোনো ভাষারই নেই।

AMARBOI.COM

ও সে প্রেম সাগরের তুফান ভারি

প্রভু গৌর সুন্দরের প্রেমহাটায় যে সে আসতে পারে না। জীবসুলভ দেহবুদ্ধির কণাটুকুও স্বভাবে থাকা পর্যন্ত এ প্রেমের লায়েক নয় সে। চাতুরি করে পার পাবার কোনো উপায়ও নেই। মন থেকে পার্থিব লালসা ঝেড়ে যে গুরুর অটল পদে ডুব দিয়ে প্রেমডুবারু হতে পারে এ জগত শুধু তারই জন্যে। লোকসমাজ এ ভাব জানে না। তাই প্রভুকে মনুষ্যদেহ ভেবে, সামান্য জ্ঞানে পদে পদে বিড়ম্বনাগ্রস্ত করে। শুভ্র নিয়ত না থাকলে প্রেমধন মেলে না এখানে। বরং প্রেম-তুফানের তুমুল তরঙ্গাভিঘাতে দেহতরী তছনছ হয়ে যায়। মাঝ নদীতেই ভরাডুবি ঘটে। যারা চিত্তশুদ্ধ-বুদ্ধ হতে চায় এ ভাব তুফানে তারাই হরিপ্রেমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারাই প্রেমগুণে গুরুর গোপী। তাঁরাই সর্বজয়ী, সর্বসহা।

ওসে রসে পরিপূর্ণ দেখতে চমৎকার

মানবদেহের মধ্যে অসীম সৃষ্টি রহস্যের অপরূপ লীলা আত্মদর্শন দ্বারা সাধক দর্শন করেন। রস মানে পরম জ্যোতির্ময় জ্ঞানের বিন্দু উৎস থেকে আলোকিত মহাসিন্ধুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসারণ। দেহের মেরুদণ্ড প্রান্ত থেকে মাথার তালু পর্যন্ত বিস্তৃত সাতটি চক্র তথা চেতন শক্তির স্নায়ুকেন্দ্রসমূহে স্তরে স্তরে প্রভু গুরুর অধিষ্ঠান যে সাধক ক্রমে উচ্চমুখি করে তোলে-এ পরম আনন্দ লাভ শুধু তার জন্যেই সংরক্ষিত।

❚ ওহে রসুল ফেলে যেও না

'যেহি মুর্শিদ সেই তো রসুল, ইহাতে নাই কোনো ভুল, খোদাও সে হয়।' জগত বন্ধনের বিষয়মোহ থেকে প্রেমের শিক্ষা-দীক্ষাদাতা সদ্‌গুরু ভক্তদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় এবং পরমতম সম্পদ। তাঁকে সব সময় চোখে চোখে রাখাই ভক্তের এবাদত। বিষয়রাশির মোহ-তরঙ্গে তিনি যদি তাঁর বান্দাকে প্রেমের হাত ধরে টেনে না তোলেন তবে আর রক্ষা করে কে। মোহ-ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এ সংসার সমুদ্রে গুরুই রসুল রূপে পারের কাণ্ডারী। তাই প্রেমান্ধ ভক্তেরা এ আরজি করেন অতি বিনয়ে :

তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাবে না।
দেখা দিয়ে ওহে রসুল ফেলে যেও না॥

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

॥ ঔ ॥

॥ ঔষধ

মানুষ মানসিকভাবে বিষয়রাশির মোহে এতো অসুস্থ যে, তাদের মন এখনো সালাত তথা ধ্যান বোঝার মতো যোগ্য হয় নি। সালাতকর্ম সুস্থ সবল মনের ব্যাপার। মনের রোগ বা অপবিত্রতার উৎস হলো শেরেক। মন অবিরাম বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে। এ ভ্রমণ আল্লাহ অর্থাৎ গুরুর সালাত পদ্ধতির সাথে না করলে তা হয় আল্লাহর সঙ্গে শেরেক। মনের বিষয়ের উপর সালাতের তথা প্রজ্ঞার সাথে ভ্রমণ করলে তা হয় 'সিরু ফিল আর্দ' অর্থাৎ দেহের ভেতর সালাতের ভ্রমণ। সালাত ব্যতীত বিষয়রাশির সঙ্গে মনের সংযোগ অসুস্থতা অর্থাৎ অপবিত্র সম্বন্ধ। বিষয়ের সাথের সব সম্বন্ধ জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ সালাতের দ্বারা বিধৌত হলে তাতে শিরিক থাকে না, আলোর বিকাশ ঘটে। তখন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে মনের ভ্রমণ হয় সুস্থ, সুন্দর এবং জ্ঞানময়। এটাই মন মানসিকতায় অসুস্থ ভক্তের জন্য গুরুর ঔষধ। এ ঔষধ বা নিরাময় পদ্ধতি ধ্যানী ব্যক্তির জন্যে বাঞ্ছনীয় এবং অর্জনীয় ব্যবস্থা। দেহের ভেতর সালাতের ভ্রমণ ব্যতীত চিরনারীত্ব বা অসীম দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলা যায় না। সুতরাং মহাপুরুষও হওয়া যায় না।

জগতবাসী বিষয়াশয়ের মোহে আসক্ত হয়ে মন মানসিকতায় সম্পূর্ণ অসুস্থ হয়ে আছে। অজ্ঞান বা প্রজ্ঞাহীন অবস্থাই মনের দীর্ঘকালীন অসুস্থতা। এ অসুস্থতা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে সম্যক গুরু যাঁকে যে মানের পদ্ধতি বা ব্যবস্থা দান করেন সেটাই তার ঔষধ। চিত্তশুদ্ধির চিকিৎসকরূপে গুরু তাঁর শিষ্যকে এ ঔষধ দান করেন। বিষয়মোহ তথা শেরেকের আবর্জনা থেকে, বস্তুমোহের সর্ব প্রকার কলুষিত বন্ধন থেকে মনের মুক্তাবস্থা অর্জনের মাধ্যমে সুস্থতা অর্থাৎ জ্ঞানময় আনন্দ ও সৌন্দর্যের সকল প্রকার অভিব্যক্তি অর্জনের জন্যে গুরু প্রদত্ত ব্যবস্থা পরিপূর্ণ অনুসরণ ছাড়া ভবরোগ থেকে মুক্তি লাভের দ্বিতীয় কোনো ব্যবস্থা নেই।

মানেল কবিরাজের বাক্য
তবে তো রোগ হয় আরোগ্য
মধ্যে মধ্যে নিজে বিজ্ঞ
হয়ে গোল বাধালি রে ॥
অমৃত ঔষধ খেলি
তাতে মুক্তি নাহি পেলি
লোভ-লালসে ভুলে র'লি
ধিক তোর লালচে রে ॥

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~